ঢাকা বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. কোথায় সত্য প্রচার করতে গেলে হজরত মুহম্মদ (স.) প্রস্তরাঘাতে আহত হন?
ক মক্কায় খ তায়েফে গ মদিনায় ঘ জেদ্দায়

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
চিড়া বলো, মুড়ি বলো ভাতের সমান নয়
মাসি বলো, পিসি বলো মায়ের সমান নয়।

২. উদ্দীপকে 'বঙ্গবাণী' কবিতার কোন ভাষার গুরুত্বকে বোঝানো হয়েছে?
ক আরবি খ ফারসি গ বাংলা ঘ হিন্দি

৩. উদ্দীপকের মূলভাব নিচের কোন চরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক দেশি ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি খ আরবি ফারসি হিন্দে নাই দুই মত
গ দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায় ঘ আরবি ফারসি শাস্ত্রে নাই দুই মত

৪. প্রমথ চৌধুরীর মতে, আমাদের দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা কীসের চাইতে কম নয়?
ক স্কুলের খ কলেজের গ হাসপাতালের ঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের

৫. 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকার মনে 'পাষাণ ভার'-এর কারণ কী?
ক চারদিন ধরে মুষলধারে বৃষ্টি থাকায় খ অন্ধ শ্বশুরের অসুস্থতার কারণে
গ জামী স্কুলে যেতে না পারায় ঘ মুক্তিযুদ্ধের কারণে অস্থিরতা শুরু হওয়ায়

৬. দস্যুর ভয়ের চেয়েও রানার সূর্য ওঠাকে বেশি ভয় পায় কেন?
ক চাকরি হারানোর জন্য খ ডাক না পাওয়ার ভয়ে
গ দায়িত্ববোধের কারণে ঘ বাড়ি ফেরার তাড়া থাকায়

৭. মমতাদি কত টাকা মাইনে আশা করেছিল?
ক ১০ টাকা খ ১২ টাকা গ ১৫ টাকা ঘ ১৮ টাকা

৮. 'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়'– এ বক্তব্যে ভুখারির কোন মনোভাব প্রকাশ পায়?
ক ধিক্কার খ প্রতিবাদ গ ফরিয়াদ ঘ অসহায়ত্ব

৯. 'সওদাগরের ডিঙার বহর' কোন ঐতিহ্যের ধারক?
ক শিল্পের খ বিদ্রোহের
গ ব্যাবসা-বাণিজ্যের ঘ চিত্রকলা

১০. খোদেজার বুক কাঁপে কেন?
ক স্বামীর জমিদারি হারানোর ভয়ে খ স্বামীর অসুস্থতার কথা শুনে
গ ছেলে তাহেরাকে বিয়ে করতে চায় শুনে
ঘ তাহেরা পির সাহেবের মুখের ওপর কথা বলেছে বলে

১১. কোন ধরনের প্রবন্ধে বিষয়বস্তু প্রাধান্য পায়?
ক তন্ময় খ মন্ময় গ রম্য ঘ বিচিত্র

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং-এ গাছচাপা পড়ে নিজামদের পরিবারের সবাই মারা গেলেও ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেল নিজাম। সে এখন রাস্তার পাগল।

১২. উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়?
ক রাজাকারদের অত্যাচার খ কলেরা মহামারি
গ বাঙ্কারে মাইন বিস্ফোরণ ঘ মিলিটারিদের নিষ্ঠুরতা

১৩. উদ্দীপকের 'নিজাম' 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মতো–
i. এতিম ii. সাহসী iii. অসহায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. শিশিরের জলে কোন ফুল ভেজার কথা বলা হয়েছে?
ক কদম ফুল খ শিউলি ফুল গ হিজল ফুল ঘ চালতা ফুল

১৫. 'সূর্যাস্ত আইন' কত সালে প্রণীত হয়?
ক ১৭৯১ সালে খ ১৭৯২ সালে গ ১৭৯৩ সালে ঘ ১৭৯৪ সালে

১৬. কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংসার সমরাঙ্গণ' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
ক যুদ্ধক্ষেত্রকে খ জীবনযুদ্ধকে
গ প্রতিরোধ যুদ্ধকে ঘ অস্তিত্ব রক্ষাকে

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।

১৭. কবিতাংশটি তোমার পঠিত কোন কবিতার ভাবকে ধারণ করেছে?
ক সেইদিন এই মাঠ খ কপোতাক্ষ নদ গ পল্লিজননী ঘ আমার পরিচয়

১৮. উক্ত ভাব যে চরণে প্রতিফলিত–
ক পৃথিবীর এসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল
খ ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়েছিলি এমনি এ কালি সাঁঝে
গ আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি
ঘ কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে

১৯. 'কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত' মানুষের মূল্য কতটুকু?–এই মানুষ কারা?
ক যারা শিক্ষার কাজে ব্যস্ত খ যারা অর্থ সাধনায় ব্যস্ত
গ যারা জীবনসাধনায় ব্যস্ত ঘ যারা সমাজসংসারে ব্যস্ত

২০. 'পল্লিজননী' কবিতায় 'ফুরায়ে এসেছে তেল' পঙ্‌ক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক রাতের অবসান হয়েছে খ বাতির তেল ফুরিয়ে আসছে
গ চিকিৎসার টাকা ফুরিয়ে গেছে ঘ মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে

২১. 'জান দিমু তবু ধান দিমু না।'– উক্তিটির ভাবার্থের প্রতিফলন ঘটেছে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রে?
ক তাহেরা খ বহিপীর গ খোদেজা ঘ হাশেম

২২. নিমগাছ বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন কেন?
ক এটা দেখতে সুন্দর খ এটা আকারে ছোটো
গ এটার যত্ন নিতে হয় না ঘ এটা উপকারী

২৩. লেখিকার বেড-সাইড টেবিলে কালিদানিতে কী ফুলের কলি রাখা ছিল?
ক বুকানিয়ার খ পাসকালি গ ল্যা ভেন্ডার ঘ বনি প্রিন্স

২৪. কপালে কব্জিতে লাল সালু বেঁধে কারা এসেছিল?
ক উলঙ্গ কৃষক খ করুণ কেরানি
গ লোহার শ্রমিক ঘ শিশু পাতা-কুড়ানিরা

২৫. যুদ্ধে শত্রুরা কখন হেরে যায়?
ক সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে খ সৈন্য সংখ্যা বেশি হলে
গ আধুনিক অস্ত্র থাকলে ঘ উন্নত প্রশিক্ষণ থাকলে

২৬. সুভা গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে আশ্চর্য করার চেষ্টা করতে চাইতো কারণ–
i. নিজের গুরুত্ব প্রকাশের আশায় ii. নিছক আনন্দ দেওয়ার অভিপ্রায়ে
iii. তার মনে একটু জায়গা করে নেওয়ার লোভে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. দগ্ধ ঘরের নড়বড়ে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে কে?
ক মোল্লাবাড়ির এক বিধবা খ থুথুরে একবুড়ো
গ এক অনাথ কিশোরী ঘ সাকিনা বিবি

২৮. দুম্বার মাংসের গামলায় কোনটিকে লেখকের চোখে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হয়েছে?
ক বাদাম খ কিসমিস গ মাংস ঘ আলু

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই,
মাগো আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই?

২৯. উদ্দীপকে প্রকাশিত ভাব 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের কোন দিকটি ইঙ্গিত করে?
ক পল্লিপ্রকৃতি খ শৈশবের দুরন্তপনা
গ ভাই-বোনের সম্পর্ক ঘ বাবা-মায়ের শাশ্বতরূপ

৩০. উদ্দীপকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের যে দিকগুলো অনুপস্থিত–
i. দারিদ্র্যের চিত্র ii. কুসংস্কার iii. প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 0 1

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** ও ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি**সহ মোট **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। জন্ম থেকেই সুলতানার ডান হাত এবং ডান পা একরকম অকেজো। বেশিক্ষণ হাঁটতে পারে না। প্রায় সব কাজেই কারো না কারো সাহায্য নিতে হয়। অন্যদের মতো স্বাভাবিক না হওয়ায় কেউ তার সাথে মিশতে চাইত না এবং খেলাও করত না। কিন্তু সুলতানা মনোবল হারায়নি। ডান হাতে শক্তি না থাকায় সে বাম হাতে লেখালেখি করে। পড়াশোনা অব্যাহত রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে সে এখন স্নাতকে ভর্তি হয়েছে।

ক. ‘অনিমেষ’ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কালো চোখকে কিছু তর্জমা করতে হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সুলতানার সাথে ‘সুভা’ গল্পের সুভার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের সুলতানা চরিত্রের যে দিকটি সুভার মধ্যে অনুপস্থিত, সেটিই তার করুণ পরিণতির মূল কারণ”– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলায় ব্রজেশ্বর ছিল তাঁদের বাড়ির চাকরদের সর্দার। বাড়ির ছোটোদের তত্ত্বাবধান ও খাবার পরিবেশের দায়িত্ব ছিল ব্রজেশ্বরের ওপর। ছোটোরা খেতে বসলে সে সকলকে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে জিজ্ঞেস করত আর দেবে কি না। রবীন্দ্রনাথ তার মনোভাব বুঝতে পেরে লুচি, দুধ ইত্যাদি খাবারে নিজের অনীহা প্রকাশ করতেন। বেঁচে যাওয়া এসব খাবার চলে যেত ব্রজেশ্বরের আলমারিতে।

ক. আবদুর রহমান কার মতো লেখকের মুশকিল-আসান করবে? ১

খ. আবদুর রহমান তার গোঁফ কামিয়ে ফেলার কথা বলেছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ব্রজেশ্বর এবং ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের আবদুর রহমানের মাঝে আচরণগত যে বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের মূল ভাবকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।”– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। লিজা ও নেহা দুই বান্ধবীই সাহিত্যপ্রেমী, তবে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। লিজা ধৈর্য ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা বই পড়তে আগ্রহী নয়। অল্প সময়ের মধ্যে পড়ে শেষ করা যায় এমন ছোটো ছোটো বিশেষ ঘটনাই লিজাকে আনন্দ দেয়। অপরদিকে নেহার পছন্দ সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন শাখাটি। সমাজকে সরাসরি প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় বলে সাহিত্যের এই শাখাটি নেহার এত ভালো লাগে।

ক. ‘সাহিত্য সন্দর্শন’ গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১

খ. মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহকে উপন্যাস বলা যায় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের লিজাকে সাহিত্যের যে শাখাটি আনন্দ দেয় সেটি ‘সাহিত্যের রূপ ও রীতি’ প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাহিত্যের প্রাচীন শাখাটিকে নেহার ভালো লাগার কারণটি কতখানি যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? ‘সাহিত্যের রূপ ও রীতি’ প্রবন্ধের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৪। (i) প্রচলিত শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়া গুগলকর্মীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গুগলের কিছু কিছু টিমে ১৪ শতাংশ কর্মীর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ডিগ্রি নেই। যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেয়েও নিজের প্রতিভা এবং মজ্জাগত মেধার সফল প্রয়োগ করে কর্মক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করছে, পশ্চিমা বিশ্বে এরা ‘সাউথ পোলার’ হিসেবে পরিচিত।

(ii) বই পড়া সম্পর্কে বিল গেটস বলেছেন, “ছোটোবেলা থেকেই আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। আর এই স্বপ্ন পেয়েছিলাম বই থেকে। আমার ঘরে, অফিসে, গাড়িতে সর্বত্রই আমার সঙ্গে থাকে বই।”

ক. প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী ছিল? ১

খ. “ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।”– কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপক (i)-এর ‘সাউথ পোলার’ ব্যক্তিরা ‘বই পড়া’ প্রবন্ধ অনুসারে কাদের প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্য ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার খণ্ডিত প্রতিফলন মাত্র।”– মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। যারা ভালোবাসে তারা যুদ্ধে যায়,
যারা যুদ্ধে যায় সকলে ফিরে আসে না।
এবং যারা মায়ের কাছে ফিরে আসে–
তাদের ঝুলিতে বর্ণমালার নূপুর,
ঢেঁকিতে কিশোরী পা, ডুরে শাড়ি ঘাসের ফড়িং।

ক. শাহবাজপুরের জোয়ান কৃষক কে? ১

খ. “তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্ণের দুর্বল আলোর ঝিলিক”– বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কবিতার প্রতিফলিত দিকটির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের মায়ের কাছে ফিরে আসা সন্তানরাই ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কবিতায় তেজি তরুণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল”– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৬। আমার দেশের মাটিতে মেশানো আমার প্রাণের ঘ্রাণ
গৌরবময় জীবনের সম্মান।
প্রাণ-স্পন্দনে লক্ষ তরুর করে
জীবনপ্রবাহ সঞ্চারি মর্মরে,
বক্ষে জাগায়ে আগামী দিনের আশা–
আমার দেশের এ মাটি মধুর, মধুর আমার ভাষা।

ক. সনেটের অষ্টকে কী থাকে? ১
খ. 'আর কি হে হবে দেখা?'– কবি এরূপ সংশয় প্রকাশ করেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় বর্ণিত সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় বিশেষ দিকের সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিক ও চেতনাগত পার্থক্য স্পষ্ট।"– মন্তব্যটির যৌক্তিক মূল্যায়ন করো। ৪

৭। মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিব না আর;
দেখিব না হেলেঞ্চার ঝোঁপ থেকে একঝাড় জোনাকি কখন
নিভে যায়– দেখিব না আর আমি এই পরিচিত বাঁশবন,
শুকনো বাঁশের পাতা-ছাওয়া মাটি হয়ে যাবে গভীর আঁধার
আমার চোখের কাছে– লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সে কবে আবার।

ক. লক্ষ্মীপেঁচার কণ্ঠে কী ধ্বনিত হয়? ১
খ. 'সোনার স্বপ্নের সাধ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মৌলিক প্রেরণা উদ্দীপকের চিত্রকল্পে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা– উভয়ক্ষেত্রেই কবির জীবনতৃষ্ণাকে অভিন্ন বলা যায় কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। চন্দ্রপুর গ্রামে সেদিন ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল। দুপক্ষে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। পাকবাহিনী সেদিন ছিল সুবিধাজনক অবস্থায়। ফলে বাঙ্কারে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হটা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু কেউ একজন ব্যাকআপ না দিলে অন্যদের পক্ষে নিরাপদে সরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তখন নির্ভয়ে এগিয়ে এলো সবার ছোটো কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আবু সালেক। তার ছোট্ট কাঁধে তুলে নিল বিশাল এক দায়িত্ব। ক্রমাগত গুলি করতে লাগল পাকবাহিনীর ক্যাম্প লক্ষ্য করে। আর সেই অবসরে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গেল অন্য মুক্তিযোদ্ধারা।

ক. উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী? ১
খ. বুধার কাছে আলো-আঁধার দুটোই সমান কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের আবু সালেকের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য– ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সামগ্রিকতা চিত্রায়নে অক্ষম।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। (i) স্বাধীনতা নামক শব্দটি
ভরাট গলায় দীপ্ত উচ্চারণ করে বারবার
তৃপ্তি পেতে চাই।..........
স্বাধীনতা শব্দ এত প্রিয় যে আমার
কখনো জানিনি আগে।

(ii) 'আবার আসব ফিরে' বলে সজীব কিশোর
শার্টের আস্তিন দ্রুত গোটাতে গোটাতে
স্লোগানের নিভাঁজ উল্লাসে
বারবার মিশে যায় নতুন মিছিলে, ফেরে না আর।

ক. বুধা কীসে বুক উজাড় করে দেয়? ১
খ. 'যুদ্ধ ছাড়াও মরণ থাকে'– কুন্তি একথা বলেছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপক (i)-এর চেতনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সাথে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক (ii)-এর কিশোরের বৈশিষ্ট্যই 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে শাহাবুদ্দিনের মনে বুধার ছবি আঁকবার প্রেরণা জুগিয়েছিল।"– উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। দরিদ্রতার কারণে কুসুমের বাবা মেয়ের পড়ালেখার খরচ আর চালাতে পারছেন না। তাই তিনি কারও মতামত না নিয়েই পাশের গ্রামের বয়স্ক ও বিপত্নীক রজব মিয়ার সাথে তার স্কুলপড়ুয়া মেয়ের বিয়ে ঠিক করে আসেন। পড়ালেখায় আগ্রহী কুসুম এমন বিয়েতে প্রবল আপত্তি জানালেও কেউ তার ইচ্ছার গুরুত্ব দেয় না। কুসুমের স্কুল-শিক্ষক সব ঘটনা জানতে পেরে বিয়ের দিন ৯৯৯-এ কল করে প্রশাসনের সহায়তায় কুসুমের বাল্যবিয়ে ঠেকাতে সক্ষম হন। সেই সাথে তিনি কুসুমের পড়ালেখার যাবতীয় খরচ নিজে বহন করার আশ্বাস দেন।

ক. 'ছোটো মুখে বড়ো কথা'– কে বলেছিল? ১
খ. "ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবি"– কথাটি কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের স্কুল-শিক্ষক কোন দিক থেকে 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের কুসুমকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ বলা যায় কি? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

১১। প্রতিবছর বন্যায় বাঁধ ভেঙে গ্রাম প্লাবিত হয়। রক্ত পানি করা সোনার ফসল, মানুষ, গোরু সব বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দৈববিশ্বাসের ওপর ভর করে গ্রামের মাতব্বর রহিম সর্দার এবার বাঁধ রক্ষার জন্য চাষিদেরকে একজন নামকরা পিরের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দেন। পক্ষান্তরে গ্রামের শিক্ষিত যুবক মতি মাস্টার একদল লোক নিয়ে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি সহ্য করে রাতের মধ্যেই মাটি কেটে বাঁধ মজবুত করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায় গ্রামের মানুষের কষ্টের সোনার ফসল।

ক. নাটকের প্রাণ কোনটি? ১
খ. "নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি।"– কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের রহিম সর্দারের পরামর্শ 'বহিপীর' নাটকের কোন দিকটি ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সমার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে কি? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	খ	২	গ	৩	ক	৪	গ	৫	ঘ	৬	গ	৭	খ	৮	গ	৯	গ	১০	ঘ	১১	ক	১২	খ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জন্ম থেকেই সুলতানার ডান হাত এবং ডান পা একরকম অকেজো। বেশিক্ষণ হাঁটতে পারে না। প্রায় সব কাজেই কারো না কারো সাহায্য নিতে হয়। অন্যদের মতো স্বাভাবিক না হওয়ায় কেউ তার সাথে মিশতে চাইত না এবং খেলাও করত না। কিন্তু সুলতানা মনোবল হারায়নি। ডান হাতে শক্তি না থাকায় সে বাম হাতে লেখালেখি করে। পড়াশোনা অব্যাহত রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে সে এখন স্নাতকে ভর্তি হয়েছে।

ক. 'অনিমেষ' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কালো চোখকে কিছু তর্জমা করতে হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সুলতানার সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের সুলতানা চরিত্রের যে দিকটি সুভার মধ্যে অনুপস্থিত, সেটিই তার করুণ পরিণতির মূল কারণ"– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'অনিমেষ' শব্দের অর্থ অপলক বা, পলকহীন।

খ সুভার মনের ভাব তার চোখে ফুটে ওঠে, তাই তার কালো চোখকে তর্জমা করতে হয় না।

সুভা কথা বলতে পারে না। সুভার বড়ো বড়ো কালো চোখের যে ভাষা, যে উজ্জ্বলতা তাতে অবর্ণনীয় ভাবের প্রকাশ রয়েছে। যার দিকে তাকালে আর কোনো তর্জমা করার দরকার হয় না। তার চোখ দুটোই কথা বলে। সুভার মনের ভাব তার চোখের উপরে কখনো কখনো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠত, আবার কখনো ম্লানভাবে নিভে আসত। কখনো চঞ্চল বিদ্যুতের মতো, আবার কখনো ডুবে যাওয়া চাঁদের মতো হয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করত। সুভার মুখের ভাষা না থাকলেও দৃষ্টির গভীরতা স্পর্শ করা যায়। এ কারণে সুভার কালো চোখকে তর্জমা করতে হয় না।

উত্তরের মূলকথা : সুভার মনের ভাব তার চোখে ফুটে ওঠে, তাই তার কালো চোখকে তর্জমা করতে হয় না।

গ উদ্দীপকের সুলতানার সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো শারীরিক প্রতিবন্ধীতা।

'সুভা' গল্পের সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। সে কথা বলতে পারে না। কথা না বলতে পারার কারণে কেউ তার সাথে মেশে না। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। এমনকি তার মা পর্যন্ত তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। সুভার মা সুভাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করে। এজন্য সুভা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সে সবাইকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। আর প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গের সাথে মিশে সে আপন জগৎ তৈরি করে নেয়। সুভার মনোবেদনা কেউ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেনি। সুভা যে এ সমাজেরই একটি অংশ তা কেউ মেনে নিতে পারেনি। ফলে সুভার জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়।

উদ্দীপকের সুলতানাও একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। জন্ম থেকেই তার ডান হাত এবং ডান পা একেবারেই অকেজো। সে বেশিক্ষণ হাঁটতে পারে না। কারও সাহায্য নিয়ে তাকে হাঁটতে হয়। সুলতানা অন্যদের মতো স্বাভাবিক না হওয়ায় কেউ তার সাথে মিশতে চাইত না। কেউ তার সাথে খেলাধুলাও করতে চাইত না। কিন্তু সুলতানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েনি। বরং দৃঢ় মনোবল নিয়ে লেখাপড়া করতে থাকে। ডান হাতে শক্তি না থাকায় সে বাম হাত দিয়ে লেখা শুরু করে। একসময় বাম হাতেই সে লেখায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। আর অবশেষে সে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হয়। তাই আমরা বলতে পারি, শারীরিক প্রতিবন্ধীতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের সুলতানার সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সুলতানার সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো শারীরিক প্রতিবন্ধীতা।

ঘ "উদ্দীপকের সুলতানা চরিত্রের যে দিকটি সুভার মধ্যে অনুপস্থিত, সেটিই তার করুণ পরিণতির মূল কারণ।"–মন্তব্যটি সঠিক।

'সুভা' গল্পের সুভা একটি বাক্‌প্রতিবন্ধী চরিত্র। কথা বলার শক্তি তার নেই। কথা বলতে না পারার কারণে সে সবার কাছে অবহেলার শিকার হয়। এমনকি নিজের মায়ের কাছেও সুভা চরম অবজ্ঞার মুখোমুখি হয়। এসব কারণে সুভা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। আর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কারণে সে তার শারীরিক প্রতিবন্ধীতাকে জয় করতে পারেনি। সে এ কাজের প্রতি কোনো উৎসাহবোধ করেনি। সে কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস সাধনা করলে অবশ্যই তার প্রতিবন্ধীতাকে জয় করতে সক্ষম হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সুভা সেদিকে ধাবিত হয়নি। তাই তার ভাগ্যেরও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

উদ্দীপকের সুলতানা জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী। তার ডান হাত ও ডান পা একরকম অকেজো। সে বেশিক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে পারে না। কোথাও যেতে হলে কারও সাহায্য নিয়ে যেতে হয়। এত বড়ো সমস্যার মধ্যে থেকেও সুলতানা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েনি। মনের মধ্যে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে লেখাপড়া শুরু করে। ডান হাত অকেজো হওয়ায় সে বাম হাত দিয়ে লেখালেখি করতে থাকে। একসময় বাম হাতেই লেখায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। এভাবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হয়। সে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধীতাকে জয় করতে সক্ষম হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের সুলতানা শারীরিক প্রতিবন্ধী হলেও সে প্রতিবন্ধীতাকে জয় করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু 'সুভা' গল্পের সুভা তার প্রতিবন্ধীতাকে জয় করতে পারেনি। সুভা তার প্রতিবন্ধীতাকে জয় করার কোনো চেষ্টাই করেনি। সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে নিজের মনোবল হারিয়ে ফেলে। সুলতানা চরিত্রের ইতিবাচক দিকটি সুভা ধারণ করতে পারেনি। সে দৃঢ় মনোবল নিয়ে লেখাপড়া করলে তার জীবনে এতটা চরম বিপর্যয় নেমে আসত না। বরং তার জীবনটা সাফল্যে ভরে উঠত। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের সুলতানার মতো প্রতিবন্ধীতাকে জয় করার প্রচেষ্টা সুভার মধ্যে না থাকাই তার করুণ পরিণতির মূল কারণ। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সুলতানা চরিত্রের যে দিকটি সুভার মধ্যে অনুপস্থিত, সেটিই তার করুণ পরিণতির মূল কারণ।

প্রশ্ন ▸ ০২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলায় ব্রজেশ্বর ছিল তাঁদের বাড়ির চাকরদের সর্দার। বাড়ির ছোটোদের তত্ত্বাবধান ও খাবার পরিবেশের দায়িত্ব ছিল ব্রজেশ্বরের ওপর। ছোটোরা খেতে বসলে সে সকলকে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে জিজ্ঞেস করত আর দেবে কি না। রবীন্দ্রনাথ তার মনোভাব বুঝতে পেরে লুচি, দুধ ইত্যাদি খাবারে নিজের অনীহা প্রকাশ করতেন। বেঁচে যাওয়া এসব খাবার চলে যেত ব্রজেশ্বরের আলমারিতে।

ক. আবদুর রহমান কার মতো লেখকের মুশকিল-আসান করবে? ১
খ. আবদুর রহমান তার গোঁফ কামিয়ে ফেলার কথা বলেছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ব্রজেশ্বর এবং 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের মাঝে আচরণগত যে বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের মূল ভাবকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবদুর রহমান ভীমসেনের মতো লেখকের মুশকিল–আসান করবে।

খ আবদুর রহমান তার বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য গোঁফ কামিয়ে ফেলার কথা বলেছিল।

আবদুর রহমানের জন্মভূমি হলো উত্তর আফগানিস্তানের পানশির প্রদেশ। সেখানে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সাদা বরফের ওপর সেখানে সূর্য ওঠে। ধুলা-বালিমুক্ত সুন্দর পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে। যেখানে গেলে মানুষের পরিপাক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আবদুর রহমানের মতে তখন একটা আস্ত দুম্বা খাওয়া যায়। আর এ বিষয়গুলো সে লেখককে বিশ্বাস করাতে চায়। নিজের কথাগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সে বলে, আমার কথা সত্যি না হলে আমি গোঁফ কামিয়ে ফেলব।

উত্তরের মূলকথা : আবদুর রহমান তার বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য গোঁফ কামিয়ে ফেলার কথা বলেছিল।

গ উদ্দীপকের ব্রজেশ্বর এবং 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের মাঝে খাবার পরিবেশনের আচরণগত বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছে।

'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমান অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। অতিথি সেবাকে সে খুব মহৎ দৃষ্টিতে দেখেছে। সে সাধ্যমতো লেখকের সেবা করেছে। তার আতিথেয়তায় লেখক মুগ্ধ হয়েছেন। আবদুর রহমান অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজন ভৃত্য। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতারণা ছিল না। খাবার পরিবেশনে সে উদার মনের পরিচয় দিয়েছে। লেখককে না খাইয়ে কোনো খাবার সে নিজে খায়নি। বিভিন্ন ধরনের রকমারি খাবার রান্না করে একে একে সেসব খাবার লেখকের সামনে পরিবেশন করেছে।

উদ্দীপকের ব্রজেশ্বর অত্যন্ত চতুর। সে খাবার পরিবেশনের সময় কৌশল অবলম্বন করত। সে কিছু খাবার বাঁচানোর চেষ্টা করত। আর এসব খাবার সে নিজে খেত। সে ছিল সব চাকরদের সর্দার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসায় সে কাজ করত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ছোটো ছিলেন। ব্রজেশ্বর ছোটোদের তত্ত্বাবধান ও খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করত। ছোটোরা খেতে বসলে সে সকলকে একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে জিজ্ঞেস করত আর দেবে কিনা? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মনোভাব বুঝতে পেরে লুচি, দুধ ইত্যাদি খাবারে নিজের অনীহা প্রকাশ করতেন। আর যেসব খাবার বেঁচে যেত ব্রজেশ্বর সেগুলো তার আলমারিতে রাখত। কিন্তু 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমান এমন কাজ করত না। তাই আমরা বলতে পারি, খাবার পরিবেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের ব্রজেশ্বর এবং 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের মাঝে আচরণগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ব্রজেশ্বর এবং 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের মাঝে খাবার পরিবেশনের আচরণগত বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকটি 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের মূলভাবকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'প্রবাস বন্ধু' গল্পে সৈয়দ মুজতবা আলী তার প্রবাস জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন। প্রবাসে গিয়ে তিনি যে বিশ্বস্ত কাজের লোক পেয়েছেন তার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। আবদুর রহমান নামক একজন ভৃত্য লেখকের বাসায় কাজ নেয়। সে লেখকের সব কাজ করত। সে নানা ধরনের উপাদেয় খাবার তৈরি করতে সক্ষম ছিল। এসব খাবার খেয়ে লেখক পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতেন। আবদুর রহমান একজন দেশপ্রেমিক। তার অন্তরে জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। তার দেশপ্রেম দেখে লেখক অভিভূত হয়েছেন। আবদুর রহমান তার জন্মভূমি পানশিরে লেখককে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। আবদুর রহমানের সার্বিক কর্মকাণ্ডে লেখক সন্তুষ্ট হয়েছেন।

উদ্দীপকের ব্রজেশ্বর ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসার কাজের লোক। সে ছিল সব কাজের লোকদের সর্দার। সে মূলত ছোটোদের তত্ত্বাবধান ও খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ছোটো ছিলেন। সে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে জিজ্ঞেস করত আর লুচি দেবে কি না? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মনোভাব বুঝতে পারতেন। এজন্য তিনি লুচি, দুধ এর প্রতি অনীহা প্রকাশ করতেন। আর ব্রজেশ্বর

খুশি হয়ে এসব খাবার তার আলমারিতে রেখে দিত। ব্রজেশ্বর এসব খাবার নিজে খাওয়ার জন্য এমন কূটকৌশলের আশ্রয় নিত। তার এমন আচরণে আতিথেয়তার গুণাবলি ফুটে উঠেনি বরং তার চরিত্রে স্বার্থপরতার চিত্র প্রতীয়মান হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকটি 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের মূলভাবকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ উদ্দীপকের ব্রজেশ্বরের কর্মকাণ্ড মূলত 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের একটি বৈসাদৃশ্যগত দিক। ব্রজেশ্বরের সাথে আবদুর রহমানের কোনো সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়নি। বরং দুজনের মাঝে আচরণগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে। আবদুর রহমান অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী ও দেশপ্রেমিক। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের ব্রজেশ্বরের মধ্যে এসব গুণাবলি নেই। উদ্দীপকের ব্রজেশ্বর ও 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমান দুজনেই দুই প্রান্তের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ। তাদের আচার-আচরণে কোনো মিল নেই। সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকটি 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের মূলভাবকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটি 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের মূলভাবকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ০৩ লিজা ও নেহা দুই বান্ধবীই সাহিত্যপ্রেমী, তবে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। লিজা ধৈর্য ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা বই পড়তে আগ্রহী নয়। অল্প সময়ের মধ্যে পড়ে শেষ করা যায় এমন ছোটো ছোটো বিশেষ ঘটনাই লিজাকে আনন্দ দেয়। অপরদিকে নেহার পছন্দ সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন শাখাটি। সমাজকে সরাসরি প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় বলে সাহিত্যের এই শাখাটি নেহার এত ভালো লাগে।

ক. 'সাহিত্য সন্দর্শন' গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১

খ. মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহকে উপন্যাস বলা যায় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের লিজাকে সাহিত্যের যে শাখাটি আনন্দ দেয় সেটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাহিত্যের প্রাচীন শাখাটিকে নেহার ভালো লাগার কারণটি কতখানি যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সাহিত্য সন্দর্শন' গ্রন্থের রচয়িতা হলেন শ্রীশচন্দ্র দাস।

খ কবিতার ন্যায় ছন্দাকারে রচিত হওয়ার জন্য মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহকে উপন্যাস বলা যায় না।

সাহিত্যের শাখা-প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম। উপন্যাসে কোনো কাহিনি বর্ণিত হয় গদ্য-ভাষায়। কিন্তু মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্য গদ্যে রচিত নয়। সেগুলো পদ্যে রচিত হয়েছে। উপন্যাসের দীর্ঘ কাহিনির ন্যায় মঙ্গলকাব্যেও কাহিনির বিস্তৃতি রয়েছে। কিন্তু তার ভাষা গদ্য নয়। যদি সেগুলো গদ্যে রচিত হতো তবেই উপন্যাস বলা যেত। যেহেতু মঙ্গলকাব্য পদ্যে রচিত তাই সেগুলো উপন্যাস নয়। সুতরাং পদ্যের ভাষায় কাব্যাকারে রচিত হওয়ার জন্যই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যসমূহকে উপন্যাস বলা যায় না।

উত্তরের মূলকথা : কবিতার ন্যায় ছন্দাকারে রচিত হওয়ার জন্য মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহকে উপন্যাস বলা যায় না।

গ উদ্দীপকের লিজাকে সাহিত্যের যে শাখাটি আনন্দ দেয় সেটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের ছোটোগল্প শাখাকে ইঙ্গিত করে।

ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম জনপ্রিয় শাখা। ছোটোগল্পের মধ্যে জীবনবাস্তবতার স্বরূপ ভিন্নভাবে ফুটে উঠে। ছোটোগল্পের আকার ছোটো হয়ে থাকে। উপন্যাসের মতো ছোটোগল্পের আকার ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় না। ছোটোগল্পের শুরুটা হয় অনেকটা নাটকীয়ভাবে। আবার এর সমাপ্তিও ঘটে নাটকীয়ভাবে। ছোটোগল্প এমনভাবে শেষ হয় যেন মনে হয় শেষ হয়েও হয়নি। অর্থাৎ কাহিনির মধ্যে আকাঙ্ক্ষার একটি দিক থেকে যায়। কাহিনির মূল অংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ছোটোগল্পে তুলে ধরা হয়। ছোটোগল্পের মধ্যে কোনো তত্ত্বকথা থাকে না। এমনকি কোনো উপদেশ বা অনুরোধের বিবরণ থাকে না।

উদ্দীপকের লিজাকে সাহিত্যের যে শাখাটি আনন্দ দেয় সেটি হলো ছোটোগল্প। ছোটোগল্প দীর্ঘ সময় ধরে একটানা পড়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। কারণ ছোটোগল্পের আকার অত্যন্ত ছোটো। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ছোটোগল্প পড়া যায়। উদ্দীপকের লিজা তাই ছোটোগল্প পড়ে থাকে। লিজা ধৈর্য ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা বই পড়তে আগ্রহী নয়। সে ছোটোগল্প পড়তেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। উদ্দীপকের লিজার ভালো লাগার বিষয়টি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের ছোটোগল্পকে ইঙ্গিত করে। ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্দীপকের লিজার পঠিত বিষয়ে ফুটে উঠেছে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের লিজাকে সাহিত্যের ছোটোগল্প শাখাটি আনন্দ দিয়ে থাকে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের লিজাকে সাহিত্যের যে শাখাটি আনন্দ দেয় সেটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের ছোটোগল্প শাখাকে ইঙ্গিত করে।

ঘ সাহিত্যের প্রাচীন শাখাটিকে নেহার ভালো লাগার কারণটি অনেকটাই যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের প্রাচীন শাখা বলতে নাটককে বোঝানো হয়েছে। সাহিত্যের যতগুলো অনুষঙ্গ রয়েছে তার মধ্যে নাটকই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। নাটকের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্র সরাসরি দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। এজন্য দর্শক সমাজের পাশাপাশি সমাজ ব্যবস্থায় নাটকের সরাসরি প্রভাব পড়ে। ফলে সমাজের যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে নাটক অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। নাটক ব্যতীত সাহিত্যের অন্য কোনো অনুষঙ্গ এত দ্রুত সমাজে প্রভাব ফেলতে পারে না। এজন্য দর্শকসমাজে নাটকের গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত বেশি। সমাজের অসঙ্গতি ও অন্যায়ের প্রতিবাদ ব্যক্ত করতে নাটকের কোনো বিকল্প নেই। নাটক তাই সমাজ ব্যবস্থার দর্পণ হিসেবেই স্বীকৃত হয়ে আছে। সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হলো নাটক।

উদ্দীপকের নেহা সাহিত্যের যে প্রাচীন শাখাটি পছন্দ করে সেটি হলো নাটক। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে নাটকের প্রতি নেহার গভীর অনুরাগ রয়েছে। নেহা বিশ্বাস করে নাটক সমাজকে সরাসরি প্রভাবিত করতে সক্ষম। এজন্য নেহা নাটক পছন্দ করে। নাটকের মাধ্যমে সে আনন্দ-বিনোদন পেয়ে থাকে। নেহার চিন্তা-চেতনায় নাটকের অস্তিত্ব বিরাজমান রয়েছে। তার মনে নাটকের প্রতি গভীর ভালো লাগার অনুভূতি জড়িয়ে আছে। এজন্যই সে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে নাটকের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের নেহার ভালো লাগার বিষয়টি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে অনেকটাই যৌক্তিক। কারণ আলোচ্য প্রবন্ধে নাটকের মাধ্যমে সমাজ সরাসরি প্রভাবিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এজন্যই উদ্দীপকের নেহা নাটক পছন্দ করে থাকে। যৌক্তিকতার মানদণ্ড অনুযায়ী বিচার করলে নেহার ভালো লাগার বিষয়টি যৌক্তিক বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই সার্বিক দিক বিচার বিশ্লেষণের আলোকে আমি মনে করি, সাহিত্যের প্রাচীন শাখাটিকে নেহার ভালো লাগার কারণটি অবশ্যই যৌক্তিক।

উত্তরের মূলকথা : সাহিত্যের প্রাচীন শাখাটিকে নেহার ভালো লাগার কারণটি অনেকটাই যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ০৪ (i) প্রচলিত শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়া গুগলকর্মীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গুগলের কিছু কিছু টিমে ১৪ শতাংশ কর্মীর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ডিগ্রি নেই। যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেয়েও নিজের প্রতিভা এবং মজ্জাগত মেধার সফল প্রয়োগ করে কর্মক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করছে, পশ্চিমা বিশ্বে এরা 'সাউথ পোলার' হিসেবে পরিচিত।

(ii) বই পড়া সম্পর্কে বিল গেটস বলেছেন, "ছোটোবেলা থেকেই আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। আর এই স্বপ্ন পেয়েছিলাম বই থেকে। আমার ঘরে, অফিসে, গাড়িতে সর্বত্রই আমার সঙ্গে থাকে বই।"

ক. প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী ছিল? ১

খ. "ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।"– কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপক (i)-এর 'সাউথ পোলার' ব্যক্তিরা 'বই পড়া' প্রবন্ধ অনুসারে কাদের প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্য 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার খণ্ডিত প্রতিফলন মাত্র।"– মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল বীরবল।

খ 'ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়'– কেননা স্বাস্থ্য অর্জন করতে হয়, আর ব্যাধি মানুষকে সংক্রমিত করে।

ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিলেন সবাইকে সমান করতে। কিন্তু ইংরেজি সভ্যতার পাশাপাশি থেকেও আমরা ডেমোক্রেসির ভালো গুণগুলোকে আয়ত্ত না করে ধারণ করেছি খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলোকে। ডেমোক্রেসির দোষগুলো আমরা আত্মসাৎ করেছি অবলীলায়। সাহিত্যচর্চার বিষয়টি এক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি। রোগ যেমন সংক্রামক হিসেবে ছড়িয়ে যায়, কিন্তু স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিজের প্রচেষ্টায় অর্জন করতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : অভিজাত সভ্যতা থেকে আমরা শুধু দোষগুলোকে গ্রহণ করেছি, ভালোকে নয়। তাই লেখক বলেছেন– 'ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।'

গ উদ্দীপক (i)-এর 'সাউথ পোলার' ব্যক্তিরা 'বই পড়া' প্রবন্ধ অনুসারে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করে।

'বই পড়া' প্রবন্ধে শিক্ষার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষা অর্জনের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করা যায় বিষয়টি এমন নয়। বাস্তবতার আলোকেও জ্ঞান অর্জন করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যেসব বই পড়ানো হয় সেসব বই ছাড়াও অনেক বই রয়েছে যেগুলো অধ্যয়ন করেও জ্ঞান অর্জন করা যায়। যারা কোনো কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি তারা ইচ্ছা করলে স্ব-উদ্যোগে বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ প্রাবন্ধিক স্ব-উদ্যোগে স্বশিক্ষিত হওয়ার জন্য বই পড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

উদ্দীপকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত না হয়েও বাস্তব জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হওয়ার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগলের কিছু কিছু টিমে ১৪ শতাংশ কর্মী রয়েছে। যাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নেই। অথচ তারা নিজেরা স্ব-উদ্যোগে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হয়েছে। স্বশিক্ষিত হয়ে কর্ম জীবনে তারা সফলতাও লাভ করেছে। কর্মক্ষেত্রে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য পশ্চিমা বিশ্বে এরা 'সাউথ পোলার' হিসেবে পরিচিত। 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকও বিভিন্ন বই পড়ে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপক (i)-এর 'সাউথ পোলার' ব্যক্তিরা 'বই পড়া' প্রবন্ধ অনুসারে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)-এর 'সাউথ পোলার' ব্যক্তিরা 'বই পড়া' প্রবন্ধ অনুসারে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ "উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্য 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার খণ্ডিত প্রতিফলন মাত্র।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী বই পড়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। জ্ঞানার্জনের জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। শুধু পাঠ্যবই নয় বরং অন্যান্য বই অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। মানুষের মনের চিকিৎসার জন্য বই পড়া আবশ্যক। বই পড়ার জন্য পাঠাগার বা লাইব্রেরি স্থাপন করা প্রয়োজন। বই পড়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে এবং সবাই বই পড়তে আগ্রহী হলেই প্রাবন্ধিকের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। শিক্ষিত হতে হলে বই পড়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে শিক্ষিত হতে হবে। তাই বই পড়ার গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে বই পড়া সম্পর্কে বিল গেটসের মন্তব্য ফুটে উঠেছে। বিল গেটস একজন বইপ্রেমী মানুষ। তিনি বই পড়তে খুব ভালোবাসেন। তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন বই পড়ার মাধ্যমে। এজন্য তিনি সর্বদা হাতের নাগালে বই রাখেন। যেন ইচ্ছে হলেই বই পড়তে পারেন। তার ঘরে, অফিসে, এমনকি তার গাড়িতেও বই থাকে। তিনি যেখানেই যান না কেন তার সঙ্গী হিসেবে থাকে বই। বই পড়ার মধ্যেই তিনি ভালো লাগার অনুষঙ্গ খুঁজে পান। বই পড়েই তিনি আনন্দ পান। তার সফলতার মূল রহস্য হলো বই পড়া।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্য 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার খণ্ডিত প্রতিফলন মাত্র। কারণ 'বই পড়া' প্রবন্ধের বই পড়ার বিষয়টি ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, বই পড়ার প্রতিবন্ধকতা,

লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। কিন্তু উদ্দীপকে এসবের কোনো বিবরণ নেই। উদ্দীপকে কেবল বিল গেটসের বই পড়ার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। যা 'বই পড়া' প্রবন্ধের একটি বিশেষ দিক মাত্র। এটি আলোচ্য প্রবন্ধের সামগ্রিক দিক নয়। বেল গেটসের বই পড়ার দিকটি প্রাবন্ধিকের ইচ্ছার একটি দিকের প্রতিফলন হলেও অন্যান্য দিকগুলো উঠে আসেনি। তাই উদ্দীপকটির বক্তব্য 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার খণ্ডিত প্রতিফলন বলেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্য 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার খণ্ডিত প্রতিফলন মাত্র।

প্রশ্ন ▸ ০৫ যারা ভালোবাসে তারা যুদ্ধে যায়,
যারা যুদ্ধে যায় সকলে ফিরে আসে না।
এবং যারা মায়ের কাছে ফিরে আসে–
তাদের ঝুলিতে বর্ণমালার নূপুর,
ঢেঁকিতে কিশোরী পা, ডুরে শাড়ি ঘাসের ফড়িং।

ক. শাহবাজপুরের জোয়ান কৃষক কে? ১
খ. "তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্ণের দুর্বল আলোর ঝিলিক"– বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার প্রতিফলিত দিকটির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের মায়ের কাছে ফিরে আসা সন্তানরাই 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় তেজি তরুণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাহবাজপুরের জোয়ান কৃষক সগীর আলী।

খ অপরাহ্ণের আলোর ঝিলিকে তীব্র তেজ থাকে না, তাই কবি একে দুর্বল আলো বলেছেন।

গভীর শোক পেলে মানুষের চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে। এই দাগ বা রেখা মানুষের মনোব্যথার পরিচয় বহন করে। জীবন সায়াহ্নে প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথায় তাই থুথুড়ে বুড়োর চোখের নিচে দাগ পড়েছে। যা অপরাহ্ণের দুর্বল আলোতে ঝিলিক দেয়।

উত্তরের মূলকথা : অপরাহ্ণের আলোর ঝিলিকে তীব্র তেজ থাকে না, তাই কবি একে দুর্বল আলো হিসেবে অভিহিত করেছেন।

গ উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার প্রতিফলিত দিকটি হলো স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় বাঙালির চির প্রত্যাশিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম ও জীবন বিসর্জন দেওয়ার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। হরিদাসীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। সাকিনা বিবির কপাল ভেঙেছে। এছাড়াও সগীর আলী, কেষ্টদাস, মতলব মিয়া ও রুস্তম শেখের মতো মানুষ মুক্তিযুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। অর্থাৎ অসংখ্য নারী-পুরুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতার আগমন ঘটেছে। বাংলার মানুষের রক্তে রঞ্জিত হওয়ার পর বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছে। বাংলার মানুষের আত্মত্যাগ ও দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশের প্রথম দুই চরণে বলা হয়েছে যারা দেশকে ভালোবাসে তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তারা দেশকে ভালোবাসে বলেই যুদ্ধে যায়। আর যারা যুদ্ধে যায় তারা সবাই ফিরে আসে না। অনেকেই যুদ্ধে শহিদ হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ মানেই মানুষের মৃত্যু, রক্তাক্ত হওয়ার এক কালজয়ী ইতিহাস। আর এ ইতিহাস গড়েছে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে। শত্রুদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। যা 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায়ও ফুটে উঠেছে। সুতরাং উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়ার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার প্রতিফলিত দিকটি হলো স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া।

ঘ "উদ্দীপকে মায়ের কাছে ফিরে আসা সন্তানরাই 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় তেজি তরুণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যায়। মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে অনেকেই প্রাণ-বিসর্জন দেয়। আবার দীর্ঘ সংগ্রামের পরে দেশ স্বাধীন হলে বিজয়ী বেশে বাংলার দামাল ছেলেরা মায়ের কাছে ফিরে আসে। মায়ের কাছে ফিরে আসা সন্তানদের আলোচ্য কবিতায় তেজি তরুণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাদের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বৃহৎ অংশ ছিল তরুণসম্প্রদায়। তারা ছিল দুঃসাহসী ও অকুতোভয় চরিত্রের অধিকারী। তারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও রক্তের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। তাই তাদের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের জন্যই তারা আজ স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বলা হয়েছে, দেশকে যারা ভালোবাসে তারাই যুদ্ধে যায়। আর যুদ্ধে যাওয়া মানেই মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। কারণ যেকোনো মুহূর্তে শত্রুর আঘাতে মৃত্যু হতে পারে। তাই সবাই যুদ্ধে গেলেও সবাই বাড়ি ফিরে আসতে পারে না। মায়ের কোলে ফিরে আসা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে বিজয়ী বেশে যারা মায়ের কাছে ফিরে আসে তারা অবশ্যই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী। মায়ের কাছে ফিরে আসা দুরন্ত সন্তানরাই মূলত 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় তেজি তরুণ।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের কবিতাংশে মায়ের কাছে ফিরে আসা সন্তানরাই আলোচ্য কবিতায় তেজি তরুণ। তেজি তরুণরাই বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের অসামান্য অবদানেই আজ বাংলার আকাশে স্বাধীনতার লাল সবুজের পতাকা পতপত করে উড়ছে। সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও তরুণ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত কিছুটা বেশি ছিল। তরুণরা অত্যন্ত দুঃসাহসী ও দুর্বার। তারা সকল বাঁধা-বিপত্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করে বাংলার মানুষের চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করে। তাই আমরা বলতে পারি প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে মায়ের কাছে ফিরে আসা সন্তানরাই 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় তেজি তরুণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৬ আমার দেশের মাটিতে মেশানো আমার প্রাণের ঘ্রাণ
গৌরবময় জীবনের সম্মান।
প্রাণ-স্পন্দনে লক্ষ তরুর করে
জীবনপ্রবাহ সঞ্চারি মর্মরে,
বক্ষে জাগায়ে আগামী দিনের আশা–
আমার দেশের এ মাটি মধুর, মধুর আমার ভাষা।

ক. সনেটের অষ্টকে কী থাকে? ১
খ. 'আর কি হে হবে দেখা?'– কবি এরূপ সংশয় প্রকাশ করেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় বর্ণিত সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় বিশেষ দিকের সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিক ও চেতনাগত পার্থক্য স্পষ্ট।"– মন্তব্যটির যৌক্তিক মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সনেটের অষ্টকে থাকে ভাবের প্রবর্তনা।

খ কবির সংশয়ের কারণ তাঁর স্বদেশের সান্নিধ্য লাভের অনিশ্চয়তা।

কবি তাঁর মাতৃভূমিকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। আর তাই প্রবাসে থেকেও তিনি মাতৃভূমির প্রিয় নদ কপোতাক্ষের কথা ভেবে বিভোর হন। কপোতাক্ষের মধুর স্মৃতি তাঁর মনে সদা জাগরূক। সংগত কারণেই দীর্ঘ প্রবাস জীবনে প্রিয় নদের সান্নিধ্য লাভের ব্যাকুলতা থেকে তাঁর মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে, তিনি আর কপোতাক্ষের দেখা পাবেন কি না।

উত্তরের মূলকথা : কবির সংশয়ের কারণ তাঁর স্বদেশের সান্নিধ্য লাভের অনিশ্চয়তা।

গ উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় বর্ণিত সাদৃশ্যের দিকটি হলো মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অকৃত্রিম দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। কবি নিজ দেশ ত্যাগ করে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশায় বিদেশ গমন করেন। কিন্তু বিদেশে এক সময় তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। মাতৃভূমিকে অবজ্ঞা করার পরিণাম তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। আর নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। অনুশোচনা বোধ থেকেই তিনি নতুনরূপে মাতৃভূমিকে ভালোবাসতে শুরু করেন। তার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে লেখনির মাধ্যমে। যার জ্বলন্ত নিদর্শন হচ্ছে কপোতাক্ষ নদ কবিতাটি। এ কবিতার মধ্যে অতীত স্মৃতিচারণের অন্তরালে মূলত কবির গভীর দেশপ্রেমেরই প্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে দেশের মাটি, মানুষ ও মাতৃভাষার প্রতি ভালো লাগার গভীর অনুরাগ ফুটে উঠেছে। কবির ভাষায় 'দেশের মাটিতে মিশে আছে আমার প্রাণ।' জীবনের গৌরবময় সম্মান সেটাতো মাতৃভূমির জন্য। মাতৃভূমির পাশাপাশি মাতৃভাষাকেও মধুর ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ দেশের মাটি ও মাতৃভাষার প্রতি কবির ভালোবাসা মিশে আছে। মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আমরা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়ও খুঁজে পাই। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি অতীত স্মৃতিকে স্মরণ করতে গিয়ে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় বর্ণিত সাদৃশ্যের দিকটি হলো মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রদর্শন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় বর্ণিত সাদৃশ্যের দিকটি হলো মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।

ঘ "উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় বিশেষ দিকের সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিক ও চেতনাগত পার্থক্য স্পষ্ট।"– মন্তব্যটি যৌক্তিক বলেই প্রতীয়মান হয়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির অতীত স্মৃতিচারণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। স্মৃতিকাতরতার আবরণে কবির অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। এ কবিতায় শৈশবের প্রিয় নদ কপোতাক্ষকে কল্পনা করেছেন জন্মভূমির সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্র হিসেবে। কবি বিশ্বাস করেন সখারূপী এ নদ তার আকুল অনুরোধ দেশমাতৃকার নিকট পৌঁছে দেবে। এর মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার প্রতি গভীর হৃদয়াবেগ প্রকাশিত হয়। কপোতাক্ষ নদের সঙ্গে কবির জীবনের ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এসব স্মৃতি স্মরণ করার মাধ্যমেই কবির দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জেগে উঠেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশটিতে দেশপ্রেমের কথা বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকের কবি দেশপ্রেমে উজ্জীবীত হয়েছেন। দেশের মাটির সাথে তার প্রাণ মিশে আছে। কবির আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই মিশে আছে দেশের সঙ্গে। কবি দেশকে নিয়ে আগামী দিনের স্বপ্ন দেখেন। দেশের মাটি, মানুষ ও মাতৃভাষা যেন কবির হৃদয়ের পরতে পরতে মিশে আছে। কবি দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসেন বলেই এমন ভাবনা ভেবেছেন। উদ্দীপকের কবি একজন সচেতন দেশপ্রেমিক। তার দেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কবিতার চরণে ফুটে উঠেছে। দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্দীপকের কবি উজ্জীবিত হয়েছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় দেশপ্রেমের দিকটির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দেশপ্রেমের সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিক ও চেতনাগত পার্থক্য স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়। উদ্দীপকে দেশপ্রেমের দিকটি প্রত্যক্ষভাবে ফুটে উঠেছে। অপরদিকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় দেশপ্রেমের দিকটি স্মৃতিকাতরতার আবরণে ফুটে উঠেছে। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে দেশের প্রতি প্রচন্ড ভালোবাসা অনুভব করেন। প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে কবি দেশের ভালোবাসায় উজ্জীবিত হয়েছেন। উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় দেশপ্রেমের বিষয়টি ফুটে উঠলেও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার রচনাশৈলি ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় বিশেষ দিকের সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিক ও চেতনাগত পার্থক্য স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় বিশেষ দিকের সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিক ও চেতনাগত পার্থক্য স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৭ মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিব না আর;
দেখিব না হেলেঞ্চার ঝোঁপ থেকে একঝাড় জোনাকি কখন
নিভে যায়– দেখিব না আর আমি এই পরিচিত বাঁশবন,
শুকনো বাঁশের পাতা-ছাওয়া মাটি হয়ে যাবে গভীর আঁধার
আমার চোখের কাছে– লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সে কবে আবার।

ক. লক্ষ্মীপেঁচার কণ্ঠে কী ধ্বনিত হয়? ১
খ. 'সোনার স্বপ্নের সাধ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মৌলিক প্রেরণা উদ্দীপকের চিত্রকল্পে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা– উভয়ক্ষেত্রেই কবির জীবনতৃষ্ণাকে অভিন্ন বলা যায় কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক লক্ষ্মীপেঁচার কণ্ঠে মঙ্গলবার্তা ধ্বনিত হয়।

খ 'সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।'– বলতে কবি জগতের সৌন্দর্যের মতো মানুষের স্বপ্নের বেঁচে থাকাকে বুঝিয়েছেন।

সভ্যতার বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ কখনোই হারিয়ে ফেলবে না। কবি যখন থাকবেন না তখনও প্রকৃতি তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে মানুষের স্বপ্ন, সাধ ও কল্পনাকে তৃপ্ত করে যাবে। কারণ, পৃথিবীতে মানবকল্যাণের বাণী বা কল্যাণকর্ম কোনো কিছুই বিলীন হয় না। শুধু ব্যক্তিমানুষ হারিয়ে যায়। কারও মৃত্যুতেই পৃথিবীর গতিময়তা ও প্রকৃতির স্বাভাবিকতার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। কবি মনে করেন তিনি না থাকলেও প্রকৃতির সবকিছুই তার নিয়মে স্বাভাবিকভাবেই চলবে।

উত্তরের মূলকথা : প্রকৃতির সৌন্দর্যের মতো মানুষের স্বপ্নও বেঁচে থাকে, কখনো হারায় না।

গ মানুষ ও সভ্যতার নশ্বরতার দিক দিয়ে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মৌলিক প্রেরণা উদ্দীপকের চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ মানুষ ও সভ্যতার নশ্বরতা বা ক্ষণস্থায়িত্বের দিকটি তুলে ধরেছেন। যুগের পর যুগ প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে একই রূপে বিরাজ করছে। সেই আদিকালে প্রকৃতির যে রহস্য ও সৌন্দর্য ছিল আজও তাই আছে। মানুষের জীবন ও মানব সভ্যতা প্রকৃতির মতো চিরস্থায়ী নয়। মৃত্যুর কাছে পরাজয় মেনে মানুষকে এক সময় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। মানুষের হাতে সৃষ্ট সভ্যতা কালের আবর্তনে বিলীন হয়ে যায়। যেমন এশিরিয়া ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা আজ ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির কোনো ধ্বংস বা ক্ষয় নেই। অর্থাৎ প্রকৃতি অবিনশ্বর কিন্তু মানুষ ও সভ্যতা অবিনশ্বর নয়।

উদ্দীপকে জীবনের নশ্বরতার দিকটি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ মানবজীবন অবিনশ্বর নয়। তাই পৃথিবীর মায়া-মমতার প্রতি মানবমনে গভীর আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকের কবি এ পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নিবেন। তাই তিনি আশঙ্কাবোধ করছেন যে, আকাশের শুকতারা, হেলেঞ্চার ঝোঁপ থেকে আসা জোনাকি পোকা, বাঁশবন প্রভৃতি অনুষঙ্গ উপভোগ করতে পারবেন না। মৃত্যুর মাধ্যমে গভীর আঁধারে কবি ডুবে যাবেন। পূর্ণিমার রাত আর দেখতে পাবেন না। কারণ কবির জীবনের নশ্বরতা রয়েছে। 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায়ও মানুষের জীবন ও সভ্যতার নশ্বরতার কথা বলা হয়েছে। তাই 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মৌলিক প্রেরণা মানুষ ও সভ্যতার নশ্বরতা উদ্দীপকের চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : মানুষ ও সভ্যতার নশ্বরতার দিক দিয়ে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মৌলিক প্রেরণা উদ্দীপকের চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা–উভয়ক্ষেত্রেই কবির জীবনতৃষ্ণাকে অভিন্ন বলা যায়।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কবি প্রকৃতির অবিনশ্বরতার কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতি অবিনশ্বর হলেও মানুষের জীবন অবিনশ্বর নয়। তাই ক্ষণিকের এ জীবনে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার স্বাদ মেটে না। মানুষের মন চায় এ প্রকৃতিকে ভালোবাসতে। কবি জীবনানন্দ দাশ একজন প্রকৃতিপ্রেমিক কবি। প্রকৃতির প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা রয়েছে। কবি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও প্রকৃতির প্রতি তার ভালোবাসা কখনো শেষ হবে না। প্রকৃতির মতো কবির ভালোবাসাও অবিনশ্বর। প্রকৃতিপ্রেমের কোনো নশ্বরতা বা ক্ষয় নেই।

উদ্দীপকের কবির মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবি প্রকতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের প্রতি ভালোবাসার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আকাশের শুকতারা, জোনাকি পোকার মিটিমিটি আলো, পূর্ণিমা রাত কবির অন্তরে মিশে আছে। প্রকৃতির এ অনুষঙ্গগুলো কবিকে বিমোহিত করেছে। কবি হৃদয় দিয়ে এ অনুষঙ্গগুলোকে ভালোবেসেছেন। কবি একদিন মৃত্যুর অমিয় সুধা পান করবেন। কবি চিরতরে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার মাধ্যমে তার জীবন ফুরিয়ে গেলেও ভালোবাসা ফুরাবে না। কবির ভালোবাসার কোনো শেষ বা অবসান নেই।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার উভয় কবির জীবনতৃষ্ণা এক ও অভিন্ন। স্থান, কাল, পাত্রভেদে কিছুটা বাহ্যিক অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলেও মৌলিক চিন্তা-চেতনায় কোনো পার্থক্য নেই। 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কবির অত্যুজ্জ্বল প্রকৃতিপ্রেম ফুটে উঠেছে।

প্রকৃতির অবিনশ্বরতার মতোই কবির ভালোবাসা বা স্বপ্ন অবিনশ্বর। আবার উদ্দীপকের কবিও প্রকৃতির প্রতি প্রেমাসক্ত। প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গের প্রতি তার গভীর অনুরাগ রয়েছে। উদ্দীপকের কবির এ প্রকৃতিপ্রেম চিরন্তন ও অবিনশ্বর। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই কবির জীবনতৃষ্ণা অভিন্ন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা–উভয়ক্ষেত্রেই কবির জীবনতৃষ্ণাকে অভিন্ন বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৮ চন্দ্রপুর গ্রামে সেদিন ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল। দুপক্ষে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। পাকবাহিনী সেদিন ছিল সুবিধাজনক অবস্থায়। ফলে বাঙ্কারে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হটা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু কেউ একজন ব্যাকআপ না দিলে অন্যদের পক্ষে নিরাপদে সরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তখন নির্ভয়ে এগিয়ে এলো সবার ছোটো কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আবু সালেক। তার ছোট্ট কাঁধে তুলে নিল বিশাল এক দায়িত্ব। ক্রমাগত গুলি করতে লাগল পাকবাহিনীর ক্যাম্প লক্ষ্য করে। আর সেই অবসরে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গেল অন্য মুক্তিযোদ্ধারা।

ক. উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী? ১

খ. বুধার কাছে আলো-আঁধার দুটোই সমান কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের আবু সালেকের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সামগ্রিকতা চিত্রায়নে অক্ষম।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপন্যাসের প্রধান উপাদান হলো কাহিনি বা গল্প।

খ স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে দিনরাত কোনো বাধা নয় বলে আলো-আঁধার দুটোই বুধার কাছে সমান।

বুধা এতিম হওয়ায় হাটে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। তার চোখে রাত পোহালে দিনের আলো, সূর্য ডুবলে আঁধার। তার কাছে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব সমান। সে মনে করে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই তার জন্য রাস্তা খোলা, অর্থাৎ কোনো পিছুটান নেই তার। দিন-রাতের কোনো পার্থক্য নেই তার কাছে। স্বাধীনচেতা বুধার কাছে তাই আলো-আঁধার দুটোই সমান।

উত্তরের মূলকথা : স্বাধীনচেতা বুধার কাছে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে আলো-আঁধার কোনো বাধার সৃষ্টি করে না।

গ উদ্দীপকের আবু সালেকের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হলো দুঃসাহসিকতা।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। বুধা বয়সে কিশোর হলেও সে অত্যন্ত দুঃসাহসী। সে অকুতোভয় চরিত্রের অধিকারী। তার মনে কোনো ভয়-ভীতি নেই। সে মৃত্যুকে কোনো পরোয়া করে না। তার মনে মৃত্যুর ভয় নেই। এজন্যই সে দুঃসাহসী মনোভাবের অধিকারী হতে পেরেছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালালে কিশোর বুধা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেয়।

উদ্দীপকের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, সেখানে আবু সালেক নামক একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। আবু সালেক অত্যন্ত দুঃসাহসী একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। সে মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চন্দ্রপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। উক্ত যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু কেউ একজন ব্যাকআপ না দিলে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদে সরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এমন মুহূর্তে কিশোর আবু সালেক পাকবাহিনীর ক্যাম্প লক্ষ করে ক্রমাগত গুলি করতে থাকে। এতে তার দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আবু সালেকের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হলো দুঃসাহসিকতা।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আবু সালেকের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হলো দুঃসাহসিকতা।

ঘ "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সামগ্রিকতা চিত্রায়নে অক্ষম।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণও ফুটে উঠেছে। বাঙালি জাতির চির প্রত্যাশিত স্বাধীনতা অর্জনের রক্তাক্ত ইতিহাসের ধারাবিবরণী উপন্যাসটিতে বিধৃত হয়েছে। যুদ্ধের ঘটনাবলি ছাড়াও কিশোর বুধার স্বপরিবার কলেরা মহামারীতে মারা যাওয়া, অভাব-অনটন প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পাকবাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ড ও তাদের দোসর রাজাকারদের কুকর্ম উপন্যাসটিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথাও বলা হয়েছে। উপন্যাসের পুরো কাহিনিতে বুধার পদচারণা রয়েছে। কিশোর বুধাই এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডিত চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা চন্দ্রপুর গ্রামে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা অনুকূল অবস্থানে ছিলেন না। ফলে সেদিন তাদেরকে পিছু হটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু পিছু হটতে গেলে তাদের ব্যাকআপ এর প্রয়োজন ছিল। তাদেরকে ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে কিশোর যোদ্ধা আবু সালেক। সে অস্ত্র হাতে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ক্রমাগত গুলি করতে থাকে পাকসেনাদের ক্যাম্পকে লক্ষ্য করে। আর এ সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সামগ্রিকতা চিত্রায়নে অক্ষম। কারণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কাহিনি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের বিস্তারিত বর্ণনা উপন্যাসটিতে লক্ষ করা যায়। পক্ষান্তরে উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডিত অংশের বিবরণ পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃসাহসী অভিযানের একটি নমুনা উদ্দীপকে তুলে ধরা হয়েছে। যা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের একটি বিশেষ অংশকে ধারণ করেছে। উপন্যাসটির সামগ্রিকভাবকে ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের একটি বিশেষ অংশকে ধারণ করেছে মাত্র; যা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সামগ্রিকতা চিত্রায়নে অক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ০৯

(i) স্বাধীনতা নামক শব্দটি
ভরাট গলায় দীপ্ত উচ্চারণ করে বারবার
তৃপ্তি পেতে চাই।..........
স্বাধীনতা শব্দ এত প্রিয় যে আমার
কখনো জানিনি আগে।

(ii) 'আবার আসব ফিরে' বলে সজীব কিশোর
শার্টের আস্তিন দ্রুত গোটাতে গোটাতে
স্লোগানের নিভাঁজ উল্লাসে
বারবার মিশে যায় নতুন মিছিলে, ফেরে না আর।

ক. বুধা কীসে বুক উজাড় করে দেয়? ১

খ. 'যুদ্ধ ছাড়াও মরণ থাকে'– কুন্তি একথা বলেছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপক (i)-এর চেতনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সাথে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক (ii)-এর কিশোরের বৈশিষ্ট্যই 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে শাহাবুদ্দিনের মনে বুধার ছবি আঁকবার প্রেরণা জুগিয়েছিল।"– উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুধা গানে বুক উজাড় করে দেয়।

খ খিদের জ্বালায়ও যে মানুষের মৃত্যু হতে পারে সে প্রসঙ্গে কুন্তি একথাটি বলেছিল।

চারপাশে যুদ্ধ চললেও খাবার জোগাড় করতে হয় সবাইকে। মরণের ভয়ে ঘরে বসে থাকলে চলে না। বুধার বোন কুন্তিও তাই বেরিয়েছিল শাপলা তুলে এনে রান্না করার জন্য। যুদ্ধের ভয়ে ঘরে বসে থাকলে মৃত্যু হবে না খেয়ে। এ সত্য উপলব্ধি করে কুন্তি বলেছিল 'যুদ্ধ ছাড়াও মরণ থাকে'।

উত্তরের মূলকথা : খিদের জ্বালায়ও যে মানুষের মৃত্যু হতে পারে সে প্রসঙ্গে কুন্তি একথাটি বলেছিল।

গ উদ্দীপক (i)-এর চেতনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধা চরিত্রের সাথে স্বাধীনতা প্রত্যাশার দৃষ্টিকোণ থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বাংলার মানুষের প্রতি পাকিস্তানি সৈন্যদের পাশবিক নির্যাতনের চিত্র উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের দলে বুধা নামক এক কিশোর যোদ্ধা যোগদান করে। বুধা কিশোর হলেও তার মনে ছিল প্রতিশোধের আগুন। বুধা তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে এদেশ ও দেশের মানুষকে স্বাধীন করতে চায়। কারণ তার মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছে স্বাধীনতার প্রত্যাশা। স্বাধীনতার জন্য বুধার হৃদয় অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল।

উদ্দীপকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা নামক শব্দটি ভরাট গলায় দীপ্ত উচ্চারণের জন্য বলা হয়েছে। স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণেরই মাধ্যমে সবাই তৃপ্তি পেতে চাই। স্বাধীনতা শব্দটি কত যে প্রিয় তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। যেভাবে উদ্দীপকের কবি স্বাধীনতা শব্দটিকে পরম মমতায় অন্তরে লালন করেছেন। উদ্দীপকের ন্যায় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কিশোর বুধাও স্বাধীনতাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে। আর স্বাধীনতার জন্যই সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাই বলা যায়, স্বাধীনতা প্রত্যাশার দিক দিয়ে উদ্দীপক (i)-এর চেতনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)-এর চেতনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধা চরিত্রের সাথে স্বাধীনতা প্রত্যাশার দৃষ্টিকোণ থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপক (ii)-এর কিশোরের বৈশিষ্ট্যই 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে শাহাবুদ্দিনের মনে বুধার ছবি আঁকবার প্রেরণা জুগিয়েছিল।"– উক্তিটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কিশোর বুধা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার ছিল শাহাবুদ্দিন। শাহাবুদ্দিন ছিল আর্ট কলেজের ছাত্র। বুধা শাহাবুদ্দিনের সাথে দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেয়। বুধার অসীম সাহস দেখে শাহাবুদ্দিন অভিভূত হয়ে যায়। তাই সে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিশোর বুধার ছবি আঁকতে চায়। বুধার ছবি আঁকার ইচ্ছার মাধ্যমে বুধার প্রতি তার অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। শাহাবুদ্দিন বুধার সাহসী কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল। বুধাকে সে মনেপ্রাণে ভালোবাসত।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কিশোর মুক্তিযোদ্ধার সাহসীকতা তুলে ধরা হয়েছে। দেশ স্বাধীন করে আবার ফিরে আসব বলে সে মিছিলে যোগ দেয়। শার্টের আস্তিন দ্রুত গোটাতে গোটাতে মিছিলে গিয়ে স্লোগান দিতে থাকে। স্লোগানের নিভাঁজ উল্লাসে বারবার সে মিশে যায় নতুন মিছিলে। কিন্তু সে আর ফিরে আসে না। কারণ সে শহিদ হয়। এভাবে শতশত কিশোরের আত্মদানের মাধ্যমে আন্দোলন সফল হয়। এজন্য মিছিল ও সভা-সমাবেশে কিশোরদের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপক (ii)-এর কিশোরের বৈশিষ্ট্যই 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের শাহাবুদ্দিনের মনে বুধার ছবি আঁকবার প্রেরণা জুগিয়েছিল। কারণ কিশোর বুধা ছিল অত্যন্ত সাহসী। রেকি করা থেকে বাঙ্কারে মাইন পুঁতে রাখার মতো দুঃসাহসী কাজ সে সফল করেছিল। এজন্য বুধার কাজে শাহাবুদ্দিন অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। তাই সে বুধার ছবি আঁকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। যুদ্ধ চলাকালে ছবি আঁকা সম্ভব ছিল না। তাই দেশ স্বাধীন হলে শাহাবুদ্দিন বুধার ছবি আঁকার ইচ্ছা পোষণ করে। তাই আমরা বলতে পারি, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (ii)-এর কিশোরের বৈশিষ্ট্যই 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে শাহাবুদ্দিনের মনে বুধার ছবি আঁকবার প্রেরণা জুগিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০ দরিদ্রতার কারণে কুসুমের বাবা মেয়ের পড়ালেখার খরচ আর চালাতে পারছেন না। তাই তিনি কারও মতামত না নিয়েই পাশের গ্রামের বয়স্ক ও বিপত্নীক রজব মিয়ার সাথে তার স্কুলপড়ুয়া মেয়ের বিয়ে ঠিক করে আসেন। পড়ালেখায় আগ্রহী কুসুম এমন বিয়েতে প্রবল আপত্তি জানালেও কেউ তার ইচ্ছার গুরুত্ব দেয় না। কুসুমের স্কুল-শিক্ষক সব ঘটনা জানতে পেরে বিয়ের দিন ৯৯৯-এ কল করে প্রশাসনের সহায়তায় কুসুমের বাল্যবিয়ে ঠেকাতে সক্ষম হন। সেই সাথে তিনি কুসুমের পড়ালেখার যাবতীয় খরচ নিজে বহন করার আশ্বাস দেন।

ক. 'ছোটো মুখে বড়ো কথা'– কে বলেছিল? ১

খ. "ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবি"– কথাটি কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের স্কুল-শিক্ষক কোন দিক থেকে 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কুসুমকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ বলা যায় কি? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ছোটোমুখে বড়ো কথা'– কথাটি হকিকুল্লাহ্ বলেছিল।

খ 'ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবি' বলতে বোঝানো হয়েছে বহিপীর যখন তার সবরকম কূটকৌশল চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন তখনই হাতেম আলিকে টাকা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে একথা বলেছেন।

বহিপীর তার স্ত্রী তাহেরাকে তার সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কুবুদ্ধি ও কূটকৌশল প্রয়োগ করেন। হাতেম আলির জমিদারি রক্ষার জন্য অর্থ দিয়ে তার বিনিময়ে তাহেরাকে তার হাতে তুলে দিতে নানা কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বহিপীর নিজেকে পরাজিত হিসেবে মেনে নেন এবং হাতেম আলির জমিদারি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনা শর্তে গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে উপযুক্ত উক্তিটি করেন।

উত্তরের মূলকথা : বহিপীরের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে হাতেম আলিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

গ কুসুমের প্রতি মানবিকতা প্রদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের স্কুল শিক্ষক 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির সাথে তুলনীয়।

'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সামাজিক সচেতন একজন মানুষ। সে কুসংস্কারমুক্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তার মনে অন্ধবিশ্বাস বলে কিছু নেই। কারণ সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। পিরপ্রথাকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। বহিপীর জোরপূর্বক তাহেরাকে বিয়ে করতে চাইলে হাশেম আলি বাধাদান করে। শুধু বাধাদান করেই সে ক্ষান্ত হয়নি। তাহেরার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়।

উদ্দীপকের কুসুমের বাবা কুসুমের মতামত না নিয়েই তার বিয়ে ঠিক করে। যার সাথে বিয়ে ঠিক করা হয় তিনি হলেন পাশের গ্রামের বয়স্ক ও বিপত্নীক রজব মিয়া। অসম এ বিয়েতে স্কুলপড়ুয়া কুসুম প্রবল আপত্তি জানায়। কিন্তু তার বাবা এ বিষয়ে কোনো কর্ণপাত করেনি। ঘটনাক্রমে কুসুমের স্কুল শিক্ষক সব ঘটনা জানতে পেরে প্রশাসনের সহায়তায় বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হন। সেই সাথে তিনি কুসুমের পড়ালেখার যাবতীয় খরচ নিজে বহন করার আশ্বাস প্রদান করেন। 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলিও অসহায় তাহেরাকে বিয়ে করে তাহেরার সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। সুতরাং অসহায়ের দায়িত্ব গ্রহণের দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের স্কুল শিক্ষকের সাথে 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি তুলনীয়।

উত্তরের মূলকথা : অসহায়ের দায়িত্ব গ্রহণের দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের স্কুল শিক্ষক 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির সাথে তুলনীয়।

ঘ উদ্দীপকের কুসুমকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ বলা যায় না।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা অত্যন্ত প্রতিবাদী চরিত্র। এমনকি তাহেরা সামাজিক কুসংস্কারমুক্ত নারী। সে অন্ধ পিরপ্রথায় বিশ্বাসী নয়। তাই বহিপীরকে সে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। তাছাড়া বহিপীরের সাথে তাহেরার বয়সের কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। এসব কারণেই তাহেরা বহিপীরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে জমিদারের বজরায় আশ্রয় নিলে সেখানেও তাকে বহিপীরের মুখোমুখি হতে হয়। তাহেরা সেখানেও দৃঢ় মনোবল বজায় রাখে। কোনো ভাবেই সে বহিপীরকে বিয়ে করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেনি। এক্ষেত্রে তাহেরা অনমনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

উদ্দীপকে কুসুমের বাবা অত্যন্ত দরিদ্র। দরিদ্রতার কারণে সে পাশের গ্রামের বয়স্ক ও বিপত্নীক রজব মিয়ার সাথে কুসুমের বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু কুসুম কিছুতেই এ বিয়েতে রাজি ছিল না। এজন্য তার প্রবল আপত্তির কথা তার বাবাকে জানায়। কিন্তু কুসুমের বাবা কুসুমের কথা শোনেনি। কুসুমের দুরবস্থার কথা তার স্কুল শিক্ষক জানতে পারেন। তাই তিনি ৯৯৯-এ কল করে প্রশাসনের সহায়তায় বাল্য বিবাহ প্রতিহত করেন। কুসুমের দরিদ্রতার কথা চিন্তা করে স্কুল শিক্ষক কুসুমের পড়ালেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের কুসুম 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ নয়। কারণ তাহেরা চরিত্রের সব বৈশিষ্ট্য কুসুমের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। উদ্দীপকের কুসুম 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মতো প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারেনি। কুসুম ও তাহেরার মধ্যে অসম বিয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়ের বর ছিল অত্যন্ত বয়স্ক। তাদের সাথে বয়সের ব্যবধান ছিল অনেক বেশি। এসব বিষয় ছাড়াও 'বহিপীর' নাটকে তাহেরার জীবনে অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু উদ্দীপকের কুসুমের জীবনে তেমনটি ঘটেনি। তাহেরা বহিপীরের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। অথচ কুসুম এমনটি করেনি। সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের কুসুম 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ নয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কুসুমকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ বলা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ১১ প্রতিবছর বন্যায় বাঁধ ভেঙে গ্রাম প্লাবিত হয়। রক্ত পানি করা সোনার ফসল, মানুষ, গোরু সব বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দৈববিশ্বাসের ওপর ভর করে গ্রামের মাতব্বর রহিম সর্দার এবার বাঁধ রক্ষার জন্য চাষিদেরকে একজন নামকরা পিরের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দেন। পক্ষান্তরে গ্রামের শিক্ষিত যুবক মতি মাস্টার একদল লোক নিয়ে প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি সহ্য করে রাতের মধ্যেই মাটি কেটে বাঁধ মজবুত করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায় গ্রামের মানুষের কষ্টের সোনার ফসল।

ক. নাটকের প্রাণ কোনটি? ১

খ. "নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি।"– কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের রহিম সর্দারের পরামর্শ 'বহিপীর' নাটকের কোন দিকটি ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সমার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে কি? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাটকের প্রাণ হলো সংলাপ।

খ 'নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি।'– কথাটি জমিদার হাতেম আলি বলেছেন।

জমিদার হাতেম আলি জমিদারি রক্ষা করার টাকা জোগাড় করতে পারছেন না। বহিপীর তাকে সেই টাকা কর্জ দিয়ে বিনিময়ে তাহেরাকে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে জমিদারের স্ত্রী খোদেজা রাজি হলেও হাতেম আলি বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেন। হাশেমের কাছে সব শুনে তিনি যখন বিষয়টি বুঝতে পারেন তখন বহিপীরের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তিনি বহিপীরকে বলেন, "আমি এভাবে টাকা নিতে পারব না। যায় যাক জমিদারি।" তখন বহিপীর জানতে চান, কথাটি তিনি ভেবে বলেছেন কি না। হাতেম আলি তাকে জানান যে, হঠাৎ তার সব ভয়-ভাবনা কেটে গেছে এবং তিনি এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : টাকা নিয়ে জমিদারি রক্ষা করার জন্য ধূর্ত বহিপীরের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে জমিদার হাতেম আলি বহিপীরকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন। কারণ তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও তাহেরার প্রতি মানবিক।

গ উদ্দীপকের রহিম সর্দারের পরামর্শ 'বহিপীর' নাটকের পিরের প্রতি অন্ধ অনুকরণের দিকটি ইঙ্গিত করে।

'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের অসংখ্য অনুসারী রয়েছে। তার অনুসারীরা তাকে সারাক্ষণ অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। মূলত তার অনুসারীরা সচেতন নয়। তাদের মনে কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। এজন্য তারা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় অনুধাবন করতে পারে না। পিরের খেদমত করাকেই তারা ধর্মীয় কাজ মনে করে। কিন্তু পিরপ্রথার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ভণ্ডপিরেরা ধর্মের লেবাস পরে ধর্মপ্রাণ মানুষদের সাথে ধোকাবাজি করে। অথচ সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না। 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মা বহিপীরের অন্ধভক্ত। এজন্য তারা তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। আবার জমিদার হাতেম আলির স্ত্রী খোদেজাও বহিপীরের অন্ধ অনুসারী।

উদ্দীপকে প্রতি বছর বন্যার বাঁধ ভেঙে গ্রাম প্লাবিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বন্যার পানি মানুষের বাড়ি-ঘর, ফসল, গোরু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ থেকে পরিত্রাণের আশায় গ্রামের মাতবর রহিম সর্দার সবাইকে একটি পরামর্শ দেন। তিনি বলেন বন্যার পানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একজন নামকরা পিরের শরণাপন্ন হতে হবে। উক্ত পির বন্যার হাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করবে। উদ্দীপকের রহিম সর্দারের ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ বন্যা থেকে মানুষকে রক্ষা করার ক্ষমতা কোনো পিরের নেই। অথচ গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা এসব ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। গ্রামের মানুষ কুসংস্কারে বিশ্বাসী হওয়ায় তারা পিরের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। তাই উদ্দীপকের রহিম সর্দারের পরামর্শটি 'বহিপীর' নাটকের পিরের প্রতি অন্ধ অনুকরণের দিকটি ইঙ্গিত করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রহিম সর্দারের পরামর্শ 'বহিপীর' নাটকের পিরের প্রতি অন্ধ অনুকরণের দিকটি ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সমার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে বলেই আমি মনে করি।

'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের অসংখ্য অন্ধ অনুসারী রয়েছে। তবে সবাই তার অন্ধ অনুসারী নয়। কতিপয় ব্যক্তিবর্গ রয়েছে যারা ভণ্ড পিরের ভণ্ডামিতে বিশ্বাসী নয়; বরং পিরের ভণ্ডামিকে প্রতিহত করতে চায়। কিন্তু তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। সাহসী মনোভাব নিয়ে পিরের অপকর্ম বন্ধ করার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভণ্ড পিরেরা ধর্মের লেবাস ধারণ করে তারা মানুষকে ধোকা দেয়। 'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় হাশেম আলি। সে পিরের অপকর্মে বাধা দেয়। বহিপীর জোরপূর্বক তাহেরাকে বিয়ে করতে চাইলে হাশেম আলি এর তীব্র বিরোধিতা করে। সে তাহেরাকে বহিপীরের হাত থেকে বাঁচায়। 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি আত্মসচেতন ও কুসংস্কারমুক্ত একটি চরিত্র।

উদ্দীপকে বন্যার হাত থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করার জন্য রহিম সর্দার একজন নামকরা পিরের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। রহিম সর্দারের এ পরামর্শে পিরের প্রতি তার অন্ধ অনুকরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্দীপকের মতি মাস্টার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে পিরের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়। সে শিক্ষিত, আত্মসচেতন একজন মানুষ। সে পেশায় একজন শিক্ষক। তাই গ্রামবাসীকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একদল লোক নিয়ে কাজে নেমে পড়ে। প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি সহ্য করে রাতের মধ্যেই মাটি কেটে বাঁধ মজবুত করে। তার দুঃসাহসিক কাজের মাধ্যমে মারাত্মক বন্যা থেকে গ্রামটি রক্ষা পায়। রক্ষা পায় গ্রামের মানুষের ফলানো সোনার ফসল ও গোরু-ছাগল।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সমার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে। দুজনের কাজের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন হলেও কাজের উদ্দেশ্য ও ফলাফল মূলত এক ও অভিন্ন। তারা দুজনেই ভণ্ড পিরের অনুকরণমুক্ত। তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রুচিবান মানুষ। এজন্য ধর্মীয় কুসংস্কার তাদেরকে গ্রাস করতে পারেনি। 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে রক্ষা করেছে। তাহেরার অনিশ্চিত জীবনের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে। অপরদিকে উদ্দীপকের মতি মাস্টার মাটি কেটে বাঁধ মজবুত করে বন্যার হাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেছে। সে কোনো পিরের শরণাপন্ন হতে যায়নি। সুতরাং উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সমার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে বলেই আমি মনে করি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সমার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে বলেই আমি মনে করি।

রাজশাহী বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. কে 'সুভার' মর্যাদা বুঝত?
ক) সুভার বাবা খ) প্রতাপ
গ) সর্বশী-পাঙ্গুলি ঘ) সুভার মা

২. 'বঙ্গদেশী বাক্য' বলতে কবি বুঝিয়েছেন–
ক) বাংলা ভাষা খ) হিন্দি ভাষা গ) মাতৃভাষা ঘ) সকল ভাষা

৩. কীসের স্পর্শে মানুষের মনপ্রাণ সজীব, সতেজ ও সজাগ হয়ে উঠে?
ক) সাহিত্য খ) অর্থ গ) আনন্দ ঘ) লাইব্রেরি

৪. 'তাহলে শালা সোজা পথ দেখ'–এ বাক্যে প্রকাশ পায়–
ক) ঘৃণা খ) ক্ষোভ গ) বিরক্তি ঘ) অকৃতজ্ঞতা

৫. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধা স্বাধীন মানুষ হওয়ার সুযোগ পায়–
i. চাচির বাড়ি থেকে বের হয়ে ii. একা থাকার অভ্যাসে
iii. গ্রামের মধ্যে অবস্থান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. 'অপুকে' ডাকার সময় দুর্গার কণ্ঠস্বরে ছিল–
ক) ভয় খ) সতর্কতা গ) জড়তা ঘ) আদর

৭. 'রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?' এখানে 'রাত' কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) আলোর অভাব খ) শোষণ-বঞ্চনা
গ) অসহায় জীবন ঘ) দুঃখ-দুর্দশা

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্নদান।"

৮. উদ্দীপকে 'নিমগাছ' গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক) উপকারিতা খ) অসহায়ত্ব গ) মুগ্ধতা ঘ) প্রশংসা

৯. সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটির যথার্থ প্রকাশ ঘটে–
ক) কবির আচরণে খ) বিজ্ঞদের কথায়
গ) নিমগাছের ইচ্ছায় ঘ) কবিরাজের কাজে

১০. 'বুঝেছি কিস্তিমাত করা চাল'– 'বহিপীর' নাটকে এ উক্তিটি কার?
ক) তাহেরা খ) হাতেম আলি
গ) হাশেম আলি ঘ) বহিপীর

১১. 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবির মতে কোনটি দুঃখের ফাঁসি পরার শামিল?
ক) সুখের আশা করা খ) জীবনকে বৃথা ভাবা
গ) সময় অপচয় করা ঘ) অতীতকে ডেকে আনা

১২. 'পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল'– এখানে প্রকাশ পেয়েছে–
i. প্রকৃতির নিত্যতা ii. জগতের সৌন্দর্যময়তা
iii. পৃথিবীর বহমানতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"অর্ধ পৃথিবী করেছে শাসন ধুলার তখতে বসি
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি।"

১৩. উদ্দীপকের চরণদ্বয়ে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে বর্ণিত মহানবির কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক) নির্লোভ মানসিকতা খ) নিরহংকার মনোভাব
গ) চারিত্রিক মহানুভবতা ঘ) অনাড়ম্বর জীবনযাপন

১৪. উক্ত গুণ প্রকাশিত হয়েছে যে বাক্যে–
i. স্বেচ্ছায় তিনি দারিদ্র্যের কন্টকমুকুট মাথায় পরিলেন।
ii. আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই।
iii. নিঃস্ব কাঙালের বেশে মহানবি মৃত্যু রহস্যের দেশে চলিয়া গেলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. 'গূঢ়তত্ত্ব' বলতে পির সাহেব কী বোঝাতে চেয়েছেন?
ক) দুর্বোধ্য ঘটনা খ) আধ্যাত্মিক বিষয়
গ) প্রচ্ছন্ন ব্যাপার ঘ) বাস্তব জ্ঞান

১৬. মাইনে পনেরো টাকা শুনে মমতাদির দুচোখে জল এলো কেন?
ক) আনন্দে খ) কৃতজ্ঞতায়
গ) কষ্টে ঘ) উত্তেজনায়

১৭. 'রানার' কবিতায় 'নতুন দিনের প্রত্যাশা' প্রকাশ পেয়েছে কোন কথায়?
ক) সহানুভূতির চিঠি খ) শপথের চিঠি
গ) আকাশ হয়েছে লাল ঘ) দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি

১৮. 'আমরা তিনজন নই, একজন'–এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে–
ক) দেশপ্রেম খ) প্রতিবাদ
গ) আত্মবিশ্বাস ঘ) ঐক্যবোধ

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।"

১৯. উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কোন ভাবটি ধরা পড়েছে?
ক) দেশপ্রেম খ) স্মৃতিকাতরতা
গ) মিনতি ঘ) সংশয়

২০. সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে কোন চরণে?
ক) আর কি হে হবে দেখা? খ) গাবে বঙ্গজ জনের কানে
গ) দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।
ঘ) সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে!

২১. কাহিনির বিষয়বস্তু ও পরিণতির দিক থেকে বিচার করলে নাটক প্রধানত কত প্রকার?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

২২. 'গণ সূর্যের মঞ্চ' রেসকোর্স ময়দানের কোন প্রান্তে নির্মিত হয়েছিল?
ক) উত্তর খ) দক্ষিণ গ) পূর্ব ঘ) পশ্চিম

২৩. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ অনুযায়ী শিক্ষার আসল কাজ কোনটি?
ক) জ্ঞান পরিবেশন খ) আত্মিক মুক্তি
গ) বুদ্ধির বিকাশ ঘ) মূল্যবোধ সৃষ্টি

২৪. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় সগীর আলী ছিলেন–
ক) সাহসী খ) কর্মঠ গ) জোয়ান ঘ) তেজি

২৫. কী খেলে বুধার মগজ ভরে?
ক) বাতাস খ) রোদ গ) জোছনা ঘ) পানি

২৬. নির্দিষ্ট ও ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনাত্মক রচনাকে কী বলা হয়?
ক) কথিকা খ) ছোটোগল্প গ) প্রবন্ধ ঘ) নাটিকা

২৭. 'পল্লিজননী' কবিতায় ছেলে মাকে সাতনরী সিকা ভরে কী রাখতে বলেছে?
ক) হুড়ুমের কোলা খ) ট্যাপের মোয়া
গ) খেঁজুরের গুড় ঘ) নয়া পাটালি

২৮. 'প্রবাস বন্ধু' রচনায় আবদুর রহমানের মধ্যে ফুটে উঠেছে–
i. সরলতা ii. দেশপ্রেম iii. আতিথেয়তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. 'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নিদর্শন কোনটি?
ক) কৈবর্ত বিদ্রোহ খ) ক্ষুদিরাম ও সূর্যসেন
গ) সার্বভৌম বারো ভূঁইয়া ঘ) রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ

৩০. 'বহিপীর' নাটকে 'পির' সাহেবকে মুরিদানরা কীভাবে বেঁধে রেখেছে?
ক) শ্রদ্ধার সঙ্গে খ) আস্থার সাথে
গ) আষ্টেপিষ্ঠে ঘ) মায়ার বন্ধনে

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 0 1

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** ও ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি**সহ মোট **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। ফুলবাবু বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কোলকাতায় যান। তার বন্ধু রবিন তাকে দেখাশোনার কাজে সোমেনকে নিয়োজিত করে। রান্নাবান্না, ঘর গোছানো, বাজার করা, কোনো কাজে অলসতা নেই সোমেনের। আন্তরিকতার সাথে সে ফুলবাবুর সেবা যত্ন করে। দেশে ফেরার সময় হলে ফুলবাবু সোমেনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে সে বলে, "এ দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না বাবু। খাই বা না খাই, দেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই।"

ক. বরফ আসে কোথা থেকে? ১
খ. কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয় আতসবাজির হল্কা– কেন একথা বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের ফুলবাবুর সেবাযত্ন পাওয়ার বিষয়টি 'প্রবাস বন্ধু' রচনার কোন দিককে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সোমেন এবং 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমান দুজনেই স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২। গৃহকর্মী হিসেবে গ্রাম থেকে আসেন পাতার মা। ষোলো বছর যাবত সুমনাদের বাসায় প্রায় সব কাজ করেন তিনি। পাতার মা সুমনাকে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করছেন। সুমনার মাও পাতার মাকে কাজের মানুষ নয় বরং পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে গণ্য করেন। সুখে দুঃখে সুমনাদের পরিবারে জড়িয়ে আছেন তিনি। কেবল সুমনা নয় পরিবারের সবার প্রতিই তার স্নেহদৃষ্টি।

ক. মমতাদি কোথায় থাকতো? ১
খ. মমতাদি উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছিল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের পাতার মায়ের মধ্যে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি চরিত্রের কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের সুমনার মা এবং 'মমতাদি' গল্পের খোকার মা দুজনই সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে গৃহকর্মীর পাশে দাঁড়িয়েছেন"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। ইকরাম আহমেদ উনিশশো একাত্তর সালের একজন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা। তার শরীরের ক্ষত শুকিয়ে গেলেও মনের ক্ষত শুকায়নি। চোখের সামনে নিজের বাড়িঘর পুড়ে যেতে দেখেছেন, হানাদার বাহিনী টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে স্ত্রী ও বোনকে। যুদ্ধ শেষে বিজয়ীবেশে তিনি ফিরেছেন, কিন্তু তাদের ফিরে পাননি। সেসব ঘটনা মনে হলে এখনও শিউরে ওঠেন তিনি।

ক. 'মার্সি পিটিশন' কী? ১
খ. স্কুল খুললেও স্কুলে যাওয়া হবে না। কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের হানাদার বাহিনীর নৃশংসতায় 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ইকরাম আহমেদের অনুভূতি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকার মধ্যেও লক্ষ করা যায়– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। (i) মনোরমা স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্য একটি লেখা জমা দেয়। তার লিখিত বিষয়টি ছিল তথ্যবহুল ও সৃজনশীল। অতি দীর্ঘ না হলেও লেখাটিতে চিন্তনশীল মননের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ii) একটি কাহিনি লেখকের সাবলীল বর্ণনায় পাঠকের চোখে ভেসে উঠে বেশ কিছু চরিত্রের পদচারণায়। লেখকের সৃষ্টির মাঝে একাত্ম হয়ে মিশে যায় পাঠকের হৃদয়। জনপ্রিয় এই সাহিত্য-মাধ্যমের দুর্বার আকর্ষণ রয়েছে।

ক. বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার আদি নিদর্শন কী? ১
খ. "নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শক-সমাজ"– কথাটি কেন বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের (i) নং অংশে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের কোন শাখাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের (ii) নং অংশের সাহিত্যের শাখাটি পাঠকসমাজকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে– 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। কামাল লেখাপড়া শেষ করে চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করেও সফল হয় না। বন্ধু জামালকে সে দুঃখ করে বলে, "আমি যে কাজই করি, যেদিকেই হাঁটি– কেবল ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা।" জবাবে জামাল বলে, "তোমার এই নৈরাশ্যের কারণ অমনোযোগ আর কুঁড়েমি।" প্রতিদিন কিছু না কিছু কাজ করো। বছর শেষে, এমনকি মাস শেষে তোমার কাজ দেখে তুমি নিজেই বিস্মিত হবে। জীবনকে ব্যবহার করো, দেখবে মৃত্যু জীবনের হাজার কীর্তির নিশান উড়িয়ে দিয়েছে।

ক. কবি আয়ুকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন? ১
খ. 'মহিমাই জগতে দুর্লভ' কবি কেন এ কথা বলেছেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের কামালের মধ্যে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জামালের বক্তব্যে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কবির আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। (i) জাতিতে জাতিতে ধর্মে নিশিদিন হিংসা ও বিদ্বেষ
মানুষে করিছে ক্ষুদ্র, বিষাইছে বিশ্বের আকাশ
মানবতা মহাধর্ম রোধ করি করিছে উল্লাস।

(ii) জাতি ধর্ম রাষ্ট্র ন্যায় সকলি যে মানুষের তরে
মানুষ সবার ঊর্ধ্বে, নহে কিছু তাহার অধিক।

ক. মোল্লা ভুখারিকে কোথায় গিয়ে মরতে বলেছে? ১
খ. "তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি"– চরণটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক (i)এ মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের যে দিকটির প্রকাশ ঘটেছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক (ii)এ 'মানুষ' কবিতার কবি চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। **অংশ–১ :** মানুষ ক্ষণিক জীবনের তরে
নতুন স্বপ্নগুলো করছে বপন
পরাজিত হয়েও জীবনযুদ্ধে
গড়ছে আপন ভুবন।

অংশ–২ : শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম
দোঁহা পানে চেয়ে আছে দুই খানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদী স্রোতে–
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

ক. খেয়া নৌকাগুলো কোথায় এসে লেগেছে? ১
খ. "সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি।"– চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের ১নং অংশে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের ২নং অংশে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির চিরন্তনতার কথা উঠে এসেছে।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। চৈতন্যপুর গ্রামের প্রভাবশালী মতি মিয়া পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে গ্রামে হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্রামের অধিকাংশ ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গ্রামের সাহসী কিশোর সবুজ এই ঘটনা সহ্য করতে না পেরে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। পরবর্তীকালে সে সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক. কানু দয়ালের বাড়িতে বসে বুধা রেডিয়োতে কী শুনেছিল? ১
খ. "লোহার টুপি কি মানুষের মগজ খায়?" কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের মতি মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কাদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের কিশোর সবুজ যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি।" কথাটির সার্থকতা বিচার করো। ৪

৯। **উদ্দীপক (i) :** অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মতো ছুটছিল।
মাথায় সুটকেস, বগলে কাপড়ের গাঁটরি।
কোমরে বাচ্চা।
চোখে মুখে কী এক অস্থির আতঙ্ক।
কথা নেই। মৌন সবাই।

উদ্দীপক (ii) : শক্ত মুঠির বাঁধনে বাঁধনে
বজ্র বাঁধিয়া নাও,
সমুখে এবার দৃষ্টি তোমার
পেছনের কথা ভোল।

ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে? ১
খ. "আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে।" বুধার একথা বলার কারণ কী? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের (ii)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমিক মানুষের জাগ্রত হওয়ার উদ্দীপনাকে তুলে ধরে।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। রীমা বিকেলে খেলতে গিয়ে পুকুর পড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। এ খবর শুনে তার মা অস্থির হয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের পরামর্শে তাকে ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওঝা ঝাড়-ফুক করে, পানি পড়া খাইয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বড়ো ভাই রাতুল বাড়ি এসে রীমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে মা বাধা দেয়। রাতুল মাকে বলে, তুমি এ যুগে এসেও ঝাড়-ফুঁক বিশ্বাস করো। রীমা অসুস্থ, তাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। এই বলে সে রীমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

ক. হাতেম আলির জমিদারি কোথায় ছিল? ১
খ. বহিপীরকে 'বহিপীর' বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের রাতুলের মায়ের সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের রাতুল 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের সার্থক প্রতিনিধি"– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১১। তিন বিয়ে করা ষাট বছর বয়সি গ্রামের ধনী গেরস্ত সকেট ব্যাপারী পাপড়ির দরিদ্র বাবা-মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তারা রাজি হয়ে যান। কিন্তু পাপড়ি তা না মেনে, স্কুলের বান্ধবী ও শিক্ষকের সহায়তায় বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়। সকেট ব্যাপারী কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই এ ব্যাপারটিকে মেনে নেয়। এক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি কাজে আসে না।

ক. তাহেরাকে কোথা থেকে বজরায় তুলে নেওয়া হয়েছিল? ১
খ. হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গেলো না কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের পাপড়ির মধ্যে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার কোন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সকেট ব্যাপারী ও বহিপীরের পরিবর্তিত রূপটি ইতিবাচক।" উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	খ	২	ক	৩	গ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	ক	৯	খ	১০	গ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	খ
	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	গ	২১	খ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ ফুলবাবু বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কোলকাতায় যান। তার বন্ধু রবিন তাকে দেখাশোনার কাজে সোমেনকে নিয়োজিত করে। রান্নাবান্না, ঘর গোছানো, বাজার করা, কোনো কাজে অলসতা নেই সোমেনের। আন্তরিকতার সাথে সে ফুলবাবুর সেবা যত্ন করে। দেশে ফেরার সময় হলে ফুলবাবু সোমেনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে সে বলে, "এ দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না বাবু। খাই বা না খাই, দেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই।"

ক. বরফ আসে কোথা থেকে? ১

খ. কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয় আতসবাজির হল্কা– কেন একথা বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের ফুলবাবুর সেবাযত্ন পাওয়ার বিষয়টি 'প্রবাস বন্ধু' রচনার কোন দিককে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সোমেন এবং 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমান দুজনেই স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বরফ আসে পাগমানের পাহাড় থেকে।

খ 'কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয় আতসবাজির হল্কা' বিরূপ আবহাওয়ার জন্য একথা বলা হয়েছে।

'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের জন্মভূমি উত্তর আফগানিস্তানের পানশির প্রদেশ। আবদুর রহমান শীত প্রধান এলাকার মানুষ। পানশিরের প্রচণ্ড শীত আবদুর রহমানের নিকট অধিক পছন্দনীয়। এজন্য কাবুলের আবহাওয়া আবদুর রহমান পছন্দ করে না। কাবুলের হাওয়ার প্রতি তার বিরূপ মনোভাব রয়েছে। তার কাছে কাবুলের আবহাওয়া অত্যন্ত উষ্ণ মনে হয়েছে। উষ্ণ বায়ু প্রবাহের কারণে চারদিকে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। এজন্যই আবদুর রহমান বলেছে, 'কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয় আতসবাজির হল্কা।'

উত্তরের মূলকথা : বিরূপ আবহাওয়ার জন্যই বলা হয়েছে, 'কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয় আতসবাজির হল্কা'।

গ উদ্দীপকের ফুলবাবুর সেবাযত্ন পাওয়ার বিষয়টি 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমানের আতিথ্যপূর্ণ ব্যবহারের দিককে ইঙ্গিত করে।

সৈয়দ মুজতবা আলী তার 'প্রবাস বন্ধু' রচনায় ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বিবরণ তুলে ধরেছেন। আফগানিস্তানে অবস্থানকালীন সময়ে আবদুর রহমান লেখকের সেবাযত্ন করে। তার সেবাযত্ন ও আতিথ্যপূর্ণ ব্যবহারে লেখক মুগ্ধ হন। প্রবাস জীবনে এমন একজন বিশ্বস্ত লোক পাওয়া সত্যিই বড়ো ভাগ্যের ব্যাপার। রান্নাবান্নাসহ লেখকের সব ধরনের কাজ করত আবদুর রহমান। আবদুর রহমান তার মনিবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। আবদুর রহমানের অতিথিপরায়ণতায় লেখক সন্তুষ্ট হয়েছেন।

উদ্দীপকের ফুলবাবু চিকিৎসার জন্য কোলকাতা যান। তার বন্ধু রবিন তাকে দেখাশোনার জন্য সোমেনকে নিয়োজিত করে। সোমেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুলবাবুর সব কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করে। রান্নাবান্না, ঘর গোছানো, বাজার করা এককথায় প্রয়োজনীয় সব কাজ খুব ভালোভাবে করে দেয়। এতে ফুলবাবু সোমেনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আমরা 'প্রবাস বন্ধু' রচনায়ও খুঁজে পাই। লেখক প্রবাস জীবনে আবদুর রহমানের অতিথি আপ্যায়নে মুগ্ধ হন। অর্থাৎ উদ্দীপকের ফুলবাবু এবং 'প্রবাস বন্ধু' রচনার লেখক তাদের কাজের লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের ফুলবাবুর সেবাযত্ন পাওয়ার বিষয়টি 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমানের আতিথ্যপূর্ণ ব্যবহারের দিককে ইঙ্গিত করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ফুলবাবুর সেবাযত্ন পাওয়ার বিষয়টি 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমানের আতিথ্যপূর্ণ ব্যবহারের দিকটিকে ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকের সোমেন এবং 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমান দুজনেই স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত–মন্তব্যটি যথার্থ।

'প্রবাস বন্ধু' রচনায় আবদুর রহমানের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের গভীর অনুরাগ লক্ষ করা যায়। প্রতিটি মানুষের মনেই স্বদেশপ্রীতি লুকিয়ে থাকে। আবদুর রহমানও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। পানশিরের আবহাওয়া লেখকের নিকট চরম প্রতিকূল হলেও আবদুর রহমানের নিকট তা অত্যন্ত অনুকূল। শুধু অনুকূল আবহাওয়াই নয়, বরং এটি তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কারণ এটি তার জন্মভূমি। জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণেই পানশিরের আবহাওয়া তার কাছে খুবই ভালো লাগে। জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আবদুর রহমান মুগ্ধ হয়েছে।

উদ্দীপকের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলে আমরা দেখতে পাই, সোমেন তার জন্মভূমিকে অত্যন্ত ভালোবাসে। জন্মভূমির প্রতি তার গভীর অনুরাগ রয়েছে। ফুলবাবু যখন সোমেনকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে চায় তখন সোমেন আপত্তি জানিয়েছে। সোমেন দৃঢ়চিত্তে বলেছে– "এদেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না বাবু। খাই বা না খাই, দেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই।" সোমেনের এই বক্তব্যে স্বদেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। স্বদেশপ্রেমের কারণেই সোমেন ফুলবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে।

পরিশেষে আমরা উদ্দীপক ও 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আলোকে বলতে পারি, উভয় স্থানেই স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। স্থান, কাল, পাত্রভেদে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও স্বদেশপ্রেমের দিকটি অভিন্ন বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। উদ্দীপকের সোমেন স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হওয়ার কারণেই দেশের মাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। আবার 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমানও তার জন্মভূমি উত্তর আফগানিস্তানের পানশিরকে ভালোবেসে আঁকড়ে ধরে আছে। অর্থাৎ উদ্দীপকের সোমেন ও আলোচ্য রচনার আবদুর রহমান দুজনেই স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সোমেন এবং 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমান দুজনেই স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ গৃহকর্মী হিসেবে গ্রাম থেকে আসেন পাতার মা। ষোলো বছর যাবত সুমনাদের বাসায় প্রায় সব কাজ করেন তিনি। পাতার মা সুমনাকে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করছেন। সুমনার মাও পাতার মাকে কাজের মানুষ নয় বরং পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে গণ্য করেন। সুখে দুঃখে সুমনাদের পরিবারে জড়িয়ে আছেন তিনি। কেবল সুমনা নয় পরিবারের সবার প্রতিই তার স্নেহদৃষ্টি।

ক. মমতাদি কোথায় থাকতো? ১

খ. মমতাদি উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছিল কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের পাতার মায়ের মধ্যে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি চরিত্রের কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের সুমনার মা এবং 'মমতাদি' গল্পের খোকার মা দুজনই সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে গৃহকর্মীর পাশে দাঁড়িয়েছেন"— বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মমতাদি জীবনময়ের গলির সাতাশ নম্বর বাড়িতে থাকতো।

খ মমতাদি পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছে সংসার চালানোর অর্থ উপার্জনের জন্য।

'মমতাদি' গল্পের মমতাদি কাজের সন্ধানে ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে আসে। স্বামীর চাকরি না থাকায় সে উপার্জনের পথে পা বাড়ায়। মমতাদি জীবনময়ের গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ির একতলায় তার স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে বসবাস করে। গত চার মাস ধরে স্বামীর চাকরি না থাকায় সংসার চালানো তার অনেক কষ্ট হয়। তাই সংসার চালানোর অর্থ উপার্জনের জন্য মমতাদি গৃহের পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছে।

উত্তরের মূলকথা : স্বামীর চাকরি না থাকায় মমতাদির সংসার আর চলে না। তাই অর্থ উপার্জনের জন্য সে পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছে।

গ উদ্দীপকের পাতার মায়ের মধ্যে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি চরিত্রের কর্মনিষ্ঠা ও স্নেহশীলতার গুণটি ফুটে উঠেছে।

'মমতাদি' গল্পে মমতাদি চরিত্রটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত। মমতাদির মধ্যে বহুমুখী মানবিক গুণের সমাহার রয়েছে। মমতাদি অন্যের বাড়িতে কাজ করলেও পরিবারের সবাইকে আপন মনে করেছে। গৃহকর্ত্রীর ছোটো ছেলেটিকে স্নেহের মায়াডোরে বেঁধেছে। ছোটো ভাইয়ের মতোই আদর-স্নেহ করেছে। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে। কোনো কাজের দিঙ্নির্দেশনা না থাকলেও নিজের দায়িত্ববোধ থেকে উক্ত কাজ সম্পাদন করেছে। মমতাদির কর্তব্যনিষ্ঠায় গৃহকর্ত্রী সন্তুষ্ট হয়েছে।

উদ্দীপকের পাতার মা ষোলো বছর যাবত সুমনাদের বাসায় কাজ করে। সুমনাকে সে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেছে। এজন্য সুমনার মা তাকে পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে গণ্য করেন। পাতার মা শুধু সুমনা নয় বরং পরিবারের সবার প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখে। সুমনাদের সুখে-দুঃখে পাতার মা ছায়ার মতো পাশে থেকেছে। 'মমতাদি' গল্পেও মমতাদি চরিত্রে স্নেহশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার গুণ লক্ষ করা যায়। পাতার মা মমতাদির মতোই সুমনাদের পরিবারে কর্মনিষ্ঠা ও স্নেহশীল ভূমিকা পালন করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পাতার মায়ের মধ্যে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি চরিত্রে কর্মনিষ্ঠা ও স্নেহশীলতার গুণটি ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পাতার মায়ের মধ্যে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি চরিত্রের কর্মনিষ্ঠা ও স্নেহশীলতার গুণটি লক্ষ করা যায়।

ঘ "উদ্দীপকের সুমনার মা এবং 'মমতাদি' গল্পের খোকার মা দুজনই সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে গৃহকর্মীর পাশে দাঁড়িয়েছেন।"— প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

'মমতাদি' গল্পে খোকার মা অত্যন্ত মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষ। মমতাদি অভাবের তাড়নায় তাদের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নেয়। গৃহকর্ত্রী হিসেবে খোকার মা মমতাদির সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করেছেন। গৃহকর্মী তথা কাজের মেয়ে বলে তাকে মোটেও অবজ্ঞা বা অবহেলা করেননি। তার ছোটো ছেলেটিকে মমতাদি আদর-স্নেহ করলে তিনি বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেছেন। মমতাদিকে নিজের পরিবারের আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এতে গৃহকর্ত্রীর উদারমনার পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহকর্ত্রী সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে মমতাদির পাশে দাঁড়িয়েছেন।

উদ্দীপকের পাতার মা সুমনাদের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করে। প্রায় ষোলো বছর যাবত সে উক্ত কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সুমনাকে সে ছোটোবেলা থেকেই আদর-স্নেহ ও মায়া-মমতা দিয়ে বড়ো করেছে। দীর্ঘদিন সুমনাদের বাসায় অবস্থান করায় পাতার মা যেন সুমনাদের পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে। বিশেষ করে সুমনার মা পাতার মায়ের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। এজন্য পাতার মা সুমনাদের সুখে-দুঃখে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। সুমনার মা যেন পাতার মাকে সহমর্মিতা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন।

পরিশেষে উদ্দীপক ও 'মমতাদি' গল্পের আলোকে বলা যায়, উভয় স্থানেই দুজন গৃহকর্ত্রী তাদের গৃহকর্মীর প্রতি সম্মান ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন। তারা গৃহকর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রী মমতাদির প্রতি সম্মান ও সহমর্মিতা প্রদর্শন

করে উদারমনার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। অপরদিকে উদ্দীপকের সুমনার মা তার গৃহকর্মীর প্রতি একই আচরণ করেছেন। সুমনার মা পাতার মাকে নিজ পরিবারের সদস্য মনে করেছেন। গৃহকর্মী হিসেবে পাতার মাকে অনাদর-অবহেলা বা কোনো রূঢ় আচরণ করেননি। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের সুমনার মা এবং 'মমতাদি' গল্পের খোকার মা দুজনই সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে গৃহকর্মীর পাশে দাঁড়িয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপকে সুমনার মা এবং 'মমতাদি' গল্পের খোকার মা দুজনই সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে গৃহকর্মীর প্রতি মানবিকতা প্রদর্শন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ ইকরাম আহমেদ উনিশশো একাত্তর সালের একজন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা। তার শরীরের ক্ষত শুকিয়ে গেলেও মনের ক্ষত শুকায়নি। চোখের সামনে নিজের বাড়িঘর পুড়ে যেতে দেখেছেন, হানাদার বাহিনী টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে স্ত্রী ও বোনকে। যুদ্ধ শেষে বিজয়ীবেশে তিনি ফিরেছেন, কিন্তু তাদের ফিরে পাননি। সেসব ঘটনা মনে হলে এখনও শিউরে ওঠেন তিনি।

ক. 'মার্সি পিটিশন' কী? ১

খ. স্কুল খুললেও স্কুলে যাওয়া হবে না। কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের হানাদার বাহিনীর নৃশংসতায় 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ইকরাম আহমেদের অনুভূতি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকার মধ্যেও লক্ষ করা যায়– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মার্সি পিটিশন' হলো শাস্তি থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন।

খ স্কুল খুললেও জামী স্কুলে যাবে না, কেননা কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না এবং দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান।

পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলায় প্রথমেই ঢাকার নগরজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশে কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছিল না এবং যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান ছিল। সরকার তখন জোর করে স্কুল-কলেজ খোলার ব্যবস্থা করেছে। দেশের এই অস্বাভাবিক ও অস্থির অবস্থার কারণেই স্কুল খুললেও জামী স্কুলে যাবে না বলে আগেই ঠিক করে রেখেছিল।

উত্তরের মূলকথা : স্কুল খুললেও জামী স্কুলে যাবে না, কেননা কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না এবং দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান।

গ উদ্দীপকের হানাদার বাহিনীর নৃশংসতায় 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার পাকিস্তানি হানাদারদের নির্মম অত্যাচারের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট চিত্রায়িত করেছেন। স্মৃতিময় বেদনার অন্তরালে তার লেখনিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন। হানাদার বাহিনী এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি চালায়। নির্বিচারে গুলি চালায় বাঙালিদের ওপর। অসংখ্য লাশ তারা নদীতে ফেলে দেয়। নদীর জলে শতশত লাশ ভেসে যায়। হানাদার বাহিনীর এ অত্যাচার থেকে লেখিকার ছেলেও রেহাই পায়নি। তারা লেখিকার ছেলে রুমীকে ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

উদ্দীপকেও হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের ইকরাম আহমেদ একজন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা। তার শরীরের ক্ষত শুকিয়ে গেলেও মনের ক্ষত শুকায়নি। কারণ তার চোখের সামনে তার স্ত্রী ও বোনকে হানাদার বাহিনী টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। তাদেরকে তিনি আর ফেরত পাননি। 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকা জাহানারা ইমামের ছেলে রুমীকেও হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। রুমীও আর মায়ের কোলে ফিরে আসেনি। উদ্দীপক ও 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার মধ্যে আপনজন হারানোর স্মৃতিময় বেদনার দিকটি প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা ও নানা বিভীষিকার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের হানাদার বাহিনীর নৃশংসতায় 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার পাকিস্তানি হানাদারদের নির্মম অত্যাচারের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের ইকরাম আহমেদের অনুভূতি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকার মধ্যেও লক্ষ করা যায়–মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় আপনজন হারানোর বেদনা লক্ষ করা যায়। লেখিকা তার ছেলে রুমীকে হারিয়েছেন। একজন মায়ের নিকট সন্তান হারানোর বেদনা যে কতটা কঠিন তা কেবল ভুক্তভোগীর পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব। তার লেখনির মধ্যে বেদনার এই চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি ইচ্ছে করলে মার্সি পিটিশনের মাধ্যমে সন্তানকে বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ পাকিস্তানিদের কাছে মাথানত করা ছিল তার নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। তাই তিনি সন্তানকে হারিয়ে বেদনার সাগরে নিমজ্জিত হন।

উদ্দীপকে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে। তিনি একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। দেশমাতৃকার টানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তার স্ত্রী ও বোনকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীন হলেও তিনি স্ত্রী ও তার বোনকে আর ফিরে পাননি। তাই তার শরীরের ক্ষত শুকিয়ে গেলেও মনের ক্ষত শুকায়নি। মনের মধ্যে আপনজন হারানোর বেদনা অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করেছে। উক্ত ঘটনা মনে হলে এখনও তিনি শিউরে ওঠেন। আপনজন হারিয়ে তার হৃদয়টা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।

উপরিউক্ত আলোচনান্তে বলা যায়, উদ্দীপকের ইকরাম আহমেদের অনুভূতি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকার মধ্যেও লক্ষ করা যায়। কারণ ইকরাম আহমেদ তার স্ত্রী ও বোনকে হারিয়েছেন। তাদেরকে হারিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। তার হৃদয় আজ দুঃখে ভারাক্রান্ত। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ তার আজও অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকা জাহানারা ইমামের হৃদয়ানুভূতিও মূলত এক ও অভিন্ন। কারণ লেখিকা তার সন্তান রুমীকে হারিয়েছেন। সন্তানকে হারানোর গভীর বেদনায় তিনি বেদনাহত হয়েছেন। তার হৃদয়ে সন্তান হারানোর হাহাকার জেগে উঠেছে। এক কথায় আপনজন হারানোর যে অনুভূতি তা উদ্দীপক ও আলোচ্য রচনায় যুগপৎভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : আপনজন হারানোর বেদনার দিক দিয়ে উদ্দীপকের ইকরাম আহমেদের অনুভূতি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকার মধ্যেও লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ (i) মনোরমা স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্য একটি লেখা জমা দেয়। তার লিখিত বিষয়টি ছিল তথ্যবহুল ও সৃজনশীল। অতি দীর্ঘ না হলেও লেখাটিতে চিন্তনশীল মননের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ii) একটি কাহিনি লেখকের সাবলীল বর্ণনায় পাঠকের চোখে ভেসে উঠে বেশ কিছু চরিত্রের পদচারণায়। লেখকের সৃষ্টির মাঝে একাত্ম হয়ে মিশে যায় পাঠকের হৃদয়। জনপ্রিয় এই সাহিত্য-মাধ্যমের দুর্বার আকর্ষণ রয়েছে।

ক. বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার আদি নিদর্শন কী? ১

খ. "নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শক-সমাজ"– কথাটি কেন বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের (i) নং অংশে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের কোন শাখাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের (ii) নং অংশের সাহিত্যের শাখাটি পাঠকসমাজকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে– 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার আদি নিদর্শন হলো বৈষ্ণব পদাবলি।

খ নাটক দর্শক শ্রেণির সামনে অভিনীত হওয়ার মাধ্যমে সরাসরি সমাজকে প্রভাবিত করে বলেই প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য হলো নাটক। নাটক প্রাচীনকালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়ে ঘরে ঘরে পঠিত হতো না। এটি অভিনীত হতো। নাটকের উদ্দেশ্য পাঠক নয়, সর্বকালেই দর্শক সমাজ। নাটকে অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকশ্রেণির মনোভাবে একটি সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দর্শকশ্রেণি যেহেতু সমাজেরই অংশ, তাই বলা যায় যে, অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে নাটক সমাজকে সরাসরি প্রভাবিত করে। এজন্যই বলা হয়, "নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শক-সমাজ।"

উত্তরের মূলকথা : নাটক দর্শকশ্রেণির সামনে অভিনীত হওয়ার মাধ্যমে সরাসরি সমাজকে প্রভাবিত করে বলেই প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে ।

গ উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখাকে ইঙ্গিত করে।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রবন্ধ অন্যতম। প্রবন্ধ হলো গদ্যাকারে লিখিত একটি তথ্যবহুল রচনা। প্রবন্ধের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সৃজনশীলতা। কারণ প্রবন্ধে সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটে। অনেক অজানা তথ্য প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। সাধারণত কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করে লেখক কোনো বিষয় সম্পর্কে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রূপ সৃষ্টি করেন, তাকেই প্রবন্ধ বলা হয়।

উদ্দীপকের (i)নং অংশের দিকে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখতে পাই, সেখানে সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্য মনোরমা যে লেখাটি জমা দিয়েছে তার মধ্যে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তার লিখিত বিষয়টি তথ্যবহুল ও সৃজনশীল। লেখাটি অতি দীর্ঘ নয় এবং সেখানে মননশীল চিন্তা-চেতনা ফুটে উঠেছে। যা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে মূলত প্রবন্ধের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ প্রবন্ধের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো উদ্দীপকের (i)নং অংশে বিদ্যমান। মনোরমার লেখাটির মধ্যে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি খুঁজে পাওয়া যায়। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখাকেই ইঙ্গিত করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের (i) নং অংশে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের (ii)নং অংশের সাহিত্যের শাখাটি পাঠকসমাজকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে– 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম। পাঠক সমাজে উপন্যাসই সর্বাধিক বহুল পঠিত ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। উপন্যাসে কোনো একটি কাহিনি বর্ণিত হয় বিশদ আকারে। কাহিনি বর্ণিত হয় গদ্য ভাষায়। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হলো প্লট। প্লটের আলোকে বিভিন্ন চরিত্রের সমন্বয়ে কাহিনির ধারা আবর্তিত হয়। উপন্যাস মানবজীবনের এক সুসংবদ্ধ শিল্পীত রূপ। এতে দেশ, জাতি, সমাজ, মানুষের জীবন বাস্তবতার একটি সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে। যা বাস্তব অথচ মায়াবী বর্ণে রঞ্জিত। যা কল্পনা ও মায়া হয়েও এক সংহত ও সুসংগঠিত সত্য। উপন্যাসের মধ্যে জীবন-বাস্তবতা ও সাহিত্যের রস নিবিড়ভাবে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায়।

উদ্দীপকের (ii)নং অংশে উপন্যাসের কথা বলা হয়েছে। কারণ একটি কাহিনির সাবলীল বর্ণনা বেশ কিছু চরিত্রের পদচারণায় মুখরিত হয় কেবল উপন্যাসের মাধ্যমে। ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে পাঠক হৃদয় মিশে যায়। পাঠকের হৃদয়ে উপন্যাসের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন চিত্রকে উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। উপন্যাসের মূল লক্ষ্য পাঠকসমাজ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে একমাত্র উপন্যাসেই সরাসরি লেখক ও পাঠকের হৃদয়ে সেতুবন্ধন তৈরি হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের (ii)নং অংশের সাহিত্য শাখাটি অর্থাৎ উপন্যাস পাঠকসমাজকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে। ফলে পাঠকসমাজ সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাভ করে থাকে। উপন্যাস পাঠে পাঠক হৃদয়ে উপন্যাসের ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। সমাজের বাস্তব চিত্র পাঠকসমাজ উপন্যাসের মাধ্যমে সরাসরি উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের (ii)নং অংশের সাহিত্য শাখা তথা উপন্যাস পাঠকসমাজকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ কামাল লেখাপড়া শেষ করে চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করেও সফল হয় না। বন্ধু জামালকে সে দুঃখ করে বলে, "আমি যে কাজই করি, যেদিকেই হাঁটি– কেবল ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা।" জবাবে জামাল বলে, "তোমার এই নৈরাশ্যের কারণ অমনোযোগ আর কুঁড়েমি।" প্রতিদিন কিছু না কিছু কাজ করো। বছর শেষে, এমনকি মাস শেষে তোমার কাজ দেখে তুমি নিজেই বিস্মিত হবে। জীবনকে ব্যবহার করো, দেখবে মৃত্যু জীবনের হাজার কীর্তির নিশান উড়িয়ে দিয়েছে।

ক. কবি আয়ুকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন? ১

খ. 'মহিমাই জগতে দুর্লভ' কবি কেন এ কথা বলেছেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের কামালের মধ্যে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জামালের বক্তব্যে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কবির আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কবি আয়ুকে শৈবালের নীরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

খ 'মহিমাই জগতে দুর্লভ' কবি একথা বলেছেন কারণ মহিমা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।

জগতে মহিমা লাভ করা সহজ কোনো কাজ নয়। মহিমা লাভ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প, ত্যাগ, সততা, পরিশ্রম ও অকুতোভয় চরিত্রের অধিকারী হতে হয়। সংসার সমরাঙ্গণে ভয়ে ভীত হওয়া যাবে না। জীবনের প্রতিটি অবস্থানেই নিজের মেধা-মননশীলতা দিয়ে সাফল্য লাভের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবেই মহিমা লাভ করা সম্ভব হবে। আর তা না হলে মহিমা লাভ করা কোনো ভাবেই সম্ভব হবে না। এজন্যই কবি বলেছেন, 'মহিমাই জগতে দুর্লভ।'

উত্তরের মূলকথা : মহিমা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন বলেই কবি বলেছেন, 'মহিমাই জগতে দুর্লভ।'

গ উদ্দীপকের কামালের মধ্যে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার জীবনের প্রতি গভীর অনীহা ও হতাশার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় জীবনের বাস্তবতার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের জীবন স্বপ্নের মতো অলীক নয়। জীবনের বাস্তবতা অত্যন্ত রূঢ় ও কঠিন। কারণ এ পৃথিবী একটি যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। প্রতিনিয়ত জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হয়। জীবনে জয়-পরাজয় একটি স্বাভাবিক বিষয়। কোনো কাজে ব্যর্থতা আসতেই পারে। তাই ব্যর্থতার গ্লানিতে ভীত না হয়ে ব্যর্থতাকেই সাফল্যের সোপান বানাতে হবে। জীবনের ব্যর্থতায় হা-হুতাশ না করে বরং কীভাবে ব্যর্থতার অবসান ঘটানো যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

উদ্দীপকের কামাল হতাশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। লেখাপড়া শেষ করে চাকরির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সফল হতে পারেনি। ব্যর্থতা তাকে গ্রাস করেছে। এজন্য কামাল হতাশ হয়ে চাকরির প্রস্তুতি নেওয়া থেকে বিরত হয়েছে। জীবন সংগ্রামের পথ থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে। ফলে জীবনের প্রতি তার আক্ষেপের যেন অন্ত নেই। তার জীবন আজ হতাশায় ভরে গেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কামালের মধ্যে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার জীবনের প্রতি অনীহা ও হতাশার দিকটি ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কামালের মধ্যে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার জীবনের প্রতি গভীর অনীহা ও হতাশার দিকটি লক্ষ করা যায়।

ঘ জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের জামালের বক্তব্যে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কবির আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় জীবনের বাস্তব স্বরূপ তুলে ধরেছেন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। এ পৃথিবীতে যারা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। নিরলসভাবে পরিশ্রমের কারণে তারা অসাধ্যকে সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবনে বাধা-বিপত্তি যতই আসুক না কেন তাকে অতিক্রম করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানই জীবন সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য। জীবনযুদ্ধে কোনো কারণে পরাজীত হলেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়া চলবে না। 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় উক্ত বিষয়াবলি বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দীপকের জামাল 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার বিষয়বস্তুকে অন্তরে ধারণ করেছে। এজন্য তার বন্ধু কামাল হতাশায় নিমজ্জিত হলে তাকে ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করেছে। জামাল মনে করে অলসতাই মানুষের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। এজন্য অলসতা পরিত্যাগ করে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তবেই জীবনে সফল হওয়া যাবে। জীবনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। তবেই মানুষ মরেও অমর হয়ে থাকবে। জামালের বক্তব্য অনুসরণ করলেই কামাল সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারবে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের জামালের বক্তব্যে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কবির আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে। কারণ কবি জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। অলসতা ও ভীরুতাকে পরিত্যাগ করে সংসার সমরাঙ্গণে বীর সৈনিক হিসেবে অবতীর্ণ হতে হবে। কোনো সাময়িক পরিশ্রম নয় বরং আজীবন সংগ্রাম করে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হবে। উদ্দীপকের জামালের বক্তব্যে মূলত এ কথাগুলোই ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ কবির আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি উদ্দীপকের জামালের বক্তব্যে স্পষ্টভাবেই দৃশ্যমান। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের জামালের বক্তব্যে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কবির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ (i) জাতিতে জাতিতে ধর্মে নিশিদিন হিংসা ও বিদ্বেষ
মানুষে করিছে ক্ষুদ্র, বিষাইছে বিশ্বের আকাশ
মানবতা মহাধর্ম রোধ করি করিছে উল্লাস।

(ii) জাতি ধর্ম রাষ্ট্র ন্যায় সকলি যে মানুষের তরে
মানুষ সবার উর্ধ্বে, নহে কিছু তাহার অধিক।

ক. মোল্লা ভুখারিকে কোথায় গিয়ে মরতে বলেছে? ১
খ. "তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি"– চরণটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক (i)এ মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের যে দিকটির প্রকাশ ঘটেছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক (ii)এ 'মানুষ' কবিতার কবি চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোল্লা ভুখারিকে গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরতে বলেছে।

খ মোল্লা ও পুরোহিতের কারণে অসহায় মুসাফির বঞ্চিত হয় বিধায় কবি প্রতিবাদ ও অভিমান করে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

সৃষ্টিকর্তার কাছে সৃষ্টির সকল মানুষের মর্যাদা সমান। কিন্তু মসজিদের মোল্লা ও মন্দিরের পুরোহিত নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য সে বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে চলে। তারা অসহায়, অভুক্ত মুসাফিরকে সাহায্য না করে মসজিদ ও মন্দিরে তালা লাগিয়ে দেয়। তখন অসহায়ের পক্ষে অভিমান ও প্রতিবাদ স্বরূপ কবি মসজিদ ও মন্দিরে প্রভু নাই বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : আলোচ্য উক্তিতে ক্ষুধাতুর পথিকের প্রভুর প্রতি প্রতিবাদ ও অভিমান ফুটে উঠেছে।

গ উদ্দীপক (i)এ মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের জাতি-ধর্মের অন্তরালে স্বার্থপরতার দিকটির প্রকাশ ঘটেছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'মানুষ' কবিতায় মোল্লা ও পুরোহিতদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তারা ধর্মের ধারক ও বাহক নয়। বরং তারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে কাজে লাগিয়ে থাকে। ধর্মের অন্তরালে তারা অধর্মের কাজ সম্পাদন করে। মানবতা ও নীতি-নৈতিকতা বলতে তাদের কিছু নেই। তারা কখনও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায় না। মানবিক গুণাবলি তাদের অন্তরে অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে জাতিতে জাতিতে ও ধর্মে হিংসা-বিদ্বেষের কথা বলা হয়েছে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি নেই। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে কেউ আবদ্ধ নয়। সুসম্পর্কের বেড়াজাল ছিন্ন করে সবাই দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে হিংসা-বিদ্বেষে আকাশ-বাতাস ভরে গেছে। মানবতা যে মহাধর্ম এটা যেন তারা ভুলতে বসেছে। মানব ধর্মকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে তারা আনন্দ উল্লাস করছে। মানবতার ধর্মকে তারা রোধ করে অধর্মের গতিকে তরান্বিত করেছে। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বার্থে লিপ্ত হয়েছে। তাই উদ্দীপক (i)এ মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের স্বার্থপরতার দিকটির প্রকাশ ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)এ মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের জাতি-ধর্মের অন্তরালে স্বার্থপরতার দিকটির প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ "উদ্দীপক (ii)এ 'মানুষ' কবিতার কবি চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে।" –মন্তব্যটি যথার্থ।

'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু এ পৃথিবীতে নেই। মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্মের নিয়ম-নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। মানুষ বিপদের দিনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে এটাই মানবতার ধর্ম। একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান করার মাধ্যমেই ধর্মের পূর্ণতা আসে। কারণ মানুষ মানুষের জন্য আর জীবন জীবনের জন্য। মূলত এটিই পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল কথা।

উদ্দীপক (ii)এ মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে। জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র এককথায় সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানুষের মর্যাদা। মানুষই সবচেয়ে বড়ো। মানুষের চেয়ে মহীয়ান আর কিছুই নেই। কারণ মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের মধ্যে মানবতা রয়েছে। মানুষের বিবেকবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায় থেকে রক্ষা করে। মানুষের বিবেকের চেয়ে বড়ো আদালত আর কিছু নেই। কারণ বিবেকের তাড়নায় মানুষ মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত হয়। এজন্যই উদ্দীপক (ii)এ মানুষের বন্দনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপক (ii)এ 'মানুষ' কবিতার কবি চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে। কারণ 'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষের গুণকীর্তন করেছেন। মানুষই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। পৃথিবীর যত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ তা কেবল মানুষের কল্যাণের জন্য। জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র সবকিছুই মানুষের জন্য। যদি মানুষের অস্তিত্ব না থাকে তবে এসব কিছুই অর্থহীন। 'মানুষ' কবিতায় কবি এ সত্যটিকেই তুলে ধরেছেন। যা উদ্দীপক (ii)এর মধ্যে একই কথার প্রতিধ্বনি রয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি উদ্দীপক (ii)এ 'মানুষ' কবিতার কবি চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : মানুষের মর্যাদাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করার মাধ্যমে উদ্দীপক (ii)এ 'মানুষ' কবিতার কবি চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **অংশ–১ :** মানুষ ক্ষণিক জীবনের তরে
নতুন স্বপ্নগুলো করছে বপন
পরাজিত হয়েও জীবনযুদ্ধে
গড়ছে আপন ভুবন।

অংশ–২ : শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম
দোঁহা পানে চেয়ে আছে দুই খানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদী স্রোতে–
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

ক. খেয়া নৌকাগুলো কোথায় এসে লেগেছে? ১
খ. "সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি।"– চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের ১নং অংশে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের ২নং অংশে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির চিরন্তনতার কথা উঠে এসেছে।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক খেয়ানৌকাগুলো চরের খুব কাছে এসে লেগেছে।

খ এখানে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, যেদিন তিনি পৃথিবীতে থাকবেন না, সেদিনও প্রকৃতি তার স্বাভাবিক নিয়মেই প্রবহমান থাকবে।

রূপসি বাংলার কবি প্রকৃতির নিত্যতায় বিশ্বাস করেন। তিনি মনে করেন, সময়ের আবর্তনে একসময় ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু হলেও প্রকৃতিতে থাকে চিরকালের ব্যস্ততা। মাঠে থাকে চঞ্চলতা, চালতাফুলে পড়ে শীতের শিশির, লক্ষ্মীপেঁচার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মঙ্গলবার্তা। এভাবে নানা বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃতি তার আপন নিয়মেই প্রবহমান থাকে। প্রশ্নোক্ত পঙ্‌ক্তিটির মাধ্যমে এ বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : নানা বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃতি তার আপন নিয়মেই প্রবহমান থাকে। প্রশ্নোক্ত পঙ্‌ক্তিটির মাধ্যমে এ বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের ১নং অংশে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার শাশ্বত স্বপ্নের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ মানুষের স্বপ্নের দিকটি তুলে ধরেছেন। মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনে। জীবনটাকে রঙিন করে সাজাতে চায়। মানুষ মরে গেলেও স্বপ্নগুলো মরে না। স্বপ্নের কোনো মৃত্যু নেই। মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট যতই আসুক না কেন আবার নতুন করে তারা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। স্বপ্নই মানুষকে হতাশার হাত থেকে রক্ষা করে নতুন করে বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়। তাই মানুষের স্বপ্ন অমর। মানুষের এ স্বপ্ন চিরকাল বেঁচে থাকে।

উদ্দীপকের ১নং অংশে মানুষের স্বপ্নের দিকটি ফুটে উঠেছে। মানুষের জীবন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। মানুষ অল্প কিছুদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। কিন্তু মানুষ ক্ষণিক জীবনের জন্য কত না নতুন স্বপ্নের জাল বিস্তার করে। জীবনটাকে স্বপ্নের মতো করে গড়তে চায়। জীবনে চলার পথে অনেক বাধা-বিপত্তি বা পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে হয়। কখনো বা জীবন যুদ্ধে পরাজীত হতে হয়। তবুও মানুষের স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয় না। আপন ভুবন গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে মানুষ আবারও স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের ১নং অংশে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার চিরন্তন স্বপ্নের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ১নং অংশে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার শাশ্বত স্বপ্নের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের ২নং অংশে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির চিরন্তনতার কথা উঠে এসেছে।"– উক্তিটি যথার্থ।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির চিরন্তনতার চিত্র এঁকেছেন। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের কোনো মৃত্যু নেই। মানুষের জন্ম-মৃত্যুতে প্রকৃতির ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। প্রকৃতি তার স্বাভাবিক নিয়মেই চলে। পৃথিবীর অনেক সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতি আগের মতোই চির অবিনশ্বর রয়েছে। এমনকি ভবিষ্যতেও প্রকৃতি তার আপন স্বকীয়তা বজায় রাখবে। কারণ কোনো কর্মকাণ্ডই প্রকৃতির গতিকে রোধ করতে পারে না। প্রকৃতি যেন তার আপন গতিতেই সদা ঘূর্ণায়মান।

উদ্দীপকের ২নং অংশে নদীতীরের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। নদীর দুই তীরে দুই খানি গ্রাম রয়েছে। নাম না জানা এ গ্রামের পাশেই একটি নদী বয়ে গেছে। নদী তার আপন গতিতেই প্রবহমান। আর এ নদীতে নৌকা চলে। নৌকায় করে কেউ বাড়ি হতে কোনো কাজে অন্যত্র যায়। আবার কেউ অন্য কোনো স্থান হতে নৌকায় করে বাড়ি ফিরে। এ যেন নদী তীরের নিত্য দিনের চিত্র। মূলত এর মাধ্যমে উদ্দীপকের কবি এ পৃথিবীতে মানুষের আগমন ও প্রস্থানকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ এ পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হওয়ার কিছু সময় পর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড আগের মতোই রয়ে যায়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের ২নং অংশে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির চিরন্তনতার কথাই ফুটে উঠেছে। কারণ এ প্রকৃতির চিরন্তন কর্মকাণ্ডের কোনো ক্ষয় বা বিনাশ নেই। আবহমানকাল ধরেই প্রকৃতির চিরন্তন প্রবহমানতা অব্যাহত রয়েছে। এমনকি ভবিষ্যতেও তা অক্ষত অবস্থায় থাকবে। প্রকৃতি তার আপন মহিমায় চির ভাস্বর। প্রকৃতি কারও মুখাপেক্ষী বা নির্ভরশীল নয়। এ পৃথিবীতে প্রকৃতির চিরন্তনতা কখনো বিলীন হবার নয়। যা উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় যুগপৎভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ ও প্রণিধানযোগ্য।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা উভয় স্থানেই প্রকৃতির চিরন্তনতার কথা উঠে এসেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ চৈতন্যপুর গ্রামের প্রভাবশালী মতি মিয়া পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে গ্রামে হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্রামের অধিকাংশ ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গ্রামের সাহসী কিশোর সবুজ এই ঘটনা সহ্য করতে না পেরে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। পরবর্তীকালে সে সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক. কানু দয়ালের বাড়িতে বসে বুধা রেডিয়োতে কী শুনেছিল? ১

খ. "লোহার টুপি কি মানুষের মগজ খায়?" কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের মতি মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কাদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের কিশোর সবুজ যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি।" কথাটির সার্থকতা বিচার করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কানু দয়ালের বাড়িতে বসে বুধা রেডিয়োতে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ শুনেছিল।

খ রাজাকারদের নিষ্ঠুর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বুধা মনে করে লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে।

মাথায় লোহার টুপি পরা তিন জন রাজাকার বুধার দুহাত ও দু-পা ধরে চ্যাংদোলা করে মাঠের মাঝখানে এনে ধাম করে ফেলে দেয়। ওরা মাঠের মাঝখানে একটি বাঁশ পুঁতে বাঁশের সঙ্গে বুধাকে কাকতাড়ুয়ার মতো বেঁধে ওর গায়ের জামাটা খুলে বেঁধে দেয় মাথায়। সেই সাথে তার মুখে-পিঠে রান্নাঘরের হাঁড়ির কালি দিয়ে এঁকে দেয় আঁকাবাঁকা রেখা। তারপর হি হি করে হাসতে হাসতে তিন জন রাজাকার চলে গেলে বুধার চোখ জ্বলে ওঠে। বুধা মনে করে, লোহার টুপি পরলে মানুষের মাথার বুদ্ধি লোপ পায়, তাই পেয়ারা খাওয়ানোর কৃতজ্ঞতা স্বরূপও ওরা তার শাস্তি মওকুফের কথা ভাবেনি।

উত্তরের মূলকথা : লোহার টুপি পরার কারণে হানাদার বাহিনীর লোকজন অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে। সেজন্য বুধা বলেছে, 'লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে'।

গ উদ্দীপকের মতি মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সিদের মতো রাজাকারদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর পাকিস্তানি বাহিনীদের সাথে যোগ দেয় এদেশের একশ্রেণির সুবিধাবাদী লোক। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সি এমনি একটি চরিত্র। আহাদ মুন্সি পাকিস্তানিদের সাথে হাত মিলিয়ে এদেশের মানুষের ওপর নির্যাতন চালায়। মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের খবর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয়। ফলে তারা যৌথভাবে নিরীহ মানুষের ওপর নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চালাতে থাকে। তাদের অত্যাচারে এদেশের মুক্তিকামী জনতা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের চৈতন্যপুর গ্রামের প্রভাবশালী মতিমিয়া একজন রাজাকার। সে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে গ্রামে হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উদ্দীপকের ন্যায় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও আমরা এমন দৃশ্য দেখতে পাই। উপন্যাসের আহাদ মুন্সি রাজাকার বাহিনীর প্রতিনিধি। সে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে যোগ দিয়ে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালায়। তাই আমরা বলতে পারি উদ্দীপকের মতি মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের রাজাকারদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মতি মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সিদের মতো রাজাকারদের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ "উদ্দীপকের কিশোর সবুজ যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি।"– কথাটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। কারণ তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। বুধা একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। সে বয়সে কিশোর হলেও অত্যন্ত সাহসী। কারণ সে মা-বাবা, ভাই-বোন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তার জীবনে আর হারাবার কিছু নেই। সে পাকিস্তানি সৈন্যদের ধ্বংস লীলা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। আর তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। তাই সে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। আর মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার মাধ্যমেই সে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে সে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটের চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। চৈতন্যপুর গ্রামের প্রভাবশালী মতি মিয়া পাকিস্তানিদের সাথে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালায়। গ্রামের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে গ্রামের সাহসী কিশোর সবুজ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটানোর জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার মাধ্যমেই তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীতে সে সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবেই কিশোর মুক্তিযোদ্ধা সবুজ প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের কিশোর সবুজ যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি। কারণ কিশোর সবুজ দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। আবার 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধাও একই কারণে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। পাকিস্তানিদের অত্যাচার থেকে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে কিশোর বুধা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার কর্মকাণ্ডের বাস্তব প্রতিফলন আমরা উদ্দীপকের সবুজের মাঝেও লক্ষ করি। তারা দুজনেই মূলত একই পথের পথিক। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। কিশোর সবুজ যেন বুধার আদর্শেই উজ্জীবিত হয়েছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত কথাটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

উত্তরের মূলকথা : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দিক দিয়ে উদ্দীপকের কিশোর সবুজ যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৯ **উদ্দীপক (i) :** অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মতো ছুটছিল।
মাথায় সুটকেস, বগলে কাপড়ের গাঁটরি।
কোমরে বাচ্চা।
চোখে মুখে কী এক অস্থির আতঙ্ক।
কথা নেই। মৌন সবাই।

উদ্দীপক (ii) : শক্ত মুঠির বাঁধনে বাঁধনে
বজ্র বাঁধিয়া নাও,
সমুখে এবার দৃষ্টি তোমার
পেছনের কথা ভোল।

ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে? ১

খ. "আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে।" বুধার একথা বলার কারণ কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের (ii)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমিক মানুষের জাগ্রত হওয়ার উদ্দীপনাকে তুলে ধরে।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হলো আহাদ মুন্সি।

খ "আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে।"– বুধার একথা বলার কারণ লড়াই করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করা।

হানাদার বাহিনী বুধাদের গ্রামে এসে গ্রামবাসীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। চারদিকে শুধু পড়ে থাকে লাশ আর লাশ। নির্বিচারে গ্রামের মানুষকে হত্যা করার জন্য গ্রামটি মানুষ শূন্য হয়ে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। তাই গ্রামের মানুষকে রক্ষা করার জন্য বুধা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। বুধা এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, লড়াই করেই গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে হবে। আর লড়াই না করলে গ্রামের সব মানুষকে ওরা মেরে ফেলবে। তখন গ্রামটা মানুষ শূন্য হয়ে ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে। মনের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার কারণেই বুধা একথা বলেছে।

উত্তরের মূলকথা : লড়াই করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করার জন্যই বুধা বলেছে, "আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে।"

গ উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নিরীহ মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাড়ি-ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার ঘটনাকে ইঙ্গিত করে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। তারা বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে সবকিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিরীহ মানুষ বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালাতে থাকে। কাঁধে-হাতে, বগলে, মাথায়, যে যেভাবে পেরেছে সেভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। অনেক অসহায় বৃদ্ধ, শিশু ও নারীরাও বহু কষ্টে পথ চলতে থাকে। আর এ দৃশ্য দেখে মনে হয় রাস্তায় যেন জনসমুদ্রের ঢল নেমেছে।

উদ্দীপকের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ফুটে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা নির্বিচারে মানুষকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে। তাই সাধারণ জনতা জীবন বাঁচানোর আশায় বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করে। অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের সারির মতো ছুটছিল। তাদের মাথায় ছিল সুটকেস, বগলে কাপড়ের গাঁটরি। আবার কারও কোমরে বাচ্চা। চোখে-মুখে তাদের এক অজানা আতঙ্ক কাজ করছিল। তাদের মুখে কোনো কথা ছিল না। সবাই যেন বাক্‌হীন হয়ে পড়েছিল। উদ্দীপকের এ দৃশ্যটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালানোর ঘটনাকেই ইঙ্গিত করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নিরীহ মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাড়ি-ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার ঘটনাকে ইঙ্গিত করে।

ঘ "উদ্দীপকের (ii)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমিক মানুষের জাগ্রত হওয়ার উদ্দীপনাকে তুলে ধরে।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসটি একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতার আলোকে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এ উপন্যাসে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ছিল প্রকৃত দেশপ্রেমিক। দেশমাতৃকার টানে তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এদেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য তারা প্রাণপণভাবে যুদ্ধ করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল এদেশ থেকে পাকিস্তানিদের চিরতরে বিতাড়িত করা। তাদের নিরলস সাধনার মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়। বীর বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়।

উদ্দীপকের (ii)নং অংশে প্রতিবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছে। সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিপদ মোকাবিলার জন্য শক্তভাবে মুষ্টি বাঁধতে বলা হয়েছে। আর দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে সামনের দিকে। কারণ পেছনে ফেরার কোনো অবকাশ নেই। সব ধরনের পিছুটানের কথা ভুলে যেতে হবে। আর দৃঢ়চিত্তে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জনে অগ্রসর হতে হবে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য উক্ত দৃষ্টিভক্তির কোনো বিকল্প নেই।

উপরিউক্ত আলোচনান্তে বলা যায়, উদ্দীপকের (ii)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমিক মানুষের জাগ্রত হওয়ার উদ্দীপনাকে তুলে ধরে। কারণ উদ্দীপকে সম্মুখ পানে বীরত্বের সাথে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। উদ্দীপকেও বীরত্ব সহকারে অভীষ্ট লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ তারা দেশপ্রেমিক। তারা অকুতোভয় চরিত্রের অধিকারী। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত সাহসী বীর পুরুষ। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের (ii)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমিক মানুষের জাগ্রত হওয়ার উদ্দীপনা ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ রীমা বিকেলে খেলতে গিয়ে পুকুর পড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। এ খবর শুনে তার মা অস্থির হয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের পরামর্শে তাকে ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওঝা ঝাড়-ফুক করে, পানি পড়া খাইয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বড়ো ভাই রাতুল বাড়ি এসে রীমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে মা বাধা দেয়। রাতুল মাকে বলে, তুমি এ যুগে এসেও ঝাড়-ফুঁক বিশ্বাস করো। রীমা অসুস্থ, তাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। এই বলে সে রীমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

ক. হাতেম আলির জমিদারি কোথায় ছিল? ১
খ. বহিপীরকে 'বহিপীর' বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের রাতুলের মায়ের সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের রাতুল 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের সার্থক প্রতিনিধি"− মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাতেম আলির জমিদারি ছিল রেশমপুরে।

খ বইয়ের ভাষায় কথা বলেন বলে পির সাহেবকে বহিপীর বলা হয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের পির সাহেব কথাবার্তা বলতে গিয়ে সবসময় বইয়ের ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। কারণ তাকে দেশের নানা প্রান্তের মুরিদদের সাথে কথা বলতে হয়। একেক স্থানের ভাষা একেক রকম, তার পক্ষে সব এলাকার ভাষা রপ্ত করা সম্ভব না হওয়ায় তিনি বইয়ের ভাষাকেই বেছে নিয়েছেন। আর এ কারণেই তাকে বহিপীর বলা হয়।

উত্তরের মূলকথা : বইয়ের ভাষায় কথা বলেন বলে পির সাহেবকে বহিপীর বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের রাতুলের মায়ের সাথে 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্রটি কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তার মনের মাঝে কুসংস্কারের কালো মেঘ জমে আছে। তাই সে পিরপ্রথায় বিশ্বাস করে। পিরকে আধ্যাত্মিক সাধক মনে করে। পিরের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে। যা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। ভণ্ড বহিপীরের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাহেরা বাড়ি ত্যাগ করে। খোদেজা তাকে আশ্রয় দিলেও বহিপীরের হাতেই তাকে তুলে দিতে চায়। আর এটিকে সে খুব মহৎ কাজ মনে করে। কারণ সে অন্ধ পিরপ্রথায় বিশ্বাসী।

উদ্দীপকের রীমা বিকেলে খেলতে গিয়ে পুকুর পাড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। এ খবর শুনে তার মা অস্থির হয়ে যায়। আর গ্রামবাসীর পরামর্শে রীমাকে ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওঝা রীমাকে ঝাড়-ফুঁক করে দেয়। এ খবর পেয়ে রীমার বড়ো ভাই রাতুল বাড়ি ফিরে আসে। আর রীমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু রীমার মা এ কাজে বাধা দেয়। সে বিশ্বাস করে ওঝার ঝাড়-ফুঁকেই রীমা সুস্থ হয়ে যাবে। তাই আমরা বলতে পারি, কুসংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের রাতুলের মায়ের সাথে 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রাতুলের মায়ের সাথে 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্রের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ "মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের রাতুল 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের সার্থক প্রতিনিধি।"− মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের হাশেম আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন যুবক। সে রুচিবান ও বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষ। সে অন্ধ অনুকরণ ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী নয়। এজন্য সে পিরপ্রথাকে বিশ্বাস করে না। ভণ্ডপির ধর্মের দোহাই দিয়ে সরলপ্রাণ মানুষের মনে ধোকা দেয়। কিন্তু পিরের ধোকা থেকে হাশেম মুক্ত আছে। পিরের ধোকাবাজি সম্পর্কে সে অবগত। এজন্য সে পিরপ্রথাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। ভণ্ডপিরের হাত থেকে সে তাহেরাকে রক্ষা করে। এমনকি তাহেরাকে সে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদাও দেয়।

উদ্দীপকের রাতুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। সে খবর পায় তার বোন পুকুর পাড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। অথচ তার মা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়নি। ওঝার নিকট গিয়ে রীমাকে ঝাড়-ফুঁক করিয়ে নিয়ে এসেছে। তাই রাতুল তার বোন রীমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চায়। এমন সময় তার মা বাধা দেয়। তার মা মনে করে ওঝার ঝাড়-ফুঁকেই রীমা সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু রাতুল তা বিশ্বাস করে না। এজন্য সে তার মাকে বিষয়টি বুঝিয়ে রীমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের রাতুল যেন 'বহিপীর' নাটকের হাশেম চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি। কারণ উদ্দীপকের রাতুলের মধ্যে হাশেম চরিত্রের গুণাবলি লক্ষ করা যায়। রাতুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সচেতন একজন মানুষ। সে কোনো কুসংস্কারে বিশ্বাসী নয়। এজন্যই তার বোনকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। অপরদিকে হাশেম আলিও বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে রক্ষা করেছে। রাতুল ও হাশেম চরিত্রটি যেন একই মুদ্রার এপিট ওপিঠ মাত্র। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের রাতুল 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের সার্থক প্রতিনিধি হিসেবেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন ▶ ১১ তিন বিয়ে করা ষাট বছর বয়সি গ্রামের ধনী গেরস্ত সকেট ব্যাপারী পাপড়ির দরিদ্র বাবা-মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তারা রাজি হয়ে যান। কিন্তু পাপড়ি তা না মেনে, স্কুলের বান্ধবী ও শিক্ষকের সহায়তায় বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়। সকেট ব্যাপারী কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই এ ব্যাপারটিকে মেনে নেয়। এক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি কাজে আসে না।

ক. তাহেরাকে কোথা থেকে বজরায় তুলে নেওয়া হয়েছিল? ১

খ. হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গেলো না কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের পাপড়ির মধ্যে ‘বহিপীর’ নাটকের তাহেরার কোন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “সকেট ব্যাপারী ও বহিপীরের পরিবর্তিত রূপটি ইতিবাচক।” উদ্দীপক ও ‘বহিপীর’ নাটকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাহেরাকে ডেমরার ঘাট থেকে বজরায় তুলে নেওয়া হয়েছিল।

খ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

বহিপীর তাহেরার মা-বাবার সহযোগিতায় তার অমত থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে বহিপীর হাতেম আলির বজরায় তাহেরার উপস্থিতি টের পান। তাহেরাকে সাথে নিয়ে যেতে চাইলে সে রাজি না হওয়ায় তিনি হকিকুল্লাহকে পুলিশ ডাকতে বলেন। কিন্তু কনের অমতে বিয়ে করায় বহিপীরের বিপদ হতে পারে ভেবে হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

গ উদ্দীপকের পাপড়ির মধ্যে ‘বহিপীর’ নাটকের তাহেরার প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

‘বহিপীর’ নাটকের তাহেরা একটি প্রতিবাদী ও সচেতন চরিত্র। তাহেরার বাবা-মা বহিপীরের মুরিদ। তারা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তাই তারা তাহেরাকে বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তাহেরা এ বিয়েতে রাজি নয় বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কারণ সে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়। সে পিরপ্রথাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। সে পিরের প্রতারণা সম্পর্কে অবগত। তাছাড়া বৃদ্ধপিরের সাথে তার অসম বিয়ে সে কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারেনি। এজন্য উক্ত প্রতিবাদের অংশ হিসেবেই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের পাপড়ি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। ষাট বছর বয়সী বৃদ্ধ সকেট ব্যাপারী পাপড়িকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠায়। পাপড়ির বাবা-মা উক্ত প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু পাপড়ি এ বিয়েতে প্রতিবাদ জানায়। সে স্কুলের বান্ধবী ও শিক্ষকের সহায়তায় বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকের পাপড়ি ‘বহিপীর’ নাটকের তাহেরার মতোই প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের পাপড়ির মধ্যে ‘বহিপীর’ নাটকের তাহেরার প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পাপড়ির মধ্যে ‘বহিপীর’ নাটকের তাহেরার প্রতিবাদী চেতনা ফুটে উঠেছে।

ঘ “সকেট ব্যাপারী ও বহিপীরের পরিবর্তিত রূপটি ইতিবাচক।”– মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

‘বহিপীর’ নাটকের বহিপীর একটি ধূর্ত চরিত্র। সে খুবই চালাক প্রকৃতির লোক। অতি চালাকির কারণেই সে মানুষের সরলমনে ধোকা দিয়ে থাকে। তার ধোকায় পড়ে অনেকেই তাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। আর এ সুযোগেই বহিপীর তার সকল অপকর্ম চালায়। অনেক সময় ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়েও তার মনোবাসনা পূরণ করতে চায়। সে তাহেরাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য সব ধরনের কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আর এ ব্যর্থতাকে সে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

উদ্দীপকের সকেট ব্যাপারী ষাট বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ। সে বৃদ্ধ হলেও কিশোরী পাপড়ির দিকে কুদৃষ্টি দেয়। সে পাপড়িকে বিয়ে করার জন্য পাপড়ির বাবা-মার কাছে প্রস্তাব পাঠায়। পাপড়ির দরিদ্র বাবা-মা উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু পাপড়ি এ অসম বিয়েতে দ্বিমত পোষণ করে। সে প্রতিবাদ জানিয়ে এ বিয়ে বাতিল করতে সক্ষম হয়। আর এ কাজে তাকে তার বান্ধবী ও স্কুলের শিক্ষক সহযোগিতা করে। সকেট ব্যাপারী প্রভাবশালী লোক হলেও এক্ষেত্রে তার প্রভাব প্রতিপত্তি কাজে আসেনি।

পরিশেষে বলা যায় উদ্দীপকের সকেট ব্যাপারী ও ‘বহিপীর’ নাটকের বহিপীরের পরিবর্তিত রূপটি ইতিবাচক। কারণ তারা অল্প বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। আর তাদের এ ব্যর্থতাকে তারা মেনে নিয়েছে। তারা আর কোনো প্রভাব খাটায়নি। ফলে তাদের এ পরিবর্তনকে ইতিবাচকভাবেই মূল্যায়ন করা যায়। জোর করে কাউকে বিয়ে করা যায় না এ বিষয়টি তারা অনুধাবন করতে পেরেছে। তাদের এ কাজটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক কাজ। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সকেট ব্যাপারী ও বহিপীরের পরিবর্তিত রূপটি ইতিবাচক বলেই প্রতীয়মান হয়।

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. সাহিত্যের কোন শাখার সঙ্গে 'রঙ্গমঞ্চ' বিষয়টি জড়িত?
ক) কবিতা খ) উপন্যাস গ) নাটক ঘ) প্রবন্ধ

২. 'মানুষ ছিল সরল, ছিল ধর্মবল
এখন সবাই পাগল- বড়ো লোক হইতাম।'
'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন কথাগুলো উদ্দীপকের শেষ বাক্যের প্রতিনিধিত্ব করে?
ক) 'অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি।' খ) 'অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়ো।'
গ) 'অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়।' ঘ) 'অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা।'

৩. 'এশিরিয়া ধুলো আজ ....'
এখানে 'এশিরিয়া' কীসের প্রতীক?
ক) রহস্যময় সৌন্দর্য খ) শাশ্বত প্রকৃতি
গ) ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা ঘ) বিচিত্র বিবর্তন

৪. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির কাছে মায়া-মন্ত্রধ্বনি হলো, কপোতাক্ষ নদের-
ক) চির চলমানতা খ) কলকল শব্দ গ) দুগ্ধ রূপ স্রোত ঘ) অম্লান স্মৃতি

৫. 'পল্লিজননী' কবিতায় বনের বুড়ো পাতার সঙ্গে কী ঝরে পড়ে?
ক) পাতা-চোঁয়া জল খ) পচান পাতার ঘ্রাণ
গ) রুগ্‌ণ ছেলের আয়ু ঘ) বিরহী মায়ের অশ্রু

৬. 'মমতাদি' গল্পে মমতাদি তার স্বামীর কল্পিত চাকরির সংবাদে লেখককে কী খাওয়াতে চেয়েছিল?
ক) বাতাসা খ) সন্দেশ গ) রসগোল্লা ঘ) কমলালেবু

৭. 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবির মতে কীসে মানব-মুক্তি নেই?
ক) সংসারে খ) সমরে গ) সঙ্কল্পে ঘ) বৈরাগ্যে

৮. 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লেখিত মা চরিত্রটি কার/কীসের প্রতিনিধিত্ব করে?
ক) অভিভাবকের খ) শিক্ষাপদ্ধতির গ) শিক্ষকের ঘ) শিক্ষাপ্রণেতার

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'মাস নয়তো বছর যুগান্তর
যখন থাকি শত্রু শিবিরে বসে;.....
ঘরে বন্দি সকাল-সন্ধ্যা কাটে।
সবুজ জিপ গলিতে দিচ্ছে হানা;
ছেলেরা গেছে, মরিয়া চাষি ও মজুর
খেতে-খামারে কেউ নেই চেনাজানা।'

৯. উদ্দীপকে 'ছেলেরা' 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় কার প্রতিনিধিত্ব করে?
ক) মঞ্জুর খ) করিম গ) রুমি ঘ) বাঁকা

১০. উদ্দীপকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো-
i. অবরুদ্ধ মানুষের উৎকণ্ঠা ii. পাকবাহিনীর বর্বরোচিত আচরণ
iii. তরুণদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. 'রানার' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
ক) পূর্বাভাস খ) অভিযান গ) ছাড়পত্র ঘ) ঘুম নেই

১২. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি হলেন-
ক) সাকিনা বিবি খ) হরিদাসী গ) থুথুড়ে বুড়ো ঘ) রুস্তম শেখ

১৩. 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে মূলত হজরত মুহম্মদ (স.)-এর-
ক) মানবিক গুণাবলি খ) রাজনৈতিক দর্শন
গ) সাধারণ জীবনপ্রণালি ঘ) দৈহিক সৌন্দর্য

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'হত্যার উৎসব ভেবে পার্কে মাঠে
ক্যাম্পাসে বাজারে
বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ
দিয়েছে ছড়ায়ে
আমি তো তাদের জন্য অমন সহজ মৃত্যু করি না কামনা।'

১৪. উদ্দীপকের ভাবনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে?
ক) 'লোকে জানুক আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ হয়েছি।'
খ) 'আধা-পোড়া বাজারটার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ লাল হতে থাকে।'
গ) 'রাতের বেলা ওরা বাঙ্কারে শুয়ে হাওইবাজি দেখবে।'
ঘ) 'সবার উচিত গাঁয়ে থেকে লড়াই করা।'

১৫. উদ্দীপকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে বিষয়ের ছায়াপাত ঘটেছে, তা হলো-
i. মুক্তিকামী বাঙালির প্রতিশোধ স্পৃহা ii. পাকসেনার নৃশংস নিপীড়ন
iii. মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও সাফল্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬. নিচের কোন রচনাটি আলাদা শ্রেণির?
ক) বই পড়া খ) মমতাদি গ) নিমগাছ ঘ) সুভা

১৭. সক্রেটিস বলেছেন 'আমি কাউকে শিক্ষা দিতে পারব না, শুধু তাদের চিন্তা করাতে পারব।' 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে সক্রেটিস কার প্রতিনিধি?
ক) বিদ্যাদাতা খ) যথার্থ গুরু গ) দাতাকর্ণ ঘ) স্নেহময়ী মা

১৮. 'মানুষ' কবিতার কোন চরণে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা প্রকাশ পেয়েছে?
ক) তিমিররাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!
খ) আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করনি প্রভু।
গ) সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে
ঘ) .... মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নমাজ পড়িস বেটা?

১৯. 'সুভা' গল্পে উল্লেখিত 'গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরী' কেমন?
ক) ঝিল্লিরবপূর্ণ খ) তরুচ্ছায়াঘন গ) মণিদীপ্ত ঘ) বিষাদশান্ত

২০. 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা কে ছিলেন?
ক) নীলমণি রায় খ) ভুবন মুখুয্যে গ) অন্নদা রায় ঘ) রাধা বোস্টম

২১. 'বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।' এখানে 'আবর্জনা' গৃহবধূর ক্ষেত্রে কী প্রতীকী অর্থ প্রকাশ করে?
ক) সাংসারিক ঝামেলা খ) সামাজিক গুরুত্ব
গ) অসীম আত্মত্যাগ ঘ) পারিবারিক অবহেলা

২২. 'আমার বাড়ি যাইও ভোমর
বসতে দেব পিঁড়ে
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিড়ে।'
'প্রবাস বন্ধু' গল্পে আবদুর রহমানের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে প্রাসঙ্গিক, তা হলো-
i. সৌজন্যবোধ ii. অতিথিপরায়ণতা iii. কর্মদক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩. 'এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায় জানতাম না।' প্রসঙ্গাটিতে তাহেরার চরিত্রের কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে?
ক) অবাধ্যতা খ) অমানবিকতা গ) অসহায়ত্ব ঘ) সাহসিকতা

২৪. 'বহিপীর' নাটকে অনমনীয় চরিত্র কোনটি?
ক) হাতেম আলী খ) তাহেরা গ) খোদেজা ঘ) হাশেম আলী

২৫. 'আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ' কোথায় মিশেছিল?
ক) 'কবিহীন বিমুখ প্রান্তরে' খ) 'জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে'
গ) 'ধু ধু মাঠের সবুজে' ঘ) 'গণসূর্যের মঞ্চে'

২৬. 'মানুষ' কবিতায় ভুখারির কণ্ঠ ক্ষীণ হওয়ার কারণ কী?
ক) ক্লান্তি খ) বার্ধক্য গ) ক্ষুধা ঘ) ভয়

২৭. 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের পরিচয় দিতে কোন অনুষঙ্গটি ব্যবহার করেছেন?
ক) 'পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার' খ) 'পালযুগ নামের চিত্রকলা'
গ) 'জোড়-বাংলার মন্দির-বেদি' ঘ) 'বরেন্দ্র ভূমের সোনা মসজিদ'

২৮. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কোন বিষয়টি বিশেষ ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে?
ক) গেরিলা আক্রমণ খ) বুধার দেশপ্রেম
গ) রাজাকারদের দৌরাত্ম্য ঘ) পাকবাহিনীর নিপীড়ন

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"বাংলা ভাষায় কাঁদি-হাসি
সকল ভাষা ভালোবাসি।"

২৯. উদ্দীপকের শেষ পঙ্‌ক্তির ভাব 'বঙ্গবাণী' কবিতার কোন চরণের ভাবের অনুরূপ?
ক) 'দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ'
খ) 'মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি'
গ) 'আরবি ফারসি হিন্দে নাই দুই মত' ঘ) 'দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি'

৩০. উদ্দীপকের মূলভাবের মধ্যে 'বঙ্গবাণী' কবিতার যে বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তা হলো-
i. উদার মানসিকতা ii. মাতৃভাষার বন্দনা iii. বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 0 1

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** ও ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি**সহ মোট **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। (i) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একটা ডিগ্রি লাভ করে চাকরি প্রাপ্তিই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। মানবিক বৃত্তিগুলোর উন্মেষ ঘটানোই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(ii) সব ধরনের জ্ঞানের একত্রে সমাবেশ ঘটিয়ে জ্ঞানচর্চার প্রসারে ধারাবাহিক ও স্থায়ী ভূমিকা পালনের জন্য লাইব্রেরির সৃষ্টি। এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী জ্ঞানচর্চা করতে পারেন।

ক. প্রথম চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী? ১

খ. "সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপক (i)-এ 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক (ii)-এ 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মনোভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে কি? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। জীবিকার তাগিদে তিনু আর আরাফের মা সেই ভোরবেলায় বেরিয়ে যায়। কয়েক বাসায় কাজ করে তবেই বাড়ি ফেরে। তিনবেলা খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খেতে হয় তাকে।

এদিকে বোনকে নিয়ে আরাফ সারাদিন মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। নাওয়া-খাওয়ার কোনো খবর নেই। কখনো নদীর ধারে কাশবনে হারিয়ে যাওয়া। কখনো বা খোলা মাঠে ঘুড়ি উড়ানো তাদের কাজ। বাড়ি ফিরেও মলিন বিছানায় শুয়ে ভাই-বোনের সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর গল্পই চলে সারাক্ষণ।

ক. দুর্গা নিরীহ মুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকল কেন? ১

খ. "তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব।"– এ কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের ১ম অংশের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ২য় অংশে প্রতিফলিত দিকটিই 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের উপজীব্য বিষয়।– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। সরকারি অফিসে জনৈক কর্মকর্তা অল্প কয়েকদিন হলো চাকুরিতে যোগদান করেছেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি ঘুষ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন এবং দোষী প্রমাণিত হন। উল্লেখ থাকে যে, "শিক্ষাজীবনে তিনি যে অন্যায় ও দুর্নীতিবিরোধী শপথ নিয়েছিলেন তা আজ বেমালুম ভুলে গেলেন।"

ক. শিক্ষার অন্যতম কাজ কী? ১

খ. লেখক 'নিচের থেকে ঠেলা' বলতে কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি অনুপস্থিত।"– মন্তব্যটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। মরিয়মের স্বামী বেকার। অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসা ও সংসারের খরচ চালাতে আমজাদ সাহেবের বাসায় কাজ নেয় মরিয়ম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে আমজাদ সাহেবের ছোটো মেয়ে সীমাকে পড়ায় ও গল্পগুজব করে। এমনিভাবে তাদের মধ্যে গভীর সখ্যতা গড়ে উঠলেও মিসেস আমজাদ মরিয়মকে তিরস্কার করতেন এবং মেয়ের সাথে মিশতে দিতেন না। মিসেস আমজাদ কখনো মরিয়মের গায়ে হাত তুললেও সে নীরবে সহ্য করে যায়।

ক. মমতাদির উঠান কী দিয়ে দুভাগ করা ছিল? ১

খ. মমতাদি পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের মিসেস আমজাদের সঙ্গে 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অবস্থানগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মরিয়ম ও 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির চেতনাগত বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান।– বিশ্লেষণ করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। (i) তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও– আমি এই বাংলার
পারে রয়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে,

(ii) চলে যায় কুয়াশায়,– তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর
ভিড়ে হারাব না তারে আমি– সে যে আছে আমার
এ বাংলার তীরে।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কী? ১

খ. "কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপক (i)-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক (ii)-এ ফুটে ওঠা দিকটি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবের প্রতিফলন নয়।– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। স্বচ্ছল পরিবারের একমাত্র সন্তান রাহুলের জন্ম শহরে। ছোটোবেলা থেকে বাবা-মা তার কোনো আবদারই অপূর্ণ রাখেনি। পড়ার ফাঁকে অনেক সময় দুষ্টামি করে প্রায়ই এটা সেটা ভেঙে ফেলে। একদিন স্কুল ছুটির পর বৃষ্টিতে ভিজে রাহুল বাসায় ফিরলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। মা ছেলের পছন্দের খাবার তৈরি করে খাওয়ানো চেষ্টা করেন এবং ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ খাওয়ান। সারারাত জেগে সন্তানের সুস্থতার জন্য স্রষ্টার কাছে দোয়া করেন।

ক. 'পল্লিজননী' কবিতায় মায়ের পরান দোলে কেন? ১
খ. মায়ের জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রাহুলের সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার ছেলের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতার মূলভাব একই সূত্রে গাঁথা।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। ইংরেজ শাসনামলে নিপীড়ন-নির্যাতনের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে একসময় তিতুমীর তাদের বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে থাকেন। তাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলেন তিনি। তাই সাধারণ মানুষদের সাথে নিয়ে বাঁশের কেল্লায় বসে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

ক. কীসের জন্য মানুষের ব্যাকুল প্রতীক্ষা? ১
খ. "ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি।" বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "তিতুমীরের স্বাধীনতা ভাবনাই যেন 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার মূলসুর।"– যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। (i) ঘরহীন ওরা ঘুম নেই চোখে,
যুদ্ধে ছিন্ন ঘরবাড়ি দেশ,
মাথার ভিতরে বোমারু বিমান
এই কালো রাত কবে হবে শেষ।

(ii) আমরা অপমান সইব না
ভীরুর মতো ঘরের কোণে রইব না
আমরা আকাশ থেকে বজ্র হয়ে ঝরতে জানি,
তোমার ভয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।

ক. নোলক বুয়া বুধাকে কী নামে ডাকে? ১
খ. "নিজের বোঝা নিজে বইব।"– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক (i)-এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্যে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।– মন্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের কিছু লোক পাকসেনাদের সাথে মিলে চুকনগর গ্রামের সমস্ত বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। বারেক মিয়া তাদেরই একজন যিনি শান্তির কথা বলে গ্রামে শান্তি কমিটি গঠন করেন। ওদিকে গ্রামের নারী-পুরুষ সবাই প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছাড়তে শুরু করলে অসীম সাহসী যুবক আনিস তার বন্ধুদের নিয়ে গ্রামকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন।

ক. উপন্যাস কোন কালের সৃষ্টি? ১
খ. "আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে।"– বুধার এ কথা বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের বারেক মিয়ার চরিত্রের সঙ্গে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের আনিসের মনোভাব 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়।"– মন্তব্যটির যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দাও সমাজের ভ্রূকুটি,
নিজের মতো গড়ে নাও নিজের রীতিনীতি,
মানুষ হয়ে বাঁচো এবার, জীবন ভালোবাসো,
প্রতিবাদই পরিবর্তন; মুক্তপ্রাণে হাসো।

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম কী? ১
খ. "আমি পয়সাও চাই না, ছাপাখানাও চাই না।"– এ কথাটি বুঝিয়ে বলো। ২
গ. উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণের ভাবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্যে 'বহিপীর' নাটকের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১১। কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী শিরিন। তার বাবা-মা একই মহল্লার ধনাঢ্য রহিম মিয়ার প্রবাসী ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন। শিরিন বেঁকে বসে, সে কিছুতেই এখন বিয়ে করবে না। আগে পড়াশোনা শেষ করে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু তার বাবা-মা বিয়ের জন্য এমন পাত্রকে হাতছাড়া করতে চান না, শিরিনের অমতে জোর করেই বিয়ে দিতে চান। তাই শিরিন নিরুপায় হয়ে ৯৯৯-এ কল করে প্রশাসনের সহযোগিতায় নিজের বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়।

ক. নৌকার সঙ্গে কীসের ধাক্কা লেগেছিল? ১
খ. বহিপীর পুলিশ ডাকতে চায় না কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের শিরিন চরিত্রের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের শিরিনের পদক্ষেপই যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল চেতনা।"– উক্তিটির যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	গ	২	ক	৩	গ	৪	খ	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	খ	৯	গ	১০	ঘ	১১	গ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ঘ
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ক	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ (i) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একটা ডিগ্রি লাভ করে চাকরি প্রাপ্তিই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। মানবিক বৃত্তিগুলোর উন্মেষ ঘটানোই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(ii) সব ধরনের জ্ঞানের একত্রে সমাবেশ ঘটিয়ে জ্ঞানচর্চার প্রসারে ধারাবাহিক ও স্থায়ী ভূমিকা পালনের জন্য লাইব্রেরির সৃষ্টি। এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী জ্ঞানচর্চা করতে পারেন।

ক. প্রথম চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী? ১

খ. "সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপক (i)-এ 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক (ii)-এ 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মনোভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে কি? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবল।

খ প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না– এ বিশ্বাস থেকেই তিনি বলেছেন, সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।

লেখকের মতে, বিদ্যা আর শিক্ষা এক কথা নয়। পৃথিবীতে বস্তুগত ও ভাবগত সকল বিষয়ই আদান-প্রদান হয়। কিন্তু শিক্ষা এমন এক জিনিস যার বিনিময় হয় না। একজন শিক্ষক বড়োজোর শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করে দিতে পারেন; কিন্তু শিক্ষিত করে তুলতে পারেন না। এটা নিজস্ব চর্চা ও অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করে নিতে হয়। যথার্থ শিক্ষা লাভ করতে হবে নিজেকেই। একথা বুঝাতেই লেখক আলোচ্য মন্তব্যটি করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না– এ বিশ্বাস থেকেই তিনি বলেছেন, সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।

গ উদ্দীপক (i)-এ 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে জ্ঞানার্জন করা এবং সেজন্যেই বই পড়া প্রয়োজন এ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে।

'বই পড়া' প্রবন্ধে বর্ণিত, মনের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ নয় বলে ব্যাপকভাবে বই পড়া দরকার। কারণ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। ভালো মানের বই পড়েই মানবিক বৃত্তিগুলোর উন্মেষ ঘটাতে হবে। কিন্তু তিনি আবার বলেছেন, বই পড়া শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমাদের বাঙালির ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রযোজ্য নয়। কেননা আমাদের এই রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে জীবন-ধারণ করাই যেখানে কঠিন, সেখানে বই পড়ে সুন্দর জীবনের আশা করা নিরর্থক।

উদ্দীপক (i)-এ দেখা যায়, একজন শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে। এই শিক্ষা তার মনের চেতনা খুলে দিতে যেন দায়বন্ধ। তবু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিক্ষায় যারা কেবল পাশ করার জন্য পড়ে তারা মানসিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। কেবল পাশ করা বিদ্যায় আত্মার অপমৃত্যু ঘটে এবং এই মানুষ তার মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলে। তার মধ্যে মানবিকতার বিকাশ ঘটে না। তার ভেতরে জাগ্রত হয় অর্থমোহ। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি লাভ করে চাকরি প্রাপ্তিই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়; মানবিক বৃত্তিগুলোর উন্মেষ ঘটানোই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ঐ শিক্ষার্থীর। 'বই পড়া' প্রবন্ধ এবং (i)-নং উদ্দীপকে তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে জ্ঞানার্জন করা এবং সেজন্যেই বই পড়া প্রয়োজন এ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপক (ii)-এ 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মনোভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে।

একজন আদর্শ গুরু তার শিষ্যকে বিদ্যা অর্জনের পথ দেখিয়ে দেন। শিষ্যের ঘুমন্ত আত্মাকে জাগিয়ে তোলেন। তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে শিষ্য নিজের মন নিজে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

উদ্দীপক (ii)-এ জ্ঞানচর্চার জন্য লাইব্রেরির ভূমিকা ও গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। কেননা লাইব্রেরি হচ্ছে নানা বিষয়ের জ্ঞানের ভাড়ার। এখানে জ্ঞানের আধার অসংখ্য বই সংরক্ষিত থাকে। জ্ঞানচর্চার প্রসারে ধারাবাহিক ও স্থায়ী ভূমিকা পালনের জন্য লাইব্রেরির সৃষ্টি। পাঠক এখান থেকে ইচ্ছামতো বই পড়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে। এটি ব্যবহার করে জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি তার প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী জ্ঞানচর্চা করতে পারে। বই পড়া ছাড়া যেমন সাহিত্যচর্চা সম্ভব নয় তেমনি বই পড়ে জ্ঞানার্জনের জন্য লাইব্রেরির বিকল্প নেই।

'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মনোভাবই উদ্দীপক (ii)-এ প্রতিফলিত হয়েছে। লেখকের মতে, লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চেয়ে কিছু কম নয়। একটি লাইব্রেরি মনমানসিকতার উন্নতি ও মনোজগতের পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। লাইব্রেরি বই পড়ার এবং মানবিক বিকাশের মূল্যবান উৎস। মনকে সতেজ, সুস্থ ও সবল রাখার জন্য। আত্মার তুষ্টির জন্য বই পড়া দরকার। ভালো মানের বই মানুষকে উদার হতে শিক্ষা দেয়, এই বই পড়ার জন্য তাকে লাইব্রেরিতে যেতে হবে। উদ্দীপক (ii)-এ সে ব্যাপারেই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং বই পড়ে জ্ঞানার্জন করা, লাইব্রেরি ব্যবহার করা, লাইব্রেরিকে মনের হাসপাতাল বলা ইত্যাদি যুক্তিতে আমি মনে করি উদ্দীপক (ii)-এ আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকের সম্পূর্ণ মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (ii)-এ 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মনোভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ জীবিকার তাগিদে তিনু আর আরাফের মা সেই ভোরবেলায় বেরিয়ে যায়। কয়েক বাসায় কাজ করে তবেই বাড়ি ফেরে। তিনবেলা খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খেতে হয় তাকে।

এদিকে বোনকে নিয়ে আরাফ সারাদিন মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। নাওয়া-খাওয়ার কোনো খবর নেই। কখনো নদীর ধারে কাশবনে হারিয়ে যাওয়া। কখনো বা খোলা মাঠে ঘুড়ি উড়ানো তাদের কাজ। বাড়ি ফিরেও মলিন বিছানায় শুয়ে ভাই-বোনের সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর গল্পই চলে সারাক্ষণ।

ক. দুর্গা নিরীহ মুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকল কেন? ১

খ. "তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব।"– এ কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের ১ম অংশের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ২য় অংশে প্রতিফলিত দিকটিই 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের উপজীব্য বিষয়।– বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মা বকুনি দিবে, কোথায় যাওয়া হয়েছিল জিজ্ঞেস করবে–এসব ভেবেই দুর্গা নিরীহমুখে কিছু না বলে চুপি চুপি বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

খ স্ত্রী সর্বজয়ার যে গল্প করে বেড়ানোর স্বভাব আছে, সেটি বোঝাতেই আলোচ্য কথাটি দরিদ্র বামুন হরিহর বলেছে।

সর্বজয়ার গল্প করার অভ্যাস আছে। একদিন হরিহর তাকে সতর্ক করে দেয় যে, সে যেন নতুন করে হরিহরের কাছে মন্ত্র নিতে ইচ্ছুক দশঘরার মাতবরদের কথা না বলে। কারণ দশঘরার মন্ত্রপাঠ নিতে ইচ্ছুক বাড়ির লোক সদগোপ জাতের। সদগোপরা নিম্নজাতের বলে সমাজে তাদেরকে খুব একটা সম্মানের চোখে দেখা হয় না। এছাড়া গল্প বলে দুচারটা পয়সা আয় করা যায়। তাই সর্বজয়া সুযোগ পেলে গল্প করে।

উত্তরের মূলকথা : স্ত্রী সর্বজয়ার যে গল্প করে বেড়ানোর স্বভাব আছে, সেটি বোঝাতেই আলোচ্য কথাটি দরিদ্র বামুন হরিহর বলেছে।

গ উদ্দীপকের ১ম অংশের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো হরিহর-সর্বজয়ার অভাব-অনটন।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে বর্ণিত হরিহর দরিদ্র বামুন। বামুন হলেও তার পরিবার আর্থিক অনটনের মধ্যে বাস করে। দেনার বোঝা টানতে গিয়ে হরিহরের পরিবার ভীষণ আর্থিক কষ্টের মধ্যে আছে। রায় বাড়ির পূজার্চনা পরিচালনা করে হরিহর। সেই বাড়ি থেকে প্রণামি হিসেবে পাওয়া আট টাকার ওপর তারা অনেকটা নির্ভরশীল। সেই টাকাও দুই-তিন মাস পরপর পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের ১ম অংশে দেখা যায়, তিনু ও আরাফের মা আর্থিক অনটনে দিন কাটায়। তারা জীবিকার সন্ধানে ভোরবেলায় বেরিয়ে যায়। তারা উভয়ই অন্যের বাসায় কাজ করে। কয়েক বাসায় কাজ করে তবেই বাড়ি ফিরে আসে। এভাবে কঠোর পরিশ্রম করে তাদের চলতে হয়। তবু যেন তাদের সংসার চলে না। তিন বেলা খাবার যোগাড় করতেই হিমশিম খেতে হয়। এমন করুণ, দৈন্যদশা সর্বজয়া ও হরিহরের সংসারেও বিদ্যমান। গল্পের এদিকটির সাথেই উদ্দীপকের ১ম অংশের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ১ম অংশের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো হরিহর-সর্বজয়ার অভাব-অনটন।

ঘ বাস্তবিকই উদ্দীপকের ২য় অংশে প্রতিফলিত দিকটিই 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের উপজীব্য বিষয়।

শৈশবকালের স্বভাবই চঞ্চলতার। এ সময় মন যা চায় তাই করতে ইচ্ছা করে। তখন মন কোনোই শাসন-বারণ মানে না। এ সময় কেবলই বনে-বাদাড়ে ঘুরতে ইচ্ছা করে। প্রকৃতির মাঝেই যেন খুঁজে পায় অনাবিল আনন্দ আর সুখ।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের বিষয়বস্তুতে ফুটে উঠেছে দুই ভাই-বোন অপু-দুর্গার শৈশবের চঞ্চলতা। সেই সাথে দেখা যায়, প্রকৃতির মাঝে তাদের আনন্দের উচ্ছ্বাস এবং দুর্গার বাবা-মায়ের পরিবারের অর্থ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা। দুর্গা সারাদিন গ্রামের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। মানুষের গাছের ফল পেড়ে খায়। বিচিত্র খেলাধুলা আর দুরন্তপনার মধ্যে ছোটো ভাই অপুকে নিয়ে সে শৈশবের আনন্দে অবগাহন করে। উদ্দীপকের ২য় অংশে এমন দিকই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের ২য় অংশে দেখা যায়, বোনকে নিয়ে আরাফ সারাদিন মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ঠিক যেন গল্পের দুর্গা। দুর্গার স্বভাব-চরিত্রও আরাফের মতো চঞ্চল। আরাফ যখন ঘুরে বেড়ায় তখন তার নাওয়া-খাওয়ার কোনো খবর থাকে না। কখনো সে নদীর ধারে কাশবনে হারিয়ে যায়। কখনো মনের আনন্দে খোলা মাঠে ঘুড়ি উড়ায়। তারা অপু-দুর্গাদের মতোই দরিদ্র। তাই বাড়ি ফিরেও মলিন বিছানায় শুয়ে পড়ে। তবু আনন্দের কমতি নেই তাদের। সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর গল্প চলে সারাক্ষণ। এমন দুরন্তপনা দুর্গার মাঝেও বিদ্যমান। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকের ২য় অংশে অভাবী অথচ দুরন্তপনার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আলোচ্য গল্পেরও উপজীব্য বিষয়।

উত্তরের মূলকথা : বাস্তবিকই উদ্দীপকের ২য় অংশে প্রতিফলিত দিকটিই 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের উপজীব্য বিষয়।

প্রশ্ন ▶ ০৩ সরকারি অফিসে জনৈক কর্মকর্তা অল্প কয়েকদিন হলো চাকুরিতে যোগদান করেছেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি ঘুষ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন এবং দোষী প্রমাণিত হন। উল্লেখ থাকে যে, "শিক্ষাজীবনে তিনি যে অন্যায় ও দুর্নীতিবিরোধী শপথ নিয়েছিলেন তা আজ বেমালুম ভুলে গেলেন।"

ক. শিক্ষার অন্যতম কাজ কী? ১

খ. লেখক 'নিচের থেকে ঠেলা' বলতে কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি অনুপস্থিত।"– মন্তব্যটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষার অন্যতম কাজ হলো ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা।

খ মানব উন্নয়নে 'নিচের থেকে ঠেলা' বলতে প্রাবন্ধিক সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন।

প্রাবন্ধিক মনে করেন, ভারী কোনো জিনিসকে ওপরে ওঠাতে যেমন ওপর থেকে টানার পাশাপাশি নিচ থেকেও ঠেলতে হয়, তেমনি মানবজীবনের উন্নয়নের জন্যও দুটি উপায় অবলম্বন করতে হয়। এর একটি হলো শিক্ষা, যেটিকে প্রাবন্ধিক ওপর থেকে টানার সঙ্গে তুলনা করেছেন; অপরটি হলো সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার। এটাকে লেখক নিচে থেকে ঠেলা অর্থাৎ মানব উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ হিসেবে সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থাকে নির্দেশ করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার দিকটি বোঝাতে প্রাবন্ধিক 'নিচের থেকে ঠেলা' কথাটি বলেছেন।

গ উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখক বলেছেন, শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে। একটি প্রয়োজনের অন্যটি অপ্রয়োজনের। উভয়ের তুল্য-মূল্য আছে। একটি ভিন্ন অন্যটির পরিপুষ্টি সম্ভব নয়। কখনো কখনো শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটিই মানুষের আত্মবিকাশের পথকে সুগম করে। শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিকটি হলো মানুষের ক্ষুৎপিপাসার বিষয়টিকে মানবিক করে তোলা। শিক্ষা মানুষের জীবিকা তথা খাদ্যবস্ত্রের সংস্থানের সহায়ক হিসেবেও প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটা মানবজীবনে ইতিবাচক ফল বয়ে আনে না।

উদ্দীপকের কর্মকর্তা শিক্ষিত কিন্তু অসদ্চরিত্রের মানুষ। তার জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারেনি। তিনি মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছেন। মানবিক ও সদাচরণ ভুলে গেছেন। সরকারি অফিসে কয়েক দিন চাকরি করেই ঘুষ কেলেঙ্কারিতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তিনি। তার জৈবিক চাহিদা প্রবল। তিনি লোভাতুর একজন কর্মকর্তা। তিনি শপথ করেছিলেন, সৎ পথে চলবেন, অন্যায় করবেন না, দুর্নীতি করবেন না। কিন্তু তিনি তা ভুলে গেছেন। এটাই তার শিক্ষার প্রয়োজনের দিক। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় দিকটি যথার্থভাবেই ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি অনুপস্থিত।"– 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অভাব পূরণের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে মানুষকে তিনি দুটি উপায় গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রথমত, মানুষের জীবনসত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, মনুষ্যত্বের লালন করে অন্তরাত্মার সমৃদ্ধি সাধন করা।

উদ্দীপকের কর্মকর্তা শিক্ষিত হয়েও মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারেননি। তিনি শিক্ষা জীবনে যে শপথ নিয়েছিলেন তা তিনি রক্ষা করতে পারেননি। তার জীবনে শিক্ষা গ্রহণ সুফল হয়নি। তিনি লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ। তিনি জৈবিক তথা অন্নবস্ত্রের চাহিদাকে মূল্যায়ন করেছেন। শিক্ষা গ্রহণের ফলে তার নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন হয়নি। তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেনি। এ কারণে তার মাঝে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি পরিলক্ষিত হয়নি।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখক বলেছেন, মানব-উন্নয়নের ক্ষেত্রে জৈবিক চাহিদা একটা বড়ো বাধা। এই শ্রেণির মানুষ বেশি লোভী হয়। শিক্ষার মাধ্যমে তারা মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না। আত্মিক মৃত্যুর সাথে সাথে এ ধরনের লোকের কাছে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্থহীন হয়ে যায়। উপলব্ধির জগতে তারা যেন দেউলিয়া। শত প্রাপ্তিতেও এরা প্রশান্তির ছোঁয়া খুঁজে পায় না। জীবন তাদের তপ্ত মরুর মতো হাহাকার ধ্বনিতে ভরে যায়। উদ্দীপকের কর্মকর্তা তেমনি একটি চরিত্র। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি অনুপস্থিত।

উত্তরের মূলকথা : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি অনুপস্থিত।

প্রশ্ন ▶ ০৪ মরিয়মের স্বামী বেকার। অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসা ও সংসারের খরচ চালাতে আমজাদ সাহেবের বাসায় কাজ নেয় মরিয়ম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে আমজাদ সাহেবের ছোটো মেয়ে সীমাকে পড়ায় ও গল্পগুজব করে। এমনিভাবে তাদের মধ্যে গভীর সখ্যতা গড়ে উঠলেও মিসেস আমজাদ মরিয়মকে তিরস্কার করতেন এবং মেয়ের সাথে মিশতে দিতেন না। মিসেস আমজাদ কখনো মরিয়মের গায়ে হাত তুললেও সে নীরবে সহ্য করে যায়।

ক. মমতাদির উঠান কী দিয়ে দুভাগ করা ছিল? ১

খ. মমতাদি পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের মিসেস আমজাদের সঙ্গে 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অবস্থানগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মরিয়ম ও 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির চেতনাগত বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান।– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মমতাদির উঠান মাঝামাঝি কাঠের প্রাচীর দিয়ে দুভাগ করা ছিল।

খ মমতাদি পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছে সংসার চালানোর অর্থ উপার্জনের জন্য।

'মমতাদি' গল্পের মমতাদি কাজের সন্ধানে ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে আসে। স্বামীর চাকরি না থাকায় সে উপার্জনের পথে পা বাড়ায়। মমতাদি জীবনময়ের গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ির একতলায় তার স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে বসবাস করে। গত চার মাস ধরে স্বামীর চাকরি না থাকায় সংসার চালানো তার অনেক কষ্ট হয়। তাই সংসার চালানোর অর্থ উপার্জনের জন্য মমতাদি গৃহের পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছে।

উত্তরের মূলকথা : স্বামীর চাকরি না থাকায় মমতাদির সংসার আর চলে না। তাই অর্থ উপার্জনের জন্য সে পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছে।

গ উদ্দীপকের মিসেস আমজাদের সঙ্গে 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর মানবিক আচরণগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'মমতাদি' গল্পে গৃহকর্মে নিয়োজিত মমতাদির সাথে সৌহার্দপূর্ণ যে সম্পর্কের কথা ব্যক্ত হয়েছে উদ্দীপকের মিসেস আমজাদ এর চরিত্রে ঠিক তার উল্টো রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা গৃহকাজে সহায়তা করার জন্য অনেক পরিবারেই গৃহকর্মী রাখা হয়। সেই গৃহকর্মীর সাথে মানবিক আচরণ করা উচিত। কখনই তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার বা তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা সমীচীন নয়।

উদ্দীপকের মিসেস আমজাদ একটি নেতিবাচক চরিত্র। তার ব্যবহার রুক্ষ ও নির্মম। তিনি বাসার কাজের মেয়ে মরিয়মের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। কাজের মেয়ে বলে তিরস্কার করেন। কখনো কখনো মরিয়মের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করেন না। তার এমন আচরণ যেমন নিন্দনীয় তেমনি অনুচিত। মরিয়মের দোষ মেয়ে সীমার সাথে গল্প করে আর পড়ায়। এভাবে উভয়ের মধ্যে গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। এটি মিসেস আমজাদ পছন্দ করতেন না। পক্ষান্তরে 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রী মমতাদিকে পছন্দ করতেন তার কাজের প্রশংসা করতেন এবং তার সাথে মানবিক আচরণ করতেন। কিন্তু এমন সদাচার উদ্দীপকের মিসেস আমজাদের মাঝে লক্ষ করা যায়নি। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকের মিসেস আমজাদের সাথে আলোচ্য গল্পের গৃহকর্ত্রীর বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মিসেস আমজাদের সাথে 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর মানবিক আচরণগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ অবস্থানগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মরিয়ম ও 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির চেতনাগত বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান।

গৃহকাজে সহায়তার জন্য অনেক পরিবারেই গৃহকর্মী রাখা হয়। গৃহকর্মী হলেও তারাও মানুষ। তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা ঠিক নয়। একটি পরিবারে তাদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব অত্যধিক।

'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্মে নিয়োজিত মানুষের প্রতি মানবিক আচরণ করার দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। মমতাদি গল্প কথকের ভাষায় গৃহকর্মীর কাজে নিয়োজিত হলেও এ পরিবারের সকলে তার সাথে ভালো আচরণ করে। স্কুলপড়ুয়া ছেলেটিকে সে ছোটো ভাইয়ের মর্যাদা দেয়। আবার ছেলেটির মা মমতাদির মনিব হলেও অত্যন্ত মানবিক।

উদ্দীপকের মরিয়মের স্বামী বেকার। আর সন্তানও অসুস্থ। তাই সে অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসা ও সংসারের খরচ চালাতে আমজাদ সাহেবের বাসায় কাজ নেয়। কাজের ফাঁকে আমজাদ সাহেবের ছোটো মেয়ে সীমাকে পড়ায় ও গল্পগুজব করে। কিন্তু মিসেস আমজাদ এটি সহ্য করতে পারতেন না। কখনো কখনো মরিয়মকে তিনি মারধোর করলেও মরিয়ম নীরবে তা সহ্য করত। আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করত না। কিংবা এমন চেতনা লক্ষণীয় নয়। কিন্তু মমতাদি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন একটি মেয়ে। অন্যের বাড়িতে কাজ করলেও সে নিজে যেমন আদর ও সম্মান প্রত্যাশী ছিল তেমনি অন্যকেও স্নেহভালোবাসা দেবার ক্ষেত্রে তার মধ্যে দ্বিধা ছিল না। তাই যথার্থ বলা যায়, মরিয়ম ও মমতাদির মধ্যে চেতনাগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

উত্তরের মূলকথা : অবস্থানগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের মরিয়ম ও 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির চেতনাগত বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▸ ০৫

(i) তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও– আমি এই বাংলার
পারে রয়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে,

(ii) চলে যায় কুয়াশায়,– তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর
ভিড়ে হারাব না তারে আমি– সে যে আছে আমার
এ বাংলার তীরে।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কী? ১

খ. "কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপক (i)-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক (ii)-এ ফুটে ওঠা দিকটি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবের প্রতিফলন নয়।– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমরকীর্তি হলো মেঘনাদ-বধ কাব্য।

খ উদ্ধৃত পঙ্ক্তির মাধ্যমে কবি কপোতাক্ষ নদের প্রতি তাঁর মাতৃপ্রতিম স্নেহাভিলাষ ও দেশপ্রেমকে বোঝাতে চেয়েছেন।

কবি দীর্ঘসময় দেশ ছেড়ে প্রবাসী হয়েছেন। সেখানে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে তিনি অনেক নদনদীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিন্তু সেগুলো কবির অন্তরের তৃষ্ণা মিটাতে পারেনি। কারণ একমাত্র কপোতাক্ষকে তিনি মাতৃরূপে বন্দনা করেন; যা তাঁর দেশপ্রেমেরও স্মারক। এ কারণে এ নদের স্নেহরূপ বারিধারাই কেবল তাঁর তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্ধৃত পঙ্ক্তির মাধ্যমে কবি কপোতাক্ষ নদের প্রতি তাঁর মাতৃপ্রতিম স্নেহাভিলাষ ও দেশপ্রেমকে বুঝিয়েছেন।

গ উদ্দীপক (i)-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার স্বদেশপ্রেমের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় দেখা যায়, কবি প্রবাস জীবনেও স্বদেশপ্রেমে কাতর। কবি প্রথম জীবনে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে মাতৃভূমি ছেড়ে প্রবাসে চলে যান। কিন্তু ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রকৃত গুরুত্ব। আবার এ কবিতায় কবির শৈশবের নদ কপোতাক্ষকে কেন্দ্র করে ভালোবাসার তীব্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। জন্মভূমির এই নদ কবিকে যেন মায়ের স্নেহাদরে বেঁধে রেখেছে। কিছুতে তিনি তাকে ভুলতে পারেন না।

উদ্দীপক (i)-এ নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশকে ভালোবাসার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের কথককে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক বললে অত্যুক্তি হবে না। কেননা সবাই যেখানে খুশি চলে যাক। তিনি কোথাও যাবেন না। তিনি নাড়ির টানে স্বদেশেই থাকবেন। স্বদেশের আলো বাতাস, বৃক্ষ-লতাই তার কাছে প্রিয়। এগুলোর সাথে তার মায়ার বন্ধন তৈরি হয়েছে। যা কখনোই ছিন্ন করা যাবে না। তিনি স্বদেশকে দেখবেন মায়াবী চোখে। যেখানে ভোরের বাতাসে কাঁঠালপাতা ঝরে পড়ে। এমন স্বদেশপ্রেমচেতনা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির মধ্যেও লক্ষণীয়। এ নদের মাধ্যমে কবির গভীর দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যার প্রতিফলন (i)-নং উদ্দীপকেও বিদ্যমান।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)-এ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার স্বদেশপ্রেমের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপক (ii)-এ ফুটে ওঠা দিকটি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সম্পূর্ণভাবের প্রতিফলন নয়– মন্তব্যটি যৌক্তিক।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটিতে কবির শৈশব স্মৃতির নানা ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। কবি প্রবাসে বসে সেই স্মৃতির আপলনা এঁকে চলেছেন। যেখানে বর্তমানে স্থান পাচ্ছে স্বদেশপ্রেমের চেতনা ও গুরুত্ব। প্রবাসে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন মাতৃভূমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপক (ii)-এ এমন স্মৃতিভাবনা প্রতিফলিত হয়নি। এখানে দেখা যায় প্রিয় কোনো জিনিস চলে যাবে। তাতে উদ্দীপকের কথকের কোনো চিন্তা হয় না। যে চলে যাবে সে তো যাবেই– তাকে আটকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারোরই নেই। কিন্তু কথকের মন যে মানে না। এতে বাংলার কোথাও না কোথাও তাকে খুঁজে পাবে সে। তার এমন বিশ্বাস স্বদেশপ্রেমেরই নামান্তর। তবে এর পরিসর খুবই স্বল্প।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটিতে শৈশবের নদীকেন্দ্রিক কবিমনের তীব্র অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। এই নদের কাছে কবির সবিনয় মিনতি, বন্ধুভাবে তাকে তিনি স্নেহাদরে যেমন স্মরণ করেন; কপোতাক্ষও যেন একইভাবে তাকে সস্নেহে স্মরণ করে। কবির মনের এমন কাতরতা প্রবাস জীবনে স্বদেশের প্রতি গভীর দেশপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। (ii)-নং উদ্দীপকে এমন গভীর দেশপ্রেমচেতনা ফুটে উঠেনি। তবে ভিন্ন আঙ্গিকে স্বল্প পরিসরে প্রিয় জিনিস না হারানো বক্তব্যে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। তাই বিষয়ের বিস্তৃতি, স্মৃতিময় শৈশব আর প্রবাস জীবনে জাগ্রত দেশপ্রেমের দিক থেকে যৌক্তিকভাবেই বলা যায় (ii)-নং উদ্দীপক আলোচ্য কবিতার সম্পূর্ণ ভাবের প্রতিফলন নয় আংশিক প্রতিফলন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (ii)-এ ফুটে ওঠা দিকটি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবের প্রতিফলন নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৬ স্বচ্ছল পরিবারের একমাত্র সন্তান রাহুলের জন্ম শহরে। ছোটোবেলা থেকে বাবা-মা তার কোনো আবদারই অপূর্ণ রাখেনি। পড়ার ফাঁকে অনেক সময় দুষ্টামি করে প্রায়ই এটা সেটা ভেঙে ফেলে। একদিন স্কুল ছুটির পর বৃষ্টিতে ভিজে রাহুল বাসায় ফিরলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। মা ছেলের পছন্দের খাবার তৈরি করে খাওয়ানো চেষ্টা করেন এবং ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ খাওয়ান। সারারাত জেগে সন্তানের সুস্থতার জন্য স্রষ্টার কাছে দোয়া করেন।

ক. 'পল্লিজননী' কবিতায় মায়ের পরান দোলে কেন? ১
খ. মায়ের জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রাহুলের সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার ছেলের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতার মূলভাব একই সূত্রে গাঁথা।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'পল্লিজননী' কবিতায় অসুস্থ ছেলের মৃত্যু আশঙ্কায় মায়ের পরান দোলে।

খ দরিদ্রতার কারণে ছেলেকে মেলায় পাঠাতে ব্যর্থ হওয়ায় দুখিনী মায়ের উত্তর দিতে জ্বালা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

গরিব পল্লিমাতা ছেলের সব আবদার পূরণ করতে পারেন না। আড়ঙের দিনে করিম ও আজিজ মেলায় গেলেও আর্থিক অনটনের কারণে নিজের ছেলেকে যেতে দিতে পারেননি মা। ছেলেকে তিনি বোঝান, মুসলমানের আড়ঙে যেতে নেই। নিজের এমন অক্ষমতায় দুখিনী মায়ের অন্তরের জ্বালা যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তাই তিনি ছেলের উত্তর দিতে ব্যথিত হন।

উত্তরের মূলকথা : দারিদ্র্যের কারণে পল্লিজননী ছেলেকে মেলায় পাঠাতে পারেননি। কিন্তু ছেলেকে মিথ্যে বলে দমাতে চাইলে ছেলের হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে মায়ের জ্বালা বেড়ে যায়।

গ উদ্দীপকের রাহুলের সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার ছেলের আয়ু, আবদার পূরণ করতে না পারা ইত্যাদি নানা বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'পল্লিজননী' কবিতায় কবি একটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট পল্লিমায়ের রোগাক্রান্ত ছেলের করুণ চিত্র প্রতিফলিত করেছেন। এ কবিতায় দেখা যায়, বেড়ার ফাঁক দিয়ে শীতের বাতাস ঢুকে কুঁড়েঘরে ছেলের আয়ু গুণছে মা। অর্থের অভাবে কোনো ওষুধ-পথ্য জোগাড় করতে পারেনি। ছেলের জীবন যেন যায়

যায় অবস্থা। মা তার রুগ্ণ ছেলের শিয়রে রাতের পর রাত জেগে বসে আছেন। তিনি ছেলের অকল্যাণ আশংকায় তার মন কেবলই গুমরে গুমরে কাঁদে। এমন আশঙ্কার কথা রাহুলের মাঝে ফুটে ওঠেনি।

উদ্দীপকের রাহুলের পরিবার স্বচ্ছল, পল্লিজননীর ছেলে দরিদ্র। রাহুলের জন্ম শহরে আর পল্লিজননীর ছেলের জন্ম গ্রামে। ছোটোবেলা থেকেই রাহুলের সব আবদার তার মা পূরণ করেছে কিন্তু পল্লির ছেলের আবদার তার মা পূরণ করতে পারেনি। পড়ার ফাঁকে রাহুল অনেক সময় দুষ্টুমি করে প্রায়ই এটা সেটা ভেঙে ফেলে কিন্তু পল্লির ছেলে তা করেনি। এভাবে উভয় ছেলের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার পল্লিজননীর ছেলে হারানোর আশঙ্কার কথাও বিধৃত হয়েছে, যা উদ্দীপকে নেই। এভাবে উদ্দীপকের রাহুলের সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার ছেলের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রাহুলের সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার ছেলের আয়ু, আবদার পূরণ করতে না পারা ইত্যাদি নানা বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতার মূলভাব একই সূত্রে গাঁথা।"–মন্তব্যটি যথার্থ।

'পল্লিজননী' কবিতায় বর্ণিত মা গরিব-দুঃখিনী, দুবেলা আহার জোটানো যার দায়। তারপক্ষে ছেলের ছোটোখাটো কত আবদার-বায়না তিনি মেটাতে পারেননি। আজ দীর্ঘদিনের রুগ্ণ ছেলের শিয়রে বসে তার অতীত দুঃখময় স্মৃতিগুলো ভেসে উঠছে।

উদ্দীপকেও মা-ছেলের কথা বিধৃত হয়েছে। এখানে মা তার ছেলের সব আবদার পূরণ করেছেন। অসুস্থ ছেলের সুস্থতার জন্য স্রষ্টার কাছে দোয়া করেছেন। মা ছেলের পছন্দের খাবার তৈরি করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন। তার কোনো অভাব নেই, তার পরিবার স্বচ্ছল। তার ছেলে এক সময় ভারী দুস্টু ছিল। এখন ছেলেটি অসুস্থ। এভাবে প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও মূলভাব কবিতার মতোই।

'পল্লিজননী' কবিতায় দেখা যায়, মা টাকার অভাবে আড়ং বা মেলার দিনে ছেলের বায়নামতো খেলনা কিনে দিতে পারেননি। তাই ছেলেকে সান্ত্বনাস্বরূপ মা বলেছেন, আমরা মোসলমান, আমাদের আড়ং দেখতে নেই। এটি গুনাহের কাজ। এদিকটি উদ্দীপকে বিধৃত হয়নি। যেকোনো পিতামাতাই তার সন্তানকে বড্ড ভালোবাসেন। তাদের কোনো অকল্যাণ তারা কামনা করেন না। সন্তানের রোগ-শোক বা যেকোনো নাজুক অবস্থায় পিতামাতা অধীর হয়ে ওঠেন। উদ্দীপকের সে দিকটি ওঠে এসেছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। তবে মূলভাবের দিক দিয়ে অনেকাংশেই উভয়ের মিল রয়েছে। তাই যথার্থই বলা যায়, প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতার মূলভাব একই সূত্রে গাঁথা।

উত্তরের মূলকথা : প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতার মূলভাব একই সূত্রে গাঁথা।

প্রশ্ন ▸ ০৭ ইংরেজ শাসনামলে নিপীড়ন-নির্যাতনের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে একসময় তিতুমীর তাদের বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে থাকেন। তাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলেন তিনি। তাই সাধারণ মানুষদের সাথে নিয়ে বাঁশের কেল্লায় বসে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

ক. কীসের জন্য মানুষের ব্যাকুল প্রতীক্ষা? ১

খ. "ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি।" বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "তিতুমীরের স্বাধীনতা ভাবনাই যেন 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার মূলসুর।"– যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি কবিতা পড়া হবে তার জন্য মানুষের ব্যাকুল প্রতীক্ষা।

খ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানকে সুকৌশলে আড়াল করার ব্যাপারটি বোঝাতেই কবি আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটির অবতারণা করেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের সেই স্মৃতিময় স্থানটির কোনো অস্তিত্ব এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে এখন নানা রং-বেরঙের টুল, বেঞ্চ, খেলনারাজি আর চারদিকে বাগান। কবি মনে করেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় নিংড়ানো স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী যেখান থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সেই স্মৃতিময় স্থানটি কৌশলে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। অশুভ শক্তির এ কূটকৌশলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটির মাধ্যমে।

উত্তরের মূলকথা : বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানকে সুকৌশলে ঢেকে দেওয়ার ব্যাপারটি বোঝাতেই কবি আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটির অবতারণা করেছেন।

গ উদ্দীপকের সাথে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার ঐক্যবদ্ধ দেশপ্রেমের আহ্বানের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেদিন মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায় অপেক্ষমান লক্ষ লক্ষ উদ্দীপ্ত জনতা একত্র হয়েছিল রেককোর্স ময়দানে। সেই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অতি সূক্ষ্ম বর্ণনা এ কবিতায় রয়েছে। এখানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার কথা বলেছেন। পাকিস্তানিদের অন্যায়-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান লক্ষ জনতার সামনে তুলে ধরেন। আর মাথা নত করা হবে না, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেওয়ার কথা বলেছেন– এভাবে বাঙালির প্রাণের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন। এ কবিতায় নানা উপমায় সে কথাই বিধৃত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের তিতুমীর অন্যায়ের প্রতিবাদকারী এক অনন্য চরিত্র। তিনি যখন দেখলেন ইংরেজরা এদেশের মানুষকে নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করেছে; নিপীড়ন-নির্যাতনের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে তখন তিনি গর্জে উঠলেন। তিনি বাংলার সাধারণ লোকদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন। বিদ্রোহ ঘোষণা করেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে অন্যায়ের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলেন। এমন আহ্বান আর দেশপ্রেমচেতনা 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায়ও বিদ্যমান।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাথে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার ঐক্যবদ্ধ দেশপ্রেমের আহ্বানের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "তিতুমীরের স্বাধীনতা ভাবনাই যেন 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার মূলসুর।"– কথাটি যৌক্তিক।

ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা যায়, তিতুমীর এক বিখ্যাত নাম। তিনি মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কেননা স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তিনি এই বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের ওপর কোনো অন্যায়-নির্যাতন তিনি মেনে নিতে পারেননি।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা বিধৃত হয়েছে। এখানেও এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। রেসকোর্সের বিশাল জনসমাগমের ময়দান থেকেই বাঙালির প্রিয় শব্দ 'স্বাধীনতা' কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল। এমন ভাবনা তিতুমীরেরও ছিল।

উদ্দীপকে বর্ণিত, ইংরেজ শাসনামলে বাংলার সাধারণ লোকদের ওপর তাদের অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। স্বাধীনতাকামী তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বাংলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলেন। এমন স্বদেশভাবনা নিজ দেশের জনগণের মুক্তির চেতনা 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায়ও প্রতিফলিত হয়েছে। এ কবিতায় এমন একজন মহান ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে যিনি শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে এবং তাদের মুক্তির জন্য নিজে ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এনে দিয়েছেন তাদের জন্য প্রাণের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার ভাবনা তিতুমীরেরও ছিল। তাই স্বল্প পরিসরে হলেও বলা যায় তিতুমীরের স্বাধীনতা ভাবনাই যেন আলোচ্য কবিতার মূলসুর।

উত্তরের মূলকথা : তিতুমীরের স্বাধীনতা ভাবনাই যেন 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার মূলসুর।

প্রশ্ন ▸ ০৮ (i) ঘরহীন ওরা ঘুম নেই চোখে,
যুদ্ধে ছিন্ন ঘরবাড়ি দেশ,
মাথার ভিতরে বোমারু বিমান
এই কালো রাত কবে হবে শেষ।

(ii) আমরা অপমান সইব না
ভীরুর মতো ঘরের কোণে রইব না
আমরা আকাশ থেকে বজ্র হয়ে ঝরতে জানি,
তোমার ভয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।

ক. নোলক বুয়া বুধাকে কী নামে ডাকে? ১
খ. "নিজের বোঝা নিজে বইব।"– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক (i)-এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্যে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।– মন্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক নোলক বুয়া বুধাকে ছন্নছাড়া নামে ডাকে।

খ চাচির সংসারে উপরন্তু ঝামেলা হতে চায়নি বলে বুধা এমন উক্তি করেছে।

বুধা বাবা-মা হারিয়ে চাচার সংসারে আশ্রয় পায়। চাচি জানায় সে আর বুধার বোঝা বইতে পারবে না। বুধা সংগ্রামী, কষ্টসহিষ্ণু এবং সাহসী কিশোর। তাই সে অনুধাবন করে, বেকার চাচার সংসারে সে বোঝাস্বরূপ। তাই সে চাচিকে বলে, 'নিজের বোঝা নিজেই বইব।'

উত্তরের মূলকথা : চাচির সংসারে উপরন্তু ঝামেলা হতে চায়নি বলে বুধা এমন উক্তি করেছে।

গ উদ্দীপক (i)-এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের স্বাধীনতার জন্য বাঙালির লড়াই-সংগ্রামের দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে পাকিস্তানি মিলিটারিদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে দেখা যায়, মিলিটারিরা গ্রামে প্রবেশ করেই গ্রামের বাজারটিকে পুড়িয়ে দেয়। গুলি করে হত্যা করে গ্রামের বহু মানুষকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর বীভৎস ও ভয়ংকর আক্রমণ চালায়। উপন্যাসটিতে বুধা, মিঠু, আলি, শাহাবুদ্দিন প্রমুখ সাহসী মানুষদের সাহসী কার্যক্রম অত্যন্ত যত্নের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের সাহসী পদক্ষেপ ও কৌশলী ভূমিকায় অবশেষে বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

উদ্দীপক (i)-এ স্বাধীনতাকামীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। তাদের চোখে ঘুম নেই। যুদ্ধে তাদের ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই অসহায় লোকেরা এখন কোথায় যাবে তাও ভেবে পাচ্ছে না। আবার ভয় পাচ্ছে কখন যেন বোমা ছুড়ে

মারা হয়। মাথার ওপর যুদ্ধ বিমান উড়ছে। সব মিলিয়ে এক করুণ ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে তারা। এখন তারা এর অবসান চায়, যুদ্ধ চায় না। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের দিকটি বর্ণিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)-এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের স্বাধীনতার জন্য বাঙালির লড়াই-সংগ্রামের দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্যে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।– মন্তব্যটির সাথে আমি একমত।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধা। সে কিশোর বয়সি এক দুরন্ত ছেলে। সে যেমন সাহসী তেমনি ডানপিটে। এ পৃথিবীতে তার আপন বলতে কেউ নেই। আছে কেবল চাচি আর চাচাতো বোন। সারা গ্রামেই তার বিচরণ।

উদ্দীপক (ii)-এ প্রতিবাদী চেতনা ফুটে উঠেছে। এক দল তরুণ মাকে আশ্বস্ত করছে, ভয় নেই। তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানে। তারা মাতৃভূমির কোনো অপমান সহ্য করবে না। স্বাধীনতার মান তারা রক্ষা করবেই। তারা ভীরু নয়, সাহসী। তারা ভীরুর মতো ঘরের কোণে বসে থাকবে না। প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনবে এবং তা রক্ষা করবে। বুধার চরিত্রেও এমন সাহসী মনোভাব বিদ্যমান।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পটভূমি **১৯৭১** সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। এ উপন্যাসে সেলিনা হোসেন কাকতাড়ুয়ার প্রতীকে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। বুধা কাকতাড়ুয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে অটল সংযমে মানুষদের প্রতিরোধ করেছে। শত্রুদের ভয় দেখিয়ে সারাক্ষণ তটস্থ রেখেছে। কিশোর বুধার এমন কৌশল ও সাহসী ভূমিকা উদ্দীপক (ii)-এ দেখা যায়। এখানেও ভয়কে জয় করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এসব যুক্তিতে তাই আমি মনে করি যে, উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্যে উপন্যাসের বুধার বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্যে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের কিছু লোক পাকসেনাদের সাথে মিলে চুকনগর গ্রামের সমস্ত বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। বারেক মিয়া তাদেরই একজন যিনি শান্তির কথা বলে গ্রামে শান্তি কমিটি গঠন করেন। ওদিকে গ্রামের নারী-পুরুষ সবাই প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছাড়তে শুরু করলে অসীম সাহসী যুবক আনিস তার বন্ধুদের নিয়ে গ্রামকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন।

ক. উপন্যাস কোন কালের সৃষ্টি? ১

খ. "আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে।"– বুধার এ কথা বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বারেক মিয়ার চরিত্রের সঙ্গে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের আনিসের মনোভাব 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়।"– মন্তব্যটির যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

<u>৯নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক উপন্যাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি।

খ "আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে।"– বুধার একথা বলার কারণ লড়াই করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করা।

হানাদার বাহিনী বুধাদের গ্রামে এসে গ্রামবাসীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। চারদিকে শুধু পড়ে থাকে লাশ আর লাশ। নির্বিচারে গ্রামের মানুষকে হত্যা করার জন্য গ্রামটি মানুষ শূন্য হয়ে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। তাই গ্রামের মানুষকে রক্ষা করার জন্য বুধা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। বুধা এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, লড়াই করেই গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে হবে। আর লড়াই না করলে গ্রামের সব মানুষকে ওরা মেরে ফেলবে। তখন গ্রামটা মানুষ শূন্য হয়ে ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে। মনের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার কারণেই বুধা একথা বলেছে।

উত্তরের মূলকথা : লড়াই করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করার জন্যই বুধা বলেছে, "আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে।"

গ উদ্দীপকের বারেক মিয়ার চরিত্রের সঙ্গে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র হলো আহাদ মুন্সি।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের একটি খল চরিত্র আহাদ মুন্সি। তিনি গ্রামের চেয়ারম্যান এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে শান্তি কমিটিতে যোগ দেন। স্বাধীনতাবিরোধী আহাদ মুন্সির কাছে 'যুদ্ধ' শব্দটা আতঙ্কের। তিনি পাকিস্তানিদের দোসর হিসেবে কাজ করেন। বুধা তাই তার ঘরে আগুন দেয়। রাস্তায় বুধার সাথে তার দেখা হলে বুধার সরল চেহারা দেখে তার মায়া হয়। হাসি মুখে নাম জিজ্ঞেস করলে বুধা বলে, তার নাম যুদ্ধ। একথা শোনামাত্রই আহাদ মুন্সির চোখ কপালে ওঠে।

উদ্দীপকের বারেক মিয়া একটি বিশ্বাসঘাতক চরিত্র। এ ঘৃণ্য লোকটি দেশ বিরোধী কাজ করেছে। দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। সে মুখে শান্তির কথা বলে আর ভেতরে অশান্তিতে ভরিয়ে দেয় গ্রামের মানুষদের। মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। তিনি পাকসেনাদের সাথে হাত মিলিয়ে চুকনগর গ্রামের সমস্ত বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেন। শান্তি কমিটি গঠনের নামে নিজের লোকদের সাথে বেইমানি করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে কোনো সহযোগিতা না করে বরং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে এমন বিশ্বাসঘাতক চরিত্র আছে। তার নাম আহাদ মুন্সি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের বারেক মিয়ার চরিত্রের সঙ্গে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র হলো আহাদ মুন্সি।

ঘ "উদ্দীপকের আনিসের মনোভাব 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়।"–মন্তব্যটি যৌক্তিক।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধা। সে দুরন্ত ও সাহসী এক কিশোর। তার দুনিয়াতে আপনজন বলতে কেউ না থাকায় ভয় কী জিনিস সে জানে না। জীবন বাজি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে এই নির্ভীক বুধা।

উদ্দীপকের আনিস বুধার মতোই সাহসী যুবক। মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক। গ্রামে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। গ্রামের নারী-পুরুষ সবাই প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছাড়তে শুরু করে। তখন তাদের পাশে দাঁড়ায় সাহসী যুবক আনিস। সে তার বন্ধুদের নিয়ে গ্রামকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও বুধার মাধ্যমে এমন বিষয় উঠে এসেছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের লেখিকা মুক্তিযুদ্ধকালীন নানা ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বুধাদের গ্রামে আক্রমণ করে নির্বিচারে অনেক মানুষকে হত্যা করে। প্রাণ বাঁচাতে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। আবার গ্রামে মিলিটারি হানা দিলে সে নৃশংসতা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে। তার বুকের মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে ওঠে। প্রাণের ভয়ে জীবন বাঁচাতে অনেকেই চলে যায় অন্যত্র। এসব বিষয়ের সাথে উদ্দীপকের আনিসের ভূমিকার মিল রয়েছে। তাই যৌক্তিকভাবেই বলা যায়, উদ্দীপকের আনিসের মনোভাব আলোচ্য উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আনিসের মনোভাব 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়।

প্রশ্ন ▸ ১০ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দাও সমাজের ভ্রূকুটি,
নিজের মতো গড়ে নাও নিজের রীতিনীতি,
মানুষ হয়ে বাঁচো এবার, জীবন ভালোবাসো,
প্রতিবাদই পরিবর্তন; মুক্তপ্রাণে হাসো।

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম কী? ১
খ. "আমি পয়সাও চাই না, ছাপাখানাও চাই না।"– এ কথাটি বুঝিয়ে বলো। ২
গ. উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণের ভাবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্যে 'বহিপীর' নাটকের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম নয়নচারা।

খ জমিদার পুত্র হাশেমের বাবার জমি নিলামে উঠবে–এতে বাবার অনেক কষ্ট হবে। তাকে টাকা দিতে পারবে না। দুঃখে নিশ্চয় বুক ফেটে যাচ্ছে–এটি ভেবে হাশেম প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠবে। জমি বাঁচানোর জন্য শহরে গিয়ে কোনো টাকা সংগ্রহ করতে পারেনি। তাহেরা খোদেজাকে বলছে, আপনার ছেলে হাশেম যে কাঁদছে। ছেলে বলে সে জমিদারি যাচ্ছে বলে কাঁদছে না। কান্না এসেছে বাবার চোখে পানি নেই কিন্তু দুঃখে বুক নিশ্চয় ফেটে যাচ্ছে। বাবা বলে, আমি আমার ছেলেকে ছাপাখানা করার পয়সা কখনো দিতে পারব না। তখন হাশেম বলে, আমি পয়সা চাই না, ছাপাখানাও চাই না।

উত্তরের মূলকথা : জমিদারি নিলামে উঠায় জমিদারের দুঃখে নিশ্চয় বুক ফেটে যাচ্ছে–এটি ভেবে হাশেম প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

গ উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণের ভাবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের প্রতিবাদী চেতনার সাদৃশ্য রয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির মধ্যে অন্যায়ের পরিবর্তে ন্যায়ের মানসিকতা লক্ষ করা যায়। তাহেরাকে জোর করে বুড়ো পিরের সাথে বিয়ে দেওয়া সে মেনে নিতে পারেনি। তাই সে তাহেরাকে নিয়ে নতুন পথে যাত্রা করে এবং তাহেরাকে বৃদ্ধ পিরের থেকে রক্ষা করেছে। তাহেরাও এ অবস্থায় বিয়ে মেনে নেয়নি। এই কাজের মাধ্যমে তাদের মধ্যে প্রতিবাদী মানসিকতা ফুটে উঠেছে। তাহেরা ও হাশেম উভয়ই সমাজে প্রচলিত নিয়মকে ভ্রূকুটি করে নতুন নিয়ম চালু করেছে। এমন নয়া নীতির ভাবনা উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও ধর্ম ব্যবসায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমাজে বহু কুসংস্কার রয়েছে। যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ঠকে যায়। প্রতারণার স্বীকার হয় নিজের অজান্তেই। পূর্বে যেমন কুসংস্কার বিরাজমান ছিল তেমনি আজও আছে। এর মাধ্যমে এবং মানুষের ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করেছে একশ্রেণির মানুষ। তাই উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে বলা হয়েছে– তুড়ি মেরে উড়িয়ে দাও সেই ভ্রূকুটি বা কুসংস্কার। ধর্মকে আশ্রয় করে যারা নিজের ফায়দা লুটে নেয় তাদের প্রতিহত করা এখন সময়ের দাবি। নিজের মতো করে নিজের বিবেক খাটিয়ে নিজের কল্যাণকর রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করার ভাবনা 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা ও হাশেম আলি চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণের ভাবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের প্রতিবাদী চেতনার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের বক্তব্যে 'বহিপীর' নাটকের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম চরিত্র জমিদার হাতেম আলি। তিনি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। তিনি তার বজরায় চড়ে বন্ধু আনোয়ারের কাছে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়েন এবং তার বজরায় অনেককেই আশ্রয় দেন।

উদ্দীপকে নতুন সমাজ গঠনের জন্য পুরাতন ধ্যানধারণা পরিহারের কথা বিধৃত হয়েছে। নতুন নিয়ম, নিজের মতো করে চলার, জীবনকে ভালোবাসার কথা, মুক্তপ্রাণে হাসা আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করার বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার, নতুন দিনের প্রত্যাশার কথাও আছে। যাতে সমাজের কল্যাণ হয়। নতুন নিয়ম-নীতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার বিষয় 'বহিপীর' নাটকেও আছে।

'বহিপীর' নাটকের বিষয় পরিসর আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ নাটকে বহিপীরকে ঘিরে বিভিন্ন চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। যেমন– তাহেরা হাশেম আলি, হাতেম আলি, হকিকুল্লাহ ও জমিদার গিন্নি। বহিপীর মানুষের কুসংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে তার ধর্মব্যবসা পরিচালনা করে। তাহেরা একদিকে প্রতিবাদী অন্যদিকে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। হাশেম আলি অত্যন্ত শান্তভাবে বহিপীরের কূটচালকে মোকাবিলা করেছে। হকিকুল্লাহ বহিপীরের সহকারী এক ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। এসব চরিত্রকেন্দ্রিক কোনো ঘটনাই উদ্দীপকে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি। উদ্দীপকে কেবল প্রতিবাদী চেতনার উল্লেখ আছে। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্যে 'বহিপীর' নাটকের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের বক্তব্যে 'বহিপীর' নাটকের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী শিরিন। তার বাবা-মা একই মহল্লার ধনাঢ্য রহিম মিয়ার প্রবাসী ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন। শিরিন বেঁকে বসে, সে কিছুতেই এখন বিয়ে করবে না। আগে পড়াশোনা শেষ করে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু তার বাবা-মা বিয়ের জন্য এমন পাত্রকে হাতছাড়া করতে চান না, শিরিনের অমতে জোর করেই বিয়ে দিতে চান। তাই শিরিন নিরুপায় হয়ে ৯৯৯-এ কল করে প্রশাসনের সহযোগিতায় নিজের বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়।

ক. নৌকার সঙ্গে কীসের ধাক্কা লেগেছিল? ১
খ. বহিপীর পুলিশ ডাকতে চায় না কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের শিরিন চরিত্রের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের শিরিনের পদক্ষেপই যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল চেতনা।"– উক্তিটির যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌকার সঙ্গে বজরার ধাক্কা লেগেছিল।

খ পুলিশে খবর দিলে আইনি ঝামেলা হতে পারে ভেবে পির সাহেব মুরিদকে পুলিশে খবর দিতে নিষেধ করেন।

বহিপীর তার এক মুরিদের কন্যা তাহেরাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাহেরা অসম বিয়ে মেনে না নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তখন তাহেরার বাবা পুলিশে খবর দিতে চান। তবে পির সাহেব মুরিদকে পুলিশের নিকট খবর দিতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা, পুলিশে খবর দিলে বিষয়টি জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা তিনি চান না।

উত্তরের মূলকথা : পুলিশে খবর দিলে আইনি ঝামেলা হতে পারে ভেবে পির সাহেব মুরিদকে পুলিশে খবর দিতে নিষেধ করেন।

গ উদ্দীপকের শিরিন চরিত্রের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সাদৃশ্য রয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের এক প্রতিবাদী চরিত্র তাহেরা। এক বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কেননা তাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির ঘটনাপ্রবহ আবর্তিত হয়েছে। সে মাতৃহারা, তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সৎমা তাকে বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ে দিলে তা সে মেনে নেয়নি বরং পালিয়েছে। দুঃসাহসের সাথে শহরবাসী বজরায় চড়ে বসেছে। আবার সে মানবিকতার পরিচয়ও দিয়েছে। উদ্দীপকের শিরিনও একটি প্রতিবাদী চরিত্র। তার কথায় তাই ফুটে উঠেছে। উভয়ের বিয়ে এবং প্রতিবাদী মনোভাবে সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকের শিরিন কলেজে পড়ে। তার বাবা-মা তাকে এখনই বিয়ে দিতে চায়। বিয়ে ঠিক হয় একই মহল্লার ধনী লোক রহিম মিয়ার প্রবাসী ছেলের সাথে। পাত্র বিদেশে থাকে আবার সহায়-সম্পত্তিও অনেক। এমন বিত্তশালী পাত্রকে শিরিনের বাবা-মা হাতছাড়া করতে চায় না। কিন্তু শিরিন রাজি হয় না। সে কিছুতেই এখন বিয়ে করবে না। সে আগে পড়ালেখা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। এমন মানবিক ভাবনা ও প্রতিবাদী চেতনা নাটকের তাহেরার মধ্যেও লক্ষণীয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শিরিন চরিত্রের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের শিরিনের পদক্ষেপই যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল চেতনা।"– উক্তিটি যৌক্তিক।

'বহিপীর' নাটকে বর্ণিত পুণ্য লাভের আশায় তাহেরার বাবা ও সৎমা তাহেরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পির সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দেয়। এটি মেনে নিতে পারেনি বলে তাহেরা পালিয়ে যায় এবং হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় নেয়। এখানে তার প্রতিবাদী দিকটি প্রস্ফুটিত হয়।

উদ্দীপকের শিরিন কলেজ পড়ুয়া শিক্ষিত মেয়ে। তার ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। ধনীর দুলালের সাথে তার বিয়ে ঠিক করা হলে তাতে সে রাজি হয়নি। সে বাবা-মাকে সব জানিয়ে দিয়েছে এখন সে বিয়ে করবে না। সে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। এমন দৃঢ় মনোবল আর প্রতিবাদী দিকটি তাহেরার মধ্যেও বিদ্যমান।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক চরিত্র বলা হয়। সে জমিদারের অসহায়ত্বের কথা জেনেছে এবং বৃদ্ধের সাথে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাচ্ছে। এখানে সে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের শিরিনের এমন মনোভাব ফুটে ওঠেনি। শিরিন এখনই বিয়ে করবে না; বাবা-মা তার কথায় রাজি না হওয়ায় নিরুপায় হয়ে ৯৯৯-এ কল করে প্রশাসনের সহযোগিতায় নিজের বিয়ে বন্ধ করে। এটি তার প্রতিবাদী চেতনা, মানবিক নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিরিনের পদক্ষেপ তাহেরার সাথে অনেকাংশেই মিলে যায়। যে কারণে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল চেতনা হয়ে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শিরিনের পদক্ষেপই যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল চেতনা।

যশোর বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার কে আবিষ্কার করেছেন?**
ক শ্রী ধর্মপালদেব খ স্যার কানিংহাম গ কিংসফোর্ড ঘ কেদার রায়

২. **'আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে।'– এখানে 'জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ' বলতে বোঝানো হয়েছে বাঙালির–**
ক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধি খ অদম্য রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা
গ আবহমান সংগ্রামী চেতনা ঘ ঐক্য ও সংহতির শক্তি

৩. **'তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,'– 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার এই পঙ্‌ক্তিতে 'তরী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**
ক বাংলাদেশের স্বাধীনতা খ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মঞ্চ
গ রমনার রেসকোর্স ময়দান ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে

৪. **মতিউর মনে মনে বুধার প্রশংসা না করে পারে না কেন?**
ক সৈন্যদের পেয়ারা খাইয়েছে বলে খ মাটি কাটার কাজে চটপটে ভঙ্গি দেখে
গ গ্রামের সকলের স্নেহভাজন হওয়ায় ঘ দৃঢ়চেতা স্বভাবের পরিচয় পেয়ে

৫. **'বুকের ভেতরের চমৎকার নকশা করা রঙিন বাক্স' বুধার মধ্যে–**
ক স্বাধীনতার স্বপ্ন তৈরি করে খ সংগ্রামের উদ্দীপনা তৈরি করে
গ প্রতিশোধ পরায়ণতা তৈরি হয় ঘ দুঃখবোধ জাগিয়ে তুলে

৬. **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'রাইফেল রোটি আওরাত' কার রচনা?**
ক সেলিনা হোসেন খ মাহমুদুল হক গ রিজিয়া রহমান ঘ আনোয়ার পাশা

৭. **'বুঝতে পারছি, সবার বদান্যতার পরীক্ষা চলছে'**
হাশেমের এমন বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে–
i. বহিপীর তাহেরা-হাশেমের সম্পর্ক মেনে নিয়েছেন
ii. তাহেরা বহিপীরের সঙ্গে যেতে রাজি
iii. হাতেম আলি তাদের অসম বিয়ের সমর্থন দিচ্ছেন না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. **'কোনো মানুষ হঠাৎ আশাতীত কাজ করিয়া বসিতে পারে।'– বহিপীর এ উক্তিটি কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন?**
ক হাশেম খ তাহেরা গ খোদেজা ঘ হাতেম আলি

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ব্রত তাহার পরের হিত সুখ নাহি চায় নিজে,
রৌদ্র দাহে শুকায় তনু, মেঘের জলে ভিজে।'

৯. **উদ্দীপকে 'রানার' কবিতার কোন বিষয়টি ফুটে ওঠেছে?**
ক সময়ানুবর্তিতা খ দেশপ্রেম গ উদারতা ঘ দায়িত্বশীলতা

১০. **তাহেরা পালিয়ে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে– এমন ধারণা কার?**
ক বহিপীরের খ খোদেজার গ হাশেমের ঘ হাতেম আলির

১১. **'কপোল' শব্দের অর্থ কী?**
ক কপাল খ যুগল গ গাল ঘ কল্যাণ

১২. **সুভা কখন নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটিয়ে পড়ে?**
ক পূর্ণিমা রাতে খ তৃতীয়া চতুর্দশীতে গ শুক্লাদ্বাদশী রাতে ঘ বিজয়া দশমীতে

১৩. **'কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস?'– প্রতাপের এই কথায় সুভার দুঃখ পাওয়ার কারণ কী?**
ক অবহেলা খ নিষ্ঠুরতা গ বিচ্ছেদ ঘ প্রতারণা

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রিমা একজন সচেতন মা। তাঁর একমাত্র মেয়ে আনু অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তিনি আনুকে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্য বই পড়তে বলেন। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মেয়েকে বই উপহার দেন।

১৪. **'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে রিমার মধ্যে কোন উদ্দেশ্যটি লক্ষণীয়?**
ক আনুকে যথার্থ শিক্ষিত করা খ আনুর জ্ঞান পরিপূর্ণ করা
গ আনুর পরীক্ষার ফল ভালো করা ঘ আনুকে সকল বিষয়ে পারদর্শী করা

১৫. **'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের ইচ্ছা আনুর মধ্যে প্রকাশিত হলে আনু–**
i. স্বশিক্ষিত হবে ii. নিষ্কর্মার দলভুক্ত হবে iii. আত্মার অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. **স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ পাঠক সালেহ আহমদের প্রকৃত নাম কী?**
ক হাসান ইমাম খ আলী যাকের গ আবদুল জব্বার ঘ কামরুল হাসান

১৭. **'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ অনুসারে মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজন–**
i. জীবসত্তার ঘরটির শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা ii. মনুষ্যত্বের স্বাদ পাইয়ে দেওয়া
iii. অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

১৮. **ইংরেজি ভাষায় ছোটোগল্পের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয় কাকে?**
ক এইচ.জি. ওয়েলস্ খ এডগার অ্যালান পো
গ উলিয়াম শেক্সপিয়ার ঘ সমারসেট মম

১৯. **ছাগীদুগ্ধ দিয়ে হজরতের তৃষ্ণা দূর করলেন কে?**
ক হজরত ওমর (রা.) খ বিবি খাদিজা (রা.)
গ আবু মা'বদ ঘ উম্মে মা'বদ

২০. **সত্য প্রচার করতে গিয়ে হজরত মুহম্মদ (স.) শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলেও তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে–**
i. অবিচল ধৈর্য ii. ক্ষমা করার ঔদার্য iii. তীক্ষ্ম দূরদর্শিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২১ ও ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
প্রদীপ রায়ের অবস্থা এতই শোচনীয় যে, ঘরের ভাঙা বেড়াটিও মেরামত করতে পারছে না। দুই সন্তান উদয় ও উষা স্কুলে যায়। দুপুরে স্কুল থেকে ফিরেই খেয়ে না-খেয়ে মাঠের দিকে দেয় ছুট। গাভী ও ছাগলটি চরানো আর বিরামহীন খেলাধুলা বিকালটা বড়ো আনন্দের মনে হয় তাদের।

২১. **প্রদীপ রায় ও 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের হরিহরের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ দিক কোনটি?**
ক প্রবল বাৎসল্য খ চরম দারিদ্র্য
গ সামাজিক প্রেক্ষাপট ঘ অনিশ্চিত কর্মসংস্থান

২২. **উদ্দীপকের উদয়-উষা এবং 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অপু-দুর্গা উভয়ের ক্ষেত্রেই–**
i. প্রেক্ষাপট অভিন্ন ii. দুরন্তপনা বিদ্যমান iii. দারিদ্র্যের ছাপ অনুপস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. **'রাখালী' কাব্যের কবি কে?**
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ জসীমউদ্‌দীন
গ নির্মলেন্দু গুণ ঘ সুকান্ত ভট্টাচার্য

২৪. **'সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।'– কাদের সম্পর্কে কবি এমন মন্তব্য করেছেন?**
i. মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকারী
ii. মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগহীনদের iii. প্রকৃতির প্রতি অনুরক্তদের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. **'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি কোনটি?**
ক জুড়াই একান আমি ভ্রান্তির ছলনে! খ দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে
গ বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে ঘ লইছে যে নাম তব বঙ্গের সংগীতে

২৬. **'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি সাগরকে কীরূপে কল্পনা করেছেন?**
ক রাজা খ প্রজা গ মাতা ঘ সখা

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'এ পৃথিবী যেমন আছে তেমনি পড়ে রবে
সুন্দর এ পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে'

২৭. **উদ্দীপকটি কোন কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?**
ক পল্লিজননী খ সেইদিন এই মাঠ গ আমার পরিচয় ঘ জীবন-সঙ্গীত

২৮. **উদ্দীপক ও পঠিত কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ ভাব হলো–**
i. পৃথিবীর অবিনশ্বর সৌন্দর্য ii. মানবজীবনের দুঃখ iii. পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও iii

২৯. **নিচের কোন পঙ্‌ক্তিতে 'প্রবোধ দেওয়া' ভাব প্রকাশ পেয়েছে?**
ক ভাসা ভাসা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে।
খ সাঁঝ হয়ে গেল তবু আসে নাকো, আই ঢাই মার প্রাণ।
গ বলেছে আমরা, মুসলমানের আড়ং দেখিতে নাই।
ঘ আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি, ওষধ হয়নি আনা।

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সেই রেল লাইনের ধারে, মেঠো পথটার পারে দাঁড়িয়ে
এক মধ্যবয়সি, নারী এখনও রয়েছে হাত বাড়িয়ে।
খোকা ফিরবে, ঘরে ফিরবে, কবে ফিরবে? নাকি ফিরবে না?

৩০. **উদ্দীপকটির সাথে কোন রচনার সাদৃশ্য রয়েছে?**
ক স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো
খ একাত্তরের দিনগুলি
গ তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা ঘ আমার পরিচয়

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 0 1

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** ও ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি**সহ মোট **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে রফিক বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে, মা-মাটিকে হানাদারমুক্ত করার লক্ষ্যে গেরিলাবাহিনীতে যোগ দেয়। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহার! ১২ নভেম্বর পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে সে এবং প্রচণ্ড নির্যাতনে শহিদ হয়।

ক. ১৯৭১ সালের ১০ই মে কী বার ছিল? ১

খ. "দলে দলে লোক 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কারফিউ উপেক্ষা করে।"– কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার একমাত্র দিক নয়।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। যার সৌন্দর্যের বর্ণনা কখনও চাক্ষুষ না দেখে বোঝানো সম্ভব নয়। দ্বীপের যেদিকে চোখ যায় শুধু নীল আর নীল। আকাশ আর সমুদ্রের নীল এখানে মিলেমিশে একাকার। তাইতো বিশাল পৃথিবীর বুকে সেন্টমার্টিন যেন একখণ্ড স্বর্গ। কথাগুলো বলেছিল, বাঙালি ছেলে তানভীর তার জাপানি বন্ধু জেমসকে।

ক. আবদুর রহমানের উচ্চতা কত? ১

খ. লেখক 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশ প্রকাশ পেয়েছে মাত্র।"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩। কিশোরী রাবেয়া শিউলি বেগমের বাসায় ঝিয়ের কাজ করে। মাস শেষে সামান্য বেতন পায় সে। বাসার সকল কাজই করে সে। তবু সামান্য ভুল হলেই রাবেয়ার ওপর চলে অকথ্য নির্যাতন।

ক. মমতাদির ছেলের বয়স কত? ১

খ. 'সে যেন ছায়াময়ী মানবী'– কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের রাবেয়ার সাথে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গৃহকর্মে নিয়োজিত মানুষের প্রতি আচরণ শিউলি বেগম নয়, 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর মতো হওয়া বাঞ্ছনীয়।– মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

৪। একবার পাখোম নামক এক ব্যক্তিকে এটা সুযোগ দেওয়া হলো, সন্ধ্যার আগে যে সীমানাটুকু সে ঘুরে আসতে পারবে, সেই পুরো জমিটাই তার হবে। শর্তানুসারে সে দৌড়াতে শুরু করল। যখন প্রায় সন্ধ্যা তখন সে দেখে, যে জায়গা থেকে সে রওয়ানা দিয়েছিল তার ধারে কাছেও সে আসতে পারেনি। বরং প্রচণ্ড তেষ্টা আর ক্লান্তি নিয়েই তার মৃত্যু হয়।

ক. শিক্ষার আসল কাজ কী? ১

খ. লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয় কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের 'পাখোম' চরিত্র 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিককে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "পাখোমের মতো লোকদের মানসিকতা পরিবর্তনই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের মূল উদ্দেশ্য।"– মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লিমায়ের কোল;
ঝাউশাখে যেথা বনলতা বাঁধি হরষে খেয়েছি দোল;
কুলের কাঁটার আঘাত সহিয়া কাঁচাপাকা কুল খেয়ে
অমৃতের স্বাদ যেন লভিয়াছি গাঁয়ের দুলালি মেয়ে।

ক. সনেটের ষষ্টকে কী থাকে? ১

খ. 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলসুর অভিন্ন।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। কাল যে ছিল আজ সে নাই; আজও যে ছিল, তাহারও ঐ নশ্বর দেহটা ধীরে ধীরে ভস্মসাৎ হইতেছে, আর তাহাকে চেনাই যায় না, অথচ এই দেহটাকে আশ্রয় করিয়া কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ভয়, কত ভাবনাই না ছিল। কোথায় কোথায় গেল? এক নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইল? তবে তার দাম? মরিতেই বা কতক্ষণ লাগে?

ক. খেয়ানৌকাগুলো কোথায় এসে লেগেছে? ১
খ. "এশিরিয়া ধুলো আজ বেবিলন ছাই হয়ে আছে"– কেন? ২
গ. উদ্দীপকে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তার সাথে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পেয়েছে কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। **উদ্দীপক (i) :** আমরা নই-তো ভীরুর জাত
দেব নাকো হতে দেশ বেহাত
আজকে না যদি হানি আঘাত
দুষবে ভাবী সমাজ।

উদ্দীপক (ii) : এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ
তারপর হব ইতিহাস।

ক. কোন পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়? ১
খ. 'কবির বিরুদ্ধে কবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপক (i)এর বিষয়বস্তু 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার কোন দিককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক (ii)এর কবিতা এবং 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে কবিদ্বয়ের ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে।– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। মাগো ভাবনা কেন?
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে।
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি।
তোমার ভয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।

ক. চাচির মুখে কোন শব্দটি শুনে বুধা হোঁচট খায়? ১
খ. 'শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টি ওর দুই চোখ বেয়ে গড়াতে থাকে"– কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের শান্ত ছেলেদের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু থেকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক।"– মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৯। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এ দেশের সুবিধাবাদী কিছু মানুষ পাকবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে অত্যাচার চালায় নিজের ভাইয়ের ওপর। অথচ অনাথ কিশোরটিও সেদিন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য।

ক. বিনুর হাসিকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? ১
খ. 'আমরা তিনজন নই, একজন।'– বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত 'অনার্থ কিশোর' 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আলোকে উদ্দীপকে উল্লেখিত সুবিধাবাদী মানুষদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী রোজিনা। তার দরিদ্র বাবা-মা তাকে বিয়ে দিতে চায়, একই গ্রামের পঞ্চাশোর্ধ্ব বিত্তবান রহিমুদ্দিনের সাথে। কিন্তু রোজিনার এককথা, সে মানুষের বাড়িতে কাজ করে হলেও পড়ালেখা করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে তবেই বিয়ে করবে। মেয়ের এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে বাবা-মা মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে।

ক. হাশেম আলি কীসের ব্যাবসা করতে চেয়েছিল? ১
খ. 'বহিপীর' কথ্যভাষায় কথা বলেন না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের রোজিনার বাবা-মায়ের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মায়ের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রোজিনাকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতিরূপ বলা যায় কি? তোমার মতামত যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। শামীম চৌধুরীর এক সময় বিশাল শান-শওকত ও প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল। ধনে-জনে পরিপূর্ণ ছিল চৌধুরী বাড়ি। কিন্তু অর্থ ও নীতি-নৈতিকতার যথার্থ ব্যবহারের অভাব ছিল। ফলে কালের পরিক্রমায় সবই শেষ হয়ে যায়। এখন শুধু চৌধুরী নামটাই অবশিষ্ট রয়েছে।

ক. 'বহিপীর' নাটকটি প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়? ১
খ. খোদেজা তাহেরাকে পিরের হাতে তুলে দিতে চায় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের শামীম চৌধুরী 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের সমগ্র ভাবকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	ঘ	৩	ক	৪	খ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	ক	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	ক	১১	গ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	খ	২২	ক	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে রফিক বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে, মা-মাটিকে হানাদারমুক্ত করার লক্ষ্যে গেরিলাবাহিনীতে যোগ দেয়। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহার! ১২ নভেম্বর পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে সে এবং প্রচণ্ড নির্যাতনে শহিদ হয়।

ক. ১৯৭১ সালের ১০ই মে কী বার ছিল? ১

খ. "দলে দলে লোক 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কারফিউ উপেক্ষা করে।"– কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার একমাত্র দিক নয়।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ১০ই মে সোমবার ছিল।

খ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মি আত্মসমর্পণ করবে, একথা শুনে দলে দলে লোক রাস্তায় 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে বের হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের ঘটনা। দুপুর থেকে সারা শহরে ছিল ভীষণ চাঞ্চল্য আর উত্তেজনায় ভরা। সবার মুখে মুখে একই কথা– পাকিস্তানি সেনারা, বিহারিরা সবাই পালাচ্ছে। বিকেলেই আত্মসমর্পণ করবে পাকিস্তানি সেনারা। এ কারণে আনন্দে উত্তেজনায় কারফিউ উপেক্ষা করে দলে দলে লোক 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে রাস্তায় বের হয়।

উত্তরের মূলকথা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মি আত্মসমর্পণ করবে, একথা শুনে দলে দলে লোক রাস্তায় 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে বের হয়েছিল।

গ উদ্দীপকের রফিকের মাঝে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার রুমীর অন্যায় শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে জীবনবাজি রেখে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার দিকটিকে প্রতিফলিত করে।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার রুমী প্রতিবাদী ও আপোসহীন চরিত্র। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী বাঙালিদের ওপর অন্যায়ভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে রুমী ঘরে চুপ করে বসে থাকেনি। দেশ বাঁচাতে, দেশের জনগণকে বাঁচাতে নিজের জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রুমী পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। যদিও মার্সি পিটিশন করলে রুমী ছাড় পেত তবুও দৃঢ় মনোবল ও আত্মমর্যাদার কারণে মার্সি পিটিশন করেনি। নিজের জীবনকে বাজি রেখে দেশের জন্য আপোসহীন প্রতিবাদ করে গেছে।

উদ্দীপকের রফিক দেশের জন্য, মা-মাটিকে হানাদারমুক্ত করার গেরিলাবাহিনীতে যোগদান করে। সেও দুর্ভাগ্যক্রমে ১২ই নভেম্বর পাকহানাদারদের হাতে ধরা পড়ে। প্রচণ্ড নির্যাতনের ফলে সেও শহিদ হয়। উদ্দীপকের রফিক এবং 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার রুমী উভয় চরিত্রের মাঝে আপোসহীন প্রতিবাদী চরিত্র লক্ষ করা যায়। দেশ ও দেশের মানুষকে হানাদারমুক্ত করার জন্য নিজের জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে শহীদ হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রফিকের মাঝে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার রুমী চরিত্রের প্রতিবাদী দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রফিকের মাঝে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার রুমীর অন্যায় শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে জীবনবাজি রেখে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার দিকটিকে প্রতিফলিত করে।

ঘ "উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার একমাত্র দিক নয়।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'একাত্তরের দিনগুলি' জাহানারা ইমামের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক রচনা। লেখিকা মুক্তিযুদ্ধে তার সন্তান রুমীকে হারিয়েছেন এবং তাকে বাঁচানোর জন্য হানাদার বাহিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করেননি। এছাড়াও 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় বর্ণিত হয়েছে পাকবাহিনীর অতর্কিত হামলায় ঢাকার নগরজীবনের বিশৃঙ্খল হয়ে পড়া এবং সারা দেশে হত্যাযজ্ঞ চালানোর কথা। শিশু-কিশোরেরা স্কুলে যেতে না চাইলেও ওরা জোর করে স্কুল-কলেজ খোলা রাখে এবং বেতারে-টিভিতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিবৃতি দেওয়ার মর্মন্তুদ ও দুর্বিষহ বিবরণ প্রচার করা হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে রফিক মা-বাবার অনুমতি নিয়ে গেরিলাবাহিনীতে যোগ দেন। দেশ-মাতৃকাকে হানাদারমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে পাকবাহিনীর কাছে ধরা পড়ে। তাকে প্রচণ্ড নির্যাতন করে। অবশেষে সে শহিদ হয়।

উদ্দীপকেও মুক্তিযুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে। রুমীর মতো উদ্দীপকের রফিকও যুদ্ধ করতে গিয়ে শহিদ হয়। কিন্তু 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় এর বাইরেও একাধিক বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা উদ্দীপকে নেই। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার একমাত্র দিক নয়।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার একমাত্র দিক নয়।"

প্রশ্ন ▶ ০২ বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। যার সৌন্দর্যের বর্ণনা কখনও চাক্ষুষ না দেখে বোঝানো সম্ভব নয়। দ্বীপের যেদিকে চোখ যায় শুধু নীল আর নীল। আকাশ আর সমুদ্রের নীল এখানে মিলেমিশে একাকার। তাইতো বিশাল পৃথিবীর বুকে সেন্টমার্টিন যেন একখণ্ড স্বর্গ। কথাগুলো বলেছিল, বাঙালি ছেলে তানভীর তার জাপানি বন্ধু জেমসকে।

ক. আবদুর রহমানের উচ্চতা কত? ১

খ. লেখক 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশ প্রকাশ পেয়েছে মাত্র।"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবদুর রহমানের উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি।

খ লেখকের জন্য রাখা টেবিলে অতিরিক্ত খাবার দেখে লেখক থ মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লেখকের পাচক আবদুর রহমান। তিনি রাতে খাবারের টেবিলে এসে দেখলেন যে, সেখানে এত পরিমাণ খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে যে, সেই খাবার ছয় জনে খেয়েও শেষ করতে পারবে না। দুম্বার মাংস, কোপতা-পোলাও, শামী কাবাব, মুরগির রোস্টসহ আরও অনেক খাবার সেখানে রাখা আছে। সেজন্য লেখক থ মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উত্তরের মূলকথা : লেখকের জন্য রাখা টেবিলে অতিরিক্ত খাবার দেখে লেখক থ মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গ উদ্দীপকের সাথে 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনিতে প্রকাশিত আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ভ্রমণে আনন্দ উপভোগের পাশাপাশি অনেক কিছু জানা যায়। আর অজানাকে জানার কৌতূহল মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি। এজন্য বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ায় ভ্রমণপিপাসু মানুষ। বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করে জানতে পারে সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্পর্কে।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের যেদিকে তাকানো যায় শুধু নীল আর নীল। এ যেন পৃথিবীর বুকে একখণ্ড স্বর্গ। জাপানি বন্ধু জেমসের কাছে তার দেশের কথা তানভীর এভাবেই তুলে ধরেছে। 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনিতেও লেখক আফগানিস্তানের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করেছেন এবং নানা রকম পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন। আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান, সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষের আতিথেয়তা ইত্যাদি বিষয়ের কথা লেখক বলেছেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের সাথে 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনিতে প্রকাশিত আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাথে 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনিতে প্রকাশিত আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশ মাত্র।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনিতে অতিথিপরায়ণতার সঙ্গে আফগানিস্তানের প্রকৃতি-পরিবেশের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিদেশি অতিথির প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে সে রীতিও এখানে বিধৃত হয়েছে। এছাড়া আবদুর রহমানের নম্রতা, সরলতা, দেশপ্রেম ও কর্মস্পৃহা এ কাহিনিটিকে একটি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

উদ্দীপকে একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, সেনাজ শীতকালীন অবকাশ পায়। এ সময় সে বাবা-মায়ের সাথে শেরপুরে বেড়াতে যায়। এখানে সে সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি আর গারো পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয়। গারো আদিবাসীদের সুন্দর ব্যবহারে সে অভিভূত হয়। সেখানকার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি দেখে তার চোখ জুড়ায়। আফগানিস্তানেও এমন দৃশ্যাবলি বিদ্যমান।

'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির বিষয়বস্তু উদ্দীকের তুলনায় ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানে লেখক বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে সেই দেশের মানুষের আচার-ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন। যা উদ্দীপকে উল্লেখ নেই। বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল ভ্রমণের মাধ্যমে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়। যা উদ্দীপকে এবং আলোচ্য ভ্রমণ কাহিনিতে লক্ষণীয়। এ কাহিনিতে আফগানিস্তানের ভূমি, আবহাওয়া, পানশির পরিবেশ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। যা উদ্দীপকে বর্ণিত হয়নি। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু আলোচ্য ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশ মাত্র, পুরোপুরি নয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশকে ধারণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ কিশোরী রাবেয়া শিউলি বেগমের বাসায় ঝিয়ের কাজ করে। মাস শেষে সামান্য বেতন পায় সে। বাসার সকল কাজই করে সে। তবু সামান্য ভুল হলেই রাবেয়ার ওপর চলে অকথ্য নির্যাতন।

ক. মমতাদির ছেলের বয়স কত? ১

খ. 'সে যেন ছায়াময়ী মানবী'– কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের রাবেয়ার সাথে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গৃহকর্মে নিয়োজিত মানুষের প্রতি আচরণ শিউলি বেগম নয়, 'মমতাদি' গল্পের গৃহকত্রীর মতো হওয়া বাঞ্ছনীয়।– মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মমতাদির ছেলের বয়স পাঁচ বছর।

খ মমতাদির প্রথম দিকের শব্দহীন, অনুভূতিহীন, নির্বিকার আচরণ লক্ষ করে খোকার মনে হয়েছে, মমতাদি যেন ছায়াময়ী মানবী।

খোকা মমতাদির সঙ্গে ভাব করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিন কাজে এসে মমতাদি সবাইকে উপেক্ষা করে চলল। মমতাদি কাজগুলোকে আপন করে নিল, মানুষগুলোর দিকে ফিরেও দেখল না। মমতাদি তার আচরণের কারণে খোকার ধরা-ছোঁয়ার অতীত হয়ে থাকল। আর মমতাদির এমন শব্দহীন, অনুভূতিহীন, নির্বিকার আচরণের কারণে খোকার মনে হলো মমতাদি যেন 'ছায়াময়ী মানবী'।

উত্তরের মূলকথা : মমতাদি নীরব শব্দহীন হয়ে সকল কাজ করায় তাকে 'ছায়াময়ী মানবী' বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের রাবেয়ার সাথে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হচ্ছে গল্পকথকসহ বাড়ির সবাই আপন হয়ে যাওয়া।

'মমতাদি' গল্পে মমতাদি সংসারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে গল্পকথকের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। নানা শঙ্কার মধ্যে থেকে সে তার কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করে। তার কাজে গল্পকথকসহ সবাই প্রশংসা করে এবং সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে। গল্পের গৃহকর্ত্রী তাকে বাড়ির কাজের মানুষ না ভেবে নিজের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত কিশোরী রাবেয়া শিউলি বেগমের বাসায় ঝিয়ের কাজ করে। বাসার সকল কাজ তাকে করতে হয়। তবু সামান্য ভুল হলে বাড়ির গৃহকর্ত্রী রাবেয়াকে নানা নির্যাতন করে। 'মমতাদি' গল্পে মমতাদিও অন্যের বাসায় ঝিয়ের কাজ করে। মমতাদিকে বাড়ির সবাই আপন করে নিয়েছে। তাকে পরিবারের সদস্য মনে করে সবাই। অপর দিকে উদ্দীপকের রাবেয়া সারাদিন নানা কাজ করেও গৃহকর্ত্রীর অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়। তাই বলা যায়, বাড়ির সবার সাথে আপন হয়ে যাওয়ার দিকটির সাথে উদ্দীপকের কিশোরী রাবেয়া এবং 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রাবেয়ার সাথে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হচ্ছে গল্পকথকসহ বাড়ির সবাই আপন হয়ে যাওয়া।

ঘ 'গৃহকর্মে নিয়োজিত মানুষের প্রতি আচরণ শিউলি বেগম নয়, 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর মতো হওয়া বাঞ্ছনীয়।'–মন্তব্যটি যথার্থ।

যারা অন্যের বাড়িতে কাজ করে তারা গৃহকর্মী। তারা অভাবের তাড়নায় অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সেসব গৃহকর্মী বাড়ির গৃহকর্তা কিংবা গ্রহকর্ত্রীর দ্বারা নির্মম নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হয়।

উদ্দীপকের গৃহকর্ত্রী শিউলি বেগম তেমন একটি চরিত্র, যে কিনা গৃহকর্মী রাবেয়াকে বিভিন্নভাবে অকথ্য নির্যাতন করে থাকে। যন্ত্রণা সহ্য করে বাড়ির সমস্ত কাজ করে থাকার পরও তাকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় না।

'মমতাদি' গল্পে মমতাদির গৃহকর্ত্রী মমতাদির কাজের প্রশংসা করে, তার কাজকে পছন্দ করে। মমতাদির প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মাইনে নির্ধারিত হয়ে যায় বাড়ির গৃহকর্ত্রীর মানবিক গুণের কারণে। মমতাদিকে বাড়ির সবাই তাদের পরিবারের একজন সদস্য মনে করে তার সঙ্গে তেমন আচরণ করে থাকে। অপর দিকে উদ্দীপকে বর্ণিত রাবেয়া গৃহকর্ত্রীর বাসায় সমস্ত কাজ করে দেওয়ার পরও তাকে নানা ধরনের গালমন্দ, নির্যাতন সহ্য করতে হয়। উদ্দীপকের গৃহকর্ত্রীর সাথে 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর মানবিকগত আচরণের বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের গৃহকর্ত্রী শিউলি বেগম যদি 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর মতো মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হতো তাহলে কিশোরী রাবেয়াকে এতো নির্যাতন সহ্য করতে হতো না। তাই বলা যায় যে, গৃহকাজে নিয়োজিত মানুষের প্রতি আচরণ শিউলি বেগম নয়, বরং 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর আচরণের মতো হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উত্তরের মূলকথা : গৃহকাজে নিয়োজিত মানুষের প্রতি আচরণ শিউলি বেগম নয়, বরং 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর আচরণের মতো হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ একবার পাখোম নামক এক ব্যক্তিকে এটা সুযোগ দেওয়া হলো, সন্ধ্যার আগে যে সীমানাটুকু সে ঘুরে আসতে পারবে, সেই পুরো জমিটাই তার হবে। শর্তানুসারে সে দৌড়াতে শুরু করল। যখন প্রায় সন্ধ্যা তখন সে দেখে, যে জায়গা থেকে সে রওয়ানা দিয়েছিল তার ধারে কাছেও সে আসতে পারেনি। বরং প্রচণ্ড তেষ্টা আর ক্লান্তি নিয়েই তার মৃত্যু হয়।

ক. শিক্ষার আসল কাজ কী? ১
খ. লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয় কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের 'পাখোম' চরিত্র 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিককে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "পাখোমের মতো লোকদের মানসিকতা পরিবর্তনই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের মূল উদ্দেশ্য।"– মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

খ 'লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়।'– কারণ দুটি বিষয় পরস্পরবিরোধী।

'লেফাফাদুরস্তি' হলো বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীন কিন্তু ভেতরে প্রতারণা। লেফাফাদুরস্তির মাধ্যমে মানুষ কেবল বাহ্যিক বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা পেতে পারে, মনুষ্যলোকের সন্ধান পায় না। আর শিক্ষার আসল কাজ হলো মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, জ্ঞান পরিবেশন করা নয়। শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব লাভ করে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। শিক্ষা মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেয়।

উত্তরের মূলকথা : শিক্ষার প্রকৃত মর্মবাণীকে হৃদয়ে ধারণ করা এবং বহিরাঙ্গে পরিপাটি হয়ে শিক্ষিত হওয়া এক বিষয় নয়।

গ উদ্দীপকের 'পাখোম' চরিত্র 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের জীবসত্তা অর্থাৎ অর্থ-চিন্তার ফলে লোভী মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটার দিকটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব অর্জন করা। শিক্ষা মানুষকে অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্তি দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করতে শেখায়। কিন্তু সমাজের বেশিরভাগ মানুষ অর্থচিন্তার নিগড়ে মগ্ন থাকে। তাদের ভিতরে লোভী সত্তার জাগরণ ঘটে। তাদের অন্তরে বাহিরে ধ্বনিত হতে থাকে চাই, চাই, আরও চাই। এই লোভী মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটার ফলে তাদের অনুভূতি ফতুর হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের 'পাখোম' নামক ব্যক্তিটির কাছে সুযোগ এসেছে যে, সে সারাদিন দৌড়ে যতটুকু জমি লাভ করতে পারবে ততটুকু তার হয়ে যাবে। সে অধিক লোভের আশায় জীবনকে বিপন্ন করে সন্ধ্যা অবধি দৌড়াতে থাকে। জমির প্রতি তার লোভের এই মানসিকতার কারণে নিজের মৃত্যু নিজেই রচনা করে। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক ঠিক তেমনটিই দেখিয়েছেন যে, জীবসত্তার ঘরে থেকে অর্থচিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত থাকলে মানুষ তার লোভী সত্তাকে সংবরণ করতে পারে না। ফলে তার আত্মার মৃত্যু ঘটে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের পাখোমের করুণ পরিণতি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে দেখানো লোভের ফলে মানুষের আত্মিক মৃত্যুর ঘটনাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পাখোমের করুণ পরিণতি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে দেখানো লোভের ফলে মানুষের আত্মিক মৃত্যুর ঘটনাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ "পাখোমের মতো লোকদের মানসিকতা পরিবর্তনই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের মূল উদ্দেশ্য।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে শিক্ষার দুটি দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে অপ্রয়োজনের দিককেই শ্রেষ্ঠ দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ শিক্ষার এ দিকটিই মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের দিকে ধাবিত করে। মনুষ্যত্বই মানুষের প্রকৃত উন্নতির ধারক।

উদ্দীপকের পাখোম তার জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিককে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বিলাসী জীবনে মুগ্ধ হয়ে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিককে গুরুত্বহীন মনে করেন। ফলে তিনি মনুষ্যত্ববোধ বিবর্জিত হয়ে পড়েন এবং অর্থসম্পদকে সুখের উৎস বলে মনে করেন।

উদ্দীপকের পাখোমের মানসিকতার পরিবর্তনে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পাখোমকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকই হলো শ্রেষ্ঠ দিক। তাই অর্থচিন্তার দিকে নিজেকে কেবল ধাবিত না করে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো উচিত। কেননা, মানবসত্তার বিকাশ ঘটলে অন্নবস্ত্রের সমাধান হয়। তাছাড়া অর্থসম্পদ মানুষকে কখনো প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। এ বিষয়গুলো প্রবন্ধে উপজীব্য হয়ে উঠেছে বিধায় বলা যায়, উদ্দীপকের পাখোমের মতো লোকদের মানসিকতা পরিবর্তনই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের মূল উদ্দেশ্য।

উত্তরের মূলকথা : পাখোমের মতো লোকেরা শিক্ষার মূল মর্মবাণীকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারেননি। তাই তারা অনৈতিক কর্মে রত হন।

প্রশ্ন ▶ ০৫ বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লিমায়ের কোল;
ঝাউশাখে যেথা বনলতা বাঁধি হরষে খেয়েছি দোল;
কুলের কাঁটার আঘাত সহিয়া কাঁচাপাকা কুল খেয়ে
অমৃতের স্বাদ যেন লভিয়াছি গাঁয়ের দুলালি মেয়ে।

ক. সনেটের ষষ্টকে কী থাকে? ১

খ. 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলসুর অভিন্ন।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সনেটের ষষ্টকে থাকে ভাবের পরিণতি।

খ 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে' বলতে কবি আশার ছলনায় নিজের মনকে তৃপ্ত করার কথা বুঝিয়েছেন।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি সুনাম অর্জনের আশায় নিজ দেশ ও দেশের সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে সুদূর ফ্রান্সে চলে গিয়েছেন। প্রবাসজীবনে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ অনুভূত হয়। এ সময় তিনি কপোতাক্ষ নদের প্রতি স্মৃতিকাতর হয়ে ব্যাকুল পড়েন। অনুভূতির গভীরে কপোতাক্ষকে স্থান দেন বলে কবির মনে হয় তিনি যেন সে নদীর কলধ্বনি শুনছেন। প্রশ্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে কবি নিজের আত্মতৃপ্তির বিষয়টিকেই বুঝিয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে প্রবাসে থেকেও কল্পনায় দেশের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি কবিমনে প্রশান্তি এনে দিয়েছে। আর এ দিকটি বোঝাতেই কবি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

গ উদ্দীপকের প্রথমাংশের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির শৈশবের স্মৃতিকাতরতার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্যাতির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে প্রবাসী হলেও শৈশবের স্মৃতিঘেরা কপোতাক্ষ নদকে ভুলে থাকতে পারেননি। এ নদ কবিকে অনন্য ভালোবাসায় সিক্ত করেছে, মায়ের স্নেহডোরে বেঁধে তাঁর শৈশবস্মৃতি জাগ্রত করেছে। তাইতো ভালোবাসা প্রত্যাশী কবি এই নদের স্নেহধারায় মিশে ফিরে আসতে চান তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবির স্মৃতিকাতরতার মাধ্যমে আবহমান গ্রামবাংলার রূপ চিত্রিত হয়েছে। ঝাউগাছ, বনলতা, ঝাউয়ের শাখে বনলতা বেঁধে দোল খাওয়া প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকের কবি যেমন তাঁর গ্রামীণ আবহে কাটানো শৈশবের স্মৃতিকাতর তেমনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরভূমে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রথমাংশে বিধৃত কবিতাংশটি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার স্মৃতিকাতরতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কবি যেমন তাঁর গ্রামীণ আবহে কাটানো শৈশবের স্মৃতিকাতর তেমনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরভূমে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন।

ঘ "উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলসুর অভিন্ন।"–মন্তব্যটি পল্লি-প্রকৃতি ও জন্মভূমিপ্রীতির দিক থেকে যথার্থ।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির স্মৃতিকাতরতার আবরণে তার অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। শৈশবে কবি তার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। ফ্রান্সে বসবাসকালে এই স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেননি। দূর দেশে বসেও তিনি যেন স্বদেশের কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। অনেক নদী দেখেছেন, কিন্তু জন্মভূমির এই নদের মতো স্নেহাদর আর কোথাও পাননি, তাকে আর কোনো নদীই এতো মোহনীয় পরশ দিতে পারেনি।

উদ্দীপকেও পল্লিপ্রকৃতি ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দীপকে বর্ণিত কবির শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে, মনে পড়ে পল্লিজননীর স্নেহময় কোলের কথা। যেখানে ঝাউবনের শাখা আর বনলতা একত্রে দোল খায়। মনে পড়ে কুল খেতে গিয়ে কাঁটার আঘাত পাওয়ার কথা।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের সৌহার্দপূর্ণ স্নেহমায়াময় গ্রাম এবং 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় বর্ণিত স্নেহপূর্ণ গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নদীকেন্দ্রিক স্মৃতি স্বদেশপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে যে ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে তা যেন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতারই মূলসুর।

উত্তরের মূলকথা : স্মৃতিকাতরতার আবরণে অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলসুর অভিন্ন।

প্রশ্ন ▶ ০৬ কাল যে ছিল আজ সে নাই; আজও যে ছিল, তাহারও ঐ নশ্বর দেহটা ধীরে ধীরে ভস্মসাৎ হইতেছে, আর তাহাকে চেনাই যায় না, অথচ এই দেহটাকে আশ্রয় করিয়া কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ভয়, কত ভাবনাই না ছিল। কোথায় কোথায় গেল? এক নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইল? তবে তার দাম? মরিতেই বা কতক্ষণ লাগে?

ক. খেয়ানৌকাগুলো কোথায় এসে লেগেছে? ১
খ. "এশিরিয়া ধুলো আজ বেবিলন ছাই হয়ে আছে"– কেন? ২
গ. উদ্দীপকে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তার সাথে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পেয়েছে কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক খেয়ানৌকাগুলো চরের খুব কাছে এসে লেগেছে।

খ সভ্যতার নশ্বরতা বোঝাতে কবি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

সভ্যতা নশ্বর। মানুষের গড়া পৃথিবীর অনেক সভ্যতাই আজ বিলীন হয়ে গেছে। এশিরিয়া ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছু নয়; কিন্তু প্রকৃতি তার আপন রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল প্রাণময় ও জীবন্ত হয়ে থাকে। পৃথিবীর অফুরন্ত সৌন্দর্য কখনো শেষ হয় না। প্রশ্নাংশে কবি মানবসভ্যতার এ অনিবার্য বিবর্তনকে বুঝিয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : সভ্যতার নশ্বরতা বোঝাতে কবি উক্তিটি করেছেন।

গ উদ্দীপকে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তার সাথে 'সেই দিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্য হলো মানুষের মরণশীলতা ও সভ্যতার নশ্বরতা।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় বর্ণিত, মানুষের মৃত্যু আছে কিন্তু এ জগতের সৌন্দর্যের মৃত্যু নেই। কালের আবর্তনে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মানুষের তৈরি সভ্যতাও এক সময় বিলীন হয়ে যায়। যেভাবে এশিরিয়া ও বেবিলন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। আলোচ্য কবিতায় প্রকৃতির চিরন্তনতার পাশাপাশি ব্যক্তি মানুষ ও মানুষের তৈরি সভ্যতার নশ্বরতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে মানুষ ও মানুষের তৈরি সভ্যতার নশ্বরতার কথা বলা হয়েছে। মানুষ অমরণশীল নয়। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু আছে। মানুষ যেসব সভ্যতা গড়ে তুলে সেগুলোরও নশ্বরতা রয়েছে। মানুষের তৈরি বিখ্যাত সভ্যতাগুলো আজ বিলীন হয়ে গেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তার সাথে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্য হলো মানুষের মরণশীলতা ও সভ্যতার নশ্বরতা।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তার সাথে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্য হলো মানুষের মরণশীলতা ও সভ্যতার নশ্বরতা।

ঘ উদ্দীপকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়নি বলেই আমি মনে করি।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কবি প্রকৃতির চিরন্তন রীতিনীতি ও শাশ্বত রূপের কথা বলেছেন। এ বিষয়টির পাশাপাশি কবি ব্যক্তিমানুষের মরণশীলতা ও সভ্যতার নশ্বরতার দিকটি তুলে ধরেছেন। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হলেও মানুষের স্বপ্ন চিরকাল বেঁচে থাকে। প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের ওপর মানুষের মৃত্যুর কোনো প্রভাব পড়ে না। প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মেই সদা চলমান থাকে। তবে মানব সভ্যতা পৃথিবীতে অবিনশ্বর নয়। কালের আবর্তনে সভ্যতা এক সময় বিলীন হয়ে যায়।

উদ্দীপকে মানুষের নশ্বরতার দিকটি ফুটে উঠেছে। কারণ মানুষ কোনো অমরণশীল প্রাণী নয়। মানুষের মৃত্যু অবধারিত। মানুষের জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কাল যে ছিল আজ সে নেই কিংবা আজ যে আছে আগামী কাল সে হয়তো থাকবে না। এভাবেই মানুষ একদিন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। মানুষের ঐশ্বর্য-প্রভাব ও প্রতিপত্তি সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় মানুষের জীবন ও সভ্যতার নশ্বরতার দিকটি বর্ণিত হয়েছে। আর এ দিকটি উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে সজ্জাতিপূর্ণ। কিন্তু এ বিষয়টি ছাড়াও আলোচ্য কবিতায় প্রকৃতির চিরন্তনতা ও শাশ্বত রূপ চিত্রিত হয়েছে। যা উদ্দীপকের মধ্যে অনুপস্থিত। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতার সমগ্র ভাবকে ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। তাই আমি মনে করি উদ্দীপকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়নি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়নি বলেই আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **উদ্দীপক (i) :** আমরা নই-তো ভীরুর জাত
দেব নাকো হতে দেশ বেহাত
আজকে না যদি হানি আঘাত
দুষবে ভাবী সমাজ।

উদ্দীপক (ii) : এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ
তারপর হব ইতিহাস।

ক. কোন পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়? ১

খ. 'কবির বিরুদ্ধে কবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপক (i)এর বিষয়বস্তু 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার কোন দিককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক (ii)এর কবিতা এবং 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে কবিদ্বয়ের ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে।– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজউইক' পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।

খ 'কবির বিরুদ্ধে কবি' বলতে শুভ শক্তির বিরুদ্ধে অশুভ শক্তির উত্থানকে বোঝানো হয়েছে।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'– কবিতায় কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের মূল বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এই ভাষণেই তিনি পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের নিগড় থেকে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। তাঁর এই ভাষণের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সংগ্রামী চেতনা। বাঙালির শিকড় থেকে জেগে ওঠা এই সংগ্রামী নেতাকে কবি 'রাজনীতির কবি' বলেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর এদেশে অশুভ শক্তির উত্থান ঘটে। যে উত্থানে সব ইতিবাচক ভাবনা ও সৌন্দর্যকে সমাহিত করার প্রয়াস চলে। তাই শুভ চেতনার বিরুদ্ধে আজ অশুভ চেতনার উত্থানকে কবি 'কবির বিরুদ্ধে কবি' বলে প্রকাশ করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : 'কবির বিরুদ্ধে কবি' মানে শুভ শক্তির বিরুদ্ধে অশুভ শক্তির উত্থান। এখানে স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংস করার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রকে নির্দেশ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপক (i)এর বিষয়বস্তু 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় জনগণকে নিজেদের অধিকার আদায়ে স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করার দিকটি নির্দেশ করে।

স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেদিন লক্ষ জনতার সামনে পাকিস্তান স্বৈরশাসনের কবল থেকে এদেশ মুক্ত করতে এবং বাঙালিকে অধিকার আদায়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে, বাঙালি ভীতু বা ভীরুর জাত নয়। তারা অধিকার আদায়ে বদ্ধপরিকর। পাকবাহিনীর শোষণ অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে, বঞ্চিতরা তাদের অধিকার আদায়ে দুর্বার প্রতিবাদী। তারা যদি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে না পারে তবে তাদের ভাবী প্রজন্ম তাদের চিরদিন দোষারোপ করবে। আলোচ্য উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধু নির্যাতিত মানুষের অধিকার আদায়ের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপক এর বিষয়বস্তু 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় জনগণকে নিজেদের অধিকার আদায়ের দিকটিকে নির্দেশ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক এর বিষয়বস্তু 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় জনগণকে নিজেদের অধিকার আদায়ের দিকটিকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপক (ii)এর কবিতা এবং 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক চেতনায় একাত্ম করার বিষয়টি কবিদ্বয়ের ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বজ্রকণ্ঠে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের নিগড় থেকে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। বাঙালি জাতি এ সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে এনেছে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। কারণ বাঙালি বীরের জাতি। আর আগামী প্রজন্ম যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অগ্রসর হতে পারে সেজন্য তাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ করে দিতে হবে।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'– কবিতার মধ্য দিয়ে কবি আমাদের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতিকে একত্র করেছিল। জনসমুদ্রের জোয়ার জেগেছিল সেদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে। গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে মঞ্চে এলেন। শোনালেন বাঙালির আশার বাণী। কবি সেই স্মৃতিকে আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চেয়েছেন।

উদ্দীপকের কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর বসবাসযোগ্য আবাসভূমি প্রদানের কথা। এই বসবাসযোগ্য ভূমি তৈরি করতে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে সুন্দর আগামী দিনের কথা বলা হয়েছে। আর এজন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে আগামীর দেশগঠনে উদ্বুদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণার কথা বলা হয়েছে। 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার কবিও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জেনে চেতনাবোধে একাত্ম থাকার কথা বলেছেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপক (ii)এর কবিতা এবং 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক চেতনায় একাত্ম হওয়ার বিষয়টি কবিদ্বয়ের ভাবনায় প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (ii)এর কবিতা এবং 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক চেতনায় একাত্ম করার বিষয়টি কবিদ্বয়ের ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ মাগো ভাবনা কেন?
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে।
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি।
তোমার ভয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।

ক. চাচির মুখে কোন শব্দটি শুনে বুধা হোঁচট খায়? ১
খ. 'শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টি ওর দুই চোখ বেয়ে গড়াতে থাকে"– কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের শান্ত ছেলেদের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু থেকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক।"– মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাচির মুখে 'মুক্তি' শব্দটি শুনে বুধা হোঁচট খায়।

খ স্কুলের স্মৃতি মনে পড়ায় বুধা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, যা প্রশ্নোক্ত উক্তিতে ফুটে উঠেছে।

বুধা একদিন স্কুলঘরের পাশ দিয়ে মিলিটারি ক্যাম্পে পেয়ারা নিয়ে যায়। মা-বাবার মৃত্যুর পর তার স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলজীবনের নানা স্মৃতি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বুধা তখন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। তার চোখে পানি এসে যায়। যেন শ্রাবণ মাসের বৃষ্টির ধারার মতো অঝোরে তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

উত্তরের মূলকথা : স্কুলের স্মৃতি মনে পড়ায় বুধা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, যা প্রশ্নোক্ত উক্তিটি ফুটে উঠেছে।

গ উদ্দীপকের শান্ত ছেলেদের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের সন্তানদের ঝাঁপিয়ে পড়ার দিকটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। নির্বিচারে তারা মানুষকে হত্যা করেছিল। তাদের অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ বাংলার দামাল ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। জীবন বাজি রেখে তারা শত্রুর সাথে লড়াই করতে থাকে। দেশের মাটিকে শত্রুমুক্ত করতে তারা প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের বাংলা মায়ের ছেলেরা অত্যন্ত শান্ত ও শান্তিপ্রিয়। কিন্তু দেশের শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত প্রতিশোধপরায়ণ। শত্রু এলে তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে শত্রুর সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত। তারা মৃত্যুর ভয়ে ভীত নয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবে। তাদের সংগ্রামী চেতনার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া বাংলার বীর সন্তানদের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শান্ত ছেলেদের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মহান মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সন্তানদের ঝাঁপিয়ে পড়ার দিকটিই মূলত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শান্ত ছেলেদের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের সন্তানদের ঝাঁপিয়ে পড়ার দিকটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু থেকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক।"–মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কাহিনি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এটি একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর উপন্যাস। একজন কিশোর কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে তার নেপথ্যের কাহিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে চিত্রিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। তবে মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনার পাশাপাশি জীবনঘনিষ্ঠ আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। একটি সার্থক উপন্যাসে মূল কাহিনির পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরতে হয়। যার ইতিবাচক বিবরণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিদ্যমান।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে শত্রুর সাথে অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রতিবাদ করার কথা। তারা সাহসী ও শান্তিপ্রিয়। দেশকে তারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। তারা সামনে আগুয়ান, কোনো ভয় নেই, কোনো বাধাকে তারা তোয়াক্কা করে না। মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে তারা বদ্ধ পরিকর।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, উদ্দীপকে প্রতিবাদী চরিত্রের বিবরণ থাকলেও তা বর্ণিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। আর 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ বিশদ আকারে বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কিছুটা থাকলেও উভয়ের কাহিনির বিস্তৃতি এবং ঘটনার নানা অনুষঙ্গে পার্থক্য লক্ষণীয়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু থেকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত।

উত্তরের মূলকথা : ঘটনা ও কাহিনির দিক থেকে উদ্দীপকের বিষয়বস্তু থেকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এ দেশের সুবিধাবাদী কিছু মানুষ পাকবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে অত্যাচার চালায় নিজের ভাইয়ের ওপর। অথচ অনাথ কিশোরটিও সেদিন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য।

ক. বিনুর হাসিকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? ১
খ. 'আমরা তিনজন নই, একজন।'– বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত 'অনার্থ কিশোর' 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আলোকে উদ্দীপকে উল্লেখিত সুবিধাবাদী মানুষদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিনুর হাসিকে বিলের জলের ঢেউয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

খ পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে নিজেদের একতাবদ্ধ অবস্থার দিকটি বোঝানোর জন্য বুধাকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে পাকিস্তানি মিলিটারি বুধার গ্রামে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ডে ভীত হয়ে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। আর যারা এলাকায় থেকে যায়, তারা দিনে দিনে হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকে। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করলেও মনে মনে সবাই একই ধারণা পোষণ করতে থাকে। ফলে উপন্যাসের বুধা যখন দোকানে আলি ও মিঠুর সঙ্গে কথা বলে, তখন তাদের চিন্তাচেতনায় একই ভাবধারা প্রকাশ পায়। আর এই চেতনাগত ঐক্যবদ্ধের দিকটি বোঝানোর জন্যই বুধাকে বলা হয়েছে, 'আমরা তিন জন নই, একজন।'

উত্তরের মূলকথা : চেতনাগত ঐক্যবদ্ধতায় উক্তিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত 'অনাথ কিশোর' 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।
আমাদের স্বাধীনতা লক্ষপ্রাণের দান। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নেয়। বহু ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। যাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীনতা তারা আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব।
উদ্দীপকে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধে কিছু সুবিধাবাদী মানুষ পাকবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে নিজের ভাইয়ের ওপর অত্যাচার চালায়। ওদের অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য অনাথ কিশোরটি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কিশোর বুধাও খুবই সাহসী। বাবা-মা, ভাই-বোনদের হারিয়ে সে এতিম ও পরিজনহীন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সে গ্রামে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করে। রাজাকারদের ঘরে আগুন দেয়। মাইন পুঁতে মিলিটারিদের বাংকার উড়িয়ে দেয়। তার এই সাহসিকতা ও দেশপ্রেম উদ্দীপকের কিশোরের মাঝেও বিরাজমান। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লেখিত 'অনাথ কিশোর' 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের প্রতিরূপ।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে উল্লেখিত 'অনাথ কিশোর' 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের প্রতিরূপ।

ঘ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সি উদ্দীপকে বর্ণিত সুবিধাবাদী মানুষদের অন্তর্ভুক্ত।
মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির অহংকার। ১৯৭১ সালে দেশের প্রায় সর্বস্তরের জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতক দেশ ও জাতির সঙ্গে বেইমানি করে পাকিস্তানিদের সহায়তা করে। বাঙালির ইতিহাসে এরা ঘৃণিত ও নিন্দিত।
উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর অত্যাচারের চিত্র। এদেশের সাধারণ মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন চালালে এদেশের সুবিধাবাদী কিছু মানুষ পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করে। হানাদার বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের ভাইয়ের ওপর চালায় অত্যাচার। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সি তেমনি এক সুবিধাবাদী চরিত্র। সে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার স্বার্থ হাসিল করে নেয় এবং এলাকায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। আহাদ মুন্সিই উদ্দীপকের সুবিধাবাদী মানুষের প্রতিনিধি। এরাই ১৯৭১ সালে রাজাকার, আলবদর বাহিনী গঠন করে নিজ দেশের মানুষদের ওপর নির্যাতন চালায়।
তাই বলা যায় যে, 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সিই উদ্দীপকের সুবিধাবাদী মানুষদের প্রতিরূপ চরিত্র এবং সার্থক প্রতিনিধি।
উত্তরের মূলকথা : 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সিই উদ্দীপকের সুবিধাবাদী মানুষদের প্রতিরূপ চরিত্র এবং সার্থক প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ▶ ১০ ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী রোজিনা। তার দরিদ্র বাবা-মা তাকে বিয়ে দিতে চায়, একই গ্রামের পঞ্চাশোর্ধ্ব বিত্তবান রহিমুদ্দিনের সাথে। কিন্তু রোজিনার এককথা, সে মানুষের বাড়িতে কাজ করে হলেও পড়ালেখা করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে তবেই বিয়ে করবে। মেয়ের এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে বাবা-মা মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে।

ক. হাশেম আলি কীসের ব্যাবসা করতে চেয়েছিল? ১
খ. 'বহিপীর' কথ্যভাষায় কথা বলেন না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের রোজিনার বাবা-মায়ের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মায়ের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রোজিনাকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতিরূপ বলা যায় কি? তোমার মতামত যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাশেম আলি প্রেসের ব্যাবসা করতে চেয়েছিল।

খ ধর্মীয় গাম্ভীর্যপূর্ণ কথা বলার জন্য বহিপীর বইয়ের ভাষাকে উপযুক্ত মনে করেন বিধায় তিনি কথ্য ভাষায় কথা বলেন না।

পীর সাহেবের মতে, তার কাজ হলো খোদার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। অন্যদিকে, কথ্যভাষা তার কানে কটু লাগে এবং তিনি মনে করেন এতে কোনো পবিত্রতা নাই, গাম্ভীর্যতা নাই, যেটি বইয়ের ভাষায় রয়েছে। তাই বহিপীর গাম্ভীর্যপূর্ণ কথা বলতে উপযুক্ত বইয়ের ভাষাতে কথা বলেন।
উত্তরের মূলকথা : ধর্মীয় গাম্ভীর্যপূর্ণ কথা বলার জন্য বহিপীর বইয়ের ভাষাকে সঠিক মনে করার কারণে তিনি কথ্য ভাষায় কথা বলেন না।

গ উদ্দীপকের রোজিনার বাবা-মায়ের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মায়ের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো মেয়ের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব না দেওয়া।
'বহিপীর' নাটকে তাহেরা একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাহেরাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির ঘটনা প্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। তাহেরার আপন মা না থাকায় তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সৎমা তাকে এক বৃদ্ধ পিরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু সে এই অন্যায় বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। তার প্রতিবাদ সত্ত্বেও বাবা ও সৎমা তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়।
উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রোজিনার দরিদ্র মা-বাবা মেয়েকে গ্রামের পঞ্চাশোর্ধ্ব বিত্তবান রহিমুদ্দিনের সাথে বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু রোজিনা এ বিয়েতে রাজি না হয়ে নিজে আত্মনির্ভরশীল হয়ে তারপর বিয়ে করার কথা বলে। মেয়ের এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কারণে মা-বাবা এ বিয়ে থেকে সরে আসে। 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মা-বাবা এই দিক থেকে বিপরীত। তারা মেয়ের ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে বৃদ্ধ পিরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। আর উদ্দীপকের রোজিনার মা-বাবা মেয়ের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে মেয়েকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তাই বলা যায় যে, মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্দীপকের রোজিনার বাবা-মা মেয়ের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মা তাদের মেয়ের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেয়নি।
উত্তরের মূলকথা : মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্দীপকের রোজিনার বাবা-মা মেয়ের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মা তাদের মেয়ের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেয়নি।

ঘ উদ্দীপকের রোজিনাকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতিরূপ বলা যায়।

তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থানগত দুর্বলতার মধ্যে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা একটি শক্তিশালী চরিত্র। বাবা এবং সৎমায়ের চাপিয়ে দেওয়া অসম বিয়েকে ধিক্কার জানিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে নিজের গন্তব্যের খোঁজে। কূটকৌশলী বহিপীর তাহেরাকে ফিরিয়ে নিতে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিলেও তাহেরা শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থানে অনড় থাকে। তাহেরার সাহস ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা তাকে অনন্য করে তুলেছে। আত্মসচেতন তাহেরা যেন সমকালীন সমাজের জেগে ওঠা নারীর প্রতিচ্ছবি।

উদ্দীপকের রোজিনা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। দারিদ্র্যের কারণে তার বাবা-মা পঞ্চাশোর্ধ্ব বিত্তবান রহিমুদ্দিনের সাথে তাকে বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু রোজিনা এ বিয়েতে রাজি নয়। কারণ সে স্বাবলম্বী হতে চায়। নিজের যোগ্যতায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে, তবেই বিয়ে করতে চায়। রোজিনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে তার বাবা-মা বিয়ের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে।

উদ্দীপকের রোজিনা তাহেরার মতোই দৃঢ়চেতা এক নারী। উদ্দীপকের রোজিনা এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা সমাজের সেসব নারীর প্রতিচ্ছবি যারা তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। আলোচ্য নাটকের তাহেরা তার ইচ্ছা এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে পূর্ণভাবে সচেতন। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসম বিয়েতে বহিপীরকে সে কোনোভাবেই মেনে নেয় না। তার অটল ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানে বহিপীর। তেমনি স্বনির্ভর হতে চাওয়া উদ্দীপকের রোজিনার শক্তিশালী মনোভাবের কারণে তার বাবা-মা বিয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। তাই আমি মনে করি উদ্দীপকের রোজিনা যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতিরূপ।

উত্তরের মূলকথা : দৃঢ় মনোভাব ও প্রতিবাদী মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের রোজিনাকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতিরূপ বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১১ শামীম চৌধুরীর এক সময় বিশাল শান-শওকত ও প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল। ধনে-জনে পরিপূর্ণ ছিল চৌধুরী বাড়ি। কিন্তু অর্থ ও নীতি-নৈতিকতার যথার্থ ব্যবহারের অভাব ছিল। ফলে কালের পরিক্রমায় সবই শেষ হয়ে যায়। এখন শুধু চৌধুরী নামটাই অবশিষ্ট রয়েছে।

ক. 'বহিপীর' নাটকটি প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়? ১

খ. খোদেজা তাহেরাকে পিরের হাতে তুলে দিতে চায় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের শামীম চৌধুরী 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের সমগ্র ভাবকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বহিপীর' নাটকটি প্রথম ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

খ জমিদার পত্নী খোদেজা পিরের বদদোয়াকে ভয় পায় বলে খোদেজা তাহেরাকে পিরের হাতে তুলে দিতে চায়।

জমিদার পত্নী খোদেজা সহজ-সরল ও ধার্মিক। পিরের প্রতি তার অগাধ আস্থা ছিল। পির অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে খোদেজা বিশ্বাস করতেন। এমন অন্ধবিশ্বাসের কারণে পিরের বদদোয়ায় ক্ষতি হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। একারণে পিরের বদদোয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খোদেজা তাহেরাকে পিরের হাতে তুলে দিতে চায়।

উত্তরের মূলকথা : জমিদার পত্নী খোদেজা পিরের বদদোয়াকে ভয় পায় বলে খোদেজা তাহেরাকে পিরের হাতে তুলে দিতে চায়।

গ বহুদিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি হারানোর আশঙ্কার দিক থেকে উদ্দীপকের শামীম চৌধুরী 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বহিপীর' নাটকে হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ার কারণে তার জমিদারি নিলামে উঠেছে। জমিদারি রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করেও টাকা জোগাড় করতে ব্যর্থ হন তিনি। এতদিনের জমিদারি হারানোর কথা ভেবে তার পরিবারের সদস্যদের মন ভেঙে যায়। উদ্দীপকের শামীম চৌধুরীর পরিবারও একসময় বেশ প্রভাবশালী ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের দশা শ্রীহীন। সম্পদ বলতে তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই। শামীম চৌধুরীর মনে তাই জেঁকে বসে দুশ্চিন্তা। 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলির পরিবারকেও এমন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে দেখা যায়।

উত্তরের মূলকথা : বহুদিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি হারানোর আশঙ্কার দিক থেকে উদ্দীপকের শামীম চৌধুরী 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের সমগ্র ভাবকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।"– উক্তিটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকটি গড়ে উঠেছে বহিপীরকে কেন্দ্র করে। এ নাটকে বহিপীর স্বার্থান্ধ ও কূটকৌশলী চরিত্র। বৃদ্ধ বয়সে মুরিদের অল্পবয়সি কন্যা তাহেরাকে বিয়ে করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বিয়ের রাতে পালিয়ে গিয়ে জমিদার হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় নেয়। বহিপীর হাতেম আলিকে সাহায্যের বিনিময়ে তাহেরাকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত শামীম চৌধুরীর এক সময় প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ধন-সম্পদে পূর্ণ ছিল, কিন্তু কালের পরিক্রমায় সব শেষ হয়ে যায়। এখন শুধু চৌধুরী নামটিই অবশিষ্ট রয়েছে। 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। তার জমিদারি রক্ষা করার জন্য বন্ধুদের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে। উদ্দীপকের শামীম চৌধুরীরও ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে টান পড়েছে। এখন শুধু চৌধুরী নামটিই অবশিষ্ট আছে। এই দিকটি ছাড়া উদ্দীপকের সাথে আর কোনো মিল নেই।

'বহিপীর' নাটকের কাহিনি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। 'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের সাথে তাহেরার বিয়ে, জমিদারের বজরায় তাহেরা ও বহিপীরের আশ্রয়, হাতেম আলির জমিদারি নিলামে ওঠার বিষয়, হাশেম আলি তাহেরাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি নানা অনুষঙ্গ উদ্দীপকে অনুপস্থিত রয়েছে। তাই উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের সমগ্র ভাবকে ধারণ করতে পারেনি। একটি খণ্ডিত অংশকে ধারণ করেছে মাত্র।

উত্তরের মূলকথা : 'বহিপীর' নাটকের জমিদার হাতেম আলির ক্ষয়িষ্ণু জমিদারির দিকটির সাথে উদ্দীপকের শামীম চৌধুরীর মিলের বিষয়টি ছাড়া অবশিষ্ট ভাব উদ্দীপকটি ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 0 | 1 |

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **মঙ্গলবার্তা কার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়?**
ক মাছরাঙা খ হুতুমপেঁচা গ ডাহুক ঘ লক্ষ্মীপেঁচা

২. **বাড়ির পাশে নিমগাছ গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন কেন?**
ক যত্ন করতে হয় না খ পরিবেশবান্ধব
গ বেশ উপকারী ঘ ঔষধি গুণ আছে

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে গাঁয়ের ছেলেরা যুদ্ধে যোগ দেয়। তারা ভাবে দেশকে শত্রুমুক্ত করাই হলো এখন প্রধান কাজ।

৩. **উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র হলো–**
i. বুধা ii. আলি iii. মিঠু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. **উক্ত সাদৃশ্যের ভিত্তি কী?**
ক দুঃসাহস খ প্রতিবাদী মনোভাব
গ স্বদেশপ্রেম ঘ অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া

৫. **'বহিপীর' নাটকে কোন ঋতুর উল্লেখ আছে?**
ক হেমন্ত খ শীত
গ বসন্ত ঘ গ্রীষ্ম

৬. **'ফুরায়ে এসেছে তেল'– এখানে 'তেল' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?**
ক প্রদীপের জ্বালানি খ বিপদবার্তা
গ মৃত্যু আসন্ন ঘ ছেলের আয়ু

৭. **ঢাকার রিকশাওয়ালা কে?**
ক কেন্ট দাস খ মতলব মিয়া
গ রুস্তম শেখ ঘ সগীর আলী

৮. **'বহিপীর' নাটকের শেষ সংলাপটি কার?**
ক হাশেম খ বহিপীর
গ হাতেম আলি ঘ তাহেরা

৯. **তাহেরার চরিত্রে কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?**
ক সাহস খ সংকোচ
গ লজ্জা ঘ ভয়

১০. **'তাহলে শালা সোজা পথ দেখ'– এ কথায় কী প্রকাশ পেয়েছে?**
ক বিরক্তি খ ঘৃণা গ নিষ্ঠুরতা ঘ ধৃষ্টতা

১১. **'উচ্চশিক্ষিত তপু ছোটো পদে চাকরি করেও টাকা-পয়সার প্রতি তার লোভ নেই'– উদ্দীপকের তপুর মধ্যে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি উপস্থিত?**
ক আত্মসম্মান খ মূল্যবোধ গ জীবসত্তা ঘ সততা

১২. **'ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়' বলতে হরিহর বোঝাতে চেয়েছে–**
ক বামুনদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়
খ বামুনদের প্রতি খারাপ ধারণা তৈরি হয়
গ দরিদ্রতা ধরা পড়ে ঘ ব্যক্তিত্ব হালকা হয়ে যায়

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বড়ো ভাই সজীব ছোটো ভাই রাকিবকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এতে ক্ষিপ্ত না হয়ে বরং রাকিব বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার ভাইকে সঠিক বুঝ দান করো।

১৩. **উদ্দীপকের ঘটনা মহানবি (স.)-এর জীবনের কোন ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ?**
ক তায়েফবাসীর অত্যাচার খ মদীনাবাসীর অত্যাচার
গ কুরাইশদের অত্যাচার ঘ মক্কাবাসীর অত্যাচার

১৪. **রাকিবের মধ্যে মহানবি (স.)-এর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়–**
i. মহানুভবতা ii. উদারতা iii. সহিষ্ণুতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. **কোন ভাষা মানুষ সহজে বুঝতে পারে?**
ক বাংলা ভাষা খ আরবি ভাষা
গ দেশি ভাষা ঘ আঞ্চলিক ভাষা

১৬. **মমতাদি কয়টি লেবু কিনেছিল?**
ক একটি খ দুটি গ তিনটি ঘ চারটি

১৭. **'ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা কোনো কিছুই আদুভাইকে স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে না।'– আদুভাই ও রানার দুজনেই–**
i. দায়িত্বশীল ii. নিয়মানুবর্তী iii. কর্মঠ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. **রেসকোর্স ময়দান কোথায় অবস্থিত?**
ক মতিঝিল খ টঙ্গী
গ ধানমন্ডি ঘ রমনা

১৯. **বুধা স্কুলের স্মৃতি মনে করতে চায় না কেন?**
ক রাগে খ কষ্টে
গ লজ্জায় ঘ ভালো লাগে না

২০. **'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক কীসের সমালোচনা করেছেন?**
ক শিক্ষার্থীর খ শিক্ষকের
গ শিক্ষাব্যবস্থার ঘ সিলেবাসের

২১. **'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি কার পরিচয় দিয়েছেন?**
ক বাঙালি জাতিসত্তার খ সমগ্র বাঙালির
গ বাঙালি ইতিহাসের ঘ বাঙালির সাহসিকতার

২২. **'গৃহকর্মী লাভলী তারেককে ছোটো ভাইয়ের মতো ভালোবাসে।' লাভলীর সাথে কার সাদৃশ্য রয়েছে?**
ক দুর্গার খ মমতাদির
গ ফুলকলির ঘ রানির

২৩. **রানারের দুঃখ কে জানবে?**
ক আকাশের তারা খ রাত্রি
গ জোনাকিরা ঘ আকাশের তৃণ
[বি. দ্র. সঠিক উত্তর : পথের তৃণ।]

২৪. **লেখক জাহানারা ইমামের গ্রামের নাম কী?**
ক সুন্দরপুর খ চণ্ডীপুর
গ রসুলপুর ঘ রেশমপুর

২৫. **বাণীকণ্ঠ দুইবেলাই কী খেত?**
ক শাকভাত খ ডালভাত
গ মাছভাত ঘ গোশতভাত

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যারা
দুর্জয়ে করে জয়
তাহাদের পরিচয় লিখে রাখে মহাকাল।

২৬. **উদ্দীপকটি কোন কবিতার ভাবকে ইঙ্গিত করেছে?**
ক রানার খ আমার পরিচয়
গ সেইদিন এই মাঠ ঘ জীবন-সঙ্গীত

২৭. **উদ্দীপকটি উক্ত কবিতার যে ভাবটি ইঙ্গিত করেছে?**
i. জীবন-সংগ্রামে ব্রতী হওয়া ii. মহৎ ব্যক্তিদের অনুসরণ করা
iii. আত্মস্বার্থে নিমগ্ন থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. **লেখকের মতে আবদুর রহমান কয়জনের খাবার রান্না করেছিল?**
ক তিন খ চার
গ পাঁচ ঘ ছয়

২৯. **'আর কি হে হবে দেখা?'– এখানে কবির মনের কী অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে?**
ক সংশয় খ আক্ষেপ
গ সন্দেহ ঘ বেদনা

৩০. **বিশ্বসাহিত্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কোনটি?**
ক কবিতা খ নাটক
গ উপন্যাস ঘ প্রবন্ধ

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 0 1

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** ও ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি**সহ মোট **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। আনোয়ার সাহেব অত্যন্ত সৎ ও বিচক্ষণ মানুষ হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। তিনি তার কর্মস্থলে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এ বিষয়টিকেই কিছু সহকর্মী বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং সুযোগ পেলেই তারা তাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করে। আনোয়ার সাহেব সব বুঝতে পারলেও তাঁর অবস্থান থেকে সরে পড়েননি বরং সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

ক. ‘তায়েফ’ কোথায় অবস্থিত? ১

খ. ‘মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ’– কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সহকর্মীদের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ‘মানুষ মুহম্মদ (স.)’ প্রবন্ধের কোন দিকটিকে আলোকপাত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আনোয়ার সাহেবের মাঝে যে গুণাবলি পরিলক্ষিত হয় তা ‘মানুষ মুহম্মদ (স.)’ প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২। শীতকালীন অবকাশে সেনাজ তার বাবা-মায়ের সাথে শেরপুরে বেড়াতে যায়। সেখানকার সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি আর গারো পাহাড়ের সৌন্দর্যে সে বিমোহিত হয়। এই এলাকার বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাবলি সবাই মিলে উপভোগ করে এবং গারো আদিবাসীদের সুন্দর ব্যবহারে অভিভূত হয়।

ক. ‘ওরভোয়া’ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আবদুর রহমানকে নরদানব বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সেনাজের দেখা সৌন্দর্য ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির কোন দিকটির প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশ মাত্র।”– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। প্রতিভা বিকাশ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে মত বিনিময় সভায় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অন্যান্য জীবনমুখী বই-পুস্তক পড়ার প্রতি উৎসাহিত করেন। তিনি আরও বলেন, সাহিত্য মানুষের মনকে সুন্দর করে। আর সুন্দর মনের মানুষেরা জ্ঞানী হয়। ১০ম শ্রেণির ছাত্রী মাইশা তার মায়ের কাছে প্রধান শিক্ষকের উপদেশবাণীর কথা বললে, মা ধমক দিয়ে বলেন, আগে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করো। তারপর অন্যান্য বই-পুস্তক পড়ার চিন্তা করো।

ক. দর্শনের চর্চা কোথায় হয়? ১

খ. “সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত”– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মাইশার মায়ের কোন দিকটি ‘বই পড়া’ প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক যেন ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের লেখকের সার্থক প্রতিনিধি।”– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। যমজ দুই ভাই শিমুল ও পলাশ। তারা দুজনেই দশম শ্রেণির ছাত্র। শিমুল শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে ইন্টারনেটে ব্যবসায় যোগ দিতে আগ্রহী। তার মতে, বর্তমান বিশ্বে এই বিষয়টি সবচেয়ে বেশি লাভজনক মাধ্যম। অপরদিকে, পলাশ উচ্চশিক্ষা অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় আগ্রহী। সে মনে করে, জ্ঞানলাভ শুধু উপার্জনের মাধ্যম হলেও বিবেকের পরিপূর্ণতার জন্য নিজেকে যাচাই করা অপরিহার্য।

ক. শিক্ষার আসল কাজ কী? ১

খ. অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি– কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের শিমুলের মানসিকতায় ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতীয়মান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “পলাশের মনোভাবটি ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের মূলসুরেরই বহিঃপ্রকাশ।”– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। নবম শ্রেণির ছাত্র সজলের প্রচণ্ড আগ্রহ ছবি আঁকার প্রতি। হঠাৎ এক রাত্রিতে তার সারা শরীরে ব্যথা ও জ্বর বাড়তে থাকে। বাবা-মা তাকে নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রিপোর্ট আসে তার দুটো কিডনিই বিকল হয়ে গেছে। বাবা-মাকে পাশে পেয়ে সজল জিজ্ঞাসা করে, বাবা আমি কি এখন ছবি আঁকতে পারব না? বাবা-মা দুজনেই ছেলেকে সান্ত্বনা দেন আর সৃষ্টিকর্তার কাছে দুই হাত তুলে ছেলের জন্য দোয়া করতে থাকেন।

ক. ‘পল্লিজননী’ কবিতায় অকল্যাণের সুর বলা হয়েছে কাকে? ১

খ. ‘পল্লিজননী’ কবিতায় ‘মুসলমানের আড়ং দেখিতে নাই’– এই চরণ দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সজলের সাথে ‘পল্লিজননী’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটির ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সজলের বাবা-মায়ের প্রার্থনা ‘পল্লিজননী’ কবিতার মূলসুরকে স্পর্শ করে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৬। সাইমন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অনুরক্ত। এ ভাষা নিয়ে তার গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু তারই সহপাঠী সিয়াম ইংরেজিকে অধিক গুরুত্ব দেয়। তার মতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের জুড়ি মেলা ভার। বাংলা নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই।

ক. 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কোন শতকে রচিত? ১

খ. 'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী'– বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের সিয়ামের মধ্যে 'বঙ্গবাণী' কবিতায় প্রকাশিত দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "সাইমনের মানসিকতায় 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবির সুর ধ্বনিত হয়েছে"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। **অংশ–১ :** যদি তুমি ভয় পাও, তবে তুমি শেষ
আর যদি তুমি রুখে দাঁড়াও
তবে তুমি বাংলাদেশ।

অংশ–২ : প্রাণ-স্পন্দনে লক্ষ তরুর করে
জীবন-প্রবাহ সঞ্চারি মর্মরে
বক্ষে জাগায়ে আগামী দিনের আশা
আমার দেশের একটি মধুর, মধুর আমার ভাষা।

ক. চর্যাপদ কী? ১

খ. "আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্র কণ্ঠ থেকে"– চরণটি দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অংশ-১এর সাথে 'আমার পরিচয়' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অংশ-২ 'আমার পরিচয়' কবিতার মূলভাব প্রকাশে সক্ষম কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। বরিশালে নানা বাড়ি বেড়াতে যাবার সময় লঞ্চ ডুবিতে সিরাজের মা-বাবা, ভাই-বোন মারা যায়। সিরাজ অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারপাশের জগৎ তার কাছে শূন্য মনে হয়। এখন সে এক ছন্নছাড়া মানুষ।

ক. "আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব।" উক্তিটি কার? ১

খ. "মনে হয়, এই বুঝি দেশটা স্বাধীন হলো।" বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের সিরাজের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সমগ্র ভাব ধারণ করেনি"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। সবুজ মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে আনন্দের সাথেই বেড়ে উঠছিল। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর দোসর রমজান আলীর সহযোগিতায় মা-বাবা আর ভাই-বোনকে হানাদার বাহিনী মেরে ফেললেও কাকতালীয়ভাবে বেঁচে যায় সে। পাকিস্তানিদের প্রতি চরম ঘৃণা আর স্বজন হারানোর বেদনায় সবুজ চলে যায় যুদ্ধের ময়দানে।

ক. মধু কীভাবে নিহত হয়েছে? ১

খ. বুধা মাটিকাটা দলে যোগ দিয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের রমজান আলীর সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তার বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের সবুজ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মনোভাব এক ও অভিন্ন"– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। স্বামীহারা জাহিদা দুটি কন্যাসন্তানকে নিয়ে ঢাকার বস্তিতে বাস করে। সে গার্মেন্টসে পোশাক কর্মীর কাজ করে। বড়ো মেয়ে আফরোজা নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। প্রতিবেশী রাহেলা জাহিদাকে তাড়াতাড়ি মেয়ে বিয়ে দিয়ে বোঝা কমাতে বলে। এ বিষয়ে জাহিদা কান না দিয়ে আফরোজাকে আরও পড়াশোনার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে থাকে। রাহেলার মোটেও এ বিষয়টি পছন্দ লাগে না।

ক. বহিপীরের বাড়ি কোথায়? ১

খ. হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠেছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আফরোজার সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রটির বৈসাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা উদ্দীপকের জাহিদার মতো হলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত।"– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১১। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে মাজেদা স্থানীয় কলেজে এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থী। ঘরে সৎমা তার বাবাকে শুধু বিয়ের জন্য ঘটক ডাকার চাপ দেয়। মাজেদা লেখা-পড়া করে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। এ অবস্থায় সে গ্রামের সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা নিটোলের সহযোগিতায় বাবা-মাকে বিয়ে থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

ক. বহিপীর কোন ভাষায় কথা বলে? ১

খ. 'খোদা ইচ্ছা করিলে পড়ন্ত ঘরও ঠ্যাকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা যায়'– বহিপীরের এই উক্তিতে কী মনোভাব ফুটে উঠেছে? ২

গ. উদ্দীপকের নিটোলের সাথে 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মাজেদা 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার চেয়ে অধিকতর আধুনিক।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ঘ	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	ক	৬	ঘ	৭	গ	৮	খ	৯	ক	১০	খ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	গ	২১	ক	২২	খ	২৩	*	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ আনোয়ার সাহেব অত্যন্ত সৎ ও বিচক্ষণ মানুষ হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। তিনি তার কর্মস্থলে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এ বিষয়টিকেই কিছু সহকর্মী বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং সুযোগ পেলেই তারা তাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করে। আনোয়ার সাহেব সব বুঝতে পারলেও তাঁর অবস্থান থেকে সরে পড়েননি বরং সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

ক. 'তায়েফ' কোথায় অবস্থিত? ১

খ. 'মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ'– কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সহকর্মীদের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে আলোকপাত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আনোয়ার সাহেবের মাঝে যে গুণাবলি পরিলক্ষিত হয় তা 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'তায়েফ' সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত।

খ অনন্য মানবিক গুণাবলির জন্য হজরত মুহম্মদ (স.) মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ।

হজরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল এবং নিরহংকার চরিত্রের অধিকারী। অত্যাচারীকে তিনি কখনো অভিশাপ দেননি। বংশগৌরব এক মুহূর্তের জন্যও তার মাঝে স্থান পায়নি। উদারতার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সত্য সাধনায় তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল; অথচ করুণায় ছিলেন কুসুমকোমল। এককথায় বলা যায়, ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, সাহস, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক সৌন্দর্য এসব মানবিক দিকের সমাহার মানুষের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই তিনি মানুষের একজন হয়েও দুর্লভ।

উত্তরের মূলকথা : অনন্য মানবিক গুণাবলির জন্য হজরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন দুর্লভ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সহকর্মীদের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের নবিজির সত্যের জন্য অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করার দিকটিকে আলোকপাত করে।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে বর্ণিত মুহম্মদ (স.) তায়েফে ও মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হন। তায়েফ ও মক্কাবাসীরা তাকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে। পাথরের আঘাতে তাকে রক্তাক্ত করা হয়। পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখা হয়। সারাজীবন তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য নিজে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, গর্ব, অহংকার ইত্যাদি কখনোই তার চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে পারেনি। তিনি ইসলামের ঝান্ডা হাতে নিয়েছিলেন। তিনি সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। যে কারণে তিনি অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন বারবার।

উদ্দীপকের আনোয়ার সাহেবের সহকর্মীরা তার প্রতি বিরূপ আচরণ করে। কারণ অফিসে তিনি সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। কাজে অবহেলা করেন না। অফিসে তিনি বিচক্ষণ মানুষ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। কিন্তু এমন সত্যাশ্রয়ী মানুষটিকে তার সহকর্মীরা দেখতে পারে না। নানাভাবে কটাক্ষ করে। বিরূপ মন্তব্য করে। সুযোগ পেলেই তারা তাকে অপমান অপদস্ত করার চেষ্টা করে। সহকর্মীদের এমন নেতিবাচক আচরণের সাথে নবিজি (স.)-এর ওপর কাফেরদের অত্যাচার-নির্যাতনের বিষয়টির মিল রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে উল্লিখিত সহকর্মীদের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের নবিজির সত্যের জন্য অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করার দিকটিকে আলোকপাত করে।

ঘ উদ্দীপকের আনোয়ার সাহেবের মাঝে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের ক্ষমা, সততা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণ পরিলক্ষিত হয়।

মহানবি হজরত মুহম্মদ (স.) বিপুল ঐশ্বর্য, সক্ষমতা ও মানুষের অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মধ্যে থেকেই একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করেন। ক্ষমা ও মহত্ত্ব, প্রেম ও দয়া তার অজস্র চারিত্রিক গুণের মধ্যে অন্যতম।

উদ্দীপকের আনোয়ার সাহেব একজন নীতিবান মানুষ। তাকে সচ্চরিত্রবান বলা যায়। শুধু তাই নয়, তার মাঝে ক্ষমার আদর্শও বিদ্যমান। কেননা তিনি সহকর্মীদের খারাপ আচরণে ব্যথিত হয়েছেন কিন্তু তিনি তাদের গালমন্দ করেননি। তিনি নিজেও সত্যের পথে অটল থেকেছেন। তিনি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। তার বিপথগামী সহকর্মীরা যাতে ন্যায়-অন্যায় বুঝে কাজকর্ম করে।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক নবিজির মানবিক গুণাবলির বিশ্লেষণ করেছেন। ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সাহস, শৌর্য, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সমদর্শন চরিত্র সৌন্দর্যের সবদিক তার মাঝে বিদ্যমান ছিল। ইসলাম প্রচারে শত্রুর অত্যাচারে তিনি জর্জরিত হয়েছিলেন, প্রস্তরাঘাতে তিনি আহত হয়েছিলেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বারবার তিনি উপহাসিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাদের অভিশাপ না দিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। উদ্দীপকের আনোয়ার সাহেবের চরিত্রেও ক্ষমার মহানুভবতা পরিলক্ষিত হয়। তিনিও সত্যে অটল ও নির্ভীক ছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আনোয়ার সাহেবের মাঝে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের ক্ষমা, সততা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণ পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ০২ শীতকালীন অবকাশে সেনাজ তার বাবা-মায়ের সাথে শেরপুরে বেড়াতে যায়। সেখানকার সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি আর গারো পাহাড়ের সৌন্দর্যে সে বিমোহিত হয়। এই এলাকার বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাবলি সবাই মিলে উপভোগ করে এবং গারো আদিবাসীদের সুন্দর ব্যবহারে অভিভূত হয়।

ক. ‘ওরভোয়া’ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আবদুর রহমানকে নরদানব বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সেনাজের দেখা সৌন্দর্য ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির কোন দিকটির প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশ মাত্র।”− মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘ওরভোয়া’ শব্দের অর্থ আবার দেখা হবে।

খ আবদুর রহমানের শারীরিক গঠনের কারণে তাকে নরদানব বলা হয়েছে।

‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনিতে উল্লেখিত আবদুর রহমান উচ্চতায় ছয় ফুট চার ইঞ্চি। হাত দুটি হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। যেমন চওড়া তার কাঁধ, তেমনি চওড়া তার মুখ। এবড়োখেবড়ো নাক-কপাল নেই। আবদুর রহমানের এমন শারীরিক গঠন দেখে লেখক তাকে নরদানব বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : আবদুর রহমানের অস্বাভাবিক শারীরিক গঠনের জন্য লেখক তাকে নরদানব বলেছেন।

গ উদ্দীপকের সেনাজের দেখা সৌন্দর্য ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগের দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে।

‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনিতে লেখকের প্রবাস জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সেবক আবদুর রহমানের চারিত্রিক সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। ভিন্ন দেশের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে লেখকের ভ্রমণ সার্থক হয়েছে। আফগানিস্তানের প্রস্তরভূমি ও বরফশীতল জলবায়ু তার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সেনাজ শীতকালে শেরপুরে বেড়াতে যায়। সেখানে যেমন আছে সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি তেমনি আছে গারো পাহাড়। এগুলোর রয়েছে অনাবিল সৌন্দর্য। যা সে বিমুগ্ধ চিত্তে উপভোগ করে। এই এলাকার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাবলি তাকে ও তার বাবা-মাকে বিমোহিত করে। শুধু তাই নয়, গারো আদিবাসীদের সুন্দর ব্যবহারে সে অভিভূত হয়। আবদুর রহমান কর্তৃক লেখক যেমন আপ্যায়িত ও খুশি হয়েছিলেন তেমনি উদ্দীপকের সেনাজ শেরপুরে বেড়াতে গিয়ে মুগ্ধ হয়েছিল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সেনাজের দেখা সৌন্দর্য ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির আফগানিস্তানে লেখকের মনোমুগ্ধকর ভ্রমণের সৌন্দর্য উপভোগ, সরল আতিথেয়তা ইত্যাদি দিকের প্রতিফলন ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সেনাজের দেখা সৌন্দর্য ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগের দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে।

ঘ “উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশ মাত্র।”− মন্তব্যটি যথার্থ।

‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনিতে অতিথিপরায়ণতার সঙ্গে আফগানিস্তানের প্রকৃতি-পরিবেশের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিদেশি অতিথির প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে সে রীতিও এখানে বিধৃত হয়েছে। এছাড়া আবদুর রহমানের নম্রতা, সরলতা, দেশপ্রেম ও কর্মস্পৃহা এ কাহিনিটিকে একটি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

উদ্দীপকে একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, সেনাজ শীতকালীন অবকাশ পায়। এ সময় সে বাবা-মায়ের সাথে শেরপুরে বেড়াতে যায়। এখানে সে সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি আর গারো পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয়। গারো আদিবাসীদের সুন্দর ব্যবহারে সে অভিভূত হয়। সেখানকার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি দেখে তার চোখ জুড়ায়। আফগানিস্তানেও এমন দৃশ্যাবলি বিদ্যমান।

‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির বিষয়বস্তু উদ্দীকের তুলনায় ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানে লেখক বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে সেই দেশের মানুষের আচার-ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন। যা উদ্দীপকে উল্লেখ নেই। বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল ভ্রমণের মাধ্যমে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়। যা উদ্দীপকে এবং আলোচ্য ভ্রমণ কাহিনিতে লক্ষণীয়। এ কাহিনিতে আফগানিস্তানের ভূমি, আবহাওয়া, পানশির পরিবেশ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। যা উদ্দীপকে বর্ণিত হয়নি। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু আলোচ্য ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশ মাত্র, পুরোপুরি নয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশকে ধারণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ প্রতিভা বিকাশ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে মত বিনিময় সভায় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অন্যান্য জীবনমুখী বই-পুস্তক পড়ার প্রতি উৎসাহিত করেন। তিনি আরও বলেন, সাহিত্য মানুষের মনকে সুন্দর করে। আর সুন্দর মনের মানুষেরা জ্ঞানী হয়। ১০ম শ্রেণির ছাত্রী মাইশা তার মায়ের কাছে প্রধান শিক্ষকের উপদেশবাণীর কথা বললে, মা ধমক দিয়ে বলেন, আগে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করো। তারপর অন্যান্য বই-পুস্তক পড়ার চিন্তা করো।

ক. দর্শনের চর্চা কোথায় হয়? ১

খ. “সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত”− ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মাইশার মায়ের কোন দিকটি ‘বই পড়া’ প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক যেন ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের লেখকের সার্থক প্রতিনিধি।”− মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক দর্শনের চর্চা গুহায় হয়।

খ 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সেজন্য সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।
যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসার দরকার। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার জানার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারেন-এর বেশি কিছু নয়। শিক্ষার্জন নিজের ব্যাপার। এটা নিজস্ব চর্চা ও অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করে নিতে হয়। তাই সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।
উত্তরের মূলকথা : নিজস্ব চর্চা ও অভ্যাসের মাধ্যমে শিক্ষিত হতে হয় বলেই সুশিক্ষিত লোকমাত্র স্বশিক্ষিত।

গ উদ্দীপকের মাইশার মায়ের সাহিত্যচর্চার প্রতি আমাদের অনাগ্রহের দিকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে।
'বই পড়া' প্রবন্ধে সাহিত্যচর্চার প্রতি আমাদের সমাজের অনাগ্রহের প্রবণতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নগদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় আমাদের শিক্ষিত সমাজ সাহিত্যরস আস্বাদনে অনাগ্রহী। যার ফলে শিক্ষিত হলেও মনের দিক থেকে আমরা পিছিয়ে আছি। আর একটা বিষয় হলো নির্দিষ্ট সিলেবাসের বই পড়লেই হবে। অন্য বই পড়ার দরকার নেই। এমন ধারণাও বদ্ধমূল হয়ে আছে।
উদ্দীপকের মাইশার মা একজন ক্ষুদ্রমনা নারী। তিনি কেবল পরীক্ষায় ভালো ফলাফল চান। অন্য বই এখন পড়ার দরকার নেই। সাফ জানিয়ে দেন মেয়ে মাইশাকে। ভালো মানের বই পড়লে জ্ঞানার্জন হয়, অন্য সহায়ক বইও পড়া দরকার। যে বইগুলো জীবনমুখী সেগুলোও পড়া দরকার–একথা তার মা মেনে নিতে চান না। মাইশার মতো আমাদের দেশে বহু মানুষ আছে যারা নির্দিষ্ট কিছু পাঠ মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করার প্রতি মনোযোগী বেশি। এটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটা বড়ো ত্রুটি। যার ফলে কর্মজীবনে তারা আশানুরূপ ফল অর্জন করতে পারে না। এভাবে উদ্দীপকের মাইশার মায়ের বই পড়ার অনাগ্রহের দিকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধেও যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মাইশার মায়ের সাহিত্যচর্চার প্রতি আমাদের অনাগ্রহের দিকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের সার্থক প্রতিনিধি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।
'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক বলেছেন, মনের প্রসার ঘটানোর জন্য আমাদের পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই প্রচুর ভালো মানের বই পড়তে হবে। বই পড়ে কেউ দেউলিয়া হয়ে যায় না। বই হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার।
উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় করেছেন। তিনি বই পড়ার প্রতি ঘোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য জীবনমুখী বই-পুস্তক পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। তার এ মতের যথার্থ মূল্য দেওয়া উচিত। বই কেবল শখের বশে পড়া ঠিক নয়। জ্ঞানার্জনের জন্য বেশি বেশি বই পড়া উচিত। ছাত্রদের অধিক জ্ঞানার্জনে অভিভাবকদের সহায়তা প্রয়োজন। সবাইকে মাইশার মায়ের মতো হওয়া উচিত নয়।
'বই পড়া' প্রবন্ধে বর্ণিত আর্থিক কিংবা মানসিক যেকোনো উন্নতির জন্য জ্ঞান লাভ জরুরি। আর জ্ঞান লাভের জন্য বই পড়তে হবে। স্কুল-কলেজে যে বিদ্যা গেলানো হয় তা দিয়ে জীবনকে মহৎ ও সুন্দর করা তো যায়ই না, নিছক সাংসারিক উন্নতিও তা দিয়ে সম্ভব নয়। বই সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও জ্ঞান বিতরণের একমাত্র উপায় লাইব্রেরি গড়ে তোলা। এখানে বিচিত্র বইয়ের সমাহার থাকে। এখানে গিয়ে বেশি বই পড়া যায়। এখানে স্কুল-কলেজের বই ছাড়াও অন্যান্য বইও প্রচুর আছে। এসব বই পড়ে জীবনমুখী শিক্ষা অর্জন করা যায়। উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষকও অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেন। তাই উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষককে 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের সার্থক একজন প্রতিনিধি বলা যায়।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের একজন সার্থক প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ▶ ০৪ যমজ দুই ভাই শিমুল ও পলাশ। তারা দুজনেই দশম শ্রেণির ছাত্র। শিমুল শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে ইন্টারনেট ব্যবসায় যোগ দিতে আগ্রহী। তার মতে, বর্তমান বিশ্বে এই বিষয়টি সবচেয়ে বেশি লাভজনক মাধ্যম। অপরদিকে, পলাশ উচ্চশিক্ষা অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় আগ্রহী। সে মনে করে, জ্ঞানলাভ শুধু উপার্জনের মাধ্যম হলেও বিবেকের পরিপূর্ণতার জন্য নিজেকে যাচাই করা অপরিহার্য।

ক.	শিক্ষার আসল কাজ কী?	১
খ.	অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি– কেন? ব্যাখ্যা করো।	২
গ.	উদ্দীপকের শিমুলের মানসিকতায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতীয়মান? ব্যাখ্যা করো।	৩
ঘ.	"পলাশের মনোভাবটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূলসুরেরই বহিঃপ্রকাশ।"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।	৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি।

খ জীবনধারণের জন্য অর্থের প্রাচুর্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই প্রাবন্ধিক আলোচ্য মন্তব্য করেছেন।
প্রাবন্ধিকের পর্যবেক্ষণ অনুসারে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছি তা সঠিক নয়। ভুল শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে আমাদের জীবনের নিচের তলা তথা জীবসত্তা এতটাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে যে, আমরা তা থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। ফলে অর্থসাধনা আমাদের জীবনসাধনাতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ কারণে সকলেই অর্থ চিন্তার গণ্ডিতে বন্দি হয়ে আছে।
উত্তরের মূলকথা : অর্থ উপার্জনের সাধনা জীবন সাধনাতে রূপান্তর হওয়ায় সকল মানুষ অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি হয়ে আছে।

গ উদ্দীপকের শিমুলের মানসিকতায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার প্রয়োজনের তথা জীবসত্তার দিকটি প্রতীয়মান হয়।
'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে একটি জীবসত্তা অন্যটি মানবসত্তা। তার মতে, মানুষ জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতেই অধিক মনোযোগী। তার জন্য মানুষ সারাক্ষণ অর্থচিন্তায় নিমগ্ন থাকে। তারা যেন অর্থের নিগড়ে বন্দি হয়ে পড়ে। অর্থসাধনাই তার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে কারণে শিক্ষা তার জীবনে সোনা ফলাতে পারে না। মানবসত্তায় তাদের উত্তরণ সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকের শিমুল শিক্ষা অর্জন করেছে। এখন সে ইন্টারনেট ব্যবসায় যোগ দিতে আগ্রহী। সে যেন অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি হয়ে পড়ছে। সে একটি লাভজনক ব্যবসায় জড়িত হতে চায়। এ ব্যবসায়টি বর্তমান বিশ্বে অধিক লাভজনক। শিক্ষা এখন তার কাছে গৌণ হয়ে পড়েছে। আর্থিক ভাবনাই তার মুখ্য বিষয়। জীবনে অর্থের দরকার আছে; কিন্তু অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়ো–এ বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। যা শিমুলের মানসিকতায় নেই। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের শিমুলের মধ্যে আলোচ্য প্রবন্ধের জীবসত্তার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শিমুলের মানসিকতায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার প্রয়োজনের তথা জীবসত্তার দিকটি প্রতীয়মান হয়।

ঘ "পলাশের মনোভাবটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূলসুরেরই বহিঃপ্রকাশ।"– উক্তিটি যথার্থ।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে মানবজীবন সম্পর্কিত দর্শন বিধৃত হয়েছে। এখানে মানবজীবনের দুটি সত্তার কথা বলা হয়েছে এবং এ দুটি সত্তাই সমান প্রয়োজনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক।

উদ্দীপকে পলাশের মনোভাবটি প্রশংসনীয়। কারণ সে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে চায়। সে মনে করে জ্ঞানলাভ শুধু উপার্জনের মাধ্যম হলেও বিবেকের পূর্ণতার জন্য সে নিজেকে যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। তার জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পেরেছে। সে অন্ন বা অর্থ নিগড়ে বন্দি থাকেনি। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকের মানসিকতাও অনুরূপ।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, জীবসত্তা মানুষকে জীবনধারণ করতে সহায়তা করে। আর মানবসত্তা জীবনকে উপভোগ ও আনন্দময় করে, মানবিক করে। এই মানবিক দিকটি প্রতীয়মান হয় পলাশের মনোভাবে। কারণ মানবসত্তা পলাশের মতো মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর কিছু করার তাগিদ দেয়। তার মতো লোকদের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হয়। শিক্ষার প্রধান ভূমিকাই হলো মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা। যা পলাশের মনোভাবে লক্ষণীয় এবং সেটা প্রাবন্ধিকও চেয়েছেন। তাই যথার্থই বলা যায়, পলাশের মনোভাবটি আলোচ্য প্রবন্ধের মূলসুরের বহিঃপ্রকাশ।

উত্তরের মূলকথা : পলাশের মনোভাবে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূলসুরেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ নবম শ্রেণির ছাত্র সজলের প্রচণ্ড আগ্রহ ছবি আঁকার প্রতি। হঠাৎ এক রাত্রিতে তার সারা শরীরে ব্যথা ও জ্বর বাড়তে থাকে। বাবা-মা তাকে নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রিপোর্ট আসে তার দুটো কিডনিই বিকল হয়ে গেছে। বাবা-মাকে পাশে পেয়ে সজল জিজ্ঞাসা করে, বাবা আমি কি এখন ছবি আঁকতে পারব না? বাবা-মা দুজনেই ছেলেকে সান্ত্বনা দেন আর সৃষ্টিকর্তার কাছে দুই হাত তুলে ছেলের জন্য দোয়া করতে থাকেন।

ক. 'পল্লিজননী' কবিতায় অকল্যাণের সুর বলা হয়েছে কাকে? ১
খ. 'পল্লিজননী' কবিতায় 'মুসলমানের আড়ং দেখিতে নাই'– এই চরণ দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সজলের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটির ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সজলের বাবা-মায়ের প্রার্থনা 'পল্লিজননী' কবিতার মূলসুরকে স্পর্শ করে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

<u>৫নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক 'পল্লিজননী' কবিতায় হুতুমের ডাককে অকল্যাণের সুর বলা হয়েছে।

খ 'মুসলমানের আড়ং দেখিতে নাই।'– চরণটি দ্বারা ছেলের আবদার রক্ষা করতে না পারায় মায়ের ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে।

বাঙালি মুসলমান পরিবারে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন বিদ্যমান। সেটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নিজের অভাবের বিষয়টি মা এড়িয়ে গেছেন। কারণ অভাবের সংসারে মা ছেলের ছোটো ছোটো আবদারও রক্ষা করতে পারেননি। একবার মেলার সময় পুতুল কেনার জন্য ছেলে মায়ের কাছে বায়না ধরেছিল। তখন টাকা না থাকায় মা তা কিনে দিতে পারেননি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের মেলায় যাওয়ার কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে তিনি ছেলেকে বারণ করেছেন। মা ছেলেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উল্টো বুঝিয়েছেন– মুসলমানের আড়ং দেখতে নেই।

উত্তরের মূলকথা : 'মুসলমানের আড়ং দেখিতে নাই।'– চরণটি দ্বারা ছেলের আবদার রক্ষা করতে না পারায় মায়ের ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে।

গ উদ্দীপকের সজলের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিমাতার রুগ্ণ সন্তানের সাদৃশ্য রয়েছে।

'পল্লিজননী' কবিতায় এক অসহায় মা তার অসুস্থ সন্তানের শিয়রে জেগে থাকে। মা সন্তানকে আদর করে, তার রোগ ভালো করে দেবার জন্য দরগায় মানত করে। অসহায় মায়ের সামর্থ্য নেই বলে রোগীর ওষুধ, পথ্য কিছুই কিনে দিতে পারে না। কিন্তু নিজ সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে হলেও সন্তানের রোগ ভালো করতে তার চেষ্টার কমতি নেই।

উদ্দীপকের সজল নবম শ্রেণিতে পড়ে। হঠাৎ এক রাতে তার শরীরে ব্যথা ও জ্বর বাড়তে থাকে। বাবা-মা তার জন্য অস্থির হতে থাকে। শেষে ডাক্তারের কাছে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ডাক্তারের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রিপোর্ট আসে তার দুটি কিডনিই বিকল হয়ে গেছে। এখন সে ছবি আঁকতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করলে বাবা-মা দুজনই ছেলেকে সান্ত্বনা দেন আর মহান আল্লাহর কাছে ছেলের সুস্থতার জন্য দোয়া করেন। এমন ঘটনার মিল রয়েছে 'পল্লিজননী' কবিতার রুগ্ণ ছেলের প্রতি মায়ের ভূমিকার। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সজলের সাথে আলোচ্য কবিতার রুগ্ণ সন্তানের চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সজলের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিমাতার রুগ্ণ সন্তানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সজলের বাবা-মায়ের প্রার্থনা 'পল্লিজননী' কবিতার মূলসুরকে অনেকাংশে স্পর্শ করে।

'পল্লিজননী' কবিতায় এক মমতাময়ী মায়ের করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রুগ্ণ পুত্রের শিয়রে বসে অজানা আশঙ্কায় আজ তার অনেক কথাই মনে পড়ছে। সে তার ছেলের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পথ্য, আনন্দ উপকরণ কিনে দিতে পারেনি অভাবের কারণে।

উদ্দীপকের বাবা-মায়ের সংসারে অভাব নেই। তাই পুত্র সজলের অসুস্থতায় বড়ো ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পেরেছেন। সজলেরও আবদার ছিল সে ছবি আঁকতে পারবে কি না। বাবা মা তাকে বলেছে, আগে সুস্থ হও। বাবা-মা দুজনেই ছেলেকে সান্ত্বনা দেয় আর রোগমুক্তির জন্য দোয়া করে। 'পল্লিজননী' কবিতায়ও মা দরগায় মানত করে সন্তানের সুস্থতার জন্য।

'পল্লিজননী' কবিতার মা দরিদ্র। তিনি ছেলের কোনো আবদার পূরণ করতে পারেনি। অসুস্থ ছেলের শিয়রে বসে সেই না পারার ব্যর্থতা স্মরণ করেই আজ মর্মাহত। তার মনে পুত্র হারানোর শঙ্কাও জেগে ওঠে। পুত্রের জীবন এখন যেন নিবু নিবু। রাতের অন্ধকার, মশার অত্যাচার, বেড়ার ফাঁক গলে শীতের আগমন ইত্যাদি বিষয় 'পল্লিজননী' কবিতায় স্থান পেলেও উদ্দীপকে তার উল্লেখ নেই। উদ্দীপকে অসুস্থ ছেলে, তার সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ার বিষয়ের মিল রয়েছে আলোচ্য কবিতায়। তাই এসব যুক্তিতে বলা যায়, উদ্দীপকের বাবা-মায়ের প্রার্থনা আলোচ্য কবিতার মূলসুরকে অনেকাংশেই স্পর্শ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সজলের বাবা-মায়ের প্রার্থনা 'পল্লিজননী' কবিতার মূলসুরকে অনেকাংশে স্পর্শ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ সাইমন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অনুরক্ত। এ ভাষা নিয়ে তার গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু তারই সহপাঠী সিয়াম ইংরেজিকে অধিক গুরুত্ব দেয়। তার মতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের জুড়ি মেলা ভার। বাংলা নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই।

ক. 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কোন শতকে রচিত? ১

খ. 'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী'– বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের সিয়ামের মধ্যে 'বঙ্গবাণী' কবিতায় প্রকাশিত দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "সাইমনের মানসিকতায় 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবির সুর ধ্বনিত হয়েছে"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি সপ্তদশ শতকে রচিত।

খ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও ঘৃণা করে তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে কবি সন্দিহান।

কবি আবদুল হাকিমের সামসময়িক অর্থাৎ সতেরো শতকে একশ্রেণির লোক নিজের দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করত। তারা বাংলাকে 'হিন্দুর অক্ষর' মনে করে ঘৃণা করত এবং আরবি-ফারসি ভাষায় কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। এসব মানুষকে শিকড়হীন পরগাছার সাথে তুলনা করা যায়। তাই কবি বাংলা ভাষা বিদ্বেষীদের প্রতি কটাক্ষ করে তাদের বোধোদয় ঘটাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও ঘৃণা করে তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে কবি সন্দিহান।

গ উদ্দীপকের সিয়ামের মধ্যে 'বঙ্গবাণী' কবিতায় প্রকাশিত বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

'বঙ্গবাণী' কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাতৃভাষাপ্রেম। কবি আবদুল হাকিমের সময়, অর্থাৎ সতেরো শতকে একশ্রেণির লোক ছিল যারা নিজের দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভ্রান্ত ছিল এবং বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করতো। তারা বাংলাকে হিন্দুর অক্ষর বলে ঘৃণা করতো। তখন ঐ শ্রেণি আরবি-ফারসি ভাষায় কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতো। এই কবিতায় যারা মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা অর্জন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে কবি তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন।

উদ্দীপকের সিয়াম বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে। সে মাতৃভাষা বাদ দিয়ে ইংরেজিকে অধিক গুরুত্ব দেয়। সে মনে করে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের তুলনা হয় না। বাংলা নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই। এতে তার বাংলা বিদ্বেষী মনোভাব ফুটে উঠেছে। এই শ্রেণির লোকদের দেশ ছেড়ে বিদেশ চলে যাওয়া উচিত–সেটাই মনে করেন 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবি। এদেশে তাদের ঠাঁই নেই। অন্য ভাষার প্রতি কবির কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞাকারীদের প্রতি কবি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। কেননা মাতৃভাষার চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারে না। সেটি সিয়াম বুঝতে পারেনি বলেই তার মতো লোকদের 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবি ঘৃণা এবং তাদের জন্মপরিচয় নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সিয়ামের মধ্যে 'বঙ্গবাণী' কবিতায় প্রকাশিত বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসায় সাইমনের মানসিকতায় 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবির সুর ধ্বনিত হয়েছে।

'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। কবির কাছে মাতৃভাষার মতো শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার আর কিছু হতে পারে না। আবার তিনি মাতৃভাষার অমর্যাদা বা অসম্মান কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন না। কারণ মাতৃভাষার থেকে হিতকর অন্য কোনো ভাষা হতে পারে না।

উদ্দীপকের সাইমন মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান জানায়। সে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি খুবই অনুরক্ত এবং তাকে মাতৃভাষাপ্রেমী বলা যায়। কারণ যে মাতৃভাষা নিয়ে আমরা গর্ব করি সে ভাষা আমরা পেয়েছি অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। এ ভাষা মায়ের মুখের ভাষা, যে ভাষায় আমরা প্রাণভরে কথা বলতে পারি সে ভাষার মর্যাদা আমরা রক্ষা করবই। এই ভাষাতেই আমরা কথা বলব, অন্য কোনো ভাষাতে নয়।

'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবির মাতৃভাষাপ্রীতি ফুটে উঠেছে। তবে তাঁর অন্য বিদেশি ভাষার প্রতি কোনো বিরাগ ছিল না। যে কোনো জাতির কাছেই তার মাতৃভাষা খুবই তাৎপর্য বহন করে। মাতৃভাষা ব্যতীত সাফল্য অর্জন করা যায় না। তাই কবি মাতৃভাষাকে যারা অবজ্ঞা করে তাদেরকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন। তাদেরকে অন্যদেশেও চলে যেতে বলেছেন। উদ্দীপকের সাইমন মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করেনি। এই ভাষার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা আছে। বাংলা ভাষা নিয়ে তার গর্বের অন্ত নেই। এমন ভালোবাসার সুর ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য কবিতার কবির মাঝেও।

উত্তরের মূলকথা : মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসায় সাইমনের মানসিকতায় 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবির সুর ধ্বনিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **অংশ–১ :** যদি তুমি ভয় পাও, তবে তুমি শেষ
আর যদি তুমি রুখে দাঁড়াও
তবে তুমি বাংলাদেশ।

অংশ–২ : প্রাণ-স্পন্দনে লক্ষ তরুর করে
জীবন-প্রবাহ সঞ্চারি মর্মরে
বক্ষে জাগায়ে আগামী দিনের আশা
আমার দেশের একটি মধুর, মধুর আমার ভাষা।

ক. চর্যাপদ কী? ১
খ. "আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্র কণ্ঠ থেকে"– চরণটি দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. অংশ-১এর সাথে 'আমার পরিচয়' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অংশ-২ 'আমার পরিচয়' কবিতার মূলভাব প্রকাশে সক্ষম কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক চর্যাপদ হলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন।

খ 'আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে।'– বলতে স্বাধীনতা অর্জনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠের প্রেরণাকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলার অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা পায়। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েই এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। এসময় তাঁর উচ্চারিত 'জয় বাংলা' ধ্বনি আপামর জনমনে দেশাত্মবোধের এক অনন্য প্রেরণা সঞ্চার করে। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের সূত্র ধরে কবি তাই ঐতিহাসিক 'জয় বাংলা' ধ্বনিকে উপজীব্য করেছেন। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : প্রশ্নোক্ত চরণটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে– জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠের সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

গ অংশ-১এর সাথে 'আমার পরিচয়' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো বাঙালি জাতির সংগ্রামী পটভূমি।

'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিধৃত করা হয়েছে। এখানে বাঙালির আত্মপরিচয়ের এক অসামান্য চিত্র ফুটে উঠেছে। কবি তাঁর এ কবিতায় বাঙালির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, সংগ্রাম ইত্যাদি পরম মমতায় উল্লেখ করেছেন। স্বাধীন রাষ্ট্র এবং আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠায় ত্যাগ-তিতিক্ষা সমৃদ্ধ ইতিহাসের কথা এ কবিতায় বলা হয়েছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে সর্বশেষ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় গাঁথা এ কবিতায় স্থান পেয়েছে।

অংশ-১এ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণামূলক কথা বিধৃত হয়েছে। এখানে ভয়কে জয় করার কথা বলা হয়েছে। সময়ের প্রয়োজনে লড়েছে এদেশের বীর বাঙালিরা। লড়াই সংগ্রাম করেই বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে যুগে যুগে। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অনেক রক্তের বিনিময়ে আজকের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন ত্যাগী আর সাহসী বক্তব্য 'আমার পরিচয়' কবিতায়ও প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালি আজ স্বাধীন, সার্বভৌম ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি। অংশ-১এর সাথে এ বক্তব্যের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং সাহসী সংগ্রামের সাথে এর সাদৃশ্যও বিদ্যমান।

উত্তরের মূলকথা : 'আমার পরিচয়' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো বাঙালি জাতির সংগ্রামী পটভূমি।

ঘ অংশ-২ 'আমার পরিচয়' কবিতার মূলভাব প্রকাশে অনেকাংশেই সক্ষম।

'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ও জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার পেছনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। কবি গভীর মমতায় চিহ্নিত করেছেন সমৃদ্ধ সেই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পটভূমি, যেখানে বাঙালির রয়েছে অনেক অবদান।

অংশ-২এ বাঙালির আশা জাগানিয়া দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠেছে। এ দীপ্ত মনোভাব একান্তই দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। অনেক ত্যাগ ও সংগ্রাম যেখানে অবশ্যম্ভাবী সেখানে দৃঢ় অঙ্গীকার অত্যাবশ্যক। বাঙালি তা জানে, যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করেই আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে বাঙালি ও বাংলাদেশ। তাদের কাছে আমরা চিরঋণী। প্রাণ-স্পন্দন যাদের যুদ্ধে জয়লাভ করা, বক্ষে ছিল যাদের জীবন প্রবাহ।

'আমার পরিচয়' কবিতার বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। সেই তুলনায় অংশ-২এর বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত। বাঙালির বক্ষে ঠিক যেমন আগামী দিনের আশা জাগায় তেমনি যুগ যুগ ধরে তার সঞ্চারিত মর্মর ধ্বনি অনাগত ভবিষ্যৎ জেনে যাবে। এ অংশের ভাব ব্যঞ্জনার উল্লেখ পাওয়া যায় 'আমার পরিচয়' কবিতায়। এ কবিতায় আরও আছে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রার কথা, কৈবর্ত বিদ্রোহ, পালযুগের চিত্রকলার আন্দোলন, বৌদ্ধবিহারের জ্ঞানচর্চা, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা। কিন্তু এসবের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই অংশ-২এ। তাই যথার্থই বলা যায়, অংশ-২ আলোচ্য কবিতার মূলভাব প্রকাশে পুরোপুরি নয়, অনেকাংশে সক্ষম।

উত্তরের মূলকথা : অংশ-২ 'আমার পরিচয়' কবিতার মূলভাব প্রকাশে অনেকাংশেই সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ০৮ বরিশালে নানা বাড়ি বেড়াতে যাবার সময় লঞ্চ ডুবিতে সিরাজের মা-বাবা, ভাই-বোন মারা যায়। সিরাজ অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারপাশের জগৎ তার কাছে শূন্য মনে হয়। এখন সে এক ছন্নছাড়া মানুষ।

ক. "আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব।" উক্তিটি কার? ১
খ. "মনে হয়, এই বুঝি দেশটা স্বাধীন হলো।" বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সিরাজের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সমগ্র ভাব ধারণ করেনি"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব।'–উক্তিটি কুন্তির।

খ খালা বুধাকে আদর করে এবং তার মাঝে মধুকে দেখতে পায়। তাই সে বলেছে, মনে হয় এই বুঝি দেশটা স্বাধীন হলো।

বুধা রান্নাঘরের বারান্দায় পা গুটিয়ে বসে বলে, খালা আমার খিদে পেয়েছে। সারাদিন খাইনি। খালা বলে, তোকে কত বলি রোজ এসে ভাত খেয়ে যাবি। কেন যে তুই আসিস না। আমার সামনে বসে তোকে ভাত খেতে দেখলে আমার কষ্ট কমে যায়। বুকের শূন্য জায়গাটা ভরে ওঠে। মনে হয়, এই বুঝি দেশটা স্বাধীন হলো। মূলত বুধার মাঝে খালা মধুকে দেখতে পায়। কেননা পাকিস্তানিরা মধুকে মেরে ফেলেছে এই ভেবে।

উত্তরের মূলকথা : খালা বুধার মাঝে মধুকে দেখতে পায় এজন্যই বলেছে, মনে হয় এই বুঝি দেশটা স্বাধীন হলো।

গ উদ্দীপকের সিরাজের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো কিশোর বুধা।
'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা মুক্তভাবে জীবনযাপন করে। এতেই তার আনন্দ। সে মহামারিতে বাবা-মা, ভাই-বোন সবই হারিয়েছে। সে এতিম, তবু তার গ্রামের সবাই আপন। তবে সে কারো ওপর নির্ভর করে না। গ্রামের সবার কাজ করে দেয় সে। আবার সবার কাজে সে আদরও পায়। উদ্দীপকের সিরাজের জীবনও অনুরূপ। সিরাজ যেমন ছন্নছাড়া মানুষ তেমনি বুধার জীবনও ছন্নছাড়া। তবে সাহসী এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। তার সাহসীকতা অতুলনীয় এবং নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।
উদ্দীপকের সিরাজ বরিশালে নানার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সময় লঞ্চ ডুবে যায়। সেই লঞ্চডুবিতে তার মা-বাবা ও ভাই-বোন মারা যায়। তবে সিরাজ ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারপাশের জগৎ তার কাছে শূন্য মনে হয়। তার জীবনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধার। গাঁয়ের লোক তাকে পাগল বললেও সে আসলে এক সাহসী বালক। সে মুক্তিযুদ্ধে শান্তি কমিটি আর রাজাকার কমান্ডারের বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। দেশের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল। দেশাত্মবোধ তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকের সিরাজের পরিবার লঞ্চ ডুবে মারা যায়। সে হয়ে পড়ে এতিম আর বুধার পরিবার মারা যায় মহামারিতে আর সে হয়ে পড়ে একা ও ছন্নছাড়া। এভাবে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ফুটে ওঠে।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সিরাজের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো কিশোর বুধা।

ঘ "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সমগ্রভাব ধারণ করেনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।
'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত বুধা এতিম। সে কলেরায় বাবা-মা, ভাই-বোন সবাইকে হারিয়েছে। এতিম বুধা হাটে-মাঠে-ঘাটে সবখানেই ঘুরে বেড়ায়। যেখানে রাত সেখানেই কাত এমন অবস্থা হয়েছে।
উদ্দীপকের বিষয়-পরিসর সংক্ষিপ্ত কিন্তু 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত। উদ্দীপকে বেড়াতে যাওয়ার ঘটনা এসেছে, আর সেখানে লঞ্চডুবিতে সিরাজ তার বাবা-মা, ভাই-বোনকে হারায়। অলৌকিকভাবে সে বেঁচে যায়। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে সে এখন নিঃস্ব। চারদিকে সে অন্ধকার দেখে। সে এক ছন্নছাড়া মানুষ। এরূপ ঘটনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মাঝে লক্ষণীয়। বুধাও সিরাজের মতো এতিম এবং ছন্নছাড়া।
'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা ছাড়াও আরও চরিত্র রয়েছে। এ চরিত্রগুলো হচ্ছে কুন্তি, নোলক বুয়া, হরিকাকু, আহাদ মুন্সি, আলি, ফুলকলি, রাজাকার কুদ্দুস ও মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শাহাবুদ্দিন। এ চরিত্রগুলো ছাড়াও আরও একজনের প্রভাব এ উপন্যাসে স্পষ্ট। তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। এসব চরিত্রের মাধ্যমে উপন্যাসটি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু উদ্দীপকে এভাবে দরিদ্রের চিত্রায়ন ও ঘটনার বর্ণনা নেই। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা, রাজাকারের ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো ঘটনারও উল্লেখ নেই। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকটি আলোচ্য উপন্যাসের সমগ্রভাব ধারণ করেনি।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সমগ্রভাব ধারণ করতে সক্ষম হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ০৯ সবুজ মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে আনন্দের সাথেই বেড়ে উঠছিল। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর দোসর রমজান আলীর সহযোগিতায় মা-বাবা আর ভাই-বোনকে হানাদার বাহিনী মেরে ফেললেও কাকতালীয়ভাবে বেঁচে যায় সে। পাকিস্তানিদের প্রতি চরম ঘৃণা আর স্বজন হারানোর বেদনায় সবুজ চলে যায় যুদ্ধের ময়দানে।

ক. মধু কীভাবে নিহত হয়েছে? ১
খ. বুধা মাটিকাটা দলে যোগ দিয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের রমজান আলীর সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তার বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের সবুজ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মনোভাব এক ও অভিন্ন"– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

<u>৯নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক মধু মিলিটারির ব্রাশফায়ারে নিহত হয়েছে।

খ মিলিটারি ক্যাম্প ধ্বংস করতে বাংকারে মাইন পোঁতার জন্য বুধা মাটি কাটার দলে যোগ দেয়।
শাহাবুদ্দিন একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। তিনি মিলিটারি ক্যাম্প ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। তখন বুধা সুযোগ বুঝে মাটি কাটা দলের সঙ্গে বাংকার তৈরির জন্য যোগ দেয়। এভাবে সে মিলিটারি ক্যাম্পে প্রবেশ করে। এরপর ক্যাম্পের বাংকারে সে মাইন পুঁতে রেখে আসে।
উত্তরের মূলকথা : বুধা বাংকারে মাইন পোঁতার জন্য মাটি কাটা দলে যোগদান করে।

গ উদ্দীপকের রমজান আলীর সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের রাজাকার কুদ্দুস ও আহাদ মুন্সি চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
'কাকতাড়ুয়া' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। এটিতে সমগ্র বাংলাদেশ উঠে আসেনি; এসেছে একটি গ্রামের প্রতিচ্ছবি। গ্রামটিতে পাক মিলিটারিরা যখন প্রবেশ করে তখন কাক-পক্ষীর মতো মানুষ হত্যা করে। তাদের সহায়তা করে এদেশের কিছু কুচক্রী দেশদ্রোহী লোক। রাজাকার কুদ্দুস তাদের মধ্যে একজন। এছাড়া আহাদ মুন্সিও একটি বিশ্বাসঘাতক চরিত্র। সেও পাকবাহিনীর আক্রমণে সাহায্য করেছে। কুদ্দুস, আহাদ মুন্সি উভয়ই স্বার্থপর ও দেশদ্রোহী চরিত্র।
উদ্দীপকে একটি নেতিবাচক চরিত্র উল্লেখ করা হয়েছে। সে হলো রমজান আলী। সে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে কাজ করেছে। পাকবাহিনীর দোসর রমজান আলীর কূটকৌশলে সবুজের মা-বাবা ও ভাই-বোনকে হারাতে হয়। হানাদার বাহিনী তাদের মেরে ফেললেও কাকতালীয়ভাবে বেঁচে যায় সবুজ। সে পাকবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখেছে। স্বজন হারানোর বেদনায় সবুজ চলে যায় যুদ্ধের ময়দানে। রমজান আলীর মাতো বহু লোক দেশের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। এভাবে তার সাথে উপন্যাসের কুদ্দুস আর আহাদ মুন্সির মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রমজান আলীর সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের রাজাকার কুদ্দুস ও আহাদ মুন্সি চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ "উদ্দীপকের সবুজ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মনোভাব এক ও অভিন্ন।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত বুধা এক অদম্য চরিত্র। সে নির্ভীক, ভয়ের গল্প শোনেনি। কেউ তাকে জুজুর ভয় দেখায়নি। সে একা একা নিজের নিয়মে বড়ো হয়েছে। মহামারিতে পরিবারের সবাইকে হারিয়ে সে হয়ে উঠেছে অদম্য সাহসী এক ছন্নছাড়া কিশোর।

উদ্দীপকের সবুজ এক সাহসী চরিত্র। ১৯৭১ সালের মহান যুদ্ধে সে বাবা-মা, ভাই-বোনকে হারিয়েছে। সে অভাগা, অনাথ এক কিশোর। সে যুদ্ধে পাকবাহিনী কর্তৃক নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখেছে। পাকিস্তানিদের প্রতি তার চরম ঘৃণা জন্মেছে। মনের একান্ত ইচ্ছাতেই সে যুদ্ধে গেছে। স্বজন হারানোর বেদনা সে সহ্য করতে পারেনি। তার মতো বুধাও যুদ্ধে অংশ নেয়। বুধা স্বজন হারিয়েছে মহামারিতে। সে একজন সাহসী যোদ্ধা।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধা। তার মনোভাবের সাথে সবুজের মনোভাবের মিল রয়েছে। তারা উভয়ই লড়াকু সৈনিক। তারা দেশের প্রয়োজনে যুদ্ধে যায়। কৌশলে বুধা পাকিস্তানি সেনাদের পরাস্ত করে। মাইন পুঁতে রাখে, অন্যভাবে খোঁজ নেয় পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে। সে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনেও উজ্জীবিত হয়। সবুজের যুদ্ধে চলে যাওয়ার সাহসিকতার সাথে বুধার মিল রয়েছে। তারা উভয়ই চরমভাবে ঘৃণা করে হানাদার বাহিনীকে। কারণ তারা নির্বিচারে বাঙালি নিধন করেছে। ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। মা-বোনদের অসম্মান করেছে। এমতাবস্থায় বুধা ও সবুজের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো যায়। তাই যথার্থই বলা যায়, তাদের উভয়ের মনোভাব এক ও অভিন্ন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সবুজ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মনোভাব এক ও অভিন্ন বলেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন ▸ ১০ স্বামীহারা জাহিদা দুটি কন্যাসন্তানকে নিয়ে ঢাকার বস্তিতে বাস করে। সে গার্মেন্টসে পোশাক কর্মীর কাজ করে। বড়ো মেয়ে আফরোজা নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। প্রতিবেশী রাহেলা জাহিদাকে তাড়াতাড়ি মেয়ে বিয়ে দিয়ে বোঝা কমাতে বলে। এ বিষয়ে জাহিদা কান না দিয়ে আফরোজাকে আরও পড়াশোনার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে থাকে। রাহেলার মোটেও এ বিষয়টি পছন্দ লাগে না।

ক. বহিপীরের বাড়ি কোথায়? ১

খ. হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠেছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আফরোজার সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রটির বৈসাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা উদ্দীপকের জাহিদার মতো হলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত।"– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীরের বাড়ি সুনামগঞ্জ।

খ টাকার অভাবে হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠেছিল।

রেশমপুরের জমিদার হাতেম আলি। জমির খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় তার জমিদারি নিলামে উঠতে চলেছে সূর্যাস্ত আইনের কবলে পড়ে। বন্ধুর কাছ থেকে টাকা পাওয়ার আশায় তিনি শহরে আসেন, কিন্তু টাকা জোগাড় করতে পারেন না। এ কারণেই হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠেছিল।

উত্তরের মূলকথা : টাকার অভাবে হাতেম আলির জমিদারি নিলামে উঠেছিল।

গ উদ্দীপকের আফরোজার সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রটির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম চরিত্র তাহেরা। বাবা আর সৎমায়ের সিদ্ধান্তে মাতৃহীন তাহেরার বিয়ে ঠিক হয় বৃদ্ধ এক পিরের সঙ্গে। তাহেরার মতামতকে অগ্রাহ্য করে পুণ্যের কথা ভেবে তারা জোর করে তাহেরাকে বিয়ে দিতে চায়। এমন অবস্থায় বিয়ে থেকে রেহাই পেতে তাহেরা পালাতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকের আফরোজা নবম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা বেঁচে নেই। মা জাহিদা দুটি কন্যা সন্তান নিয়ে ঢাকার বস্তিতে বাস করে। তার মা গার্মেন্টসে পোশাক কর্মীর কাজ করে। প্রতিবেশী রাহেলা একটি কুচক্রী মহিলা। সে আফরোজাকে তাড়াতাড়ি মেয়েদের বিয়ে দিয়ে বোঝা কমাতে বলে। তার এমন নেতিবাচক কথায় সে কর্ণপাত করেনি। আফরোজার ব্যাপারে এমন বক্তব্য থাকলেও তাহেরার ক্ষেত্রে তা নেই। 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা এক দৃঢ়চেতা প্রতিবাদী চরিত্র। কিন্তু আফরোজার মাঝে এমন গুণ ফুটে উঠেনি। তাহেরা একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং আত্মমর্যাদাশীল নারী। যা আফরোজার মাঝে দেখা যায় না। তাহেরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে ঠিক হলে তা সে মেনে নেয়নি। আর বিয়ের ব্যাপারে আফরোজার কোনো বক্তব্য আসেনি। তাই উদ্দীপকের আফরোজার সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রটির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আফরোজার সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রটির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা উদ্দীপকের জাহিদার মতো হলে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাহেরা। তাকে কেন্দ্র করেই নাটকের ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। অন্ধ পিরভক্তির কারণে তাহেরার বাবা কিশোরী তাহেরাকে একজন অসম বয়সি পিরের সাথে বিয়ে দেয়। তা না হলে পিরের বদদোয়ায় তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

উদ্দীপকের জাহিদা সময়জ্ঞানসম্পন্ন এক নারী। তার স্বামী বেঁচে নেই কিন্তু দায়িত্ব-জ্ঞান রয়েছে। অভাবের সংসারে তার দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। সে ঢাকার এক বস্তিতে বাস করে। সে গার্মেন্টসে চাকরি করে। তার বড়ো মেয়ে নবম শ্রেণিতে পড়ে। রাহেলা তাকে মেয়ের বিয়ে দিয়ে বোঝা কমাতে বলে কিন্তু জাহিদা তার কথায় কান দেয়নি বরং সে বলেছে মেয়ে তার পড়াশোনা করুক। পড়াশোনার ব্যাপারে সে মেয়েকে উৎসাহ দেয়। যা তাহেরার বাবার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা একজন নীচ ও কুসংস্কারমনা লোক। তার বাবা তাকে এক বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ে দেয়। যার ফল ভালো হয়নি। তাহেরা এ অসম বিয়ে মেনে না নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। সে শহরগামী বজরায় চড়ে বসেছে। সে বৃদ্ধের সাথে তার না যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। এ হিসেবে তাহেরা একটি অনমনীয় চরিত্র। সবশেষে তাহেরা নতুন জীবনের সন্ধানে হাশেম আলির হাত ধরে চলে যায়। কিন্তু জাহিদার মা মেয়ের ব্যাপারে সচেতন ছিল এবং তাকে পড়াশোনো করতে উৎসাহ দিত। তাই তাহেরার বাবা উদ্দীপকের জাহিদার মতো হলে নাটকের পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারত।

উত্তরের মূলকথা : 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা উদ্দীপকের জাহিদার মতো হলে নাটকের পরিণতি অবশ্যই ভিন্ন হতো।

প্রশ্ন ▶ ১১ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে মাজেদা স্থানীয় কলেজে এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থী। ঘরে সৎমা তার বাবাকে শুধু বিয়ের জন্য ঘটক ডাকার চাপ দেয়। মাজেদা লেখা-পড়া করে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। এ অবস্থায় সে গ্রামের সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা নিটোলের সহযোগিতায় বাবা-মাকে বিয়ে থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

ক. বহিপীর কোন ভাষায় কথা বলে? ১

খ. 'খোদা ইচ্ছা করিলে পড়ন্ত ঘরও ঠ্যাকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা যায়'– বহিপীরের এই উক্তিতে কী মনোভাব ফুটে উঠেছে? ২

গ. উদ্দীপকের নিটোলের সাথে 'বহিপীর' নাটকের যে চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মাজেদা 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার চেয়ে অধিকতর আধুনিক।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীর বইয়ের ভাষায় কথা বলে।

খ "খোদা ইচ্ছা করিলে পড়ন্ত ঘরও ঠ্যাকা দিয়ে দাঁড় করাইয়া রাখা যায়।"– বহিপীরের এ উক্তিতে আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান এবং তার ওপর ভরসা করলে মিথ্যার মতো বড়ো বিপদ থেকেও যে মুক্তি পাওয়া যায় সেই বিশ্বাসী মনোভাব ফুটে উঠেছে।

খোদা যা করেন তা মঙ্গালের জন্যই করেন। হাতেম আলিকে উদ্দেশ্য করে বহিপীর একথা বলেছেন। হাতেম আলি যে মিথ্যা কথা বলেছে তার জন্য সে মাফ চাইছে বহিপীরের কাছে। বলেছে সে অসুস্থ, দাওয়াই করার জন্য শহরে এসেছে। সে কথা সত্যি নয়। তবে অসুখের ভান না করে তার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন সব শেষ হয়েছে। আসল কথাটা আর মিথ্যা কথা দিয়ে ঠ্যাকা দেওয়া যায় না। তাই সান্ত্বনা স্বরূপ বহিপীর তাকে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

উত্তরের মূলকথা : বহিপীরের এ উক্তিতে আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান সেই বিশ্বাসী মনোভাব ফুটে উঠেছে।

গ উদ্দীপকের নিটোলের সাথে 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

'বহিপীর' নাটকে হাশেম আলি জমিদারপুত্র। সে এই নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে অত্যন্ত শান্তভাবে বহিপীরের কূটচালকে মোকাবিলা করেছে এবং পরিশেষে জয়লাভ করেছে। জমিদারপুত্র হলেও বৈষয়িক বিবেচনা তার কাছে কম। জমিদারি নিয়ে সে ভাবে না। সে বিএ পাশ। উদ্দীপকের নিটোলও শিক্ষিত ছেলে। পিতার জমিদারি চলে গেলে এবং প্রেস বসাতে না পারলেও সে চিন্তিত নয়। সে ভাবে, যখন পড়ালেখা করেছে তখন একটা কিছু হয়ে যাবে।

উদ্দীপকের নিটোল বাস্তববাদী একটি ছেলে। সে যেমন শিক্ষিত তেমনি সচেতন। সে অন্যের উপকার করতে সদাতৎপর। সে আধুনিক মননের একটি ছেলে। মাজেদা এবার এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। এখনই সৎমা তাকে বিয়ে দিতে চায়। বাবাকে ঘটক ডাকার কথা বলে। কিন্তু মাজেদা লেখাপড়া করে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। তার এই ইচ্ছার প্রতি সম্মান জাগিয়েছে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা নিটোল। নিটোল তার বাবা-মাকে বুঝিয়েছে যাতে তাকে এখনই বিয়ে না দিয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ দেয়। এক পর্যায়ে নিটোলের কথা তারা রাখে। নিটোল যেমন আধুনিক ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন ছেলে তেমনি 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি এক সহায়ক চরিত্র। সে বজরায় আগত মেয়েটির সমস্যার প্রকৃতি উপলব্ধি করে। সে তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। মেয়েটি আত্মহনন করতে গেলে সে তাকে রক্ষা করে। এভাবে উদ্দীপকের নিটোলের সাথে হাশেম আলি চরিত্রের সাদৃশ্য ফুটে উঠে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের নিটোলের সাথে 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের মাজেদা 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার চেয়ে অধিকতর আধুনিক।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই এ নাটকের গঠনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। তার স্বভাবে দুটি দিক ফুটে উঠেছে। একটি মানবিক অন্যটি সে অনমনীয়। তাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক বলা যায়।

উদ্দীপকের মাজেদা আধুনিক মননশীল নারী। তাকেও নারী জাগরণের প্রতীক বলা যায়। সে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। সে স্থানীয় কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। সে পড়ালেখা করে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। ঘরে তার সৎমা। এই মা তার বাবাকে চাপ দেয় মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু মেয়ে এখনই বিয়ে করবে না। অন্যদিকে তাহেরাকে বিয়ে দিলে সে পালিয়ে যায়। সে অসম অন্যায় বিয়ে মেনে নেয়নি।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা ততটা আধুনিক হতে পারেনি যতটা পেরেছে উদ্দীপকের মাজেদা। কারণ যখন সে জমিদারের অসহায়ত্বের কথা জেনেছে তখনই বৃদ্ধ পিরের সাথে যেতে রাজি হয়েছে। তাহেরার মধ্যে ঐ শিক্ষা নেই যা মাজেদার মধ্যে আছে। তাহেরা যদিও মানবিকতার পরিচয় দেওয়া একটি অনমনীয় চরিত্র তথাপি আধুনিকতায় এগিয়ে আছে মাজেদা। কারণ তার একটা স্বপ্ন-সাধ আছে আর সেটা হলো পড়ালেখা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তারপর বিয়ে করা। এদিকটা তাহেরার মাঝে প্রতিফলিত হয়নি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মাজেদা নাটকের তাহেরার চেয়ে অধিকতর আধুনিক।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মাজেদা 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার চেয়ে অধিকতর আধুনিক একটি চরিত্র।

সিলেট বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **'নিমগাছ' গল্পের ম্যাজিক বাক্যে লেখক কী পুরে দিয়েছেন?**
ক নিমগাছের উপকারের কথা খ কবির প্রশংসা
গ লক্ষ্মী বউয়ের কষ্টের কথা ঘ সীমাহীন কথার আখ্যান

২. **হাতেম আলীর জমিদারি কোথায় ছিল?**
ক ডেমরা খ সুনামগঞ্জ গ রেশমপুর ঘ পলাশপুর

৩. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোনটি?**
ক ব্রজাঙ্গনা কাব্য খ বীরাঙ্গনা কাব্য
গ মেঘনাদবধ কাব্য ঘ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

৪. **বুধা কাকে স্যালুট করে?**
ক শাহাবুদ্দিন খ আহাদ মুন্সি গ মিলিটারি ঘ কুদ্দুস

৫. **সাহিত্যের শাখাগুলোর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কোনটি?**
ক প্রবন্ধ খ নাটক গ কবিতা ঘ ছোটোগল্প

৬. **রুমীর মুক্তির ব্যাপারে মার্সি পিটিশন না করার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে–**
i. আত্মমর্যাদাবোধ ii. পাকিস্তানিদের প্রতি রাগ
iii. অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. **প্রত্নতত্ত্ব ঐতিহ্যের প্রতীক কোনটি?**
ক বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ খ সওদাগরের ডিঙার বহর
গ আউল বাউল মাটির দেউল ঘ পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার

৮. **'ভোর তো হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল'– চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?**
ক দুঃখ শেষে সুখ এসেছে খ বরাদ্দকৃত সময় শেষ হয়েছে
গ কাজে যাওয়ার সময় হয়েছে ঘ দুঃখের দিন শুরু হয়েছে

৯. **কাবুল থেকে খাজামোল্লা গ্রামটির দূরত্ব কত?**
ক দেড় মাইল খ আড়াই মাইল
গ সাড়ে তিন মাইল ঘ পাঁচ মাইল

১০. **'জীবন-সংগীত' কবিতায় কবি কোনটি আশা করতে নিষেধ করেছেন?**
ক সম্পদের খ দীর্ঘায়ুর গ সুখের ঘ লাভের

১১. **নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি। 'মানুষ' কবিতার এ চরণে কী প্রকাশ পেয়েছে?**
ক জাতিভেদ খ অসাম্প্রদায়িকতা গ সাম্যবাদ ঘ বর্ণবৈষম্য

১২. **সোহানদের বাড়িতে একজন দরিদ্র মহিলা থাকেন? সোহান তার সাথে ভাব করে। মহিলাও সোহানকে নিজ সন্তানের মতো ভালোবাসেন।**
উদ্দীপকটি নিচের কোন রচনার ভাবের সাথে সজ্ঞাতিপূর্ণ?
ক মমতাদি খ একাত্তরের দিনগুলি
গ আম-আঁটির ভেঁপু ঘ সুভা

১৩. **'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় 'অমর কবিতা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?**
ক স্বাধীন বাংলাদেশ খ জনতার সংগ্রাম
গ বিক্ষুব্ধ জনতা ঘ বজ্ঞাবন্ধুর ভাষণ

১৪. **জ্ঞান যেখানে সীমাবন্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।– উক্তিটির সজ্ঞো 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন বাক্যটি সাদৃশ্যপূর্ণ?**
ক মুক্তির জন্য শিক্ষাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিতে হবে।
খ অর্থ সাধনায় জীবন সাধনা নয় এ বোধ তৈরি করতে হবে।
গ অর্থ-চিন্তার নিগড় থেকে মুক্ত না হলে প্রকৃত মুক্তি মিলবে না।
ঘ চিন্তা, বুদ্ধি আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব।

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
এক নদী রক্ত পেরিয়ে
বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য আনলে যারা
তোমাদের এই ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না।

১৫. **নিচের কোন কবিতায় উদ্দীপকের উল্লেখিত মনোভাবের সাদৃশ্য রয়েছে?**
ক তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা খ আমার পরিচয়
গ জীবন-সংগীত
ঘ স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

১৬. **স্বাধীনতা মানুষের কোন ধরনের অধিকার?**
ক জন্মগত খ অর্জিত গ আইনগত ঘ রাজনৈতিক

১৭. **আমি এমন এক নারীর সন্তান, সাধারণ শুষ্ক মাংসই ছিল যাঁহার নিত্যকার আহার্য– একথায় প্রকাশ পেয়েছে হজরতের–**
i. ঔদার্যবোধ ii. সামান্যতাবোধ iii. মহত্ত্ববোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নাসির সাহেব একটি লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। তিনি মনে করেন যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসারতা দরকার– যা বই পড়ার মাধ্যমেই সম্ভব।

১৮. **উদ্দীপকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত–**
i. বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ii. লাইব্রেরির গুরুত্ব
iii. স্কুল-কলেজের গুরুত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. **'বই পড়া' প্রবন্ধে যে দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে–**
ক সাহিত্যের সার্থকতা খ লাইব্রেরির গুরুত্ব
গ সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব ঘ হাসপাতালের গুরুত্ব

২০. **১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কী বার ছিল?**
ক বৃহস্পতিবার খ শুক্রবার গ শনিবার ঘ রবিবার

২১. **সুভার বাবার নাম কী?**
ক নীলমনি রায় খ বাণীকণ্ঠ
গ হরিহর রায় ঘ প্রতাপ রায়

২২. **'বজ্ঞাবাণী' কবিতার শেষ পঙ্ক্তি কোনটি?**
ক নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়॥
খ সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
গ সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন॥
ঘ দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥

২৩. **'দুনিয়াটা সত্যি কঠিন ক্ষেত্র'– 'বহিপীর' নাটকে কে এ উক্তিটি করেছে?**
ক বহিপীর খ হাতেম গ হাশেম ঘ খোদেজা

২৪. **দশঘরায় বসবাসের সিদ্ধান্তে হরিহর কার সজ্ঞো পরামর্শ করতে চেয়েছিলেন?**
ক ভুবন মুখার্জী খ সর্বজয়া মুখার্জী
গ মজুমদার মহাশয় ঘ নীলমনি রায়

২৫. **নাটকের চরিত্রগুলো কীসের ভেতর দিয়ে মুখর হয়?**
ক চরিত্র খ কাহিনি গ সংলাপ ঘ পরিবেশ

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ঝড়ে গাছচাপা পড়ে তোরাবের মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই মারা গেল। শুধু কেমনভাবে যেন বেঁচে গেল তোরাব।

২৬. **উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন ঘটনাকে নির্দেশ করে?**
ক কলেরা খ যুদ্ধ গ অগ্নিকাণ্ড ঘ হত্যাকাণ্ড

২৭. **উদ্দীপকের তোরাব 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মতো–**
i. এতিম ii. সাহসী iii. অসহায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i ও iii

২৮. **'বহিপীর' নাটকের তাহেরা কীসের প্রতীক?**
ক মানবিকতার খ নারী অধিকারের
গ ধৈর্যশীলতার ঘ বুদ্ধিমত্তার

২৯. **'সাঁঝ হয়ে গেল তবু আসে নাকো' 'পল্লিজননী' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে মায়ের–**
ক রাগ খ শঙ্কা
গ ভালোবাসা ঘ আক্ষেপ

৩০. **'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার কোন চরণে সভ্যতা ক্ষণস্থায়ী বোঝানো হয়েছে?**
ক সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন খ আমি চলে যাবো বলে
গ চারদিকে শান্ত বাতি ঘ এশিরিয়া ধুলো আজ

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 0 1

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** ও ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি**সহ মোট **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। রনি অল্পবয়সেই টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। ভাই-বোন, মা-বাবা ও প্রতিবেশীদের সার্বিক সহযোগিতা পেয়ে সে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার চেষ্টা করে। স্কুলে ভর্তি হলে সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় পড়াশোনা করতে থাকে। গত এসএসসি পরীক্ষায় 'এ' প্লাস পেয়ে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।

ক. 'সুভা' গল্পে সুভার বাবার নাম কী? ১
খ. সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রনির সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সুভা যদি রনির মতো অনুকূল পরিবেশ পেতো তাহলে তার জীবন এমন বিষাদাক্রান্ত হয়ে উঠত না।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২। সব সাধকের বড়ো সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।
দধীচি কি তাহার চেয়ে সাধক ছিল বড়ো?
পুণ্য অত হবে নাকো সব করিলে জড়।
মুক্তিকামী মহাসাধক মুক্ত করে দেশ,
সবারই সে অন্ন জোগায় নাইক গর্ব লেশ।
ব্রত তাহার পরের হিত, সুখ নাহি চায় নিজে,
রৌদ্র দাহে শুকায় তনু, মেঘের জলে ভিজে।

ক. 'নিমগাছ' গল্পটি বনফুলের কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? ১
খ. কবিরাজরা 'নিমগাছের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'নিমগাছ' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'নিমগাছ' গল্পের মূলভাবকে ধারণ করেছে কি? তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৩। বিয়ের অল্পদিন পরেই মনিরার স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পরিবারে নেমে আসে অভাব অনটন। সে আমান সাহেবের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নেয়। গৃহের যাবতীয় কাজসহ আমান সাহেবের মা-মরা দুটো সন্তানকে গভীর মমতায় দেখাশোনা করে। আমান সাহেব ও তার সন্তানেরা মনিরাকে অত্যন্ত ভালোবাসে।

ক. কয় মাস ধরে মমতাদির স্বামীর চাকরি নেই? ১
খ. মমতাদি সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা নীরবেই প্রকাশ করল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মনিরা 'মমতাদি' গল্পের যে চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'মমতাদি' গল্পের সমগ্রভাবকে ধারণ করে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪। আমি একা নই, অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মতো ছুটছিল। মাথায় সুটকেস। বগলে কাপড়ের গাঁটরি। হাতে হারিকেন। কোমরে বাচ্চা। চোখে মুখে কী এক অস্থির আতঙ্ক! কথা নেই। মৌন সবাই। সহসা কে যেন বলল, ওদিকে যাবেন না। মিলিটারি। নৌকায় করে করে লোকজন সব ওপারে পালাচ্ছিল। মিলিটারি ওদের ওপরে গুলি করেছে। দু-তিনশ লোক মারা গেছে ওখানে। যাবেন না। মনে হলো পায়ের সঙ্গে যেন কয়েক মন পাথর বেঁধে দিয়েছে কেউ। সামনে এগিয়ে যাব ভরসা পাচ্ছি না। পর মুহূর্তে একটা হেলিকপ্টরের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর মনে হলো একসঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ পড়লো। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু অনেকগুলো শব্দের তাণ্ডব। মেশিনগানের শব্দ। বাচ্চাদের কান্না। কতকগুলো মানুষের আর্তনাদ। কাতরোক্তি। কয়েকটা কুকুরের চিৎকার। মানুষের বিলাপ। একটি কিশোরের কণ্ঠস্বর। বা'জান। বা'জান। তারপর শ্মশানের নীরবতা।

ক. ১৯৭১ সালে ১৩ই এপ্রিল কী বার ছিল? ১
খ. 'ধরণি দ্বিধা হও' কেন এ কথাটি বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকটিতে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার খণ্ডাংশ মাত্র"– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। **দৃশ্যকল্প-১ :** রফিক সাহেব প্রতিবছর মেজবানের আয়োজন করেন। অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু গরিব অসহায়দের মেজবানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : ১৮৫৩ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের মাঝে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। তাদের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সেবার ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি সেবায় এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন যে দিন-রাতে ২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করতেন। তাঁর সেবা-শুশ্রূষা ও সান্ত্বনায় আহত পঙ্গু সৈনিকরা বেঁচে থাকার আশা ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ফিরে পায়।

ক. 'মানুষ' কবিতায় 'নমাজ পড়িস বেটা?'– উক্তিটি কার? ১
খ. 'সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা।'– একথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১এর সাথে 'মানুষ' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২এ 'মানুষ' কবিতায় কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে"– মন্তব্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। **উদ্দীপক-১ :** বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে নিদ নাহি চোখে তার
পুত্র তাঁহার হুমায়ুন বুঝি বাঁচে না এবার আর!
চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার।

উদ্দীপক-২ : আসমানিরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও
রহিমদ্দির ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও।
বাড়ি তো নয় পাখির বাসা– ভেন্না পাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি।

ক. 'পল্লিজননী' কবিতার মূলকথা কী? ১
খ. 'পল্লিজননী' কবিতার বিরহী মায়ের একেলা পরান দোলে কেন? ২
গ. উদ্দীপক-১এর ভাবের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার যে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক-২ 'পল্লিজননী' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেনি।" উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

৭। **দৃশ্যকল্প-১ :** রহিম মিয়া বর্গাচাষি। রাতদিন পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়েও ন্যায্য অংশ পান না। জমির মালিক জোর করে বেশি ফসল নিয়ে নেন। এতে রহিমের মন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : আবুল মিয়া একটি দোকানের কর্মচারী। নিয়মিত বেতন পান। থাকা-খাওয়াসহ কোনো সমস্যা হয় না। মালিক প্রতিবছর বেতন বৃদ্ধি করেন। সেও সততা ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করে।

ক. 'রানার' কবিতায় শয্যায় একা বিনিদ্র রাত জাগে কে? ১
খ. তার জীবনের 'স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন'– একথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১এর সাথে 'রানার' কবিতার রানারের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২এর আবুল মিয়ার মতো সুবিধা পেলে রানারের জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ থাকতো– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। অমিত ছিল অত্যন্ত মেধাবী, নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির ছেলে। সে দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে এড়িয়ে চলত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় তাদের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। গ্রামের পর গ্রামে তাদের তাণ্ডব চলে। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে ওঠা অমিত হঠাৎ করে অত্যন্ত সাহসী হয়ে ওঠে। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়া অমিত একের পর এক বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কারণে পাকসেনা ও তাদের দোসরদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে।

ক. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কার চোখ অপূর্ব ছিল? ১
খ. বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের অমিতের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "মহান মুক্তিযুদ্ধ উদ্দীপকের অমিত ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মতো তরুণদের সাহসী যোদ্ধায় পরিণত করেছে।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মিনারের পরিবারের সবাই মারা গেল। আপনজনের আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত মিনার তার এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে স্বস্তি খুঁজে পায়। সে একটি স্কুলে ভর্তি হয়। দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার প্রত্যয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকে।

ক. হাশেম মিয়া বুধাকে কী নামে ডাকত? ১
খ. "ভয় ওকে কাবু করে না"– কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের মিনারের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে চরিত্রের মিল রয়েছে তা উল্লেখ করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সম্পূর্ণভাব প্রকাশ করেনি"– উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। আরমান সাহেব বিয়ে করেছেন আট বছর হলো। কিন্তু তিনি এখনও নিঃসন্তান। সাত-পাঁচ ভেবে আরমান সাহেবের মা পিরের পানি পড়া আনতে যায়। এতে আরমান সাহেব রাগ করলে তাঁর মা বলেন, এরা আল্লাহর অলি, সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। বাবা চাইলে নিশ্চয়ই ঘর আলোকিত করে সন্তান আসবে।

ক. বহিপীরের বাল্যবন্ধুর নাম কী? ১
খ. 'তাহারা তাহাদের নূতন জীবনের পথে যাইতেছে?' বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের আরমান সাহেবের মা 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তুলে ধরো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি 'বহিপীর' নাটকের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি নয়– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। মাতৃহারা সুফিয়া সৎমায়ের সংসারে বড়ো হয়েছে। বাবা তাকে গ্রামের ধনাঢ্য এক বয়স্ক লোকের সাথে বিয়ে দিতে চাইলে সুফিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়ে যায়। কিন্তু তার সৎমা প্রতিবাদ করেন এবং মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

ক. শহরে বহিপীরের কয়জন ধনী মুরিদ আছেন? ১
খ. "একটা স্বপ্ন ভেঙে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারবে"– কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের বাবা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে– ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের সুফিয়া এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ঘ	২	গ	৩	গ	৪	ক	৫	ঘ	৬	খ	৭	ঘ	৮	ক	৯	খ	১০	গ	১১	খ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ক	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ রনি অল্পবয়সেই টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। ভাই-বোন, মা-বাবা ও প্রতিবেশীদের সার্বিক সহযোগিতা পেয়ে সে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার চেষ্টা করে। স্কুলে ভর্তি হলে সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় পড়াশোনা করতে থাকে। গত এসএসসি পরীক্ষায় 'এ' প্লাস পেয়ে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।

ক. 'সুভা' গল্পে সুভার বাবার নাম কী? ১

খ. সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রনির সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "সুভা যদি রনির মতো অনুকূল পরিবেশ পেতো তাহলে তার জীবন এমন বিষাদাক্রান্ত হয়ে উঠত না।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সুভা' গল্পে সুভার বাবার নাম বাণীকণ্ঠ।

খ কলকাতা যাওয়ার আয়োজন শুরু হওয়ায় সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে যায়।

সুভার পিতার নাম বাণীকণ্ঠ। কন্যাদায়গ্রস্ত বাণীকণ্ঠ মেয়ের কথা চিন্তা করে বিদেশ যান। ফিরে এসে স্ত্রীকে সপরিবারে কলকাতায় যাওয়ার কথা বলেন। কথা বলতে না পারলেও সুভা বুঝতে পারে পিতা পরিচিত পরিবেশ থেকে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা অজানা আশঙ্কায় সে সব সময় বাবা-মায়ের সাথে সাথে থাকতে শুরু করে। নিজের চিরচেনা পরিবেশ ও বন্ধুদের ছেড়ে নতুন জায়গায় যেতে হবে জেনে কুয়াশায় ঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে যায়।

উত্তরের মূলকথা : আপন পরিবেশ ছেড়ে নতুন জায়গায় যাওয়ার আশঙ্কায় সুভার হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরে যায়।

গ উদ্দীপকের রনির সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার কথা বলতে না পারা এবং তার প্রতি মায়ের হেয় চোখে দেখা-এ দিকটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

'সুভা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভা। বাবা তার নাম রাখেন সুভাষিণী। কিন্তু সে কথা বলতে পারে না। সে বাক্‌শক্তিহীন এক মেয়ে। মা তাকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ গর্ভের কলঙ্ক মনে করতেন। কিন্তু বাণীকণ্ঠ তাকে অন্য দুই মেয়ে অপেক্ষা বেশি আদর করতেন। সুভা কথা বলতে না পারলেও অনুভব শক্তি ভালো ছিল। মূক প্রকৃতি এবং প্রাণীর সঙ্গে তার ভাব ছিল। প্রতাপ নামে তার এক সবাক বন্ধু ছিল।

উদ্দীপকের রনি বিকলাঙ্গ এক যুবক। আর সুভা নির্বাক। রনি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিকলাঙ্গ হয়। আর সুভা জন্ম থেকে বাক্‌শক্তিহীন। রনি বাবা-মা, ভাই-বোন ও প্রতিবেশীর সহযোগিতা পেয়ে সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। পক্ষান্তরে, সুভা প্রাণীকুলের সহযোগিতা পেলেও মায়ের সহযোগিতা তেমন পায়নি। বরং মায়ের কাছ থেকে ধিক্কার পেয়েছে। রনি স্কুলে ভর্তি হলে সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় পড়াশোনা করতে থাকে। কিন্তু সুভার ক্ষেত্রে তা সম্ভব না। কারণ সে কথা বলতে পারে না, অন্যের সহযোগিতাও পায় না। কেবল সর্বশী ও পাঙ্গুলি নামের গাভী দুটি সুভার ভাষাহীন জগতে প্রিয় সঙ্গী হয়ে ওঠে। এভাবে রনির সাথে সুভার বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রনির সাথে 'সুভা' গল্পের সুভার কথা বলতে না পারা এবং তার প্রতি মায়ের হেয় চোখে দেখা-এ দিকটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "সুভা যদি রনির মতো অনুকূল পরিবেশ পেতো তাহলে তার জীবন এমন বিষাদাক্রান্ত হয়ে উঠত না।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'সুভা' গল্পের সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। বাবা তাকে ভালোবাসলেও মা তাকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ মনে করে এবং নিজের গর্ভের কলঙ্কজ্ঞানও করে। সুভা কথা বলতে না পারলেও ঘ্রাণশক্তি প্রবল ছিল। গোয়ালঘরের গাভী দুটি সুভার অসহায়ত্ব বুঝত। ভাষাহীন সুভার অবারিত প্রকৃতি ছিল, যেখানে সে আশ্রয় পায়। পূর্ণিমা রাতে সে নিস্তব্ধ ব্যাকুল পূর্ণিমার প্রকৃতি উপভোগ করতো।

উদ্দীপকের রনি অল্প বয়সেই বিকলাঙ্গ হয়। সে বাবা-মা, ভাই-বোনের সহযোগিতা পায়। এমনকি প্রতিবেশীরাও তাকে সাহায্য করে। এ কারণে সে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু সুভা পারে না।

উদ্দীপকের রনি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিকলাঙ্গ হলেও অন্যের সহযোগিতা পায়। এভাবে সে এসএসসি পরীক্ষা দেয় এবং 'এ' প্লাস পেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। রনির সহযোগী অনেকেই ছিল যে কারণে সে সফল হয়েছে। আর সুভার কেউ ছিল না। কেউ তার সাথে মিশত না ও খেলত না বলে সে প্রকৃতিকে একান্ত সঙ্গী করে নিয়েছিল। এমনকি প্রতিবেশীরাও তার বিষয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা শুরু করেছিল। সকলের এরূপ মনোভাবের কারণে সুভা নিজেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিয়েছিল। তাই যথার্থই বলা যায়, সুভা যদি রনির মতো অনুকূল পরিবেশ পেত তাহলে তার জীবন এমন বিষাদময় হতো না।

উত্তরের মূলকথা : সুভা যদি রনির মতো অনুকূল পরিবেশ পেতো তাহলে তার জীবন এমন বিষাদাক্রান্ত না হয়ে অন্য রকম হতো।

প্রশ্ন ▶ ০২ সব সাধকের বড়ো সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।
দধীচি কি তাহার চেয়ে সাধক ছিল বড়ো?
পুণ্য অত হবে নাকো সব করিলে জড়।
মুক্তিকামী মহাসাধক মুক্ত করে দেশ,
সবারই সে অন্ন জোগায় নাইক গর্ব লেশ।
ব্রত তাহার পরের হিত, সুখ নাহি চায় নিজে,
রৌদ্র দাহে শুকায় তনু, মেঘের জলে ভিজে।

ক. ‘নিমগাছ’ গল্পটি বনফুলের কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? ১
খ. কবিরাজরা ‘নিমগাছের’ প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে ‘নিমগাছ’ গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি ‘নিমগাছ’ গল্পের মূলভাবকে ধারণ করেছে কি? তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘নিমগাছ’ গল্পটি বনফুলের অদৃশ্যলোক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

খ কবিরাজরা চিকিৎসার কাজে নিমগাছকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে বিধায় তারা এ গাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
নিমগাছের অনেক ভেষজগুণ রয়েছে তাই যারা গাছগাছালির মাধ্যমে চিকিৎসা করেন তাদের কাছে এ গাছের অন্যরকম কদর রয়েছে। বিশেষত কবিরাজরা এ গাছ দিয়ে নানা রোগের চিকিৎসা করেন। তাই তারা এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
উত্তরের মূলকথা : নিমগাছ ভেষজ গুণসম্পন্ন হওয়ায় কবিরাজরা এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

গ উদ্দীপকের সাথে ‘নিমগাছ’ গল্পের নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।
‘নিমগাছ’ একটি প্রতীকী গল্প। এ গল্পটিতে নিমগাছের প্রতীকে সীমাহীন ও স্বার্থহীন কথার আখ্যান প্রকাশ পেয়েছে। নিমগাছের ভেষজ গুণ রয়েছে। নানা রোগ-ব্যাধির প্রতিষেধক হিসেবে এ গাছের ডাল, পাতা, ব্যবহার করা যায়। কবিরাজরা এর সাহায্যে ওষুধ বানিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করে। সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক প্রয়োজনেও নিমগাছকে অনবরত ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কেউ এ গাছের যত্ন নেয় না। কিন্তু তাতে কী, এ গাছ মানুষের উপকার করেই যায়। নিমগাছের মতো সমাজেও কিছু মহৎ চরিত্রের মানুষ আছে যারা নিঃস্বার্থভাবে অপরের উপকার করে।
উদ্দীপকের চাষা অন্যের কল্যাণ সাধন করে। নিজের কষ্টের কথা ভাবে না। পরের কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করার মধ্যেই তার জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা। জগতের সাধু ও মহৎ ব্যক্তিগণও তাই করেন। তারা সর্বদা নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরের হিত সাধনে ব্যাপৃত থাকেন। উদ্দীপকের চাষা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কত কষ্ট করে জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করে। তার সবটাই নিজে ভোগ করে না। অপরের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে সে। তার মতো সাধক, মুক্তিকামী মানুষের তুলনা হয় না। ঠিক যেন নিমগাছের মতো তারা পরোপকারে নিয়োজিত থাকে। এভাবে উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘নিমগাছ’ গল্পের নিঃস্বার্থপরতার দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাথে ‘নিমগাছ’ গল্পের নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকটি ‘নিমগাছ’ গল্পের মূলভাবকে অনেকাংশে ধারণ করেছে।
‘নিমগাছ’ গল্পে বর্ণিত মানুষ কেবল নিজের প্রয়োজন মতো নিমগাছকে ব্যবহার করে। নিজের জন্য তারা গাছের ছাল তুলে নেয়। পাতা ছিঁড়ে নেয়। ডাল ভেঙে নেয়। কিন্তু নতুন আসা কবি লোকটি কেবল দূর থেকে নিমগাছের সৌন্দর্য উপভোগ করেছে। এই প্রথম কেউ ভালোবাসার দৃষ্টিতে নিমগাছের দিকে তাকিয়ে সুন্দর মন্তব্য করেছে।
উদ্দীপকের মূলভাবে পরোপকারিতার গুণটি বিদ্যমান। এর পরিসর ‘নিমগাছ’ গল্পের মতোই বিস্তৃত এবং মূলভাব একই। আর তা হলো নিঃস্বার্থভাবে অন্যের উপকারে নিয়োজিত থাকা। উদ্দীপকের চাষা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল চাষ করে। তার মূল্য সে বেশি পায় না। কিন্তু অপরের কল্যাণ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। এমনভাবে মহাসাধক দধীচির চেয়েও সে অনেক মহৎ ও কল্যাণময়ী। তার তুলনা অন্যের সাথে হবে না।
‘নিমগাছ’ গল্পের মূলভাবও উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর মতোই। তবে এ গল্পে প্রতীকের সূত্রে লেখক দেখিয়েছেন নারীর অপরিসীম আত্মত্যাগ। নারীর মানবিক মর্যাদা। পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করার ইঙ্গিত দেয় গল্পটি। যা উদ্দীপকে বর্ণিত হয়নি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি গল্পের মূলভাবকে অনেকাংশে ধারণ করেছে।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটি ‘নিমগাছ’ গল্পের মূলভাবকে অনেকাংশে ধারণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ বিয়ের অল্পদিন পরেই মনিরার স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পরিবারে নেমে আসে অভাব অনটন। সে আমান সাহেবের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নেয়। গৃহের যাবতীয় কাজসহ আমান সাহেবের মা-মরা দুটো সন্তানকে গভীর মমতায় দেখাশোনা করে। আমান সাহেব ও তার সন্তানেরা মনিরাকে অত্যন্ত ভালোবাসে।

ক. কয় মাস ধরে মমতাদির স্বামীর চাকরি নেই? ১
খ. মমতাদি সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা নীরবেই প্রকাশ করল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মনিরা ‘মমতাদি’ গল্পের যে চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি ‘মমতাদি’ গল্পের সমগ্রভাবকে ধারণ করে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রায় চার মাস ধরে মমতাদির স্বামীর চাকরি নেই।

খ প্রত্যাশার চেয়ে বেশি টাকা বেতন ধার্য করায় মমতাদি সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা নীরবেই প্রকাশ করল।

মমতাদির অভাবের সংসার। স্বামীও তাকে দেখতে পারে না। এছাড়া মমতাদির সন্তান অসুস্থ। এসব মিলে তার সংসারই যেন অচল হয়ে পড়ল। তাই রোজগারের আশায় সে লেখকের মায়ের কাছে কাজ খুঁজতে গেল। লেখকের মা রাজি হলেন এবং মমতাদিকে মাসে মায়না পনেরো টাকা দিতে চাইলেন। এই টাকার কথা শুনে তার চোখে জল চলে এলো এবং সে সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা নীরবেই প্রকাশ করল।

উত্তরের মূলকথা : প্রত্যাশার চেয়ে বেশি টাকা বেতন ধার্য করায় মমতাদি সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা নীরবেই প্রকাশ করল।

গ উদ্দীপকের মনিরা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'মমতাদি' গল্পে দেখা যায়, সে রাঁধুনি হিসেবে কাজ নিয়ে গৃহকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয় অল্প দিনের মধ্যেই। সে যেমন কাজের মাধ্যমে তাদের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে, ঠিক তেমনি সেও এক অদৃশ্য মায়ার বাঁধনে তাদেরকে বেঁধেছে। বাড়ির ছোটো ছেলেকে ছোটো ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। গৃহকর্ত্রীকে মা সম্বোধন করেছে। অভাবের সংসার তার। স্বামীর চাকরি হবার পর তার কাজ ছেড়ে দেবার আকাঙ্ক্ষায় লেখক যেমন ব্যাকুল হয়ে উঠে তেমনি লেখকের মাও বলেছে তুমি চলে গেলে আমাদেরও কি ভালো লাগবে।

উদ্দীপকে বর্ণিত, মনিরার বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই তার স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পরিবারে অভাব নেমে আসে। কোনো উপায় না পেয়ে সে আমান সাহেবের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নেয়। সে বাড়ির সমস্ত কাজ যত্নের সাথে করে দেয়। আমান সাহেবের মা-মরা দুটো সন্তানকে পরম মমতায় দেখাশোনা করে। আমান সাহেব এবং তার সন্তানেরাও মনিরাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। এভাবে পরিবারের মধ্যে তার সাথে এক নিবিড় সখ্য গড়ে ওঠে। মনিরাকে তাই মমতাদির সাথে তুলনা করা যায়। কারণ উভয়ের ঘটনা এক এবং কাজকর্মও অভিন্ন। মমতাদি গৃহকর্তার সকল কাজকর্ম নিজের মনে করে সম্পন্ন করে এবং ব্যবহার দিয়ে সকলের আদর-স্নেহে সিক্ত হয়। উদ্দীপকের মনিরা অনুরূপ দায়িত্ব পালন করে। তাই বলা যায়, মনিরা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাথে নিবিড়ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মনিরা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকটি 'মমতাদি' গল্পের সমগ্রভাব নয়, আংশিক ভাব ধারণ করে।

'মমতাদি' গল্পের মমতাদি ব্রাহ্মণকন্যা হয়েও অভাবের কারণে পরের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ নিয়েছে। রাঁধুনী হিসেবে কাজ নিলেও তার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রবল। তাই রাঁধুনী কাজটিকে সে সহজে মেনে নিতে পারেনি। রাঁধুনি বলায় তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের মনিরা একজন গৃহকর্মী। সে অন্যের বাড়িতে কাজ করে। তার অভাবের সংসার। বাড়ির যাবতীয় কাজ সে করে দেয়। আমান সাহেবের মা-মরা সন্তানদেরকে সে লালন-পালন করে। এ বিষয়গুলো মমতাদির মধ্যে বিদ্যমান। তবে আত্মসম্মানবোধ মমতাদির মাঝে যেমন ফুটে উঠেছে তেমনিভাবে তা মনিরার মাঝে লক্ষণীয় নয়। মনিরা যেমন আমান সাহেব ও তার সন্তানদের কাছ থেকে ভালোবাসা পেয়েছে তেমনি মমতাদিও পেয়েছে।

'মমতাদি' গল্পে বর্ণিত, মমতাদি কাজে বেরিয়েছে স্বামীর চাকরি নেই বলে। পক্ষান্তরে, মনিরার স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। পরিবারে নেমে আসে অভাব-অনটন। তাই সে আমান সাহেবের বাসায় কাজ নেয়। উভয়েই গৃহকর্মী। তবে কারণ ভিন্ন। মমতার বাড়িতে স্বামী আর একছেলে আছে। কিন্তু মনিরার কেউ নেই। কারণ বিয়ের অল্প দিন পরেই তার স্বামী মারা যায়। অন্যদিকে গল্পের বিষয়-পরিসর বিস্তৃত কিন্তু উদ্দীপকের বিষয় সংক্ষিপ্ত। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকটি গল্পের সমগ্রভাব ধারণ করেনি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটি 'মমতাদি' গল্পের সমগ্রভাব নয়, আংশিক ভাব ধারণ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ আমি একা নই, অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মতো ছুটছিল। মাথায় সুটকেস। বগলে কাপড়ের গাঁটরি। হাতে হারিকেন। কোমরে বাচ্চা। চোখে মুখে কী এক অস্থির আতঙ্ক! কথা নেই। মৌন সবাই। সহসা কে যেন বলল, ওদিকে যাবেন না। মিলিটারি। নৌকায় করে করে লোকজন সব ওপারে পালাচ্ছিল। মিলিটারি ওদের ওপরে গুলি করেছে। দু-তিনশ লোক মারা গেছে ওখানে। যাবেন না। মনে হলো পায়ের সঙ্গে যেন কয়েক মন পাথর বেঁধে দিয়েছে কেউ। সামনে এগিয়ে যাব ভরসা পাচ্ছি না। পর মুহূর্তে একটা হেলিকপ্টরের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর মনে হলো একসঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ পড়লো। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু অনেকগুলো শব্দের তাণ্ডব। মেশিনগানের শব্দ। বাচ্চাদের কান্না। কতকগুলো মানুষের আর্তনাদ। কাতরোক্তি। কয়েকটা কুকুরের চিৎকার। মানুষের বিলাপ। একটি কিশোরের কণ্ঠস্বর। বা'জান। বা'জান। তারপর শ্মশানের নীরবতা।

ক. ১৯৭১ সালে ১৩ই এপ্রিল কী বার ছিল? ১
খ. 'ধরণি দ্বিধা হও' কেন এ কথাটি বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকটিতে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার খণ্ডাংশ মাত্র"– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালে ১৩ই এপ্রিল মঙ্গলবার ছিল।

খ লেখিকার মতে, ১৭ই মে বুদ্ধিজীবীদের নামে যে নির্লজ্জ মিথ্যা বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখে তাদের অনেকেই ঘৃণায় লজ্জায় প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

১৯৭১ সালের ১৭ই মে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর নামে একটা বিবৃতি পত্রিকায় ছাপা হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক ও রেডিও-টিভির কোনো কর্মকর্তা এবং শিল্পীর নাম বাদ ছিল না। এমন নির্লজ্জ মিথ্যা বিবৃতি অনেকেই যে না পড়েই বাধ্য হয়ে স্বাক্ষর করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজকের কাগজ পত্রিকায় এই নির্লজ্জ মিথ্যা ভাষণ পড়ে লজ্জায় তাদের কোথাও লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। এ কারণেই 'ধরণি দ্বিধা হও' কথাটি বলা হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকারের দুষ্কর্মের অংশ হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের নামে পত্রিকায় নির্লজ্জ মিথ্যা বিবৃতি প্রকাশের পর চরম ঘৃণা-লজ্জায় বুদ্ধিজীবীদের কোথাও লুকিয়ে থাকা প্রসঙ্গে 'ধরণি দ্বিধা হও' কথাটি বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকটিতে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার ১৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১ সালের ঘটনাটি ফুটে উঠেছে।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় বর্ণিত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, পাকিস্তানি সেনাদের বিকেলেই আত্মসমর্পণ করার কথা। সকাল থেকে কলিম, হুদা, লুলু যারাই এসেছে সবারই মুখে ঐ এক কথা দলে দলে লোক জয় বাংলা ধ্বনি তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। কারফিউ উপেক্ষা করে। পাকিস্তানি সেনারা, বিহারিরা সবাই নাকি পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে পথেঘাটে এলোপাথাড়ি গুলি করে বহু বাঙালিকে খুন-জখম করেছে। বাদশা এসে বলে, এলিফ্যান্ট রোডের আজিজ মোটরস-এর মালিক খান জীপে করে পালাবার সময় বেপরোয়া গুলি চালিয়ে রাস্তার বহুলোককে জখম করেছে। এভাবে বহু রক্ত ঝরিয়েছে বাঙালিরা। অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় খানসেনারা। দিনটি ছিল ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১।

উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধকালীন খণ্ডচিত্র ফুটে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। অসংখ্য মানুষ জীবন বাঁচাতে পিঁপড়ার মতো ছুটছে মাথায় সুটকেস, বগলে কাপড়ের গাঁটরি, হাতে হারিকেন নিয়ে অজস্র মানুষ ছুটছে। কোমরে সন্তান নিয়ে অস্থির আতঙ্কে নিঃশব্দে বসে আছে পথে-প্রান্তরে। কেউ নৌকা করে মিলিটারির ভয়ে ওপারে পালাচ্ছে। ওদের ওপর গুলি করছে। দু তিনশত লোক মারা গেছে। এমন ঘটনা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায়ও বিধৃত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটিতে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার ১৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১ সালের ঘটনাটি ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার খণ্ডাংশ মাত্র।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় বর্ণিত, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখের পরবর্তী সময়গুলোতে দেশের পরিস্থিতি পাল্টে যেতে থাকে। ছাত্র-শিক্ষক-জনতা সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এসময় রুমী ছিল আইএসসি পাশ করা ছাত্র। সে তার মায়ের কাছে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। প্রথমে মা না করলে রুমী বলে, যুদ্ধে না গেলে তার বিবেক তাকে চিরকাল অপরাধী করে রাখবে।

উদ্দীপকে যুদ্ধের খণ্ডিত চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে দেখা যায়, অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ার মতো ছুটছে। পালিয়ে বাঁচার জন্য দিগ্‌বিদিক ছুটছে। পাক মিলিটারিরা তাদের পিছু নিয়েছে, গুলি করছে, বহু লোক মারা যাচ্ছে। অনেকেই জখম হয়েছে। সামনে এগিয়ে যাবে সেই সাহসও নেই। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায় অনেকে। মেশিনগানের শব্দ, বাচ্চাদের কান্নায় বাতাস ভারী হয়। এভাবে চলে যুদ্ধের দামামা। এ বিষয়গুলো 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনাতেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ঘটনার পরম্পরায় উদ্দীপকে উল্লেখিত হয়নি।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় দেখা যায়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় মুক্তিযোদ্ধা ও এদেশবাসীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে একটি রেডিয়ো স্টেশন চালু করা হয়। এখানে কবি-সাহিত্যিক-আবৃত্তিকার-শিল্পীসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। এভাবে নানা ঘটনা এ রচনায় স্থান পেয়েছে। এটি দিনপঞ্জির আকারে রচিত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। এভাবে এ রচনাটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নানা ঘটনার পরম্পরা বর্ণিত হয়েছে। যা উদ্দীপকে পুরোপুরি বর্ণিত হয়নি। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার খণ্ডাংশ মাত্র।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার খণ্ডাংশ হিসেবেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **দৃশ্যকল্প-১ :** রফিক সাহেব প্রতিবছর মেজবানের আয়োজন করেন। অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু গরিব অসহায়দের মেজবানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : ১৮৫৩ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের মাঝে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। তাদের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সেবার ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি সেবায় এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন যে দিন-রাতে ২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করতেন। তাঁর সেবা-শুশ্রূষা ও সান্ত্বনায় আহত পঙ্গু সৈনিকরা বেঁচে থাকার আশা ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ফিরে পায়।

ক. 'মানুষ' কবিতায় 'নমাজ পড়িস বেটা?'– উক্তিটি কার? ১

খ. 'সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা।'– একথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১এর সাথে 'মানুষ' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২এ 'মানুষ' কবিতায় কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে"– মন্তব্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মানুষ' কবিতায় 'নমাজ পড়িস বেটা?'–উক্তিটি মোল্লা সাহেবের।

খ 'সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা'– এই কথাটি দ্বারা কবি সৃষ্টিকর্তার উপাসনালয়ে প্রবেশের অধিকার সবার সমান বুঝিয়েছেন।

সৃষ্টিকর্তা কোনো বিশেষ শ্রেণির মানুষের নন, তিনি সবার। তাই তাঁর উপাসনালয়ে প্রবেশের অধিকার সবারই সমান। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তি উপাসনালয়ে প্রবেশের অধিকার সীমিত করে দেয় কেবল নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য। কবি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন যে, উপাসনালয়ের রুদ্ধ দ্বার ভেঙে ফেলে দাও, এ দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করতে।

উত্তরের মূলকথা : 'সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা'– এই কথাটি দ্বারা কবি সৃষ্টিকর্তার উপাসনালয়ে প্রবেশের অধিকার সবার সমান বুঝিয়েছেন।

গ দৃশ্যকল্প-১এর সাথে 'মানুষ' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো মানুষে মানুষে বৈষম্যমূলক আচরণ করা।

'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিত দুটি আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র। যাদের আচরণে মানুষে মানুষে অসাম্যের দিকটি ফুটে উঠেছে। মসজিদের মোল্লা ও মন্দিরের পুরোহিত স্বার্থপর মানুষের প্রতীক। অথচ 'মানুষ' কবিতার এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি মসজিদ-মন্দিরে গিয়েও খাবার না পেয়ে ফিরে যায়। অথচ সেই মসজিদ কিংবা মন্দিরে তাকে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত খাবার ছিল। এখানে তাকে মানুষ বলেই গণ্য করা হয়নি। বরং তাকে নমাজ পড়িস বেটা, তাহলে সোজা পথ দেখ ইত্যাদি কথা বলে ঐ ভুখারীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

দৃশ্যকল্প-১এর রফিক সাহেব একজন হীন মানসিকতার মানুষ। তিনি সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন না। তিনি গরিব-অসহায়দের ছোটো করে দেখেন। হেয় প্রতিপন্ন করেন। অন্যদিকে, বড়োলোকদের মান্য করেন, সম্মান করেন। তার স্বভাবে সেটাই ফুটি উঠেছে। তিনি প্রতিবছর যে মেজবানের আয়োজন করেন তাতে অভিজাত ব্যক্তিবর্গ আত্মীয়স্বজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের দাওয়াত দেন। কিন্তু গরিব অসহায়দের মেজবানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। এখানে তার অসাম্যের বিষয়টি ফুটে উঠেছে, যা 'মানুষ' কবিতায়ও বর্ণিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-১এর সাথে 'মানুষ' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো মানুষে মানুষে বৈষম্যমূলক আচরণ করা।

ঘ "দৃশ্যকল্প-২এ 'মানুষ' কবিতার কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'মানুষ' কবিতার কবি এমন মানুষের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন যিনি জাত-পাত নির্বিশেষে সব মানুষের সেবায় নিজেকে নিবেদিত করবেন। নিরন্ন মানুষের পাশে যিনি আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠবেন। মনুষ্যত্বের অবমাননা হয় এমন কাজ করবেন না।

দৃশ্যকল্প-২এ মানবসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হয়েছে। ১৮৫৩ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের মাঝে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। তাদের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সেবার ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসেন। তার সেবা-শুশ্রূষা ও সান্ত্বনায় আহত পঙ্গু সৈনিকরা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। এমন মানবসেবাই কবির প্রত্যাশা।

'মানুষ' কবিতার কবি যেমন বিদ্রোহী তেমনি সাম্যবাদের কবি। তার মতে, মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই। দেশ-কাল-পাত্রের ভেদে মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। যে মানুষ মহৎ কর্ম করে, মানুষের কল্যাণে কাজ করে, ছোটো-বড়ো, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই সমান চোখে দেখে তারাই প্রকৃত মানুষ। এরা কখনো মনুষ্যত্বের অবমাননা করে না, কেবল মানবসেবায় ব্রতী থাকে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তেমনি একটি চরিত্র। যার সেবায় যুদ্ধাহত সেনারা জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ফিরে পায়। 'মানুষ' কবিতার প্রত্যাশাও মানুষের সেবা করা। তাই বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২এ 'মানুষ' কবিতার কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : দশ্যকল্প-২এ 'মানুষ' কবিতার কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **উদ্দীপক-১ :** বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে নিদ নাহি চোখে তার
পুত্র তাঁহার হুমায়ুন বুঝি বাঁচে না এবার আর!
চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার।

উদ্দীপক-২ : আসমানিরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও
রহিমদ্দির ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও।
বাড়ি তো নয় পাখির বাসা– ভেন্না পাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি।

ক. 'পল্লিজননী' কবিতার মূলকথা কী? ১
খ. 'পল্লিজননী' কবিতার বিরহী মায়ের একেলা পরান দোলে কেন? ২
গ. উদ্দীপক-১এর ভাবের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার যে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক-২ 'পল্লিজননী' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেনি।" উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'পল্লিজননী' কবিতার মূলকথা হলো অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণ।

খ অসুস্থ ছেলের মৃত্যু আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণে বিরহী মায়ের একেলা পরান দোলে।

মায়ের কাছে তার সন্তান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মা সদা তার সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। তাই যখন সন্তান অসুস্থ হয় তখন মায়ের মন দুঃখে ভরে ওঠে। 'পল্লিজননী' কবিতায় এক অসুস্থ ছেলের জন্য মায়ের মনঃকষ্ট ও আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে। অসুস্থ ছেলের মাথার কাছে মা সারারাত নির্ঘুম বসে থাকেন। কোনো এক অজানা আশঙ্কায় তার পরান দুলে ওঠে। মূলত, অসুস্থ সন্তানের মৃত্যু আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণেই বিরহী মায়ের পরান দোলে।

উত্তরের মূলকথা : অসুস্থ ছেলের মৃত্যুর শঙ্কায় বিরহী মায়ের একেলা পরান দোলে।

গ উদ্দীপক-১এর ভাবের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার সন্তানের প্রতি মায়ের অকৃত্রিম ভালোবাসার সাদৃশ্য রয়েছে।

'পলিজ্জননী' কবিতায় দেখা যায়, রুগ্ণ সন্তানের পাশে সারারাত বসে থেকেছেন তার মা। যদিও তিনি অর্থের অভাবে পুত্রের আনন্দ ও পথ্য জোটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারপরও পুত্রের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন মা। তিনি অসুস্থ পুত্রের জন্য দরগায় দান মেনেছেন। সারারাত জেগে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেছেন। এছাড়া রুগ্ণ সন্তানের পাশে বসে রাত জেগে তাকে সেবা দিয়েছেন। রুগ্ণ পরিবেশে সন্তানের পাশে বসে তার মনে শঙ্কা জেগে ওঠে।

উদ্দীপকে বাদশা বাবর তাঁর পুত্র হুমায়ুনের রোগমুক্তির আশায় অস্থির এবং নিদ্রাহীন অবস্থায় রাত পার করেছেন। তিনি বারবার পুত্রের জীবনভিক্ষা চেয়েছেন, প্রার্থনা করেছেন। বাদশা বাবরও কবিতায় পল্লিমায়ের মতো সন্তানের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। তাই বলা যায়, সন্তানের প্রতি মমত্ববোধের দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উভয়ক্ষেত্রে।

ঘ "উদ্দীপক-২ 'পল্লিজননী' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেনি।"– উক্তিটি যথার্থ।

'পল্লিজননী' কবিতায় পল্লিপ্রকৃতির এক নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পল্লির এক মা ও ছেলের দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসার জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে। রুগ্ণ ছেলের জন্য যে মা সামান্য পথ্যেরও ব্যবস্থা করতে পারেননি। কেবল পুত্রের মৃত্যু আশঙ্কায় হয়েছেন ভীত ও নিরুপায়।

উদ্দীপকের বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে আসমানিরা আসলে পল্লি মায়েদের মতোই তাদের বাড়িকে ভেন্নাপাতার ছানি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কবি। সামান্য বৃষ্টি হলেই সেই বাড়িতে পানি গড়িয়ে পড়ে। সামান্য বাতাসে নড়বড়ে হয়ে যাওয়া এই বাড়িতেই তারা বছরের পর বছর ধরে বসবাস করছে। উদ্দীপকে অনাহারে অর্ধাহারে থাকা আসমানিদের জীবনচিত্র ভেসে উঠেছে। অন্যদিকে, কবিতায় মা তার রুগ্ণ ছেলের শিয়রে বসে থাকে মৃত্যুর আশঙ্কায়।

'পল্লিজননী' কবিতায় রুগ্ণ পুত্রের শিয়রে বসে রাতজাগা এক মায়ের মনঃকষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। সন্তান হারানোর মতো বেদনাবিধুর পরিস্থিতির মুখোমুখি সে। তাইতো কানাকুয়োর ডাক, বাদুড়ের পাখা ঝাপটানিতে মায়ের মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সন্তানের প্রতি মায়ের আকর্ষণ এ কবিতার মূল কথা। কিন্তু উদ্দীপকের এসবের কোনো অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় না। উদ্দীপকে আসমানির দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে উঠে এসেছে। সেখানে কেবল তাদের রূঢ় জীবনযাত্রা এবং আর্থিক টানাপোড়েন এসেছে। উদ্দীপকে চিরায়ত মাতৃস্নেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কবিতায় যেমন আমরা একটা গল্পের মাতৃস্নেহের করুণ আকুতি দেখতে পাই, উদ্দীপকের কোথাও তা পরিলক্ষিত হয় না। অতএব, আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ বলে বিবেচনা করা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-২ 'পল্লিজননী' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেনি।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **দৃশ্যকল্প-১ :** রহিম মিয়া বর্গাচাষি। রাতদিন পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়েও ন্যায্য অংশ পান না। জমির মালিক জোর করে বেশি ফসল নিয়ে নেন। এতে রহিমের মন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : আবুল মিয়া একটি দোকানের কর্মচারী। নিয়মিত বেতন পান। থাকা-খাওয়াসহ কোনো সমস্যা হয় না। মালিক প্রতিবছর বেতন বৃদ্ধি করেন। সেও সততা ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করে।

ক. 'রানার' কবিতায় শয্যায় একা বিনিদ্র রাত জাগে কে? ১

খ. তার জীবনের 'স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন'– একথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১এর সাথে 'রানার' কবিতার রানারের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২এর আবুল মিয়ার মতো সুবিধা পেলে রানারের জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ থাকতো– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'রানার' কবিতায় শয্যায় একা বিনিদ্র রাত জাগে রানারের প্রিয়া।

খ রানারের জীবন নিয়ে দেখা কোনো স্বপ্নই পূরণ হয়নি– এখানে কবি সে কথাই বলেছেন।

সকল মানুষের জীবনেই স্বপ্ন থাকে। কারও স্বপ্ন পূরণ হয় কারও হয় না। তেমনি স্বপ্ন ছিল রানারের জীবনেও। তবে সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। তার সকল স্বপ্ন পেছনে চলে গেছে, যেমন তার চলার পথ থেকে বন সরে যায় ক্রমশ। নানা গাছে বন সমৃদ্ধ থাকে তেমনি রানারের জীবনের স্বপ্নগুলোও হয়তো নানা শাখাপ্রশাখায় পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু কোনোটাই পূরণ হয়নি।

উত্তরের মূলকথা : রানারের জীবন নিয়ে দেখা কোনো স্বপ্নই পূরণ হয়নি– এখানে কবি সে কথাই বলেছেন।

গ দৃশ্যকল্প-১এর সাথে 'রানার' কবিতার রানারের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো ত্যাগ ও সংগ্রামী জীবন।

'রানার' কবিতায় বর্ণিত, রানার সামান্য বেতনভুক্ত কর্মচারী। কিন্তু বড়ো দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়। রোদ-বৃষ্টি-ঝড় মাথায় নিয়ে প্রিয়জনের কাছে খবর প্রেরণ করতেই হয়। রাতের ঘুম উপেক্ষা করে সে ডাকের বোঝা নিয়ে যায় মানুষের কাছে। সে মানুষের সুখ-দুঃখের বার্তা পিঠে বয়ে চলে। কিন্তু অভাবী রানারের খবর কেউ রাখে না। ত্যাগই তার জীবনের মূল, দারিদ্র্যই তার নিত্যসঙ্গী।

দৃশ্যকল্প-১এ দেখা যায়, রহিম মিয়া একজন বর্গাচাষি। সে রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করে। এত কষ্ট করে ফসল ফলিয়েও সে ন্যায্য মূল্য পায় না। তার সঠিক অংশ সে পায় না। জমির মালিক জোর করে বেশি ফসল নিয়ে নেয়। এতে রহিম মিয়া কষ্ট পায়। তার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়। অনুরূপ 'রানার' কবিতার রানারও তার কাজের সঠিক মূল্যায়ন পায় না। তার বেতন কম কিন্তু দায়িত্ব কঠিন। রহিম মিয়ার মতোই তার সংসারে অভাব লেগেই থাকে। ত্যাগ ও সংগ্রাম সবই উভয়ের জীবনে বিদ্যমান। আর এ দিকটিই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-১এর সাথে 'রানার' কবিতার রানারের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো ত্যাগ ও সংগ্রামী জীবন।

ঘ দৃশ্যকল্প-২এর আবুল মিয়ার মতো সুবিধা পেলে রানারের জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ থাকতো–মন্তব্যটি যথার্থ।

রানার দেশের এক মহান পেশায় নিয়োজিত এবং সে পেশায় তার বেতন খুবই কম। কিন্তু তাকে ঠিকই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এই সামান্য বেতন পেয়েই রাতের ঘুম উপেক্ষা করে যথার্থ দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু এই অভাবী রানারের খবর কেউ রাখে না।

দৃশ্যকল্প-২এর আবুল মিয়া একটি দোকানের কর্মচারী। সে নিয়মিত বেতন পায়। তার থাকা, খাওয়ার কোনো সমস্যা হয় না। দোকানের মালিক প্রতিবছর তার বেতন বাড়িয়ে দেয়। সেও সততার সাথে কাজ করে। পরিশ্রম করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু রানারের চরিত্র তার উল্টো। রানার কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু বেতন পায় খুবই কম। যা দিয়ে তার সংসার চলে না। সেদিকে কারও কোনো খেয়াল নেই।

'রানার' কবিতার রানার একজন পরিশ্রমী মানুষ। আপন কর্তব্য পালনের জন্য সে সদা সচেষ্ট থাকে। প্রতিদিন সে গ্রাহকদের থেকে ব্যক্তিগত ও প্রয়োজনীয় চিঠি, অর্থ, সমগ্রী পৌঁছে দেয়। রোদ-বৃষ্টি-ঝড় ও রাতের অন্ধকার কোনো কিছুই তার কর্তব্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কখনো সে রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে ছুটে চলে। সে কাজে নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়। কিন্তু তার ভাগ্যের বদল হয় না। তার অভাব ঘোচে না। বেতন বৃদ্ধি হয় না আবুল মিয়ার মতো। সংসার চল না তার মতো। অভাব তার সংসারে লেগেই থাকে। কঠোর পরিশ্রম করেও তার কোনো লাভ হয় না। তাই সে যদি আবুল মিয়ার মতো সুবিধা পেত তাহলে তার জীবনও সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ থাকতো।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-২এর আবুল মিয়ার মতো সুবিধা পেলে রানারের জীবনও সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ থাকতো।

প্রশ্ন ▶ ০৮ অমিত ছিল অত্যন্ত মেধাবী, নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির ছেলে। সে দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে এড়িয়ে চলত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় তাদের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। গ্রামের পর গ্রামে তাদের তাণ্ডব চলে। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে ওঠা অমিত হঠাৎ করে অত্যন্ত সাহসী হয়ে ওঠে। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়া অমিত একের পর এক বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কারণে পাকসেনা ও তাদের দোসরদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে।

ক. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কার চোখ অপূর্ব ছিল? ১
খ. বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের অমিতের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "মহান মুক্তিযুদ্ধ উদ্দীপকের অমিত ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মতো তরুণদের সাহসী যোদ্ধায় পরিণত করেছে।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিনুর চোখ অপূর্ব ছিল।

খ চাচি বুধাকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে বলে বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠে।

বেকার চাচার সংসারে বোঝাস্বরূপ বুধার কাছে মুক্তি চায় চাচি। বুধাও চলে যায় চাচির সংসার থেকে। বুধা চাচির কথায় সংসার ত্যাগ করে স্বাধীন জীবনযাপন করে। বুধা উপলব্ধি করতে পারে মুক্তির স্বাদ। তাই বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠে।

উত্তরের মূলকথা : চাচি বুধাকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে বলে বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠে।

গ উদ্দীপকের অমিতের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো ভীষণ সাহসী ও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা ভীষণ সাহসী এক কিশোর যুবক। বাবা-মা, ভাই-বোন মারা যাওয়ার কথা মনে হলে তার আর ভয় থাকে না। গাঁয়ের লোক তাকে পাগল বললেও সে আসলে এক সাহসী বালক। একা একা বেড়ে উঠতে গিয়ে সে আরও সাহসী হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে সে জড়িয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। দেশের প্রতি মমত্ববোধ, বিদেশি মিলিটারিদের প্রতি ঘৃণা, দেশাত্মবোধ তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশকে ভালোবাসে বলে সে ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের অমিত অত্যন্ত মেধাবী, নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল। সে দাঙ্গা হাঙ্গামাকে এড়িয়ে চলতো। কিন্তু যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো এবং তার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হলো তখন শত্রুদের প্রতিহত করতে সে ভীষণ সাহসী হয়ে ওঠে। সে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে ওঠে এবং মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে একের পর এক বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করে। সে পাকসেনা ও তাদের দোসরদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। এভাবে অমিতের শত্রু নিধন, সাহসী ভূমিকা পালন, দেশের জন্য যুদ্ধ করা ইত্যাদির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে উপন্যাসের বুধার। বুধার যেমন সাহস ও মানবিক গুণ রয়েছে তেমনি অমিতেরও আছে। দেশাত্মবোধের চেতনা উভয়ের চরিত্রের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে। এভাবে উভয় চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের অমিতের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো ভীষণ সাহসী ও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

ঘ "মহান মুক্তিযুদ্ধ উদ্দীপকের অমিত ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মতো তরুণদের সাহসী যোদ্ধায় পরিণত করেছে।"– উক্তিটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। সে দেখেছে কীভাবে তার নিজের গ্রামে শত্রুরা আগুন দিয়েছে। মানুষ হত্যা করেছে। এদেশের কিছু লোক পাকসেনাদের সহায়তা করেছে। তারা রাজাকার, আলবদর, আল শামস। এসব দেখে তার মধ্যে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে।

উদ্দীপকের অমিত যেমন মেধাবী তেমনি সাহসী। প্রথম দিকে শান্ত প্রকৃতির ছিল। তাই সে দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে এড়িয়ে চলত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকবাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় তাদের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। গ্রামের পর গ্রামে তাণ্ডব চালায়। এসব দেখে অমিত হঠাৎ সাহসী ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের অমিত যেমন তরুণ তেমনি উপন্যাসের বুধাও তারুণ্যের প্রতীক এক সাহসী চরিত্র। এদেশের বহু তরুণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। শত্রু নিধনে শপথ করে। দেশের জন্য লড়াই করে অবশেষে বিজয় অর্জন করে। অমিত ও বুধা তেমনি দুটি তরুণ চরিত্র। তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে কৌশলী যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে সাহসী যোদ্ধায় পরিণত হয়েছে এবং সফল হয়েছে। তাই বলা যায়, মহান মুক্তিযুদ্ধ উদ্দীপকের অমিত ও উপন্যাসের বুধার মতো তরুণদের সাহসী যোদ্ধায় পরিণত করেছে।

উত্তরের মূলকথা : মহান মুক্তিযুদ্ধ উদ্দীপকের অমিত ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মতো তরুণদের সাহসী যোদ্ধায় পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মিনারের পরিবারের সবাই মারা গেল। আপনজনের আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত মিনার তার এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে স্বস্তি খুঁজে পায়। সে একটি স্কুলে ভর্তি হয়। দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার প্রত্যয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকে।

ক. হাশেম মিয়া বুধাকে কী নামে ডাকত? ১
খ. "ভয় ওকে কাবু করে না"– কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের মিনারের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে চরিত্রের মিল রয়েছে তা উল্লেখ করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সম্পূর্ণভাব প্রকাশ করেনি"– উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাশেম মিয়া বুধাকে খোকন বাবু বলে ডাকত।

খ ছোটোবেলায় বুধাকে কেউ ভূত বা জুজুর ভয় দেখায়নি বলে ভয় ওকে কাবু করে না।

মা-বাবা ও পরিবার-পরিজনহারা বুধা নিজের নিয়মে বেড়ে উঠেছে। ছোটোবেলায় কেউ তাকে ভূতের গল্প বলেনি। তাকে জুজুর ভয় দেখানোর মতো কেউ ছিল না। ফলে ভয়টা কি তা সে জানে না। এজন্য কোনো ভয় তাকে কাবু করে না।

উত্তরের মূলকথা : ছোটোবেলায় বাবা-মা হারানোয় বুধা নির্ভীকভাবে নিজস্ব নিয়মে বড়ো হয়েছে তাই ভয় বুধাকে কাবু করে না।

গ উদ্দীপকের মিনারের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের মিল রয়েছে।
'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা কলেরা মহামারিতে একরাতে পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাইকে হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। একা একা বেড়ে উঠতে গিয়ে সে ভীষণ সাহসী হয়ে ওঠে। চাচির বাড়ি ছেড়ে চলে এলে তার মধ্যে মুক্তির স্বাধ জাগে। কিশোর বয়সেই সে যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে। সে কৌশলী মুক্তিযোদ্ধা। সে শত্রু নিধনে ক্যাম্পের বাংকারে মাইন পুঁতে রেখে দেয়। রাজাকারের বাড়িতে আগুন দেয়। এত ছোটো বয়সেও তার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়।
উদ্দীপকের মিনারের পরিবারের সবাই মারা যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে। মিনার হয়ে যায় নিঃস্ব, একাকী। আপনজন হারিয়ে সে এখন ফেরারী। শেষে এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় খুঁজে পায় সে। বাবা-মার স্নেহ-আদর থেকে বঞ্চিত হয়। এক সময় তার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। বুধার মতোই তার জীবন। বুধা যেমন সাহসী সেও তেমনি সাহসী। বুধার মতো মিনারেরও বাবা-মা নেই। উভয়ই এতিম, নিঃস্ব। এসব দিক দিয়ে বুধার সাথে মিনারের মিল পরিলক্ষিত হয়।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মিনারের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সম্পূর্ণভাব প্রকাশ করেনি।"– উক্তিটি যথার্থ।
'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রধান বিষয় কলেরায় পরিবার-পরিজন হারানো বুধার মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার গল্প। সেই সাথে এই উপন্যাসে পাক মিলিটারির নৃশংসতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের নানা দিক উঠে এসেছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মিনারের পরিবারের সবাই মারা যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে। সে আপনজনের স্নেহ-আদর থেকে বঞ্চিত হয়। এদিকটির সাথে আলোচ্য উপন্যাসের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উদ্দীপকে আরো রয়েছে মিনার এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে স্বস্তি খুঁজে পায়। সে একটি স্কুলে ভর্তি হয়। দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার সংকল্প করে এবং সে উদ্দেশ্যে লেখাপড়া চালিয়ে যায়। যা আলোচ্য উপন্যাসে বিধৃত হয়নি।
'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বুধা হয়ে ওঠে এক সাহসী কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। সে মাইন দিয়ে সফল অভিযান চালিয়ে পাক মিলিটারিদের ক্যাম্প উড়িয়ে দেয়। এছাড়া মিলিটারিরা তার গ্রামে গণহত্যা চালায়। তাদের দেওয়া আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় হাট-বাজার ও বসতি। বুধার পাশাপাশি আরও কিছু অপ্রধান চরিত্র এ উপন্যাসে রয়েছে। যেমন– কুন্তি, নোলক বুয়া, হরিকাকু, আলি, মিঠু, প্রমুখ। এসব ঘটনার কোনোটাই উদ্দীপকে বর্ণিত হয়নি। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকটি উপন্যাসের সম্পূর্ণভাব প্রকাশ করেনি।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সম্পূর্ণভাব প্রকাশ করেনি।

প্রশ্ন ▶ ১০ আরমান সাহেব বিয়ে করেছেন আট বছর হলো। কিন্তু তিনি এখনও নিঃসন্তান। সাত-পাঁচ ভেবে আরমান সাহেবের মা পিরের পানি পড়া আনতে যায়। এতে আরমান সাহেব রাগ করলে তাঁর মা বলেন, এরা আল্লাহর অলি, সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। বাবা চাইলে নিশ্চয়ই ঘর আলোকিত করে সন্তান আসবে।

ক. বহিপীরের বাল্যবন্ধুর নাম কী? ১
খ. 'তাহারা তাহাদের নূতন জীবনের পথে যাইতেছে?' বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের আরমান সাহেবের মা 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তুলে ধরো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি 'বহিপীর' নাটকের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি নয়– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রশ্নটি সঠিক নয়। 'বহিপীর' নাটকে হাতেম আলির বাল্যবন্ধুর নাম পাওয়া যায়। যার নাম আনোয়ারউদ্দিন।

খ পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার ইতিবাচক মানসিকতার কারণেই বহিপীর এই উক্তিটি করেছেন।
'বহিপীর' নাটকে দেখা যায়, তাহেরাকে বশে আনার জন্য বহিপীর নানা কৌশল গ্রহণ করেন। এমনকি পুলিশের ভয়ও দেখান। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত হাশেম তাহেরার হাত ধরে চলে যাওয়ার পর বহিপীর শান্তভাব ধারণ করেন এবং বিষয়টি স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেওয়ার ইতিবাচক মানসিকতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার এই ইতিবাচক মনোভাবের অন্তরালে ছিল তার অসহায়ত্ব। কারণ বাড়াবাড়ি করলে তার পিরের মর্যাদা নষ্ট হতে পারে ভেবেই তিনি বিষয়টির প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন।
উত্তরের মূলকথা : বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়েও শেষ পর্যন্ত হাশেম ও তাহেরাকে আটকে রাখতে না পারায় বহিপীর প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

গ উদ্দীপকের আরমান সাহেবের মা 'বহিপীর' নাটকের খোদেজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
'বহিপীর' নাটকের খোদেজা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মভীরু। বজরায় একটা অচেনা মেয়েকে সে আশ্রয় দেয়। কিন্তু যখন সে জানতে পারে মেয়েটিকে জোর করে পিরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন সে তাকে পিরের কাছে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। সে মনে করে, পিরের যেকোনো কাজের বিরোধীতা করলে অভিশাপের মুখে পড়তে হবে। সে এটা বুঝতে চেষ্টা করে না যে, পির সাহেব অন্যায় করলে তা বৈধ হয় না। এখানে খোদেজার মধ্যে ধর্মভীরুতা ও কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকের আরমান সাহেবের মা একজন অন্ধ ধর্মভীরু ও কুসংস্কারমনা নারী। তিনি ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন আট বছর হলো। কিন্তু এখনো ছেলে নিঃসন্তান। অনেক ভেবে তার মা পিরের পানি পড়া আনতে যায়। এতে আরমান সাহেব রাগ করলেও তার মায়ের অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস অটুট থাকে। তার মায়ের ভেদ-জ্ঞান যে, পিরেরা হলো আল্লাহর অলি। সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। পিরকে তার মা বাবা বলে সম্বোধন করেন। তার এমন মনোভাবে অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কার ফুটে ওঠে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আরমান সাহেবের মা আলোচ্য নাটকের খোদেজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আরমান সাহেবের মা 'বহিপীর' নাটকের খোদেজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিষয়টি 'বহিপীর' নাটকের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি নয়।

'বহিপীর' নাটকের খোদেজা সমাজে প্রচলিত সংস্কারে বিশ্বাসী একজন নারী। বিয়েকে তিনি ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করেন। তাই বৃদ্ধ পিরের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হলেও খোদেজা চান, তাহেরা তার সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দিক। তিনি মনে করেন, পিরের কথা শুনতে হয়। পিরের বদদোয়া নিতে হয় না। তা না হলে অমঙ্গল হয়।

উদ্দীপকে কুসংস্কার, অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস ফুটে উঠেছে। আরমান সাহেবের মায়ের মনে দৃঢ় বিশ্বাস, পিরের পানি পড়া খেলে ছেলে সন্তানের মুখ দেখবে। পির বাবা চাইলে নিশ্চয়ই ঘর আলোকিত করে সন্তান আসবে। এমন বিশ্বাস 'বহিপীর' নাটকেও বিদ্যমান।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, 'বহিপীর' নাটকের বিষয়-পরিসর ব্যাপক ও বিস্তৃত। কারণ এ নাটকের হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। তাহেরা একটি প্রতিবাদী চরিত্র। হাশেম আলি বহিপীরের বিপরীত চরিত্র। জমিদার গিন্নি অত্যন্ত সাদামাটা একটি চরিত্র। এসবের আলোচনা উদ্দীপকে নেই। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি 'বহিপীর' নাটকের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি নয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে বর্ণিত অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিষয়টি 'বহিপীর' নাটকের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি নয়।

প্রশ্ন ▸ ১১ মাতৃহারা সুফিয়া সৎমায়ের সংসারে বড়ো হয়েছে। বাবা তাকে গ্রামের ধনাঢ্য এক বয়স্ক লোকের সাথে বিয়ে দিতে চাইলে সুফিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়ে যায়। কিন্তু তার সৎমা প্রতিবাদ করেন এবং মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

ক. শহরে বহিপীরের কয়জন ধনী মুরিদ আছেন? ১

খ. "একটা স্বপ্ন ভেঙে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারবে"– কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের বাবা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের সুফিয়া এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শহরে বহিপীরের তিনজন ধনী মুরিদ আছেন।

খ ছাপাখানা তৈরির স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় নিজের ওপর আস্থা রাখতে গিয়ে হাশেম প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

হাশেম আলির স্বপ্ন ছিল একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সূর্যাস্ত আইনে বাবার জমিদারি হাতছাড়া হয়ে গেলে সেটি আর সম্ভব হয় না। তাই সে নিজের যোগ্যতার ওপর আস্থা রাখতে গিয়ে বলেছে, 'একটা স্বপ্ন ভেঙে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারব।' মূলত বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হাশেম আলি নিজের যোগ্যতার ওপর আস্থা রেখে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

উত্তরের মূলকথা : প্রশ্নোক্ত তথ্যটি দ্বারা হাশেম আলির দৃঢ় মনোবলকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের বাবা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা ও সৎমাকে নির্দেশ করে।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাহেরা। সে মাতৃহারা, তার বাবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানবিকতার একজন মানুষ। তার বাবার সাথে তার সৎমাও তাহেরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলে এবং তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। তাহেরা অসম বয়সি পিরকে বিয়ে করবে না। কিন্তু তার বাবা নাছোড়বান্দা, তাকে ঐ বৃদ্ধ পিরেকে বিয়ে করতে হবে। তাহেরা তার বাবার সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি। তাই বিয়ের রাতেই সে বহিপীরের কাছ থেকে পালিয়ে হাশেমদের বজরায় আশ্রয় নিয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাতৃহারা সুফিয়া সৎমায়ের সংসারে সে বড়ো হয়েছে। বাবা তাকে গ্রামের এক বয়স্ক লোকের সাথে বিয়ে দিতে চান। লোকটি গ্রামের একজন ধনী ব্যক্তি। প্রথমে সুফিয়া অসম বয়সি লোকের সাথে বিয়েতে রাজি হয়নি। তবে পরে রাজি হয়েছে। যদিও তার সৎমা এর প্রতিবাদ করেন এবং মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাহেরা যেমন প্রতিবাদী এক চরিত্র তেমনি সুফিয়ার সৎমাও এক প্রতিবাদী চরিত্র। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের বাবা চরিত্র 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সৎমাকে প্রতিফলিত করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের বাবা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা ও সৎমাকে নির্দেশ করে।

ঘ "উদ্দীপকের সুফিয়া এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।"– উক্তিটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা এক স্বাধীনচেতা প্রতিবাদী চরিত্র। তার আচরণে এক সময় নমনীয়তা, অন্য আরেক সময়ে মানবিকতা ফুটে উঠেছে। তারা বাবা ও সৎমা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রগতিহীন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মূল্য দেওয়া হতো না।

উদ্দীপকের সুফিয়া সৎমায়ের সংসারে বড়ো হয়েছে। তার স্বভাবে কেবল অনমনীয় ভাবই ফুটে উঠেছে। কোনো প্রতিবাদী চেতনা লক্ষণীয় নয়। এক বয়স্ক লোকের সাথে তাকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। সে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন ও প্রতিবাদহীন। কিন্তু তাহেরার স্বভাবে সেটি পরিলক্ষিত হয়নি।

'বহিপীর' নাটকে তাহেরার চরিত্রে প্রতিবাদী এবং অনমনীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তার চরিত্রের আরও একটি দিক হলো মানবিকতা। সে অন্যায় ও মতের বিরুদ্ধে বিয়ে মেনে নেয়নি; বরং দুঃসাহসের সাথে হাশেম আলির হাত ধরে পালিয়েছে। তাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক চরিত্র বলা যায়। এসব বিষয় উদ্দীপকের সুফিয়ার চরিত্রে দেখা যায় না। তাই বলা যায়, সুফিয়া এবং তাহেরার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সুফিয়া এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **'সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া' কোথায় লুটিয়ে পড়ে?**
ক গোয়াল ঘরে খ ঢেঁকিশালায়
গ তেঁতুল তলায় ঘ নদীতটে

২. **প্রমথ চৌধুরীর মতে কোনটি সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না?**
ক সাহিত্য খ লাইব্রেরি গ শিক্ষা ঘ জীবনীশক্তি

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রহমত অভাবের তাড়নায় আফগানিস্তান থেকে এদেশে ব্যাবসা করতে এসে, কিসমিস ও বাদাম ঘুষ দিয়ে মিনির ক্ষুদ্র মনটি জয় করেছিল, কেননা মিনির মধ্যে সে তার কন্যা রত্নকে খুঁজে পায়।

৩. **উদ্দীপকে রহমতের প্রতিনিধি হিসেবে 'পল্লিজননী' কবিতায় যাকে পায়–**
ক রহিম চাচা খ অসুস্থ ছেলেটি
গ আজিজ ঘ ছেলেটির মা

৪. **উক্ত চরিত্রের মধ্যে প্রকাশিত দিকটি 'পল্লিজননী' কবিতায়–**
i. দারিদ্র্যতার কষাঘাত ii. অপত্যস্নেহ
iii. সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. **'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে কাদের ডোবার ধারের আম গাছটায় গুটি ধরেছে?**
ক পটলিদের খ গোপদের গ রায়দের ঘ হরিহরের

৬. **মুমিন নামাজ পড়েনি বলে তার বাবা তাকে খাবার দেয়নি। মুমিনের বাবার চরিত্র 'মানুষ' কবিতার কার সঙ্গে সজ্ঞাতিপূর্ণ?**
ক পুরোহিত খ পথিক
গ মোল্লা ঘ সুলতান মাহমুদ

৭. **'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মূলভাব কী?**
ক মানবসভ্যতার পরিণতি খ প্রকৃতির সৌন্দর্য নশ্বর
গ প্রকৃতির সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ঘ মানবের মৃত্যুচেতনা

৮. **হুদায়বিয়ার সন্ধিতে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রের কোন দিকটির পরিচয় মেলে?**
ক ধর্মীয় চেতনার খ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার
গ ধর্মনিরপেক্ষতার ঘ উদার মানসিকতার

৯. **'পল্লিজননী' কবিতায় কোনটিকে অকল্যাণ বলা হয়েছে?**
ক বাদুড় খ কানাকুয়ো গ জোনাকি ঘ হুতুম

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'গ্রেনেড উঠেছে হাতে .... কবিতার হাতে
রাইফেল/এবার বাঘের থাবা'

১০. **উদ্দীপকের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে সাদৃশ্য কোথায়?**
ক ঘৃণা খ লজ্জা গ প্রতিরোধ ঘ প্রতিশোধ

১১. **উদ্দীপকে ফুটে ওঠা ভাব নিচের কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?**
ক মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিশালী আক্রমণ
খ স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগ
গ হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ড
ঘ স্বজনহারা মুক্তিযোদ্ধার অসহায়ত্ব

১২. **'মমতাদি' গল্পে ছেলেটির বাড়ির সকলে মমতাদির প্রতি খুশি হলেন কেন?**
ক তার শৃঙ্খলা দেখে খ তার পরিশ্রম দেখে
গ তার ধৈর্য দেখে ঘ তার ব্যবহার দেখে

১৩. **কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কোনটিকে জগতে দুর্লভ বলেছেন?**
ক সাধনাকে খ মহিমাকে গ সম্পদকে ঘ আকাঙ্ক্ষাকে

১৪. **'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে 'নিচ থেকে ঠেলা' বলতে বোঝায়–**
ক লোভের ফাঁদে পা না দেওয়া খ সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা
গ সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত করা
ঘ মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ প্রশস্ত করা

১৫. **'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?**
ক কবিদের খ মুক্তিযোদ্ধাদের
গ রাজনীতিবিদদের ঘ সাধারণ জনগণকে

১৬. **'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি?**
ক মতিউর খ বুধা গ শাহাবুদ্দিন ঘ আহাদ মুন্সি

১৭. **'বঙ্গবাণী' কবিতায় 'হিন্দুয়ানী' ভাষা বলতে কবি কোন ভাষাকে বুঝিয়েছেন?**
ক আরবি খ বাংলা গ ফারসি ঘ হিন্দি

১৮. **'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় 'খই ফোটালো' শব্দ দ্বারা কী বুঝিয়েছেন?**
ক বিকট আওয়াজ খ বীভৎস অবস্থা
গ প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ ঘ প্রবল আক্রমণ

১৯. **ক্ষুদিরামকে কেন ফাঁসি দেওয়া হয়?**
ক সমাজবিরোধী আন্দোলনের জন্য খ চট্টগ্রামের স্বাধীনতার জন্য
গ নীল বিদ্রোহে জড়িত থাকার জন্য ঘ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য

২০. **বাংলা ভাষায় মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত ছন্দ কোনটি?**
ক স্বরবৃত্ত খ অমিত্রাক্ষর গ গদ্য ছন্দ ঘ মাত্রাবৃত্ত

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১ ও ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'লেখক কখনো কখনো তাঁর রচনায় কল্পনা ও বুদ্ধিকে শাণিত করে তোলেন। এমন রচনায় লেখক উপজীব্য হিসেবে তাঁর মন ও বস্তুজগতকে বেছে নেন। কল্পনাশক্তি দিয়ে চিন্তা ও বুদ্ধিকে সাহিত্য করে তোলেন।

২১. **উদ্দীপকের 'ভাবসত্য' নিচের কোনটিকে সমর্থন করে?**
ক উপন্যাস খ ছোটোগল্প
গ প্রবন্ধ ঘ নাটক

২২. **উক্ত সাহিত্যরীতির বৈশিষ্ট্য–**
ক বুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রধান খ কাহিনিপ্রধান
গ চরিত্র ও অঙ্কপ্রধান ঘ জীবনের খণ্ডাংশের রূপায়ন

২৩. **'রানার' কবিতায় রানারের দুঃখ কেবল কে জানবে?**
ক আকাশের তারা খ পথের ধুলা
গ পথের তৃণ ঘ শহর ও গ্রামের লোকে

২৪. **'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকা পাকিস্তানিদের জানোয়ার বললেন–**
i. তাদের হিংস্র কাজের জন্য ii. তাঁর ছেলেকে হত্যার জন্য
iii. দেশবাসীর ওপর অত্যাচারের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. **'হরফন-মৌলা' কী?**
ক রাইফেল চালনাকারী খ সকল কাজে বচসাকারী
গ সকল কাজের কাজি ঘ সকল কাজ পণ্ডকারী

❑ **উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সাদমান সাহেব শেয়ার বাজারের ব্যবসায় কয়েকবার ক্ষতির সম্মুখীন হন। বিষয়টি পরিবারের কাছে গোপন রেখে ব্যাংক ঋণ নিয়ে তিনি পুনরায় ব্যাবসা শুরুর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

২৬. **উদ্দীপকের সাদমান সাহেবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ?**
ক হাশেম আলি খ বহিপীর
গ হকিকুল্লাহ ঘ হাতেম আলি

২৭. **উক্ত চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে–**
i. দায়িত্ববোধ ii. মানবিকতা iii. স্বার্থপরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. **'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে 'তিনি যেই সত্য তোমাদের দিয়ে গেলেন'– এখানে কোন সত্য দিয়ে গেলেন?**
ক ক্ষমা প্রদর্শন খ ইসলাম
গ হাদিস ঘ আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী

২৯. **'নিমগাছ' গল্পে শিকড় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?**
ক পরোপকার খ সাংসারিক বন্ধন
গ দায়িত্বশীলতা ঘ অস্তিত্ব

৩০. **'বহিপীর' নাটকে ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীকী চরিত্র কোনটি?**
ক হাশেম আলি খ বহিপীর
গ হাতেম আলি ঘ হকিকুল্লাহ

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 0 1

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** ও ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি**সহ মোট **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। আরশি সাহিত্য আড্ডায় প্রতিদিন নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রকিব স্যার আড্ডায় বলেন কেবল শিশুদের পড়তে শেখানোই যথেষ্ট নয়। তাদের পড়ার উপযুক্ত কিছু দিতে হবে। এমন কিছু যা তাদের ধারণাগুলোকে প্রসারিত করবে, এমন একটি জিনিস যা তাদের জীবনে অনুভূতি তৈরি করতে এবং তাদের জীবন থেকে পৃথক হওয়া মানুষকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। ফারুক স্যার বলেন, শুধু তাই নয়, নিজের অন্তর আত্মাকে বিকশিত করার জন্য নিজ আগ্রহে শিক্ষা লাভ না করলে কেউ খুব ভালোভাবে শিক্ষিত হতে পারবে না।

ক. যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে কী দরকার? ১
খ. লেখক কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চান না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ফারুক স্যারের মন্তব্যের সঙ্গে 'বই পড়া' প্রবন্ধের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি কী? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের রকিব স্যারের মন্তব্যের ভাবার্থ যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মানসচেতনার প্রতিফলন।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২। রাহী ও রিহা দুই ভাই বোন। সারাদিন ভিডিয়ো গেম আর ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত। তাদের মা অতিকষ্টে সংসার সামলান। সারাদিন কাজ করতে করতে মা ক্লান্ত। তারপর আছে তাদের পছন্দের খাবার তৈরির বায়না। বাবার আয়ও সীমিত। কিন্তু রিহা রাহীর তাতে কিছু আসে যায় না। আপন ভুবন নিয়েই ওরা ব্যস্ত। মা বিরক্ত হলেও ভাই-বোন ওদের মতো।

ক. 'রোসো রোসো একটুখানি হাঁপ জিরোতে দাও।'–উক্তিটি কার? ১
খ. হরিহর রায়ের বাড়ির অবস্থা কেমন? ২
গ. উদ্দীপকের রিহার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রের তুলনা করো। ৩
ঘ. প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের চরিত্রদ্বয়ের আপন ভুবন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের বক্তব্যকে ধারণ করে কি?– মতামত দাও। ৪

৩। দৃশ্যকল্প-১ : 'পাঁজরের ওপিঠ ওপিঠ
নিস্তব্ধতা বেয়নেট ফলা
জলোচ্ছল স্রোতের ধিক্কার
ভোর হবে কাকে বা দেখাই
যে মুখ পুড়েছে অগ্নিদহে।'

দৃশ্যকল্প-২ : 'আমরা পরাজয় মানব না
দুর্বলতায় বাঁচতে শুধু জানবো না
আমরা চিরদিনই হাসি মুখে মরতে জানি
তোমার ভয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।'

ক. চরমপত্র কী? ১
খ. জাহানারা ইমামের দুদিন দুরাত দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১এ 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক-২এর বর্ণনা ও 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার ভিন্নতা থাকলেও মূলসুর এক ও অভিন্ন– উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। নীলা ও তনিমা একই শ্রেণিতে পড়ে। দুজনের ইচ্ছা শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করবে। নীলা শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বিভিন্ন অংশের স্মৃতিকে শব্দের ভিতর সাজিয়ে স্বপ্নময় করে ধ্বনির ঝঙ্কারে ব্যক্ত করে। তনিমা কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে তাদের জীবনধারা ব্যাখ্যা করে।

ক. মহাকাব্য কী? ১
খ. পাঠকসমাজে উপন্যাসই সর্বাধিক বহুল পঠিত ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের নীলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাঁথা ব্যক্ত করার মাধ্যমে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কোন শাখাকে নির্দেশ করে? ৩
ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত তনিমার সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যম 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।" উক্তিটির সঙ্গে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

৫। দৃশ্যকল্প-১ : আজও আশারাখি দেখা হবে বাল্যবন্ধুর
সাথে আবার জমবে আড্ডা মনুমিয়ার চায়ের
দোকানে, বন্ধু তোরা কে কোথায় আছিস?
চল এক হই বীরের বেশে একতার বলে
বিশ্ব করি জয়।

দৃশ্যকল্প-২ : 'আমার দেশের মাটির গন্ধে
ভরে আছে এই মন
শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া যে
নেই কিছু প্রয়োজন।'

ক. বহু দেশে কবি কী দেখেছেন? ১
খ. 'লইছে যে নাম তব বঙ্গের সংগীতে'–বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১এর ভাবের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনাকে ধারণ করেছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। "দিন নেই রাত নেই
হাড় ভাঙা পরিশ্রমের শেষ নেই
বৃষ্টি হোক রোদ হোক
কাজ করি সারাক্ষণ
তবেই মিলে মজুরি

যার ফলে দু-মুঠো অন্ন খেতে পারি।
এদেহে যতদিন আছে প্রাণ
ততদিন করে যাব আমি সত্যের জয়গান।”

ক. রানার কাজ নিয়েছে কীসের? ১
খ. রানারের কাছে পৃথিবীটাকে কেন 'কালো ধোঁয়া' মনে হয়? ২
গ. উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণের সঙ্গে 'রানার' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রথমাংশের ভাবার্থ 'রানার' কবিতার মূলভাবের বহিঃপ্রকাশ” মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। দৃশ্যকল্প-১ : সেই বাংলাদেশের ছিল সহস্রের একটি কাহিনি
কোরানে পুরাণে শিল্পে, পালা-পার্বণের ঢাকেঢোলে
আউল বাউল নাচে, পূণ্যাহের সানাই রঞ্জিত
রোদ্দুরে আকাশতলে দেখো কারা হাটে যায়, মাঝি
পাল তোলে, তাঁতি বোনে,

দৃশ্যকল্প-২ : তারপর। তারপর নদীর স্রোত বয়ে চললো
কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি
মধুর ছন্দে। সব মিলে হাজার বছর ধরে চলছে
বাঙালির পথচলা। নিরন্তর এ পথচলা
একই চেতনা থেকে উৎসারিত।

ক. বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রটি কী? ১
খ. 'আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।'– বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ 'আমার পরিচয়' কবিতার কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ বাঙালি জাতিসত্তার প্রবহমানতাকে সমর্থন করে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। বয়সে ছোটো হওয়ায় সাবুকে প্রথমে কেউ মুক্তিযুদ্ধে নিতে রাজি হয়নি। কিন্তু সাবুর এককথা সে দেশের জন্য যুদ্ধ করবে। গ্রামের সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেলেও সে রয়ে যায় গ্রামে। তার কোনো পিছুটান নেই। গেরিলা কায়দায় সে একের পর এক অভিযান চালায় মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার লতিফের নেতৃত্বে। একদিন এক দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়ে পঞ্চাশ জন পাকসেনাকে পরাস্ত করে দেয়। তারপরে কমান্ডার লতিফসহ ফিরে যায় নিরাপদ দূরত্বে।

ক. বুধা কখন মুক্তির আনন্দ বোধ করেছিল? ১
খ. “লোহার টুপি ওদের মাথা খেয়েছে।”– বুধার এ উপলব্ধির কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাবুর সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি তুলে ধরো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাবু এবং বুধার অভিযান পরিচালনা একই চেতনালোক থেকে উৎসারিত– মন্তব্যটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো। ৪

৯। “মানুষ ও শিয়ালের সম্মিলিত কণ্ঠে
কান্নার রোল পড়ে যায় ধ্বনিতে
বিরাট একটি রক্তমাখা লাল সূর্য
আগুনের গোলার মতো পুড়িয়ে
লকলক করে উঠে যায় আকাশে

তবুও আত্মদানের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে এনেছি
একটি লাল সূর্য, একটি পতাকা
একটি স্বাধীনতা।”

ক. কাকেরা ভাত খেলে কাদের বুক জুড়ায়? ১
খ. মরণের কথা মনে করলে যুদ্ধ করা যায় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের শেষ দুই চরণের ভাবধারা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।” উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

১০। উদ্দীপক-১ : “গ্রামের লোক আচ্ছে বোকা
টাকা দিয়ে খাচ্ছে ধোঁকা
মোরগ ছাগল দিচ্ছে খোকা
আস্ত ছাগল জবাই করে
খাচ্ছে পির পেট ভরে।”

উদ্দীপক-২ : “এভাবে চলতে নেই,
ওভাবে চলতে নেই,
এটা বলতে নেই,
ওটা করতে নেই।
ব্যাস অনেক হয়েছে
এভাবে আর মেয়েদের দমিয়ে রাখা যায় না।”

ক. মানুষ কী দিয়ে সব বিচার করে? ১
খ. 'পিরের ছায়ায় বাস করার সৌভাগ্য ক'জনের হয়।' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপক-১এর সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপক-২এর ভাবার্থ 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়।”– উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

১১। অভির হাতে ডিএসলার ক্যামেরা, মাথায় ক্যাপ পরে রহিম আলীর কাছে যায়। 'ও রহিম মিয়া, মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছো, মেয়ের বয়স কত বলো।' আপনারা কারা? 'আমরা মিডিয়ার লোক, সব রেকর্ড করে খবরে দেখাবো, পুলিশকে সব দেব।' করিমন বলে ওঠে, 'আমি বিয়ে করব না। আপনারা আমাকে বাঁচান।' রহিম বলে, 'বাবা আমি গরিব মানুষ। আমি না বুঝে এ কাজ করছিলাম। এখন বুঝতে পেরেছি।' করিমনের অসম বিয়ে ভেঙে যায়। অভিরা চলে যায়।

ক. এ ঘরে জোঁকের মতো লেগে আছে কে? ১
খ. “তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে।” –বহিপীর একথা কেন বলেছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের করিমন 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অভি এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম উভয়ের চিন্তাচেতনা একই ধারায় উৎসারিত– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ঘ	২	ক	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক	৬	গ	৭	গ	৮	খ	৯	ঘ	১০	গ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	গ	২২	ক	২৩	গ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ আরশি সাহিত্য আড্ডায় প্রতিদিন নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রকিব স্যার আড্ডায় বলেন কেবল শিশুদের পড়তে শেখানোই যথেষ্ট নয়। তাদের পড়ার উপযুক্ত কিছু দিতে হবে। এমন কিছু যা তাদের ধারণাগুলোকে প্রসারিত করবে, এমন একটি জিনিস যা তাদের জীবনে অনুভূতি তৈরি করতে এবং তাদের জীবন থেকে পৃথক হওয়া মানুষকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। ফারুক স্যার বলেন, শুধু তাই নয়, নিজের অন্তর আত্মাকে বিকশিত করার জন্য নিজ আগ্রহে শিক্ষা লাভ না করলে কেউ খুব ভালোভাবে শিক্ষিত হতে পারবে না।

ক. যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে কী দরকার? ১

খ. লেখক কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চান না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ফারুক স্যারের মন্তব্যের সজ্ঞে 'বই পড়া' প্রবন্ধের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি কী? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের রকিব স্যারের মন্তব্যের ভাবার্থ যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মানসচেতনার প্রতিফলন।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসারতা দরকার।

খ প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য লেখক কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চান না।

শখ করে বই পড়ার পরামর্শ না দেওয়ার প্রথম কারণ, লেখকের সেই পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবে না এজন্য যে আমরা জাতি হিসেবে শৌখিন নই। আর দ্বিতীয় কারণ হলো– রোগশোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে যেখানে স্বাভাবিকভাবে জীবনধারণই প্রধান সমস্যা সেখানে শখ করে বই পড়ার প্রস্তাব পাঠকের কাছে খুব নির্মম ঠেকবে।

উত্তরের মূলকথা : প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য লেখক কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চান না।

গ উদ্দীপকের ফারুক স্যারের মন্তব্যের সজ্ঞে 'বই পড়া' প্রবন্ধের নিজ উদ্যোগে স্বশিক্ষিত হওয়ার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী বই পড়ার মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। নিজের প্রচেষ্টাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কারণ সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। যিনি সুশিক্ষা গ্রহণ করেন তিনিই সুশিক্ষিত। আর নিজ প্রচেষ্টাতে শিক্ষিত হওয়ার জন্যই তিনি স্বশিক্ষিত। শুধু স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই পড়েই শিক্ষিত হওয়া যায় না। এজন্য পাঠ্যবহির্ভূত অন্যান্য বই পড়তে হয়। তাই নিজ উদ্যোগে অন্যান্য বই পড়েই স্বশিক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক। কেননা স্বশিক্ষিত হওয়ার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

উদ্দীপকে আরশি সাহিত্য আড্ডায় প্রতিদিন নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে শিশুদের পাঠ উপযোগী বই পড়ার কথা বলা হয়। উক্ত আলোচনায় ফারুক স্যার নিজের অন্তরাত্মাকে বিকশিত করার জন্য নিজ আগ্রহে শিক্ষা লাভ করার কথা বলেছেন। কারণ নিজ আগ্রহে শিক্ষা লাভ না করলে কেউ ভালোভাবে শিক্ষিত হতে পারবে না। অর্থাৎ নিজের প্রচেষ্টাতে শিক্ষা লাভ করতে পারলেই স্বশিক্ষিত হওয়া সম্ভব। 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকও একই কথা বলেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ফারুক স্যারের মন্তব্যের সজ্ঞে 'বই পড়া' প্রবন্ধের স্বশিক্ষিত হওয়ার দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ফারুক স্যারের মন্তব্যের সজ্ঞে 'বই পড়া' প্রবন্ধের নিজ উদ্যোগে স্বশিক্ষিত হওয়ার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকের রকিব স্যারের মন্তব্যের ভাবার্থ যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মানসচেতনার প্রতিফলন।"– উক্তিটি যথার্থ।

'বই পড়া' প্রবন্ধে বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। মেধা ও মননশীলতার বিকাশ সাধনের জন্য বই পড়তে হবে। বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার জগৎ প্রশস্থ হয়। আত্মিক উন্নয়নের জন্য বই পড়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী শুধু পাঠ্যবই নয় বরং জীবনমুখী যেকোনো বই অধ্যয়নের পরামর্শ দিয়েছেন। স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অন্যান্য বইয়ের মধ্যে অসীম জ্ঞানের সাগর লুকিয়ে আছে। জ্ঞান সাগরে সাতার দেওয়ার মাধ্যমেই মনুষ্যত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটাতে হবে।

উদ্দীপকের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আরশি সাহিত্য আড্ডায় প্রতিদিন আড্ডা জমে। সেখানে বই পড়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। রকিব স্যার আড্ডায় বলেন, কেবল শিশুদের পড়তে শেখানোই যথেষ্ট নয়। তাদের পড়ার উপযুক্ত কিছু দিতে হবে। এমন কিছু যা তাদের ধারণাগুলোকে প্রসারিত করবে। এমনকি তাদের জীবনে সেগুলো অনুভূতি তৈরি করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ মেধা বিকাশের জন্য রকিব স্যার উপযুক্ত বই পড়ার মতামত দিয়েছেন। বই পড়া ব্যতীত শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। সৃষ্টিশীল চিন্তাধারা মনের মধ্যে গড়ে তোলার জন্যই বই পড়া আবশ্যক।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের রকিব স্যারের মন্তব্যের ভাবার্থ যেন 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মানসচেতনারই প্রতিফলন মাত্র। কারণ উদ্দীপকের রকিব স্যার বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। এজন্য তিনি বই পড়ার বিষয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। উদ্দীপকের রকিব স্যারের ন্যায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকও বই পড়ার তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। উভয় স্থানেই একই সুরের ধ্বনি বেজে উঠেছে। দুজনের চিন্তা-চেতনা এক ও অভিন্ন হিসেবেই প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকের রকিব স্যারের কর্মকাণ্ডে যেন আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মানসচেতনারই প্রতিফলন ঘটেছে। সুতরাং উক্তিটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রকিব স্যারের মন্তব্যের ভাবার্থটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মানসচেতনারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ রাহী ও রিহা দুই ভাই বোন। সারাদিন ভিডিয়ো গেম আর ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত। তাদের মা অতিকষ্টে সংসার সামলান। সারাদিন কাজ করতে করতে মা ক্লান্ত। তারপর আছে তাদের পছন্দের খাবার তৈরির বায়না। বাবার আয়ও সীমিত। কিন্তু রিহা রাহীর তাতে কিছু আসে যায় না। আপন ভুবন নিয়েই ওরা ব্যস্ত। মা বিরক্ত হলেও ভাই-বোন ওদের মতো।

ক. 'রোসো রোসো একটুখানি হাঁপ জিরোতে দাও।'−উক্তিটি কার? ১

খ. হরিহর রায়ের বাড়ির অবস্থা কেমন? ২

গ. উদ্দীপকের রিহার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রের তুলনা করো। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের চরিত্রদ্বয়ের আপন ভুবন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের বক্তব্যকে ধারণ করে কি?− মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'রোসো রোসো একটুখানি হাঁপ জিরোতে দাও'− উক্তিটি সর্বজয়ার।

খ হরিহরের বাড়িটি তার দরিদ্রতার ছাপ ফেলে।

হরিহর টাকা-পয়সার অভাবে বাড়িটাকে দীর্ঘদিন ধরে মেরামত করতে পারেনি। বাড়ির সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটি ও কালমেঘ গাছের বন গজিয়েছে। ঘরের দরজা-জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়ে গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে। এক কথায়, হরিহরের বাড়িটি দেখতে বেশ জীর্ণ ও ভাঙাচোরা ছিল।

উত্তরের মূলকথা : হরিহরের বাড়িটি তার দরিদ্রতার ছাপ ফেলে।

গ উদ্দীপকের রিহার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র হলো দুর্গা।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অপু ও দুর্গা প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোন। তাদের মধ্যে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। দুর্গা বাইরের প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়ায় আর অপুকে নিজের অভিজ্ঞতার ভাগ দেয়। বাইরের বন-জঙ্গল থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে দুই ভাই-বোন ভাগ করে খায়। অপু ও দুর্গা সারাক্ষণ প্রকৃতির মাঝেই বিচরণ করে বেড়াই। প্রকৃতির বিচিত্র বিষয় তাদের মনকে মাতিয়ে রাখে। গ্রামীণ উদার প্রকৃতি অপু ও দুর্গার জীবনকে অত্যন্ত আনন্দময় করে তুলেছে। অপু ও দুর্গার শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাবলি আলোচ্য গল্পে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের রাহী ও রিহা দুই ভাই-বোন। সারাদিন ভিডিয়ো গেম ও ফেসবুক নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে। তাদের মা অতি কষ্টে সংসার সামলান। তাদের বাবার আয়ও সীমিত। কিন্তু রিহার তাতে কিছু আসে যায় না। সে আপন ভুবন নিয়েই ব্যস্ত। তার আচার-আচরণের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের দুর্গার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রিহার সাথে দুর্গার গভীর মিল লক্ষ করা যায়। দুর্গা ও রিহা যেন একই বৃন্তের দুটি ফুল। উভয়ের মধ্যে একই চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রিহার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র হলো দুর্গা।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রিহার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র হলো দুর্গা।

ঘ প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের চরিত্রদ্বয়ের আপন ভুবন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের বক্তব্যকে ধারণ করে বলেই আমি মনে করি।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে গ্রামীণ পরিবেশে শিশুদের দুরন্তপনার চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির অপার রহস্যময় জগতের মধ্যে শিশুরা বিচরণ করেই জীবনের সুখ খুঁজে পায়। অপু ও দুর্গা দুই ভাই-বোন গ্রামীণ প্রকৃতির মাঝে আনন্দঘন পরিবেশে বেড়ে উঠেছে। তাদের পরিবারে দারিদ্র্যতা থাকলেও সেটার প্রভাব তাদের জীবনে পড়েনি। তারা স্বাধীনভাবে হেসে-খেলে সময় কাটিয়েছে। দুই ভাই-বোনের মধ্যে সাময়িক দ্বন্দ্ব হলেও তাদের মধ্যে অটুট বন্ধন লক্ষ করা যায়। দুর্গা বিভিন্ন ফলমূল সংগ্রহ করে এনে অপুকেও খেতে দেয়। এতে অপুর প্রতি দুর্গার অকৃত্রিম ভালোবাসার নমুনা পরিলক্ষিত হয়। অপু ও দুর্গার মধ্যে ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়।

উদ্দীপকের রাহী ও রিহা দুই ভাই-বোন। তাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তারা সারাদিন ভিডিয়ো গেম ও ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের বাবা-মা সংসার চালাতে হিমশিম খায়। সংসারে দারিদ্র্যতা থাকলেও তাদের মনে দারিদ্র্যের কোনো প্রভাব পড়েনি। কারণ তারা তাদের মতো করেই হেসে-খেলে দিন কাটায়। এত অভাব-অনটনের মধ্যেও তাদের কিছু আসে যায় না। রাহী ও রিহা তাদের আপন ভুবন নিয়েই ব্যস্ত। দুই ভাই-বোনের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কের মধ্যে কোনো খাদ নেই। পরিবারে শত দুঃখ-কষ্ট থাকা সত্ত্বেও তারা আনন্দ অনুভব করে। রাহী ও রিহার প্রতিদিনের জীবনের আলাদা একটি ভুবন রয়েছে। যে ভুবনে কেবল তাদের প্রবেশাধিকার রয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপক ও 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের প্রেক্ষাপট হুবহু এক নয়। উভয় ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপটগত কিছু ভিন্নতা রয়েছে। তবে প্রেক্ষাপটগত ভিন্নতা থাকলেও উদ্দীপকের রাহী ও রিহা চরিত্রদ্বয়ের মধ্যে একটি আপন ভুবন রয়েছে। যে ভুবনে কোনো দুঃখ-কষ্ট বা দারিদ্র্যতার ছোঁয়া নেই। শৈশবের দুরন্তপনায় তাদের জীবন মুখরিত হয়ে আছে। 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পেও অপু-দুর্গার মধ্যে এমনটি লক্ষ করা যায়। অপু-দুর্গার জীবনেও দারিদ্র্যতার কোনো প্রভাব পড়েনি। তারা আপন ভুবনে শৈশবের দুরন্তপনার মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের চরিত্রদ্বয়ের আপন ভুবন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের বক্তব্যকে ধারণ করে।

উত্তরের মূলকথা : প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের চরিত্রদ্বয়ের আপন ভুবন 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের বক্তব্যকেই ধারণ করে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ দৃশ্যকল্প-১ : ‘পাঁজরের ওপিঠ ওপিঠ
নিস্তব্ধতা বেয়নেট ফলা
জলোচ্ছল স্রোতের ধিক্কার
ভোর হবে কাকে বা দেখাই
যে মুখ পুড়েছে অগ্নিদহে।’

দৃশ্যকল্প-২ : ‘আমরা পরাজয় মানব না
দুর্বলতায় বাঁচতে শুধু জানবো না
আমরা চিরদিনই হাসি মুখে মরতে জানি
তোমার ভয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।’

ক. চরমপত্র কী? ১

খ. জাহানারা ইমামের দুদিন দুরাত দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১এ ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপক-২এর বর্ণনা ও ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার ভিন্নতা থাকলেও মূলসুর এক ও অভিন্ন– উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক চরমপত্র হলো মৃত্যুর পূর্বসময়ে লিখিত উপদেশ, শেষবারের মতো সতর্ক করে দেওয়ার জন্য প্রেরিত পত্র।

খ সন্তানের জীবন বাঁচানোর জন্য অত্যাচারী সরকারের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে মার্সি পিটিশন করা না করা নিয়ে লেখিকা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন।

লেখিকা জাহানারা ইমামের বড়ো ছেলে মুক্তিযোদ্ধা রুমী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে ধরা পড়ে। রুমীর প্রাণ বাঁচানোর একমাত্র উপায় ছিল প্রাণভিক্ষা চেয়ে সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করা। কিন্তু যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রুমী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে সেই সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করা মানে রুমীর আদর্শকে অপমান করা। একদিকে ছেলের জীবন অন্যদিকে তার আদর্শ –এ দুয়ের দ্বিধাদ্বন্দ্বে লেখিকার দু'দিন দু'রাত কেটেছে।

উত্তরের মূলকথা : মার্সি পিটিশন করা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে লেখিকার দু'দিন, দু'রাত দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে।

গ দৃশ্যকল্প-১এ ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও নৃশংসতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনায় লেখিকা দিনলিপি আকারে অতীত স্মৃতিচারণ করেছেন। এই দিনলিপির মধ্যে বাঙালিদের ওপর পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা ফুটে উঠেছে। তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায় পাক বাহিনীর সদস্যরা। তারা সারা দেশজুড়েই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের এ অতর্কিত হামলায় সর্বপ্রথম ঢাকার নগরজীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। যুদ্ধ শুরুর কিছুদিন পরেই আশেপাশের নদীতে মানুষের লাশ ভেসে যায়। নিরীহ মানুষের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর পাকহানাদার বাহিনী অমানবিক নির্যাতন চালায়।

উদ্দীপকেও পাকহানাদার বাহিনীর নির্মমতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। দৃশ্যকল্প-১এ বলা হয়েছে তাদের অত্যাচারে পাঁজরের এপিঠ ওপিঠ ভেঙে গেছে। বেয়নেট ফলার আঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। পাকহানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কথা দৃশ্যকল্প-১এ উঠে এসেছে। যেমনটি ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার মধ্যেও লক্ষ করা যায়। উক্ত রচনায় পাকিস্তানিদের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ফুটে উঠেছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যই এরূপ হত্যাকাণ্ড চালায়। তাই আমরা বলতে পারি দৃশ্যকল্প-১এ ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দিকটি ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-১এ ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও নৃশংসতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ “উদ্দীপক-২এর বর্ণনা ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার ভিন্নতা থাকলেও মূলসুর এক ও অভিন্ন।”– উক্তিটি যথার্থ।

‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনার মধ্যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। লেখিকা জাহানারা ইমাম তার লেখনিতে পাকহানাদার বাহিনীর নৃশংস কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছেন। বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারা স্বাধীনতার প্রত্যাশা কামনা করেছিল। বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শিকলে আটকে রাখার জন্য হানাদার বাহিনী অতর্কিত হামলা চালায়। তারা গণহত্যা পরিচালনা করে। নদীতে অসংখ্য মানুষের লাশ ভেসে যায়। তবুও বাঙালি জাতি ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়নি। বরং দুর্বার গতিতে পাকহানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করেছে। কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, কৃষক-শ্রমিক এক কথায় সব শ্রেণিপেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

উদ্দীপক-২এ বলা হয়েছে, আমরা পরাজয় মানব না। দুর্বল হয়ে আমরা বাঁচব না। আমরা চিরদিনই হাসিমুখে মরণকে বরণ করে নেব। তাই তোমার কোনো ভয় নেই মা। কারণ আমরা প্রতিবাদ করতে জানি। বীর বাঙালি তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নিজের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে তারা পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। বাঙালি বীরের জাতি। তারা পরাজয় বরণ করতে জানে না। দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা জীবন দিতে সদা প্রস্তুত।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপক-২ ও 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় প্রেক্ষাপটগত কিছু ভিন্নতা রয়েছে। তবে উভয় রচনার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। পাকহানাদার বাহিনীর নির্মমতার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রতিবাদী চেতনা উদ্দীপক-২এ ফুটে উঠেছে। দেশের মানুষের মুক্তির জন্য বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কারণ তারা ভীরুর মতো দুর্বলতাকে স্বীকার করে বাঁচতে চাইনি। তারা বীরের বেশে স্বাধীনভাবে বাঁচার মতোই বাঁচতে চেয়েছে। এজন্য পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার মধ্যেও এমনটি ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছে। তাই সার্বিক দিক বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, উদ্দীপক-২এর বর্ণনা ও 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার ভিন্নতা থাকলেও মূলসুর এক ও অভিন্ন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-২এর বর্ণনা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার ভিন্নতা থাকলেও মূলসুর এক ও অভিন্ন বলেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ নীলা ও তনিমা একই শ্রেণিতে পড়ে। দুজনের ইচ্ছা শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করবে। নীলা শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বিভিন্ন অংশের স্মৃতিকে শব্দের ভিতর সাজিয়ে স্বপ্নময় করে ধ্বনির ঝঙ্কারে ব্যক্ত করে। তনিমা কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে তাদের জীবনধারা ব্যাখ্যা করে।

ক. মহাকাব্য কী? ১

খ. পাঠকসমাজে উপন্যাসই সর্বাধিক বহুল পঠিত ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের নীলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাঁথা ব্যক্ত করার মাধ্যমে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কোন শাখাকে নির্দেশ করে? ৩

ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত তনিমার সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যম 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।" উক্তিটির সঙ্গে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাকাব্য হলো অতিশয় দীর্ঘ কাহিনি কবিতা।

খ উপন্যাসে সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন ঘটে বলে এটি পাঠকসমাজে জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

বাংলা সাহিত্যের শাখা-প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম। উপন্যাস জীবনের এক সুসংবদ্ধ শিল্পিত রূপ। এতে সমাজ, মানুষের জীবন বাস্তবতার সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে, যা বাস্তব অথচ কল্পনার মায়াবীবর্ণে রঞ্জিত, যা কল্পনা বা মায়া হয়েও এক সংহত ও সুসংগঠিত সত্য বলে উপন্যাস পাঠকসমাজে জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

উত্তরের মূলকথা : উপন্যাসে সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন ঘটে বলে এটি পাঠকসমাজে জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

গ উদ্দীপকের নীলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাঁথা ব্যক্ত করার মাধ্যমে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কবিতা শাখাকে নির্দেশ করে।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা হলো কবিতা। সাধারণত ছন্দবন্ধ ভাষায় বা পদ্যে যা লিখিত হয় তাকেই কবিতা বলা হয়। কবিতার মধ্যে ছন্দমিল থাকে। প্রতিটি চরণের শেষে থাকে অন্তমিল। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাস ও মনোভাব ছন্দবন্ধ ভাষায় প্রকাশিত হলেই তাকে কবিতা নামে আখ্যায়িত করা হয়। কবিতা প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো গীতিকবিতা আর অন্যটি মহাকাব্য। ভাব প্রকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো কবিতা।

উদ্দীপকের নীলা ও তনিমা একই শ্রেণিতে পড়ে। দুজনের ইচ্ছা শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা নিজেদের লেখনিতে তুলে ধরবে। তবে দুজনের চিন্তাধারা ভিন্ন। নীলা শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বিভিন্ন অংশের স্মৃতিকে শব্দের ভিতর সাজিয়ে স্বপ্নময় করে ধ্বনির ঝঙ্কারে ব্যক্ত করে। অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমে নীলা তার মনোভাব প্রকাশ করে। নীলা সাহিত্যের কবিতা শাখায় নিজেকে মনোনিবেশ করেছে। নীলার লেখনিটি কবিতা শাখাকেই ইঙ্গিত করে। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলি নীলার লেখনিতেও ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাঁথা ব্যক্ত করার মাধ্যমে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কবিতা শাখাকে নির্দেশ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের নীলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাঁথা ব্যক্ত করার মাধ্যমে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কবিতা শাখাকে নির্দেশ করে।

ঘ "উদ্দীপকে প্রতিফলিত তনিমার সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।"–উক্তিটির সঙ্গে আমি একমত।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো প্রবন্ধ। সাধারণত কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করেন তাকেই প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধের ভাষা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল হলে পাঠক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রবন্ধ গদ্য ভাষায় রচিত হয়। প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। যুক্তি ও মননশীলতার প্রয়োগে সৃজনশীল মৌলিক শিল্পকর্মসমূহ মানুষের বোধগম্য করে তোলার মাধ্যমেই প্রবন্ধের সার্থকতা নিহিত। প্রবন্ধের মধ্যে প্রাবন্ধিকের সৃষ্টিশীল চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

উদ্দীপকের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, নীলা ও তনিমা একই শ্রেণিতে পড়ে। তারা দুজনেই শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে চায়। নীলা কবিতার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের কথা তুলে ধরে। কিন্তু তনিমা প্রবন্ধের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-কষ্টের বিবরণ পেশ করে। তনিমা সাহিত্যচর্চার জন্য সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখাকে বেছে নিয়েছে। সে কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারা ব্যাখ্যা করে। যা সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখাকেই নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে প্রতিফলিত তনিমার সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। কারণ প্রবন্ধের মাধ্যমে মননশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। প্রবন্ধের মধ্যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ বর্ণনায় বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রবন্ধ পাঠে পাঠক অনেক অজানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে থাকে। সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গদ্যাকারে মনোভাব প্রকাশ করতে প্রবন্ধের কোনো বিকল্প নেই। সাহিত্যের যতগুলো শাখা রয়েছে তন্মধ্যে প্রবন্ধ সবচেয়ে যুক্তিনিষ্ঠ ও গভীর জ্ঞান নির্ভর রচনা। প্রবন্ধ সাহিত্যে যে আনন্দ ও রস থাকে, তা উদ্দেশ্যনির্ভর এবং পাঠকের মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক করে থাকে। তাই আমি মনে করি তনিমার সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম অর্থাৎ প্রবন্ধ 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে প্রতিফলিত তনিমার সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ০৫ দৃশ্যকল্প-১ : আজও আশারাখি দেখা হবে বাল্যবন্ধুর
সাথে আবার জমবে আড্ডা মনুমিয়ার চায়ের
দোকানে, বন্ধু তোরা কে কোথায় আছিস?
চল এক হই বীরের বেশে একতার বলে
বিশ্ব করি জয়।

দৃশ্যকল্প-২ : 'আমার দেশের মাটির গন্ধে
ভরে আছে এই মন
শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া যে
নেই কিছু প্রয়োজন।'

ক. বহু দেশে কবি কী দেখেছেন? ১
খ. 'লইছে যে নাম তব বঙ্গের সংগীতে'—বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১এর ভাবের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনাকে ধারণ করেছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহু দেশে কবি অনেক নদ-নদী দেখেছেন।

খ কবি প্রবাস জীবনে তাঁর কবিতা, গানে শৈশব স্মৃতিবিজড়িত নদীর গুণগান গেয়েছেন।

কপোতাক্ষ নদ কবি হৃদয়ের সবটুকু স্থান দখল করে আছে। এজন্য দূর প্রবাসে বসেও তিনি কপোতাক্ষ নদকে ভুলতে পারেননি। তাই প্রবাস জীবনে তাঁর গান ও কবিতায় শৈশব স্মৃতিবিজড়িত নদীর নাম নিয়েছেন। আর একথা বোঝাতে কবি বলেছেন, 'লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে'।

উত্তরের মূলকথা : প্রবাস জীবনে কবি তাঁর গান ও কবিতায় শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদের বন্দনা করেছেন।

গ দৃশ্যকল্প-১এর ভাবের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার স্মৃতিকাতরতার মাধ্যমে অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেমের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিকাতরতার আড়ালে দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। কবি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজ দেশ ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমান। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অবস্থান করে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। কিন্তু সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। ফলে তার মনে স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা জেগে ওঠে। স্বদেশের স্মৃতিগুলো তার মানসপটে ভেসে ওঠে। কবি ছোটোবেলায় কপোতাক্ষ নদে স্নান করেছেন। কপোতাক্ষের অসংখ্য স্মৃতি কবির মনে পড়ে যায়। বিদেশে থেকেও যেন তিনি কপোতাক্ষের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। কবির এসব স্মৃতির অন্তরালে মূলত স্বদেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের কবিও স্মৃতিচারণ করেছেন। কবি আজও আশা রাখেন তার বাল্যবন্ধুর সাথে দেখা হবে। বন্ধুর সাথে আবার আড্ডা জমবে মনুমিয়ার চায়ের দোকানে। এজন্য কবি আহ্বান জানিয়েছেন যে, বন্ধু তোরা কে কোথায় আছিস? সবাই ছুটে আয়। কবি তার বন্ধুদের সঙ্গ কামনা করেছেন। তাদের সাথে একত্র হতে চেয়েছেন। তার কথায় বন্ধুদের অতীত স্মৃতির দিকটি ফুটে উঠেছে। এছাড়াও একতাবদ্ধ হয়ে বীরের বেশে বিশ্ব জয় করার কথা বলা হয়েছে। যা মূলত স্বদেশ প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়ও কবির স্মৃতিকাতরতার মাধ্যমে অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার উভয় স্থানেই স্মৃতিকাতরতার আবরণে দেশপ্রেমের দিকটি লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১এর ভাবের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো স্মৃতিকাতরতার অন্তরালে অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-১এর ভাবের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার স্মৃতিকাতরতার মাধ্যমে অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেমের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনাকে ধারণ করেছে বলেই আমি মনে করি।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির গভীর স্বদেশপ্রেম প্রস্ফুটিত হয়েছে। কবি একজন দেশপ্রেমিক। দেশের ভালোবাসা তাকে বাংলা সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছে। কবি প্রথম জীবনে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন নিজের ভুল বুঝতে পারেন তখন দেশের জন্য তার অন্তর হাহাকার করে ওঠে। তিনি জন্মভূমিতে ফেলে আসা অতীত স্মৃতিচারণ করতে থাকেন। অতীত স্মৃতিচারণের মাধ্যমে কবির স্বদেশপ্রেমের দিকটি প্রকট আকারে ফুটে উঠেছে। কবি যে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক তা তাঁর কবিতায় লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, কবির মন দেশের মাটির গন্ধে বিমোহিত হয়েছে। কবি দেশের মাটিতে শ্যামল কোমল পরশ পেয়েছেন। এজন্য তাঁর আর কিছুর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ উদ্দীপকের কবির দেশের মাটির প্রতি গভীর ভালোবাসা রয়েছে। মাটির গন্ধে তার মনটা ভরে গেছে। এজন্য দেশের মাটি ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করেন না। দেশের মাটি তার নিকট স্বর্গ সমতুল্য। কবিতাংশের ভাব অনুযায়ী বলা

যায়, কবির মনে দেশপ্রেমের গভীর চেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছে। এজন্য তিনি দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন উক্ত কবিতাংশে। একজন দেশপ্রেমিকের কাছে দেশের মাটি মাতৃসমতুল্য। মায়ের মতোই দেশের মাটি তার নিকট অতি প্রিয়। দেশের মাটির প্রতি ভালো লাগার অনুভূতি দেশপ্রেমেরই নামান্তর মাত্র।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনাকে ধারণ করেছে। কারণ দৃশ্যকল্প-২এ দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের কবি দেশের মাটির প্রতি গভীর ভালোবাসায় উদ্ভাসিত হয়েছেন। কবির মনপ্রাণ জুড়ে দেশের মাটির গন্ধ মিশে আছে। দেশের মাটির শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করেন না। অপরদিকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়ও কবির দেশপ্রেম জেগে উঠেছে। অতীত স্মৃতিচারণের মাধ্যমে মূলত কবির দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দৃশ্যকল্প-২ ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার উভয় স্থানেই দেশপ্রেমের দিকটি লক্ষ করা যায়। তাই আমি মনে করি, দৃশ্যকল্প-২ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনাকে ধারণ করেছে।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-২ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূল চেতনাকেই ধারণ করেছে ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ "দিন নেই রাত নেই
হাড় ভাঙা পরিশ্রমের শেষ নেই
বৃষ্টি হোক রোদ হোক
কাজ করি সারাক্ষণ
তবেই মিলে মজুরি
যার ফলে দু-মুঠো অন্ন খেতে পারি।
এদেহে যতদিন আছে প্রাণ
ততদিন করে যাব আমি সত্যের জয়গান।"

ক. রানার কাজ নিয়েছে কীসের? ১

খ. রানারের কাছে পৃথিবীটাকে কেন 'কালো ধোঁয়া' মনে হয়? ২

গ. উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণের সঙ্গে 'রানার' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রথমাংশের ভাবার্থ 'রানার' কবিতার মূলভাবের বহিঃপ্রকাশ" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

<u>৬নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক রানার নতুন খবর আনার কাজ নিয়েছে।

খ ঘরে অভাব থাকায় রানারের কাছে পৃথিবীটা 'কালো ধোঁয়া' মনে হয়।

রানার মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সংবাদ পিঠে বহন করে চলে। অথচ তার জীবনে দুঃখের অন্ত নেই। অভাবের কারণে সে পরিবারের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাই তার কাছে পৃথিবীটা কালো ধোঁয়ার মতো মনে হয়। সেখানে কোনো আশার আলো নেই। কেবলি হতাশার ঘন মেঘ ঢেকে থাকে।

উত্তরের মূলকথা : অভাবের কারণে রানারের কাছে পৃথিবীটাকে 'কালো ধোঁয়া' মনে হয়।

গ উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণের সঙ্গে 'রানার' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো ভীরুতা পিছনে ফেলে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

'রানার' কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রানারের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছেন। রানার অত্যন্ত সাহসী। সে অকুতোভয় চরিত্রের অধিকারী। দুর্গম পথে সে একাকী গভীর রাতে চলাচল করে। তার মনে বিন্দুমাত্র মৃত্যুর ভয় নেই। দস্যুর ভয়ে সে ভীত নয়। সে দুর্বার গতিতে খবরের বোঝা কাঁধে নিয়ে ছুটে চলে। রানার তার অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। দায়িত্ব পালনে তার কোনো অবহেলা নেই। দস্যুর ভয়ের চেয়ে সে সূর্য ওঠাকে বেশি ভয় করে। কারণ সূর্য ওঠার আগেই তাকে গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে। রানারের এ কর্মকাণ্ড থেকে তার একনিষ্ঠ শ্রম ও অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণে বলা হয়েছে, এদেহে যতদিন প্রাণ আছে ততদিন সত্যের গান গেয়ে যাব। অর্থাৎ উদ্দীপকের কবি আমরণ সত্যের পথে অধিষ্ঠিত থাকবেন। কোনো অন্যায়-অপকর্মে নিজেকে জড়াবেন না। উদ্দীপকের এ ভাবার্থের সঙ্গে 'রানার' কবিতার রানারের কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়। রানারের দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো কিছুর ভয়ে রানার ভীত হবে না। রানার তার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবেই পালন করবে। আর এ দিকটি 'রানার' কবিতার রানারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণের সঙ্গে 'রানার' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো ভীরুতা পিছনে ফেলে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

ঘ "উদ্দীপকের প্রথমাংশের ভাবার্থ 'রানার' কবিতার মূলভাবের বহিঃপ্রকাশ।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'রানার' কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রানারের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। রানার অত্যন্ত পরিশ্রমী মানুষ। সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু বিনিময়ে অতি সামান্য বেতন পান। যা দিয়ে কোনো রকমে তার সংসার চলে। রানারের তাই বিশ্রাম নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ সে দায়িত্বপালন না করলে বেতন থকে বঞ্চিত হবে। পরিবারের সদস্যদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্যই রানার দুর্বার গতিতে ছুটে চলে।

উদ্দীপকে কঠোর পরিশ্রমের দিকটি ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করি। রোদ হোক বৃষ্টি হোক কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই কাজ থেমে থাকে না। কারণ সারাক্ষণ কাজ করার বিনিময়ে মজুরি মিলে। যার ফলে দু-মুঠো অন্ন জোটে। কাজ না করলে অনাহারে থাকতে হবে। দারিদ্র্যতার কবলে পড়ে সারাদিন শুধু কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের প্রথমাংশে কঠোর পরিশ্রম ও দারিদ্র্যতার দিকটি ফুটে উঠেছে। দু-মুঠো অন্নের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কথা বলা হয়েছে। 'রানার' কবিতায় রানার চরম দারিদ্র্যতার শিকার। তাকেও দু-মুঠো অন্নের জন্য সারাক্ষণ চিঠির বোঝা নিয়ে গন্তব্যপানে ছুটে চলতে হয়। উদ্দীপকের ন্যায় রানার অতি অল্প বেতনে কঠোর পরিশ্রম করে। প্রেক্ষাপটগত ভিন্নতা থাকলেও কঠোর পরিশ্রম ও দারিদ্র্যতার দিক দিয়ে 'রানার' কবিতার মূলভাবের বহিঃপ্রকাশ উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায় মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের প্রথমাংশের ভাবার্থ 'রানার' কবিতার মূলভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

প্রশ্ন ▸ ০৭ দৃশ্যকল্প-১ : সেই বাংলাদেশের ছিল সহস্রের একটি কাহিনি
কোরানে পুরাণে শিল্পে, পালা-পার্বণের ঢাকেঢোলে
আউল বাউল নাচে, পূণ্যাহের সানাই রঞ্জিত
রোদ্দুরে আকাশতলে দেখো কারা হাটে যায়, মাঝি
পাল তোলে, তাঁতি বোনে,

দৃশ্যকল্প-২ : তারপর। তারপর নদীর স্রোত বয়ে চললো
কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি
মধুর ছন্দে। সব মিলে হাজার বছর ধরে চলছে
বাঙালির পথচলা। নিরন্তর এ পথচলা
একই চেতনা থেকে উৎসারিত।

ক. বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রটি কী? ১
খ. 'আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।'– বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ 'আমার পরিচয়' কবিতার কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ বাঙালি জাতিসত্তার প্রবহমানতাকে সমর্থন করে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রটি হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনা।

খ বাঙালি পালযুগের চিত্রকলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করার মধ্য দিয়ে এসেছে।

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির জীবনেতিহাসে পালযুগ এক স্মরণীয় অধ্যায়। চারশত বছরব্যাপী পাল আমলে শিল্প-সাহিত্যের অসামান্য বিকাশ সাধিত হয়। চিত্রকলায়ও এই সময়ের সমৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। বাংলা ও বাঙালির শিল্প ও চিত্রকলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এই পালযুগের চিত্রকলার ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে ঋদ্ধ।

উত্তরের মূলকথা : বাংলা এবং বাঙালির শিল্প ও চিত্রকলার সমৃদ্ধ পালযুগের চিত্রকলার ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে।

গ দৃশ্যকল্প-১ 'আমার পরিচয়' কবিতার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও অসাম্প্রদায়িকতার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালি জাতির রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। এ ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। ইতিহাসের পরতে পরতে ঐতিহ্যের নানা দিক ছড়িয়ে আছে। ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে নিবিড়ভাবে মিশে আছে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনা। বাঙালি জাতি সুখে-দুঃখে হাজার বছরে ধরে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথ চলেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধ রয়েছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১এ বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকটি ফুটে উঠেছে। হিন্দু-মুসলিমের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পালা-পার্বণের ঢাকেঢোলে চারদিক যেন মুখরিত হয়ে থাকে। মাঝি পাল তুলে নৌকা বায়। তাঁতিরা কাপড় বোনে। যা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। আর সব ধর্মের লোক মিলেমিশে বসবাস করে যা অসাম্প্রদায়িকতাকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও অসাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে দৃশ্যকল্প-১এর সাথে 'আমার পরিচয়' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-১ 'আমার পরিচয়' কবিতার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও অসাম্প্রদায়িকতার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ বাঙালি জাতিসত্তার প্রবহমানতাকে সমর্থন করে বলেই আমি মনে করি।

'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালি জাতিসত্তার প্রবহমানতার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। হাজার বছর ধরে চলে আসা বাঙালি জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্যকেও বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদের কথা বলা হয়েছে। বাঙালি জাতি অধিকার আদায়ের জন্য যেসব সংগ্রাম করেছে তার বিবরণ ফুটে উঠেছে। অতীতের বিভিন্ন আন্দোলন ও বিপ্লব-বিদ্রোহ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথাও বলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ দিকগুলোরও বর্ণনা রয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে তারপর নদীর স্রোত বয়ে চললো। কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি মধুর ছন্দে। সব মিলে হাজার বছর ধরে চলছে বাঙালির নিরন্তর পথচলা। অর্থাৎ বাঙালি জাতির বীরত্বগাঁথা তথা আন্দোলন ও বিপ্লব প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। এর ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। নানা ধরনের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে বাঙালি জাতি আজ স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়েছে। বাঙালি জাতির এ পথচলা অবিরামভাবে চলতেই থাকবে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২ বাঙালি জাতিসত্তার প্রবহমানতাকেই সমর্থন করে। কারণ দৃশ্যকল্প-২এ নিরন্তর পথচলার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ পথচলা বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসকে ইঙ্গিত করে। বাঙালি জাতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। যা 'আমার পরিচয়' কবিতায় বর্ণিত বাঙালি জাতির অতীত ইতিহাসের প্রবহমানতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই আমি মনে করি দৃশ্যকল্প-২ বাঙালি জাতিসত্তার প্রবহমানতাকে সমর্থন করে।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-২ বাঙালি জাতিসত্তার প্রবহমানতাকে সমর্থন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ বয়সে ছোটো হওয়ায় সাবুকে প্রথমে কেউ মুক্তিযুদ্ধে নিতে রাজি হয়নি। কিন্তু সাবুর এককথা সে দেশের জন্য যুদ্ধ করবে। গ্রামের সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেলেও সে রয়ে যায় গ্রামে। তার কোনো পিছুটান নেই। গেরিলা কায়দায় সে একের পর এক অভিযান চালায় মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার লতিফের নেতৃত্বে। একদিন এক দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়ে পঞ্চাশ জন পাকসেনাকে পরাস্ত করে দেয়। তারপরে কমান্ডার লতিফসহ ফিরে যায় নিরাপদ দূরত্বে।

ক. বুধা কখন মুক্তির আনন্দ বোধ করেছিল? ১

খ. "লোহার টুপি ওদের মাথা খেয়েছে।"– বুধার এ উপলব্ধির কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাবুর সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি তুলে ধরো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাবু এবং বুধার অভিযান পরিচালনা একই চেতনালোক থেকে উৎসারিত– মন্তব্যটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনভাবে বাঁচার মধ্যে বুধা মুক্তির আনন্দ বোধ করেছিল।

খ রাজাকারদের নিষ্ঠুর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বুধা মনে করে লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে।

মাথায় লোহার টুপি পরা তিন জন রাজাকার বুধার দুহাত ও দু-পা ধরে চ্যাংদোলা করে মাঠের মাঝখানে এনে ধাম করে ফেলে দেয়। ওরা মাঠের মাঝখানে একটি বাঁশ পুঁতে বাঁশের সঙ্গে বুধাকে কাকতাড়ুয়ার মতো বেঁধে ওর গায়ের জামাটা খুলে বেঁধে দেয় মাথায়। সেই সাথে তার মুখে-পিঠে রান্নাঘরের হাঁড়ির কালি দিয়ে এঁকে দেয় আঁকাবাঁকা রেখা। তারপর হি হি করে হাসতে হাসতে তিন জন রাজাকার চলে গেলে বুধার চোখ জ্বলে ওঠে। বুধা মনে করে, লোহার টুপি পরলে মানুষের মাথার বুদ্ধি লোপ পায়, তাই পেয়ারা খাওয়ানোর কৃতজ্ঞতা স্বরূপও ওরা তার শাস্তি মওকুফের কথা ভাবেনি।

উত্তরের মূলকথা : লোহার টুপি পরার কারণে হানাদার বাহিনীর লোকজন অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে। সেজন্য বুধা বলেছে, 'লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে'।

গ উদ্দীপকের সাবুর সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো বুধা।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা একটি কিশোর চরিত্র। বুধা কিশোর হলেও সে অত্যন্ত সাহসী। সে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে বুধা দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেয়। প্রতিটি অভিযানেই বুধা সফল হয়। বুধা মাটিকাটার দলে যোগ দিয়ে বাংকারে মাইন পুঁতে রাখে। পরে বুধা ও শাহাবুদ্দিন মাইন বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পাকহানাদার বাহিনী বাংকারে পা রাখতেই মাইন বিস্ফোরণ হয়। মাইন বিস্ফোরণ হলে শাহাবুদ্দিন ও বুধা নিরাপদ স্থানে চলে যায়।

উদ্দীপকে একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিশোর মুক্তিযোদ্ধার নাম সাবু। সাবু ছোটো বলে তাকে কেউ মুক্তিযুদ্ধে নিতে রাজি হয়নি। সে গ্রামে থেকে যায় এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। গেরিলা কারদায় সে একর পর এক অভিযানে অংশ নেয়। প্রতিটি অভিযানেই সে পাকসেনাদের পরাস্ত করে দেয়। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধাও দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেয়। সাবু ও বুধা দুজনেই কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। দুজনের কর্মকাণ্ডই এক ও অভিন্ন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাবুর সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো বুধা।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাবুর সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ "উদ্দীপকের সাবু এবং বুধার অভিযান পরিচালনা একই চেতনালোক থেকে উৎসারিত।"–মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা একজন সাহসী কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। বুধা পাকহানাদার বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে পাকবাহিনীর ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। এজন্য সে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেয়। রেকি করা, আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন লাগানো, বাংকারে মাইন পুঁতে রাখার মতো কঠিন কাজ করতে বুধা সক্ষম হয়।

উদ্দীপকের সাবু কিশোর বলে তাকে কেউ মুক্তিযুদ্ধে নিতে রাজি হয়নি। কিন্তু সাবু নিজের আত্মবিশ্বাস হারায়নি। বয়সে কিশোর হলেও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার লতিফের নেতৃত্বে দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেয়। উক্ত অভিযানে পঞ্চাশ জন পাকসেনা পরাস্ত হয়। সাবু একের পর এক গেরিলা অভিযানে পাকসেনাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। কিশোর সাবু মুক্তিযুদ্ধে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের সাবু এবং বুধার অভিযান পরিচালনা একই চেতনালোক থেকে উৎসারিত। কারণ সাবু এবং বুধা দুজনেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছে। দেশের মানুষের মুক্তির জন্য তারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়েছে। দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো পাকহানাদার বাহিনীকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করা। দুজনেই দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাবু এবং বুধার অভিযান পরিচালনা মূলত একই চেতনালোক থেকেই উৎসারিত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ "মানুষ ও শিয়ালের সম্মিলিত কণ্ঠে
কান্নার রোল পড়ে যায় ধ্বনিতে
বিরাট একটি রক্তমাখা লাল সূর্য
আগুনের গোলার মতো পুড়িয়ে
লকলক করে উঠে যায় আকাশে

তবুও আত্মদানের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে এনেছি
একটি লাল সূর্য, একটি পতাকা
একটি স্বাধীনতা।"

ক. কাকেরা ভাত খেলে কাদের বুক জুড়ায়? ১

খ. মরণের কথা মনে করলে যুদ্ধ করা যায় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের শেষ দুই চরণের ভাবধারা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।" উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাকেরা ভাত খেলে শহিদের মায়েদের বুক জুড়ায়।

খ 'মরণের কথা চিন্তা করলে যুদ্ধ করা যায় না'– কুন্তির এ কথার মধ্য দিয়ে অসীম সাহস প্রকাশ পেয়েছে।

যুদ্ধ মানেই জীবন-মরণের প্রশ্ন। যুদ্ধে গেলে মানুষের মৃত্যু হবে এটাই স্বাভাবিক। এজন্য যারা যুদ্ধে যেতে চায় তাদের মধ্যে কোনো মৃত্যু ভয় থাকা চলবে না। কিংবা যুদ্ধচলার সময়েও মরণের কথা স্মরণ করা যাবে না। এতে মনের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হবে। মানসিক মনোবল সুদৃঢ় থাকবে না। ফলে যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে যাবে। মূলত মনের মধ্যে অসীম সাহস সৃষ্টির জন্যই কুন্তি এ ধরনের কথা বলেছে।

উত্তরের মূলকথা : আলোচ্য উক্তিটি দ্বারা কুন্তির কথায় অসীম সাহসের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

গ উদ্দীপকের প্রথমাংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের অনেক ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বাঙালির আত্মত্যাগের কাহিনি ফুটে উঠেছে। বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। পাকহানাদার বাহিনী বাংলার মানুষের ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়। পাখির মতো মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে মারে। মৃত ব্যক্তিদের লাশ তারা গণকবর দেয়। অনেক লাশ এখানে ওখানে পড়ে থাকে। স্বজন হারানো বেদনায় চারদিকে আর্তনাদ শোনা যায়। এসব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বীর বাঙালি অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুধার মতো কিশোর থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। আর এভাবেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে মানুষের কান্নার ধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কান্নার আওয়াজে আকাশ-বাতাস ভরে গেছে। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতিকে রক্ত দিতে হয়েছে। বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে একটি রক্তমাখা সূর্য উদিত হয়েছে। উদ্দীপকের ন্যায় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও স্বাধীনতার জন্য অসংখ্য মানুষকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য বাংলার সবুজ-প্রান্তর রক্তে লাল হয়েছে। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রথমাংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের প্রথমাংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের অনেক ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের শেষ দুই চরণের ভাবধারা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।"– উক্তিটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলো বুধা। বুধাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বুধা কিশোর হলেও তার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জেগে ওঠে। সে পাকহানাদার বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এজন্য প্রতিশোধের আগুন তার মনে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যমে সে দেশকে স্বাধীন করতে চায়। দেশের মানুষকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধে অংশ নেয়। যুদ্ধে জীবন বাজি রেখে বুধা দুঃসাহসিক অভিযান চালায়।

উদ্দীপকের শেষ দুই চরণের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, একটি লাল সূর্য, একটি পতাকা, একটি স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ একটি পরাধীন দেশে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য উদিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক স্বরূপ একটি পতাকাও পতপত করে উড়ছে। যা স্বাধীন দেশের পরিচয় বহন করে। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতিকে রক্ত দিতে হয়েছে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের শেষ দুই চরণের ভাবধারা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। কারণ বুধা দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। দুঃসাহসিকতার সাথে পাকহানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করেছিল। যার ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। উদ্দীপকের শেষ দুই চরণেও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের আকাশে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছে। যা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চেতনারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শেষ দুই চরণের ভাবধারায় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চেতনারই বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১০ উদ্দীপক-১ : "গ্রামের লোক আছে বোকা
টাকা দিয়ে খাচ্ছে ধোঁকা
মোরগ ছাগল দিচ্ছে খোকা
আস্ত ছাগল জবাই করে
খাচ্ছে পির পেট ভরে।"

উদ্দীপক-২ : "এভাবে চলতে নেই,
ওভাবে চলতে নেই,
এটা বলতে নেই,
ওটা করতে নেই।
ব্যাস অনেক হয়েছে
এভাবে আর মেয়েদের দমিয়ে রাখা যায় না।"

ক. মানুষ কী দিয়ে সব বিচার করে? ১

খ. 'পিরের ছায়ায় বাস করার সৌভাগ্য ক'জনের হয়।' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপক-১এর সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপক-২এর ভাবার্থ 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়।"– উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ সময়ের দীর্ঘতা দিয়ে সব বিচার করে।

খ পির সাহেবরা খোদার বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেন এবং খোদার ইবাদত করেন বলে তার ছায়ায় বাস করা সৌভাগ্যের।

পীর সাহেব সারাবছর বিভিন্ন জেলায় তার অনুসারীদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ান এবং খোদার বাণী পৌঁছে দেন। পির সাহেব অনেক পুণ্যবান মানুষ এবং তিনি সকলের মঙ্গল কামনা করেন। তাই বহিপীরের কাছে তাহেরা ফিরে গেলে সুখেশান্তিতেই থাকবে। এ কারণেই খোদেজা বলেছিল যে পির সাহেবের ছায়ায় বাস করা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

উত্তরের মূলকথা : পির সাহেবরা খোদার বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেন এবং খোদার ইবাদত করেন বলে তার ছায়ায় বাস করা সৌভাগ্যের।

গ উদ্দীপক-১এর সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার।

'বহিপীর' নাটকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ফুটে উঠেছে। সাধারণ মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা লুকিয়ে আছে। পিরপ্রথা ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি অংশে পরিণত হয়েছে। যা সম্পূর্ণ ভুল বলেই প্রতীয়মান হয়। কারণ পিরপ্রথার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি একটি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার মাত্র। 'বহিপীর' নাটকে তাহেরার বাবা-মা, খোদেজা ও হকিকুল্লাহ বহিপীরের অন্ধভক্ত। তারা বহিপীরকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে থাকে। আর এটিকে তারা ধর্মীয় কাজ বলে মনে করে।

উদ্দীপক-১এ বলা হয়েছে, গ্রামের মানুষ আসলেই আস্ত বোকা। তারা পিরকে টাকা-পয়সা দিয়ে ধোকা খাচ্ছে। তারা মোরগ, ছাগল প্রভৃতি পিরের হাতে তুলে দিচ্ছে। আর পির এগুলো জবাই করে খাচ্ছে। গ্রামের মানুষ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে জড়িয়ে আছে। তারা পিরের দরবারে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে এটিকে ধর্মীয় পূণ্যের কাজ বলে মনে করছে। কিন্তু বাস্তবে এটি একটি কুসংস্কার। 'বহিপীর' নাটকেও এমন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপক-১এর সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-১এর সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার।

ঘ "উদ্দীপক-২এর ভাবার্থ 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকে পিরপ্রথার অন্ধ অনুকরণের দিকটি ফুটে উঠেছে। বহিপীরের অসংখ্য মুদির রয়েছে। যারা তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাহেরা বহিপীরের অন্ধভক্ত নয়। সে আত্মসচেতন, প্রতিবাদী ও কুসংস্কারমুক্ত একজন নারী। সে পিরপ্রথাকে পদদলিত করে সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বহিপীরের সাথে তার অসম বিয়ের বিষয়টি সে প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ তাহেরা একজন সচেতন নারী। তাই সচেতন নারী হিসেবে সে সমাজের প্রচলিত লৌকিকতাকে পরোয়া করেনি। সামাজিক কুপ্রথাকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে।

উদ্দীপক-২এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই মেয়েদেরকে দমিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন অজুহাত দেখানো হয়েছে। মেয়েরা এভাবে চলবে না, এটা করবে না, ওখানে যাবে না, এভাবে বসবে না– এককথায় বিভিন্ন কুপ্রথার বেড়াজালে মেয়েদেরকে বন্দি রাখার প্রচেস্টা করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফলতা আসেনি। কারণ মেয়েরা এসব ভ্রান্ত বেড়াজালে বন্দি থাকতে চায় না। তাই তারা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে– ব্যাস অনেক হয়েছে, এভাবে আর মেয়েদের দমিয়ে রাখা যায় না। মেয়েরা কোনো কুসংস্কারে নিজেদের জড়িয়ে রাখবে না। তারা সকল বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করবে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপক-২এর ভাবার্থ 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। উদ্দীপক-২এর ভাবার্থে মেয়েদের প্রতিবাদী চেতনা ফুটে উঠেছে। তারা সামাজিক বিভিন্ন কুপ্রথাকে মানতে রাজে হয়নি। তাই তারা এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। অনুরূপভাবে 'বহিপীর' নাটকেও তাহেরা সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। পিরপ্রথাকে সে অনুসরণ করেনি। কারণ তাহেরা একজন সচেতন নারী। ধর্মীয় কুসংস্কার তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। উদ্দীপকের মেয়েরা যেভাবে সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে সেভাবে তাহেরাও প্রতিবাদ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ভাবার্থ তাহেরা চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-২এর ভাবার্থ 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মাঝেও খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ ১১ অভির হাতে ডিএসলার ক্যামেরা, মাথায় ক্যাপ পরে রহিম আলীর কাছে যায়। 'ও রহিম মিয়া, মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছো, মেয়ের বয়স কত বলো।' আপনারা কারা? 'আমরা মিডিয়ার লোক, সব রেকর্ড করে খবরে দেখাবো, পুলিশকে সব দেব।' করিমন বলে ওঠে, 'আমি বিয়ে করব না। আপনারা আমাকে বাঁচান।' রহিম বলে, 'বাবা আমি গরিব মানুষ। আমি না বুঝে এ কাজ করছিলাম। এখন বুঝতে পেরেছি।' করিমনের অসম বিয়ে ভেঙে যায়। অভিরা চলে যায়।

ক. এ ঘরে জোঁকের মতো লেগে আছে কে? ১

খ. "তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে।" –বহিপীর একথা কেন বলেছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের করিমন 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অভি এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম উভয়ের চিন্তাচেতনা একই ধারায় উৎসারিত– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক এ ঘরে জোঁকের মতো লেগে আছে হাশেম আলি।

খ পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার ইতিবাচক মানসিকতার কারণেই বহিপীর এই উক্তিটি করেছেন।

'বহিপীর' নাটকে দেখা যায়, তাহেরাকে বশে আনার জন্য বহিপীর নানা কৌশল গ্রহণ করেন। এমনকি পুলিশের ভয়ও দেখান। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত হাশেম তাহেরার হাত ধরে চলে যাওয়ার পর বহিপীর শান্তভাব ধারণ করেন এবং বিষয়টি স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেওয়ার ইতিবাচক মানসিকতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার এই ইতিবাচক মনোভাবের অন্তরালে ছিল তার অসহায়ত্ব। কারণ বাড়াবাড়ি করলে তার পিরের মর্যাদা নষ্ট হতে পারে ভেবেই তিনি বিষয়টির প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়েও শেষ পর্যন্ত হাশেম ও তাহেরাকে আটকে রাখতে না পারায় বহিপীর প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

গ উদ্দীপকের করিমন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রকে নির্দেশ করে।

'বহিপীর' নাটকের অন্যতম প্রতিবাদী চরিত্র হলো তাহেরা। তাহেরার বাবা-মা বহিপীরের অন্ধভক্ত হলেও তাহেরা বহিপীরের অন্ধভক্ত নয়। তাহেরার বাবা-মা তাহেরাকে বহিপীরের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাহেরা সে বিয়েতে রাজি ছিল না। তাই সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। জমিদার পত্নী খোদেজা তাকে বজরায় আশ্রয় দিয়েছিল। খোদেজা বহিপীরের হাতে তাহেরাকে তুলে দিতে চেয়েছিল। এমতাবস্থায় তাহেরা সেখানেও প্রতিবাদ জানায়। হাশেম ব্যতীত সবাই তাহেরার বিপক্ষে থাকলেও তাহেরা অনমনীয় ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের রহিম আলী তার মেয়ে করিমনের বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু করিমনের এখনও বিয়ের বয়স হয়নি। করিমন এ বিয়েতে রাজি নয়। তবুও তার বাবা জোর করেই তার বিয়ে দিতে চায়। এখবর শুনে সাংবাদিক অভি ও তার লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। বাল্যবিয়ের এ খবর ভিডিয়ো করে মিডিয়াতে প্রকাশ করতে চায়। এমনকি পুলিশকেও সবকিছু জানাতে চায়। এতে রহিম আলী তার ভুল বুঝতে পারে। ফলে করিমনের অসম বিয়ে ভেঙে যায়। 'বহিপীর' নাটকেও তাহেরার প্রতিবাদী মনোভাবের কারণে বহিপীরের সাথে অসম বিয়ে হয়নি। উদ্দীপকের করিমন ও 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার অসম বিয়ে ভেঙে গেছে। তাই আমরা বলতে পারি উদ্দীপকের করিমন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রকে নির্দেশ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের করিমন মূলত 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের অভি এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম উভয়ের চিন্তাচেতনা একই ধারায় উৎসারিত–উক্তিটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের একটি আত্মসচেতন চরিত্র হলো হাশেম আলি। হাশেম আলি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তার মনের মধ্যে কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার নেই। সে বহিপীরের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেনি। বরং বহিপীরের অপকর্মের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। বহিপীর জোরপূর্বক তাহেরাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাহেরা উক্ত বিয়েতে রাজি ছিল না। এজন্য হাশেম বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে রক্ষা করে। তাহেরার অসম বিয়ে ভেঙে দিয়ে তাহেরাকে বিপদমুক্ত করে।

উদ্দীপকের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, রহিম আলি তার নাবালিকা মেয়ে করিমনের বিয়ে ঠিক করে। যা সমাজে বাল্যবিয়ে হিসেবে পরিচিত। রহিম আলি তার মেয়েকে জোরপূর্বক বিয়ে দিতে চেয়েছিল। এমতাবস্থায় সেখানে সাংবাদিক অভি হাজির হয়। অভি এ অসম বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য রহিম আলিকে অনুরোধ জানায়। আর তা না হলে এ খবর পুলিশসহ মিডিয়াতে ছড়িয়ে দিতে চায়। এতে রহিম আলি তার ভুল স্বীকার করে বিয়ে বন্ধ করে। ফলে করিমন অসম বিয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের অভি এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম উভয়ের চিন্তাচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। তারা দুজনেই অসহায় মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। অসম বিয়ের হাত থেকে অসহায় মেয়ে দুটিকে বাঁচিয়েছে। তারা দুজনেই সমাজসচেতন ও প্রতিবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। প্রেক্ষাপটগত কিছু ভিন্নতা থাকলেও তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মতৎপরতা মূলত এক ও অভিন্ন। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তারা উক্ত কর্ম সম্পাদন করেছে। কাজেই উদ্দীপকের অভি ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের চিন্তাধারা মূলত একই ধারায় প্রবাহিত। তাই আমরা বলতে পারি, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের অভি এবং 'বহিপীর' নাটকের হাশেম উভয়ের চিন্তাচেতনা যেন একই ধারায় উৎসারিত হয়েছে।

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 0 | 1 |

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. 'এবার তুমি গিয়ে ভালো করে খাও।'– 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণ কাহিনির এ বক্তব্যে লেখকের কোন ভাব ফুটে উঠেছে?
ক) বিদ্বেষ খ) বিরক্তি গ) ক্ষোভ ঘ) ঘৃণা

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
চেয়ারম্যান সাহেব সকলের আস্থাভাজন লোক। সরকারি চাল, গম সবই হিসাব-নিকাশ করে প্রকৃত অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করেন।

২. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের চরিত্রে ফুটে ওঠা দিকটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ–
ক) শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি
খ) অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়ো
গ) অর্থ চিন্তার নিগড়ে বন্দি
ঘ) শিক্ষা আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে

৩. উদ্দীপক ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে–
i. মনুষ্যত্বের পরিচয় ii. মূল্যবোধের পরিচয় iii. জীবসত্তার পরিচয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

৪. গাঢ় বেগুনি রঙের ফুল কোনটি?
ক) সিমোন খ) বনি প্রিন্স গ) বুকানিয়ার ঘ) পাস্কালি

৫. 'একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে' চরণে 'নতুন পৃথিবী' দ্বারা কী বুঝিয়েছেন?
ক) নতুন জীবনের সৃষ্টি
খ) স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব
গ) নতুন জগতের আবির্ভাব ঘ) নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ব্রত তাহার পরের হিত সুখ নাহি চায় নিজে,
রৌদ্র দাহে শুকায় তনু, মেঘের জলে ভিজে।'

৬. উদ্দীপকে 'রানার' কবিতার কোন বিষয়টি ফুটে ওঠেছে?
ক) দায়িত্বশীলতা খ) সময়ানুবর্তিতা
গ) উদারতা ঘ) দেশপ্রেম

৭. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি নিচের যে চরণে পাওয়া যায়–
ক) রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
খ) জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে
গ) স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন
ঘ) কী হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে

৮. 'মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি'– 'বঙ্গবাণী' কবিতার এ চরণে প্রকাশ পেয়েছে–
i. দেশপ্রীতি ii. প্রকৃতিপ্রীতি iii. ভাষাপ্রীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i ও ii

৯. প্রবাস জীবনে কবি কাকে প্রেমভাবে স্মরণ করেছেন?
ক) বঙ্গভূমিকে খ) বঙ্গবাসীকে
গ) রাজা-প্রজাকে ঘ) কপোতাক্ষ নদকে

১০. 'মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।' পঙ্ক্তি দ্বারা বোঝানো হয়েছে মোল্লা-পুরুত–
i. মসজিদ-মন্দিরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ii. পথভ্রষ্টদের শাস্তি দিয়েছে
iii. মানুষের অধিকারকে রুদ্ধ করেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i ও iii

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ভৃত্য চড়িল উটের পিঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষেরে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।

১১. উদ্দীপকের ভাববস্তুটি 'আমার পরিচয়' কবিতায় কোন চরণের মধ্যে ফুটে উঠেছে?
ক) আমিতো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে
খ) চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে
গ) আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে
ঘ) সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই

১২. উদ্দীপক ও উক্ত চরণের ভাববস্তু হলো–
i. মানবতাবাদ ii. সাম্যবাদ iii. বাস্তববাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩. 'খোদা খোদা। সবই খোদার রহমত'– এ কথা কে বলেছেন?
ক) হাতেম আলি খ) হকিকুল্লাহ গ) বহিপীর ঘ) খোদেজা

১৪. 'কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তোমার অকৃতজ্ঞতা দেখে'– খোদেজা এ কথা বলার কারণ কী?
ক) তাহেরা হাশেমের মতকে সরাসরি সমর্থন না করায়
খ) হাশেম মা-বাবার অমতে বিয়ে করায়
গ) হকিকুল্লাহ পুলিশকে না ডাকায়
ঘ) আনোয়ার উদ্দিন টাকা ধার না দেওয়ায়

১৫. 'একটি স্বপ্ন ভেঙে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারব।' এ উক্তি দ্বারা হাশেম চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে?
ক) আত্মবিশ্বাস খ) সাহসিকতা গ) নির্ভীকতা ঘ) ধৈর্যশীলতা

১৬. কখন বাজ্জারের কাজ শেষ হয়?
ক) সন্ধ্যার মধ্যে খ) রাতের মধ্যে
গ) দুপুরের মধ্যে ঘ) বিকেলের মধ্যে

১৭. 'তুই একটা খুব ভালো মেয়ে'– এই ভালো মেয়ে কে?
ক) ফুলকলি খ) কুন্তি গ) বিনু ঘ) রানি

১৮. উপন্যাসের প্রধান উপাদান কোনটি?
ক) কাহিনি খ) চরিত্র গ) পরিবেশ ঘ) দৃশ্য

১৯. নিচের কোনটি কাব্যগ্রন্থ?
ক) আপন দলের মানুষ খ) প্রেমাংশুর রক্ত চাই
গ) বাবা যখন ছোটো ছিলেন ঘ) কালো মেঘের ভেলা

২০. 'এসেছি বাঙালি আউল-বাউল মাটির দেউল থেকে।' চরণে 'দেউল' শব্দের অর্থ কী?
ক) পৃথিবী খ) স্বর্গ গ) দেবালয় ঘ) মন্দির

২১. 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতায় হাড্ডিসার কে ছিল?
ক) এক বিধবা খ) অনাথ কিশোর
গ) এক বুড়ো ঘ) অনাথ কিশোরী

২২. বাংলা সাহিত্যে আধুনিক জীবনচেতনার কবি কে?
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ) জীবনানন্দ দাশ ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

২৩. প্রথম চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্ম নাম কোনটি?
ক) বনফুল খ) বীরবল গ) নীল লোহিত ঘ) পদ্মভূষণ

২৪. মিথ্যা প্রচার বোঝাতে 'একাত্তরের দিনগুলি' প্রবন্ধে কোন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে?
ক) তাজ্জব খ) উদ্ভট গ) গোয়েবলস্ ঘ) দুর্বুদ্ধি

২৫. বাংলা সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শাখা কোনটি?
ক) ছোটোগল্প খ) নাটক গ) উপন্যাস ঘ) প্রবন্ধ

২৬. 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা।'– একথার মধ্য দিয়ে সুভার কোন অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে?
i. চিরচেনা জগৎকে আঁকড়ে ধরা ii. পরিবেশ ও প্রকৃতিতে থাকার ইচ্ছা
iii. মাকে ছেড়ে না যাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

২৭. 'এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে।'– এখানে 'নক্ষত্র' বলতে নিমগাছের কী বোঝানো হয়েছে?
ক) কচি পাতাগুলোকে খ) সুন্দর রূপকে
গ) ফুলের বাহারকে ঘ) কচি ডালগুলোকে

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'একটিমাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে,
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে।'

২৮. উদ্দীপকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের মহানবি (স.)-এর যে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ–
i. অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন ii. আড়ম্বরশূন্য জীবন iii. সহজ-সরল জীবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. উদ্দীপকটিতে মহানবি (স.)-এর চরিত্রের কোন গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে?
ক) সহনশীলতা খ) দানশীলতা
গ) মানবিকতা ঘ) ক্ষমাশীলতা

৩০. 'এত কথা কইতে পারে আপনার ছেলে।'– মমতাদির এ কথাটির দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে–
i. ব্যাকুলতা ii. চঞ্চলতা iii. স্নেহকাতরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 0 1

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** ও ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি**সহ মোট **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। স্বপ্না সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। লেখাপড়ায় যেমন ভালো খেলাধুলাতেও তেমনি। এজন্য সহপাঠীরা স্বপ্নাকে খুব ভালোবাসতো। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় একটি হাত ও একটি পা হারাতে হয় তাকে। এতে স্বপ্না মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সবার সামনে আসতে বিব্রতবোধ করে। লেখাপড়া যে আর হবে না সে ও তার পরিবার নিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু তার সহপাঠীরা সান্ত্বনা, সহযোগিতা আর সাহস দিয়ে তাকে আবার লেখাপড়ার ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলে। এই স্বপ্নাই একদিন এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি করে।

ক. সুভা জলকুমারী হলে কী করত? ১

খ. 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছিলাম?'– উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে স্বপ্নার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা যদি উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো হতো, তাহলে 'সুভা' গল্পের সুভার পরিবারকে এতো বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না।"– মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২। মোহিনীদেবী আর শৈলবালা দুই বান্ধবী। দুজনের ছেলেই এবার পঞ্চম শ্রেণিতে। মোহিনীদেবী এ বয়সেই তার ছেলে অমিতকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে ফেলতে চান। খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ বাদ দিয়ে সব সময় লেখাপড়ার চাপে রাখেন। এতে অমিত মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অপরদিকে শৈলবালা মোহিনীদেবীর বিপরীত। ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করেন না। পাঠ্যবইয়ের বাইরে ছেলে যে বই পড়তে ভালোবাসে লাইব্রেরি থেকে এনে পড়তে দেন। এতে পড়ালেখার প্রতি ছেলের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং সে মানসিকভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠে।

ক. 'কারদানি' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও আমরা ডেমোক্রেসিকে কীভাবে আয়ত্ত করেছি? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের মোহিনীদেবীর কর্মকাণ্ডে 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন বিষয়টির ছায়াপাত ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শৈলবালার মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ মতামত দাও। ৪

৩। **উদ্দীপক (i) :** রুপালি গৃহস্থালির কাজে বেশ পটু। বাড়ির সদস্যদের প্রয়োজনে যতটুকু কাজ করা দরকার তার চেয়ে বেশিই করে। ভদ্র ও অমায়িক আচরণের জন্য বাড়ির সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট।

উদ্দীপক (ii) :
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
ও সে সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।

ক. কাবুলের পানিকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? ১

খ. 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর'– লেখক কেন এ কথা বলেছেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপক (i)এর রুপালির সঙ্গে 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের যে দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক (ii)এর ভাব যেন আবদুর রহমান চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক।"– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪। প্রমিত ও অনুরাগ দুই বন্ধু। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি তারা সাহিত্যবিষয়ক বই পড়তে খুবই পছন্দ করে। প্রমিত গদ্যে লিখিত বৃহৎ পরিধির কাহিনিনির্ভর সাহিত্য পড়তে ভালোবাসে। অপরদিকে অনুরাগ আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে ওঠা যায় এমন কাহিনিই পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সাহিত্যের এ শাখাটি অনুরাগের খুব প্রিয়।

ক. কোন ধরনের প্রবন্ধে ব্যক্তিহৃদয় প্রাধান্য পায়? ১

খ. নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শকসমাজ– কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রমিতের পছন্দের সাহিত্যটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কোন শাখাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "অনুরাগের প্রিয় শাখাটি উদ্দীপকে উল্লিখিত দিক ছাড়াও আরও অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ"– 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

৫। হাসান সাহেব ছেলেকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করিয়ে গৌরবের শেষ নেই। কারণ তিনি মনে করেন, ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা অধিক কার্যকর। অন্যদিকে জামান সাহেব ছেলেকে বাংলা মাধ্যমে পড়াচ্ছেন। তিনি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যে কথাটিতে অনুপ্রাণিত হন তা হল "মাতা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি যারা অনুরাগহীন তারা পশু বিশেষ।"

ক. কোন শাস্ত্রে কবির কোনো রাগ নেই? ১

খ. 'দেশি ভাষা বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ।'– বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের হাসান সাহেবের মানসিকতায় 'বঙ্গবাণী' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের জামান সাহেবের অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়টি কবি আবদুল হাকিমের চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ"–বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। **উদ্দীপক (i) :** ঈদ এলো, ঈদ এলো চান্দু মিয়ার ঘরে,
রঙিন পোশাক দামি খাবার আপনজনের তরে।
পাশের ঘরে পড়ে আছে, রহিমুদ্দির মা,
পেটের ক্ষুধায় কেঁদে মরে তাকে দিলাম না।
এইতো মোদের ঈদ!

উদ্দীপক (ii) : জাতি-ধর্ম-রাষ্ট্র-ন্যায় সকলি যে মানুষের তরে,
মানুষ সবার উর্ধ্বে– নহে কিছু তাহার উপরে।

ক. কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কী? ১
খ. 'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষকে মহীয়ান বলেছেন কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের চান্দু মিয়ার সাথে 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশ 'মানুষ' কবিতায় বর্ণিত কবির চেতনারই প্রতিচ্ছবি।"– মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৭। ইসমাইল সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। সুরম্য অট্টালিকায় বাস করেন। একমাত্র আদরের মেয়ে ডলির কোনো ইচ্ছা তিনি অপূর্ণ রাখেন না। হঠাৎ ডলি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। দেশে-বিদেশে চিকিৎসা করিয়েও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রোগমুক্তির আশায় প্রচুর দান-খয়রাত করার পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছেন, তিনি যেন ডলিকে দ্রুত সুস্থ করে দেন।

ক. 'পল্লিজননী' কবিতায় ছেলের কোঁচভরা কী ছিল? ১
খ. "বালাই বালাই, ভালো হবে জাদু মনে মনে জাল বোনে।"– পঙ্ক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের ডলিদের অবস্থার সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার রুগ্‌ণ ছেলেটির পরিবারের যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের ইসমাইল সাহেবের অনুভূতির মাঝে 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের অপত্য স্নেহের দিকটিই যেন প্রকাশিত।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিজয়পুর গ্রামে প্রবেশ করে নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। চারদিক থেকে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। পথে পথে রক্তের দাগ। প্রাণ বাঁচাতে আতঙ্কিত মানুষ যে যেদিকে পারে ছুটছে। এসব দেখে এ গ্রামেরই কিশোর বিপ্লব মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে রুখে দাঁড়াতেই হবে। তাই দেশমাতৃকার ডাকে সাড়া দিয়ে বিপ্লব যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক. মাটিকাটার দলে বুধাকে কে নিয়েছিল? ১
খ. 'নদীর নাম জয়বাংলা বা বঙ্গবন্ধু হলে ক্ষতি কী?'– কেন বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের পাকবাহিনীর আচরণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন দিকটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের কিশোর বিপ্লব ও উপন্যাসের বুধা একই প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছিল।"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৯। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ৪/৫ দিনের ব্যবধানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫ম শ্রেণি পড়ুয়া ফাতিনের মা-বাবা এবং বড়ো দুইবোন মৃত্যুবরণ করে। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় ফাতিন। চোখের সামনে প্রিয়জনদের মরতে দেখে সে হতবিহ্বল ও শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। কখন কী করে ঠিক-ঠিকানা নেই। লোকে বলে ফাতিন পাগল হয়ে গেছে। যেখানে-সেখানে রাত কাটায়। পাড়া-প্রতিবেশী যা দেয় তা খেয়েই কোনো রকমে বেঁচে আছে ফাতিন।

ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে? ১
খ. "লোহার টুপি কি মানুষের মগজ খায়" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের ফাতিনের নিঃস্ব হওয়ার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ফাতিন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পেরেছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

১০। আরমান সাহেবের ছেলে কঠিন রোগে আক্রান্ত। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। একান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি প্রতিবেশী ধনী জোতদার বাদশা মিয়ার শরণাপন্ন হন। তিনি টাকা ধার দিতে রাজি হলেও শর্ত দেন যে, তার ছেলের সাথে আরমান সাহেবের মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আরমান সাহেবের মেয়ে এ বিয়েতে রাজি নয়। বিয়ের শর্তে টাকা ধার না নেওয়ার বিষয়টি জানাতে গেলে বাদশা মিয়া বলেন যে, "শর্ত ছাড়াই প্রতিবেশী হিসেবে আমি আপনাকে ধার দেব।"

ক. খোদা কার দিলে রুহানি শক্তি দিয়েছেন? ১
খ. "এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায়, জানতাম না"– খোদেজার উক্তিটির কারণ বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের আরমান সাহেবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "বহিপীরের মতোই উদ্দীপকের বাদশা মিয়ার শেষ পর্যন্ত বোধোদয় ঘটেছে।"– উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

১১। রিমি স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে একটি এনজিওতে কাজ নিয়েছে। কাজের প্রয়োজনে তাকে মোটর সাইকেলে করে গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে হয়। ধর্মীয়-গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের কারণে গ্রামের কিছু লোক ব্যাপারটি সহজভাবে মেনে নেয়নি। তারা রিমিকে চাকরি ছাড়তে চাপ প্রয়োগ করে, কিন্তু রিমি কিছুতেই তা করতে রাজি নয়। এমন সংকটময় মুহূর্তে তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন এলাকার চেয়ারম্যান সাহেব। তিনি ঐ লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "নারীপুরুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনা দরকার।"

ক. বহিপীর কাকে পুলিশ ডেকে আনতে বললো? ১
খ. 'নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি,' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের মনোভাবে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের রিমি এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা উভয়ই অনমনীয় চরিত্রের অধিকারী।"–মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	খ	২	ক	৩	গ	৪	ক	৫	খ	৬	ক	৭	ক	৮	ক	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ক
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	খ	২০	গ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ স্বপ্না সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। লেখাপড়ায় যেমন ভালো খেলাধুলাতেও তেমনি। এজন্য সহপাঠীরা স্বপ্নাকে খুব ভালোবাসতো। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় একটি হাত ও একটি পা হারাতে হয় তাকে। এতে স্বপ্না মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সবার সামনে আসতে বিব্রতবোধ করে। লেখাপড়া যে আর হবে না সে ও তার পরিবার নিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু তার সহপাঠীরা সান্ত্বনা, সহযোগিতা আর সাহস দিয়ে তাকে আবার লেখাপড়ার ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলে। এই স্বপ্নাই একদিন এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি করে।

ক. সুভা জলকুমারী হলে কী করত? ১

খ. 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছিলাম?'– উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে স্বপ্নার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা যদি উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো হতো, তাহলে 'সুভা' গল্পের সুভার পরিবারকে এতো বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না।"– মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুভা জলকুমারী হলে জল থেকে সাপের মাথার মণি প্রতাপের জন্য ঘাটে রেখে দিত।

খ 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছিলাম'–উক্তিটি দ্বারা সুভার হৃদয় মর্মাহত হওয়ার আকুতিকে বোঝানো হয়েছে।

সুভা প্রতাপকে পছন্দ করত। তাকে আপন করে পাওয়ার বাসনা সুভা হৃদয়ে লালন করত। সুভা তাকে অতি আপনজন মনে করত। কিন্তু একদিন অপরাহ্নে সুভা নদীর তীরে গেলে প্রতাপ তাকে উপহাস করে বলে "কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস আমাদের ভুলিস নে।" প্রতাপের এমন কথার বিষাক্ত তীর সুভার মর্মে এসে বিঁধে। সে প্রতাপের কাছে এমন উপহাসমূলক রূঢ় আচরণ প্রত্যাশা করেনি। তাই সে মর্মবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় আক্ষেপ করে বলে, 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছিলাম।'

উত্তরের মূলকথা : 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছিলাম'–উক্তিটি দ্বারা সুভার হৃদয় মর্মাহত হওয়ার আকুতিকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের স্বপ্নার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার মানসিক দুরবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'সুভা' গল্পের সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। সে কথা বলতে পারে না। এজন্য সবাই তাকে চরমভাবে অবহেলা, অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। সুভার মা সুভাকে তার গর্ভের কলঙ্ক মনে করে। সুভার চারপাশটা অনেক ছোটো হতে থাকে। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে সুভা অত্যন্ত মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। মানসিক বিপর্যয় তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। সুভা নিজেকে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য ভাবতে থাকে। সে মানসিক অস্থিরতার নেতিবাচক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। ধীরে ধীরে সুভা মানসিক দুরবস্থার দিকে ধাবিত হয়। ফলে তার কোনো ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি।

উদ্দীপকের স্বপ্না সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সে লেখাপড়া ও খেলাধুলায় খুবই পারদর্শী। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাকে একটি হাত ও পা হারাতে হয়। এজন্য স্বপ্না মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। স্বপ্নার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে। এ বিষয়টি স্বপ্নার পরিবার নিশ্চিত হয়ে যায়। সড়ক দুর্ঘটনার পর স্বপ্নার মানসিক বিপর্যয়ের দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার মানসিক দুরবস্থার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও দুজনের মানসিক বিপর্যয়জনিত দুরবস্থা মূলত এক ও অভিন্ন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের স্বপ্নার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার মানসিক দুরবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা যদি উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো হতো, তাহলে 'সুভা' গল্পের সুভার পরিবারকে এতো বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'সুভা' গল্পের সুভা অত্যন্ত ভাগ্য বিড়ম্বিত। সে বাক্‌প্রতিবন্ধী হয়ে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। সে কথা বলতে না পারার কারণে কেউ তার সাথে মেশেনি। সবাই তাকে এড়িয়ে চলেছে। ফলে সুভা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। অবলা প্রাণী ব্যতীত সুভার কোনো সঙ্গী ছিল না। সুভা নিজ পরিবার থেকে সমাজের সবার কাছেই করুণার পাত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সুভা কারও কাছে কোনো সহমর্মিতা পায়নি। সুভার বাক্‌প্রতিবন্ধীতার জন্য তার পরিবারেকেও সমাজে অনেক ছোটো হতে হয়েছে। সুভার বিয়ে হচ্ছে না দেখে তার পরিবারকে এক-ঘরে করার কানাঘুঁষাও শোনা গেছে।

উদ্দীপকের স্বপ্না দুর্ভাগ্যবশত সড়ক দুর্ঘটনায় একটি পা ও একটি হাত হারিয়েছে। স্বপ্নার জীবনে মানসিক বিপর্যয় নেমে এলেও তা ছিল সাময়িক। কারণ স্বপ্নার সহপাঠীরা স্বপ্নার পাশে এসে দাঁড়ায়। স্বপ্নাকে সান্ত্বনা, সহযোগিতা ও সাহস দিয়ে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সহপাঠীদের অনুপ্রেরণায়

স্বপ্না নতুন উদ্যমে আবার লেখাপড়ায় গভীর মনোনিবেশ দান করে। এ স্বপ্নাই এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি করে। স্বপ্না তার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে সক্ষম হয়। আর তার এ কাজে সহপাঠীদের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা মোটেও ইতিবাচক ছিল না। নেতিবাচক প্রভাবে সুভার পরিবার অনেক বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে। সুভার বিয়ে হচ্ছে না দেখে সমাজের লোকেরা তাদেরকে এক-ঘরে করার প্রচেষ্টা চালায়। বাধ্য হয়ে সুভার বাবা বাণীকণ্ঠ সুভাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে সুভার পরিবারে চরম বিড়ম্বনা নেমে আসে। কিন্তু উদ্দীপকের স্বপ্নার সহপাঠীরা স্বপ্নার প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করায় স্বপ্নার পরিবারে কোনো বিড়ম্বনা নেমে আসেনি। তাই আমরা বলতে পারি, সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো হলে 'সুভা' গল্পের সুভার পরিবারকে এতো বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না।

উত্তরের মূলকথা : সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো নয় বলে 'সুভা' গল্পের সুভার পরিবারকে এতো বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ মোহিনীদেবী আর শৈলবালা দুই বান্ধবী। দুজনের ছেলেই এবার পঞ্চম শ্রেণিতে। মোহিনীদেবী এ বয়সেই তার ছেলে অমিতকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে ফেলতে চান। খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ বাদ দিয়ে সব সময় লেখাপড়ার চাপে রাখেন। এতে অমিত মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অপরদিকে শৈলবালা মোহিনীদেবীর বিপরীত। ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করেন না। পাঠ্যবইয়ের বাইরে ছেলে যে বই পড়তে ভালোবাসে লাইব্রেরি থেকে এনে পড়তে দেন। এতে পড়ালেখার প্রতি ছেলের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং সে মানসিকভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠে।

ক. 'কারদানি' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও আমরা ডেমোক্রেসিকে কীভাবে আয়ত্ত করেছি? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের মোহিনীদেবীর কর্মকাণ্ডে 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন বিষয়টির ছায়াপাত ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শৈলবালার মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কারদানি' শব্দের অর্থ বাহাদুরি।

খ ভালো গুণগুলো আয়ত্ব না করে খারাপ গুণগুলো আত্মসাৎ করার মাধ্যমে ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও আমরা ডেমোক্রেসিকে আয়ত্ব করেছি।

ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিল সবাইকে সমান করতে। সবাইকে সমান করার লক্ষ্য নিয়েই মূলত ডেমোক্রেসির উদ্ভব হয়। কিন্তু ডেমোক্রেসির অনুসারীরা যার যার মতো বড়ো হতে চায়। ফলে ডেমোক্রেসির আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। ডেমোক্রেসির অনুসারীরা ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাদের ভালো গুণগুলো আয়ত্ব না করে খারাপ গুণগুলো আয়ত্ব করেছে। আর এর কারণ হিসেবে প্রাবন্ধিক বলেন, 'ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।" অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য কখনও সংক্রমিত হয় না; বরং ব্যাধিই সংক্রমিত হয়। তাই ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও আমরা ডেমোক্রেসির খারাপ দিকগুলো আয়ত্ব করেছি।

উত্তরের মূলকথা : ভালো গুণগুলো আয়ত্ব না করে খারাপ গুণগুলো আত্মসাৎ করার মাধ্যমে ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও আমরা ডেমোক্রেসিকে আয়ত্ব করেছি।

গ উদ্দীপকের মোহিনীদেবীর কর্মকাণ্ডে 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ বিষয়টির ছায়াপাত ঘটেছে।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ দিকটি তুলে ধরেছেন। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার কুফল আমাদের সমাজকে কলুষিত করেছে। ফলে তরুণপ্রজন্মের ওপর মারাত্মকভাবে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানকে পাঠ্যবহির্ভূত অন্যান্য বই পড়তে দেন না। কিন্তু পাঠ্যবই অধ্যয়ন করতে বাধ্য করেন। স্বাচ্ছন্দ্যভাবে বই পড়তে উৎসাহ প্রদান করেন না। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবহির্ভূত কোনো বই পড়তে চায় না। জ্ঞানার্জন যে শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এটা তারা অনেকেই অনুধাবন করতে পারে না। এজন্য তারা পাঠ্যবই ব্যতীত অন্যান্য বই পড়তে আগ্রহবোধ করে না।

উদ্দীপকের মোহিনীদেবীর ছেলে অমিত পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। এ বয়সেই মোহিনীদেবী তার ছেলেকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে ফেলতে চান। এজন্য অমিতকে খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ বাদ দিয়ে সব সময় লেখাপড়ার চাপে রাখেন। এতে অমিতের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। অমিত মানসিক চাপের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে। মোহিনীদেবী সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করতে গিয়ে মনের অজান্তেই সন্তানকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। যা তরুণ প্রজন্মের জন্য কখনও ইতিবাচক কর্মকাণ্ড হতে পারে না। শিক্ষাপদ্ধতির এ ত্রুটিপূর্ণ দিকটি প্রাবন্ধিক তার 'বই পড়া' প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের মোহিনীদেবীর কর্মকাণ্ডে 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ বিষয়টির ছায়াপাত ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মোহিনীদেবীর কর্মকাণ্ডে 'বই পড়া' প্রবন্ধের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ বিষয়টির ছায়াপাত লক্ষ করা যায়।

ঘ শৈলবালার মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার জন্য সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। মেধা ও মননশীলতার সুষ্ঠু বিকাশ সাধনে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। শুধু স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়। জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। জ্ঞান সমুদ্রে পাড়ি জমাতে হলে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়তে হবে। এজন্য লাইব্রেরিতে যেতে হবে। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ধরনের বই থাকে। লাইব্রেরি মনের হাসপাতাল স্বরূপ। মনের জ্ঞান তৃষ্ণা কেবল লাইব্রেরিতেই মেটে। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী তার 'বই পড়া' প্রবন্ধের মধ্যে একটি আলোকিত সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আর তা বাস্তবায়িত হবে বই পড়ার চর্চা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে।

উদ্দীপকের শৈলবালা অত্যন্ত সমাজ সচেতন একজন নারী। তিনি সন্তানের মঙ্গল কামনার নামে সন্তানকে অতিরিক্ত মানসিক চাপ দিতে চান না। পাঠ্যবইয়ের বাইরে ছেলে যে বই পড়তে ভালোবাসে লাইব্রেরি থেকে এনে পড়তে দেন। এতে ছেলের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

পায়। এমনকি তার ছেলে মানসিকভাবেও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। উদ্দীপকের শৈলবালা তার সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশ সাধনে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি জোর করে সন্তানকে শিক্ষা গেলাতে চান না। কারণ শিক্ষা জোর করে কাউকে গেলানো যায় না। তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, শৈলবালার মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে। কারণ 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক শিক্ষার আলোতে আলোকিত হয়ে একটি মননশীল জাতি গঠনের প্রত্যাশা করেছেন। আর এ কাজের জন্য বই পড়ার ভূমিকা অত্যন্ত আবশ্যক। শুধু পাঠ্যবই নয় বরং পাঠ্যবহির্ভূত বই অধ্যয়ন করতে হবে। উদ্দীপকের শৈলবালা তার সন্তানকে স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়াও অন্যান্য বই পড়তে উৎসাহ দান করেছেন। তার কাজটির মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে বলেই আমি মনে করি।

উত্তরের মূলকথা : বই পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে শৈলবালার মানসিকতায় 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **উদ্দীপক (i) :** রুপালি গৃহস্থালির কাজে বেশ পটু। বাড়ির সদস্যদের প্রয়োজনে যতটুকু কাজ করা দরকার তার চেয়ে বেশিই করে। ভদ্র ও অমায়িক আচরণের জন্য বাড়ির সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট।

উদ্দীপক (ii) : এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
ও সে সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।

ক. কাবুলের পানিকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? ১

খ. 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর'– লেখক কেন এ কথা বলেছেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপক (i)এর রুপালির সঙ্গে 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের যে দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক (ii)এর ভাব যেন আবদুর রহমান চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক।"– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাবুলের পানিকে গালানো পাথরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

খ একজনের যা প্রয়োজন তার তুলনায় ছয়গুণ খাবার পরিবেশন করায় লেখক আবদুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে এ মন্তব্যটি করেছিলেন।

আফগানিস্তানে অবস্থানের সময় আবদুর রহমান নামের একজন গৃহকর্মী লেখকের দেখভালের দায়িত্বে ছিল। সে সেখানকার বিচিত্র ও সুস্বাদু খাবার রান্না করে খাওয়ায়। সে লেখকের একার জন্য অনেক বেশি খাবার একসঙ্গে পরিবেশন করে। এটি দেখে লেখকের অবস্থা 'অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর' হওয়ার মতো হলো। তিনি বলেছেন, একজনের রান্না না করে কেউ যদি তিন জনের রান্না করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু সে যদি ছয় জনের রান্না পরিবেশন করেও বলে, রান্নাঘরে আরও আছে তখন আর কী করার থাকে?

উত্তরের মূলকথা : একজনের যা প্রয়োজন তার তুলনায় ছয়গুণ খাবার পরিবেশন করায় লেখক আবদুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে এ মন্তব্যটি করেছিলেন।

গ উদ্দীপক (i)এর রুপালির সঙ্গে 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের কর্মনিপুণতা ও সদাচারণের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'প্রবাস বন্ধু' গল্পের লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী চাকরিসূত্রে কাবুল যান। কাবুলে তার রান্না-বান্নার জন্য একজন বাবুর্চি নিয়োগ করা হয়। যার নাম আবদুর রহমান। আবদুর রহমান অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিল। সে রান্না-বান্নাসহ লেখকের সব ধরনের কাজ করত। সে রান্নার কাজে খুব দক্ষ ছিল। রান্নাসহ গৃহের যাবতীয় কাজেই আবদুর রহমান পারদর্শী ছিল। তার কর্মনিপুণতা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাছাড়া আবদুর রহমানের আচার-আচরণ অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। সদাচারণের গুণাবলি তার চরিত্রে ফুটে উঠেছিল। সে লেখকের খুব বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। সে লেখককে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। এজন্য লেখকও তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল।

উদ্দীপকের রুপালি গৃহ পরিচারিকা হিসেবে অন্যের বাসায় কাজ করে। সে গৃহস্থালির যাবতীয় কাজে অত্যন্ত পটু। বাড়ির সদস্যদের জন্য যতটুকু কাজ করা প্রয়োজন রুপালি তার অধিক বেশি কাজ করে। এজন্য বাড়ির সদস্যরা তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তাছাড়া রুপালির ভদ্র ও অমায়িক আচরণের জন্য সবাই তাকে পছন্দ করে। 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমান তার যোগ্যতা দিয়ে লেখকের আস্থা অর্জন করেছিল। তাই বলা যায়, উদ্দীপক (i)এর রুপালির সঙ্গে 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো কর্মনিপুণতা ও সদাচারণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)এর রুপালির সঙ্গে 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের কর্মনিপুণতা ও সদাচারণের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপক (ii)এর ভাব যেন আবদুর রহমান চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমান চরিত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্যটি তাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে। আবদুর রহমানের জন্মভূমি উত্তর আফগানিস্তানের পানশির প্রদেশে। সেটি মূলত শীতপ্রধান অঞ্চল। শীতকালে সেখানে এতটা শীত পড়ে যে চারদিকে বরফের আস্তরণ তৈরি হয়। ঘরের ভেতরে আঙার জ্বালিয়ে রাখতে হয়। লেখকের নিকট এমন স্থান অপছন্দনীয়। কিন্তু আবদুর রহমানের নিকট তা অত্যন্ত পছন্দনীয়। কারণ সেটি তার জন্মভূমি। জন্মভূমির আবহাওয়া যতই প্রতিকূল হোক না কেন তবুও তা ভালো লাগে। কারণ জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। আবদুর রহমানও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। তার হৃদয় জুড়ে রয়েছে জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবির জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবি তার জন্মভূমিকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। ভালোবাসার অনুভূতিকে তিনি আলোচ্য কবিতার মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। এদেশের প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ কবিকে মুগ্ধ করেছে। স্নিগ্ধ নদী, ধূম্র পাহাড়, হরিৎ ক্ষেত্র

এসব দৃশ্য কবির হৃদয়ে মিশে আছে। কবি মনে করেন এমন দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। এদেশের ধানখেতে বাতাস এসে ঢেউ খেলে যায়। এজন্য কবি বলেছেন, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি/সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।" অর্থাৎ এমন দেশ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবির জন্মভূমি সকল দেশের রানি। গভীর দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার কারণেই কবি এমন মন্তব্য করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপক (ii)এর ভাব যেন আবদুর রহমান চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক। কারণ আবদুর রহমান চরিত্রের মধ্যে দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্যটি প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে। যেমনটি উদ্দীপকের কবির মধ্যেও দৃশ্যমান। কিন্তু শুধু দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্যটির মধ্যেই আবদুর রহমান চরিত্রটি সীমাবদ্ধ নয়। আবদুর রহমান চরিত্রের মধ্যে বিবিধ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে সেগুলোর মধ্যে মাত্র একটি বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কাজেই উদ্দীপক (ii)এর ভাব যেন আবদুর রহমান চরিত্রের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নয় বরং একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক মাত্র।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (ii)এর ভাব আবদুর রহমান চরিত্রের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নয় বরং একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ০৪ প্রমিত ও অনুরাগ দুই বন্ধু। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি তারা সাহিত্যবিষয়ক বই পড়তে খুবই পছন্দ করে। প্রমিত গদ্যে লিখিত বৃহৎ পরিধির কাহিনিনির্ভর সাহিত্য পড়তে ভালোবাসে। অপরদিকে অনুরাগ আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে ওঠা যায় এমন কাহিনিই পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সাহিত্যের এ শাখাটি অনুরাগের খুব প্রিয়।

ক. কোন ধরনের প্রবন্ধে ব্যক্তিহৃদয় প্রাধান্য পায়? ১

খ. নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শকসমাজ– কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রমিতের পছন্দের সাহিত্যটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কোন শাখাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "অনুরাগের প্রিয় শাখাটি উদ্দীপকে উল্লিখিত দিক ছাড়াও আরও অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ"– 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ময় প্রবন্ধে ব্যক্তিহৃদয় প্রাধান্য পায়।

খ নাটক দর্শক শ্রেণির সামনে অভিনীত হওয়ার মাধ্যমে সরাসরি সমাজকে প্রভাবিত করে বলেই প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য হলো নাটক। নাটক প্রাচীনকালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়ে ঘরে ঘরে পঠিত হতো না। এটি অভিনীত হতো। নাটকের উদ্দেশ্য পাঠক নয়, সর্বকালেই দর্শক সমাজ। নাটকে অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকশ্রেণির মনোভাবে একটি সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দর্শকশ্রেণি যেহেতু সমাজেরই অংশ, তাই বলা যায় যে, অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে নাটক সমাজকে সরাসরি প্রভাবিত করে। এজন্যই বলা হয়, "নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শক-সমাজ।"

উত্তরের মূলকথা : নাটক দর্শকশ্রেণির সামনে অভিনীত হওয়ার মাধ্যমে সরাসরি সমাজকে প্রভাবিত করে বলেই প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে ।

গ উদ্দীপকে প্রমিতের পছন্দের সাহিত্যটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের উপন্যাস শাখাকে নির্দেশ করে।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম। পাঠক সমাজে উপন্যাসই সর্বাধিক বহুল পঠিত ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। উপন্যাসে কোনো একটি কাহিনি বর্ণিত হয় বিশদ আকারে। কাহিনি বর্ণিত হয় গদ্য ভাষায়। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হলো প্লট। প্লটের আলোকে বিভিন্ন চরিত্রের সমন্বয়ে কাহিনির ধারা আবর্তিত হয়। উপন্যাস মানবজীবনের এক সুসংবদ্ধ শিল্পীত রূপ। এতে দেশ, জাতি, সমাজ, মানুষের জীবন বাস্তবতার একটি সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে। যা বাস্তব অথচ মায়াবী বর্ণে রঞ্জিত। যা কল্পনা ও মায়া হয়েও এক সংহত ও সুসংগঠিত সত্য। উপন্যাসের মধ্যে জীবন-বাস্তবতা ও সাহিত্যের রস নিবিড়ভাবে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায়।

উদ্দীপকের প্রমিত যে সাহিত্যটি পছন্দ করে তা হলো উপন্যাস। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে সে উপন্যাসকেই বেছে নিয়েছে। কারণ সে গদ্যে লিখিত বৃহৎ পরিধির কাহিনিনির্ভর সাহিত্য পড়তে আগ্রহী। অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয় এমন সাহিত্র তাকে আকৃষ্ট করেনি। সে দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে চায়। এজন্যই উপন্যাস তার এত পছন্দ। তার পছন্দের বিষয়টি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের উপন্যাস শাখাকেই নির্দেশ করে। কারণ উপন্যাস গদ্য-ভাষায় লিখিত বৃহৎ পরিসরের কাহিনি সংবলিত সাহিত্য। যা পাঠক হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। উদ্দীপকের প্রমিতকেও আকৃষ্ট করেছে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে প্রমিতের পছন্দের সাহিত্যটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের উপন্যাস শাখাকে নির্দেশ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে প্রমিতের পছন্দের সাহিত্যটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের উপন্যাস শাখাকে নির্দেশ করে।

ঘ "অনুরাগের প্রিয় শাখাটি উদ্দীপকে উল্লিখিত দিক ছাড়াও আরও অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ"– 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো ছোটোগল্প। ছোটোগল্পের মধ্যে ছোটো পরিসরে কাহিনি বর্ণিত হয়। বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে জীবনের খণ্ডিত রূপকে ছোটোগল্পের মধ্যে রূপদান করা হয়। ছোটোগল্পের পরিধি ছোটো হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই তা পড়ে শেষ করা যায়। ছোটোগল্পের মধ্যে ঘটনার কোনো ঘনঘটা থাকে না। এমনকি কোনো তত্ত্ব বা উপদেশমূলক কোনো কথাও থাকে না। ছোটোগল্পের আরম্ভটা হয় অনেকটা নাটকীয়ভাবে। এর সমাপ্তিও ঘটে নাটকীয় কায়দায়। ছোটোগল্প শেষ হয়েও যেন মনে হয় শেষ হয়নি। পাঠক হৃদয়ে একটি আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়।

উদ্দীপকের অনুরাগ সাহিত্যের যে শাখাটি পছন্দ করে তা হলো ছোটোগল্প। ছোটোগল্প আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে শেষ করা যায়। কারণ ছোটোগল্পে কাহিনির বিস্তৃতি থাকে না। জীবনের খণ্ডিত একটি রূপ ছোটোগল্পে তুলে ধরা হয়। অতিরঞ্জিত কোনো বিষয় ও ব্যক্তিগত

জীবনানুভূতি ছোটোগল্পে স্থান পায় না। কাহিনির মূল বিষয়টিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রাণবন্তরূপে ছোটোগল্পে বর্ণনা করতে হয়। কাহিনির প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিবরণ ছোটোগল্পে এড়িয়ে যেতে হয়। কেবলমাত্র গল্পের মূল নির্যাসটুকুই ছোটোগল্পে ফুটে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের অনুরাগের প্রিয় শাখাটি উদ্দীপকে উল্লিখিত দিক ছাড়াও আরো অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উদ্দীপকে কেবল আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে শেষ করা যায় এ বৈশিষ্ট্যটির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটি ব্যতীত ছোটোগল্পের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন কাহিনিতে সহস্র ঘটনা থাকলেও কেবল একটি দিক ছোটোগল্পে স্থান পায়। ছোটোগল্পে কোনো তত্ত্বকথা বা উপদেশাবলি থাকে না। ছোটোগল্প পাঠ করার পরেও অন্তরে অতৃপ্তি রয়ে যায়। যেন মনে হয় গল্পটি শেষ হয়েও শেষ হলো না। তাছাড়া ছোটোগল্পের শুরু ও শেষ হয় নাটকীয়ভাবে। এসব বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে ফুটে উঠেনি। সুতরাং উদ্দীপকের উল্লিখিত একটি দিক ছাড়াও ছোটোগল্প আরও অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে উল্লিখিত একটি দিক ছাড়াও ছোটোগল্পের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ হাসান সাহেব ছেলেকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করিয়ে গৌরবের শেষ নেই। কারণ তিনি মনে করেন, ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা অধিক কার্যকর। অন্যদিকে জামান সাহেব ছেলেকে বাংলা মাধ্যমে পড়াচ্ছেন। তিনি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যে কথাটিতে অনুপ্রাণিত হন তা হল "মাতা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি যারা অনুরাগহীন তারা পশু বিশেষ।"

ক. কোন শাস্ত্রে কবির কোনো রাগ নেই? ১

খ. 'দেশি ভাষা বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ।'– বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের হাসান সাহেবের মানসিকতায় 'বঙ্গবাণী' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের জামান সাহেবের অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়টি কবি আবদুল হাকিমের চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ"–বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবি-ফারসি শাস্ত্রে কবির কোনো রাগ নেই।

খ 'দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ' বলতে নিজ দেশের ভাষায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

সতেরো শতকে নিজের দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি একশ্রেণির কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও উন্নাসিক মানুষ অবজ্ঞা পোষণ করত। তারা আরবি-ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতিকে অধিক গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করে। স্বদেশে থেকে যারা স্বদেশের ভাষার প্রতি অবজ্ঞা করে তারা মূলত শিকড়হীন পরগাছার মতো। মূলত নিজ দেশের ও ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও নিজ ভাষা চর্চার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কবি একথা বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : মাতৃভাষার প্রতি যাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি নেই তাদের উদ্দেশ্য করেই দেশপ্রেমিক কবি আবদুল হাকিম উক্ত চরণটি প্রণয়ন করেছেন।

গ উদ্দীপকের হাসান সাহেবের মানসিকতায় 'বঙ্গবাণী' কবিতার মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'বঙ্গবাণী' কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি আবদুল হাকিমের গভীর অনুরাগ লক্ষ করা যায়। কবি মাতৃভাষাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তবে অন্য কোনো ভাষাকে তিনি ঘৃণা করেন না। আরবি-ফারসি বা অন্য কোনো ভাষার প্রতি তার কোনো হিংসা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে অন্য ভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে। কবি তাদেরকে মোটেও পছন্দ করেন না। কবি তাদেরকে নিজ দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন। এমনকি কবি তাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের জন্মপরিচয় নিয়েও কবি যথেষ্ট সন্দেহান।

উদ্দীপকের হাসান সাহেব তার ছেলেকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করেছেন। এজন্য তার গর্বের কোনো শেষ নেই। তিনি মনে করেন ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা অধিক কার্যকরী। এজন্য তিনি ছেলেকে বাংলা ভাষা শেখান না। বাঙালি হয়েও বাংলা ভাষার প্রতি তার কোনো ভালোবাসা নেই। কারণ তিনি বাংলা ভাষা পছন্দ করেন না। বাংলা ভাষা তার মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ফলে হাসান সাহেবের মনে বাংলা ভাষার প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। তিনি ইংরেজি ভাষাকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দেন। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের হাসান সাহেবের মানসিকতায় 'বঙ্গবাণী' কবিতার মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার দিকটি ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের হাসান সাহেবের মানসিকতায় 'বঙ্গবাণী' কবিতার মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের জামান সাহেবের অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়টি কবি আবদুল হাকিমের চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি আবদুল হাকিমের বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে অন্য কোনো ভাষার প্রতি কবির কোনো বিদ্বেষ নেই। তিনি মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি অন্য যে-কোনো ভাষা চর্চা করতে কোনো আপত্তি করেননি। তবে এদেশে জন্মগ্রহণ করার পরেও অনেকে বাংলা ভাষাকে চরমভাবে অবজ্ঞা করে থাকে। কবি তাদেরকে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যারা মাতৃভাষাকে পছন্দ করে না কবি তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাদের এদেশে বসবাস করার কোনো অধিকার নেই। সর্বপরি কবি আবদুল হাকিম মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

উদ্দীপকের জামান সাহেব অত্যন্ত সচেতন মানুষ। তিনি মাতৃভাষাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। তিনি চান তার সন্তান যেন বাংলা ভাষা সুষ্ঠুভাবে চর্চা করতে পারে। এজন্য তিনি ছেলেকে বাংলা মাধ্যমে পড়াচ্ছেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটি কথায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন "মাতা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি যারা অনুরাগহীন তারা পশুবিশেষ।" মায়ের মুখের মধুর ভাষাই মাতৃভাষা। তাই মায়ের মতোই মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের জামান সাহেব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটি উক্তিতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তার অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়টি কবি আবদুল হাকিমের চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কারণ উক্ত উক্তিতে মাতৃভাষাকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবি আবদুল হাকিমও একই কথা বলেছেন। কবি মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসতে বলেছেন। উদ্দীপকের জামান সাহেব মাতৃভাষাকে ভালোবেসেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাই আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি, "উদ্দীপকের জামান সাহেবের অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়টি কবি আবদুল হাকিমের চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ।"

উত্তরের মূলকথা : মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধের দিক দিয়ে উদ্দীপকের জামান সাহেবের অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়টি কবি আবদুল হাকিমের চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **উদ্দীপক (i) :** ঈদ এলো, ঈদ এলো চান্দু মিয়ার ঘরে,
রঙিন পোশাক দামি খাবার আপনজনের তরে।
পাশের ঘরে পড়ে আছে, রহিমুদ্দির মা,
পেটের ক্ষুধায় কেঁদে মরে তাকে দিলাম না।
এইতো মোদের ঈদ!

উদ্দীপক (ii) : জাতি-ধর্ম-রাষ্ট-ন্যায় সকলি যে মানুষের তরে,
মানুষ সবার উর্ধ্বে– নহে কিছু তাহার উপরে।

ক. কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কী? ১
খ. 'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষকে মহীয়ান বলেছেন কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের চান্দু মিয়ার সাথে 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশ 'মানুষ' কবিতায় বর্ণিত কবির চেতনারই প্রতিচ্ছবি।"– মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ বা রাজ-নারায়ণ।

খ মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব, তাই মানুষ মহান এবং মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই।

মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে। মানুষ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন। চণ্ডীদাস বলেছেন, 'শোনো হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' মানুষের সেবা করার অর্থই হচ্ছে স্রষ্টার সেবা করা। মানুষ তার পবিত্র হৃদয়ে স্রষ্টার উপলব্ধি করেন, তাই মানুষের চেয়ে বড়ো ও মহান কিছুই নেই।

উত্তরের মূলকথা : মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাই মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই।

গ উদ্দীপকের চান্দু মিয়ার সাথে 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের ধর্মের আবরণে স্বার্থপরতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

'মানুষ' কবিতায় ধর্মের লেবাসধারী স্বার্থপর শ্রেণির মানুষের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে মূলত ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে চায়। এরা হলো মোল্লা ও পুরোহিত। তাদের কাছে ক্ষুধার্ত মানুষ খাবারের জন্য গেলে তারা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। কারণ তারা ধার্মিক নয়। তারা চরম ধোকাবাজ প্রকৃতির লোক। সমাজের অসহায় মানুষের পাশে তারা দাঁড়ায় না। নিরন্ন মানুষের মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দেয় না। তারা কেবল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতেই সদা মশগুল থাকে। এসব ধর্ম ব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মচিত হয়েছে 'মানুষ' কবিতায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বলা হয়েছে, চান্দু মিয়ার ঘরে ঈদ এসেছে। ঈদের খুশিতে তার পরিবারে রঙিন পোশাক আর মজাদার খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ তার পাশেই রয়েছে রহিমুদ্দির মা। সে পেটের ক্ষুধায় কান্নাকাটি করলেও তাকে কোনো খাবার দেয়নি। চান্দু মিয়া অত্যন্ত অমানবিক কাজ করেছে। 'মানুষ' কবিতায় মোল্লা- পুরোহিত শ্রেণির লোকেরাও কোনো অসহায় ক্ষুধার্তকে খাবার দেন না। কাজেই মোল্লা-পুরোহিত ও চান্দু মিয়া মূলত একই শ্রেণির সুবিধাবাদী লোক। তাদের চরিত্রে ধার্মিকতার কোনো গুণ নেই। কারণ তারা স্বার্থপর লোক। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের চান্দু মিয়ার সাথে 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের স্বার্থপরতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের চান্দু মিয়ার সাথে 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের ধর্মের আবরণে স্বার্থপরতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ "উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশ 'মানুষ' কবিতায় বর্ণিত কবি চেতনারই প্রতিচ্ছবি।" –মন্তব্যটি যথার্থ।

'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু এ পৃথিবীতে নেই। মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্মের নিয়ম-নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। মানুষ বিপদের দিনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে এটাই মানবতার ধর্ম। একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান করার মাধ্যমেই ধর্মের পূর্ণতা আসে। কারণ মানুষ মানুষের জন্য আর জীবন জীবনের জন্য। মূলত এটিই পৃথিবীর সকল ধর্মের মূলকথা।

উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে। জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র এককথায় সবকিছুর উর্ধ্বে মানুষের মর্যাদা। মানুষই সবচেয়ে বড়ো। মানুষের চেয়ে মহীয়ান আর কিছুই নেই। কারণ মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের মধ্যে মানবতা রয়েছে। মানুষের বিবেকবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায় থেকে রক্ষা করে। মানুষের বিবেকের চেয়ে বড়ো আদালত আর কিছু নেই। কারণ বিবেকের তাড়নায় মানুষ মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত হয়। এজন্যই উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে মানুষের বন্দনা গাওয়া হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে 'মানুষ' কবিতার কবি চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে। কারণ 'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষের গুণকীর্তন করেছেন। মানুষই সবকিছুর উর্ধ্বে। পৃথিবীর যত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ তা কেবল মানুষের কল্যাণের জন্য। জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র সবকিছুই মানুষের জন্য। যদি মানুষের অস্তিত্ব না থাকে তবে এসব কিছুই অর্থহীন। 'মানুষ' কবিতায় কবি এ সত্যটিকেই তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকের মধ্যেও একই কথার প্রতিধ্বনি রয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি, "উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশ 'মানুষ' কবিতায় বর্ণিত কবি চেতনারই প্রতিচ্ছবি।"

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশ যেন 'মানুষ' কবিতার কবি চেতনারই প্রতিচ্ছবি মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ০৭ ইসমাইল সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। সুরম্য অট্টালিকায় বাস করেন। একমাত্র আদরের মেয়ে ডলির কোনো ইচ্ছা তিনি অপূর্ণ রাখেন না। হঠাৎ ডলি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। দেশে-বিদেশে চিকিৎসা করিয়েও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রোগমুক্তির আশায় প্রচুর দান-খয়রাত করার পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছেন, তিনি যেন ডলিকে দ্রুত সুস্থ করে দেন।

ক. 'পল্লিজননী' কবিতায় ছেলের কোঁচভরা কী ছিল? ১

খ. "বালাই বালাই, ভালো হবে জাদু মনে মনে জাল বোনে।"– পঙ্ক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের ডলিদের অবস্থার সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার রুগ্‌ণ ছেলেটির পরিবারের যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের ইসমাইল সাহেবের অনুভূতির মাঝে 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের অপত্য স্নেহের দিকটিই যেন প্রকাশিত।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'পল্লিজননী' কবিতায় ছেলের কোঁচভরা বেথুল ছিল।

খ "বালাই বালাই ভালো হবে জাদু মনে মনে জাল বোনে"– পঙ্ক্তিটিতে সন্তানকে সুস্থ হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

'পল্লিজননী' কবিতায় পল্লির এক দুখিনী মায়ের অসুস্থ সন্তান ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। অসুস্থ সন্তানকে চিকিৎসা করার সামর্থ্য তার নেই। অসুস্থ সন্তানটি রোগে কাতর হয়ে ছটফট করতে থাকে। এমতাবস্থায় মা তাকে আদর করে আশ্বস্ত করে যে, তুমি ভালো হয়ে যাবে জাদু। অর্থাৎ তার ছেলে সুস্থ হয়ে যাবে এমনটি মা প্রত্যাশা করেন। মনে মনে কত স্বপ্নের জাল বোনতে থাকেন। আলোচ্য পঙ্ক্তিটিতে মা তার সন্তানকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই এরূপ কথা বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : "বালাই বালাই ভালো হবে জাদু মনে মনে জাল বোনে"– পঙ্ক্তিটিতে সন্তানকে সুস্থ হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

গ উদ্দীপকের ডলিদের অবস্থার সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার রুগ্‌ণ ছেলেটির পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

'পল্লিজননী' কবিতায় রুগ্‌ণ ছেলেটির পরিবার অত্যন্ত অসহায়। দারিদ্র্যের কষাঘাতে তাদের জীবন জর্জরিত। দুঃখিনী মা তার সন্তানের চিকিৎসা করাতে পারেনি। অসুস্থ ছেলের ওষুধ কিনতে পারেনি। তার সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ যেন তার সন্তানকে সুস্থতা দান করেন। সন্তানকে সুচিকিৎসা দিতে না পারায় মমতাময়ী মায়ের হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়েছে। মায়ের মনে বিভিন্ন ধরনের শঙ্কা জেগে উঠেছে। সন্তান আদৌ বাঁচবে কি না এ দুশ্চিন্তা মা-কে অস্থির করে তুলেছে। 'পল্লিজননী' কবিতায় একজন মা দারিদ্র্যতার কারণে রুগ্‌ণ ছেলের চিকিৎসা করাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

উদ্দীপকের ইসমাইল সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। সুরম্য অট্টালিকায় বাস করেন। তার পরিবারে কোনো অভাব-অনটন নেই। দারিদ্র্য কী জিনিস তা তিনি জানেন না। তার একমাত্র আদরের মেয়ে ডলি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডলি অসুস্থ হলে ইসমাইল সাহেব দিশেহারা হয়ে পড়েন। দেশে-বিদেশে ডলির উন্নত চিকিৎসা করান। রোগ-মুক্তির আশায় প্রচুর দান-খয়রাত করেন। অর্থাৎ আর্থিকভাবে তিনি স্বচ্ছল হওয়ার কারণে মেয়ের চিকিৎসা করাতে সক্ষম হন। কিন্তু 'পল্লিজননী' কবিতার রুগ্‌ণ ছেলেটির মা টাকার অভাবে সন্তানের চিকিৎসা করাতে পারেনি। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দিকটি এখানে প্রকট আকার ধারণ করেছে। তাই আমরা বলতে পারি। উদ্দীপকের ডলিদের অবস্থার সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার রুগ্‌ণ ছেলেটির পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ডলিদের অবস্থার সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার রুগ্‌ণ ছেলেটির পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের ইসমাইল সাহেবের অনুভূতির মাঝে 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের অপত্যস্নেহের দিকটিই যেন প্রকাশিত।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'পল্লিজননী' কবিতায় পল্লি এলাকার এক দুঃখিনী মায়ের দুঃখগাঁথা ফুটে উঠেছে। একজন মা অভাবের তাড়নায় সন্তানের চিকিৎসা করাতে পারেনি। তার সন্তান অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। একজন মায়ের নিকট এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। সন্তানের কোনো আবদার তিনি মেটাতে পারেননি। সন্তানকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর মাধ্যমে তার আবদারের বিষয়টি ধামাচাপা দিয়েছেন। অসুস্থ সন্তান আর সুস্থ হবে নাকি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে এ অস্থিরতায় মায়ের বুক ফেটে যাচ্ছে। তাই সন্তানের সুস্থতার জন্য সারাক্ষণ দোয়া করেছেন। মায়ের সংসারে দারিদ্র্যতা থাকলেও সন্তানের প্রতি স্নেহ মায়া-মমতার কোনো ঘাটতি নেই। সন্তানের প্রতি মায়ের অপত্যস্নেহের দিকটি স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের দিকে আমরা দৃষ্টি নিবন্ধ করলে দেখতে পাই, ইসমাইল সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তিনি সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করেন। দারিদ্র্যতার বেদনায় তিনি জর্জরিত নন। তার একমাত্র কন্যা ডলি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। কারণ তিনি মেয়েকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। মেয়ের প্রতি তার ভালোবাসার কোনো ঘাটতি নেই। যেকোনো মূল্যেই তিনি মেয়েকে সুস্থ করতে চান। এজন্য দেশে-বিদেশে মেয়ের উন্নত চিকিৎসা করান। এত কিছু করার পরেও মেয়ে সুস্থ না হওয়ায় তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন। গরিব-দুঃখী মানুষকে প্রচুর দান-খয়রাত করেন। তিনি মেয়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের ইসমাইল সাহেবের অনুভূতির মাঝে 'পল্লিজননী' কবিতার দুঃখিনী মায়ের অপত্যস্নেহের দিকটি স্পষ্টভাবেই দৃশ্যমান হয়েছে। উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতার মধ্যে দারিদ্র্যের বিষয়টি কেবল বৈসাদৃশ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। উদ্দীপকের ইসমাইল সাহেব ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আর 'পল্লিজননী' কবিতার রুগ্‌ণ ছেলেটির মা অত্যন্ত গরিব। কিন্তু সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার দিকটি উভয় স্থানেই ফুটে উঠেছে। সন্তানের প্রতি স্নেহ ও মায়া-মমতার অটুট বন্ধন আর্থিক স্বচ্ছলতা বা অস্বচ্ছলতার ওপর নির্ভর করে না। প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ অবস্থান থেকেই সন্তানকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। যার প্রমাণ আমরা উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতার মধ্যে খুঁজে পাই। সুতরাং এটা সন্দেহাতীতভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের ইসমাইল সাহেবের অনুভূতির মাঝে 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের অপত্যস্নেহের দিকটিই যেন প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ইসমাইল সাহেবের অনভূতির মাঝে 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের অপত্যস্নেহের দিকটির প্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিজয়পুর গ্রামে প্রবেশ করে নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। চারদিক থেকে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। পথে পথে রক্তের দাগ। প্রাণ বাঁচাতে আতঙ্কিত মানুষ যে যেদিকে পারে ছুটছে। এসব দেখে এ গ্রামেরই কিশোর বিপ্লব মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে রুখে দাঁড়াতেই হবে। তাই দেশমাতৃকার ডাকে সাড়া দিয়ে বিপ্লব যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক. মাটিকাটার দলে বুধাকে কে নিয়েছিল? ১

খ. 'নদীর নাম জয়বাংলা বা বঙ্গবন্ধু হলে ক্ষতি কী?'– কেন বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের পাকবাহিনীর আচরণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন দিকটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের কিশোর বিপ্লব ও উপন্যাসের বুধা একই প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছিল।"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফজু মিয়া মাটি কাটার দলে বুধাকে নিয়েছিল।

খ মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ উদ্দীপনামূলক ধ্বনি জয়বাংলা ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করে বুধা বলেছে– 'নদীর নাম জয়বাংলা বা বঙ্গবন্ধু হলে ক্ষতি কী?'

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালির প্রেরণামূলক ধ্বনি ছিল জয়বাংলা। এ ধ্বনির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের অনুপ্রেরণা লাভ করে। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চের ভাষণে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে নদীপথে যখন নৌকায় চলাচল করে তখন বুধা ভাবতে থাকে নদীর নাম যমুনা, করোতোয়া, পদ্মা না হয়ে জয়বাংলা বা বঙ্গবন্ধু হলে ক্ষতি কী তাতে। অর্থাৎ বুধা জয়বাংলা ধ্বনি অন্তরে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য মন্তব্যটি করে।

উত্তরের মূলকথা : মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ উদ্দীপনামূলক ধ্বনি জয়বাংলা ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করে বুধা প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

গ উদ্দীপকের পাকবাহিনীর আচরণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে পাকবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ফুটে উঠেছে। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। তারা অত্যন্ত পাশবিক কায়দায় হত্যাকাণ্ড ঘটায়। নির্বিচারে পাখির মতো মানুষকে মেরে ফেলে। তারা গ্রামের পর গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মানুষ বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালাতে থাকে। পাকবাহিনী পরিকল্পিত উপায়ে গণহত্যা পরিচালনা করে। তাদের নির্মম হত্যাকাণ্ডে চরম অমানবিকতা লক্ষ করা যায়। মানবিক গুণাবলি তাদের মধ্যে ছিল না। তারা ছিল হিংস্র পশুর ন্যায়।

উদ্দীপকের বিজয়পুর গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। চারদিকে শুধু গুলির আওয়াজ শোনা যায়। বাংলার সবুজ মাঠ-ঘাট রক্তে রঞ্জিত হয়। প্রাণ বাঁচাতে আতঙ্কিত মানুষ যে যেদিকে পারে ছুটে চলেছে। এসব দৃশ্য দেখে বিজয়পুর গ্রামের কিশোর বিপ্লব স্থির হয়ে থাকতে পারেনি। সে দেশমাতৃকার টানে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এবার তাকে রুখে দাঁড়াতেই হবে। উদ্দীপকে মূলত পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাদের গণহত্যার বিবরণ উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পাকবাহিনীর আচরণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পাকবাহিনীর আচরণে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের কিশোর বিপ্লব ও উপন্যাসের বুধা একই প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছিল।"– উক্তিটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। কারণ তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। বুধা একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। সে বয়সে কিশোর হলেও অত্যন্ত সাহসী। কারণ সে মা-বাবা, ভাই-বোন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তার জীবনে আর হারাবার কিছু নেই। সে পাকিস্তানি সৈন্যদের ধ্বংস লীলা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। আর তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। তাই সে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। আর মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার মাধ্যমেই সে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে সে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটের চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। বিজয়পুর গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রবেশ করে গণহত্যা চালায়। তারা বাংলার পথ-প্রান্তরকে রক্তে রঞ্জিত করে। গ্রামের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে গ্রামের সাহসী কিশোর বিপ্লব প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটানোর জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার মাধ্যমেই তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীতে সে সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবেই কিশোর মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লব প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের কিশোর বিপ্লব যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি। কারণ কিশোর বিপ্লব দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। আবার 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধাও একই কারণে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। পাকিস্তানিদের অত্যাচার থেকে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে কিশোর বুধা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার কর্মকাণ্ডের বাস্তব প্রতিফলন আমরা উদ্দীপকের বিপ্লবের মাঝেও লক্ষ করি। তারা দুজনেই মূলত একই আদর্শের অনুসারী। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক তাই বলা যায়, কিশোর বিপ্লব যেন বুধার আদর্শেই উজ্জীবিত। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কিশোর বিপ্লব ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা মূলত একই প্রেরণায় উজ্জীবিত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ৪/৫ দিনের ব্যবধানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫ম শ্রেণি পড়ুয়া ফাতিনের মা-বাবা এবং বড়ো দুইবোন মৃত্যুবরণ করে। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় ফাতিন। চোখের সামনে প্রিয়জনদের মরতে দেখে সে হতবিহ্বল ও শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। কখন কী করে ঠিক-ঠিকানা নেই। লোকে বলে ফাতিন পাগল হয়ে গেছে। যেখানে-সেখানে রাত কাটায়। পাড়া-প্রতিবেশী যা দেয় তা খেয়েই কোনো রকমে বেঁচে আছে ফাতিন।

ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে? ১

খ. "লোহার টুপি কি মানুষের মগজ খায়" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের ফাতিনের নিঃস্ব হওয়ার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ফাতিন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পেরেছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হলো আহাদ মুন্সি।

খ রাজাকারদের নিষ্ঠুর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বুধা মনে করে লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে।

মাথায় লোহার টুপি পরা তিন জন রাজাকার বুধার দুহাত ও দু-পা ধরে চ্যাংদোলা করে মাঠের মাঝখানে এনে ধাম করে ফেলে দেয়। ওরা মাঠের মাঝখানে একটি বাঁশ পুঁতে বাঁশের সঙ্গে বুধাকে কাকতাড়ুয়ার মতো বেঁধে ওর গায়ের জামাটা খুলে বেঁধে দেয় মাথায়। সেই সাথে তার মুখে-পিঠে রান্নাঘরের হাঁড়ির কালি দিয়ে এঁকে দেয় আঁকাবাঁকা রেখা। তারপর হি হি করে হাসতে হাসতে তিন জন রাজাকার চলে গেলে বুধার চোখ জ্বলে ওঠে। বুধা মনে করে, লোহার টুপি পরলে মানুষের মাথার বুদ্ধি লোপ পায়, তাই পেয়ারা খাওয়ানোর কৃতজ্ঞতা স্বরূপও ওরা তার শাস্তি মওকুফের কথা ভাবেনি।

উত্তরের মূলকথা : লোহার টুপি পরার কারণে হানাদার বাহিনীর লোকজন অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে। সেজন্য বুধা বলেছে, 'লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে'।

গ উদ্দীপকের ফাতিনের নিঃস্ব হওয়ার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা এতিম হওয়ার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা পরিবারের সবাইকে হারিয়ে এতিম হয়ে যায়। কলেরা মহামারীতে তার পরিবারের সবাই মারা যায়। বাবা-মা ও ভাইবোনকে হারিয়ে বুধা দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে এতিম হয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। তার জীবনটা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। পারিবারিক বন্ধনের বাইরে তার জীবনটা অতিবাহিত হয়। গ্রামের হৃদয়বান ব্যক্তি বুধাকে যা খেতে দেয় তাতেই তার দিন কেটে যায়। কখনো খেয়ে কখনো না খেয়ে অনেক কষ্টের মধ্যেই বুধা দিনাতিপাত করতে থাকে। সবার আপনজন থাকলেও বুধার কোনো আপনজন নেই। সে এ পৃথিবীতে একজন এতিম অসহায়।

উদ্দীপকের ফাতিন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে করোনা ভাইরাসে তার বাবা-মা ও বড়ো দুই-বোন মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু ফাতিন ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। চোখের সামনে সবাইকে মরতে দেখ সে হতবিহ্বল ও শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। সে কখন কী করে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। গ্রামের মানুষের ধারণা ফাতিন বুঝি পাগল হয়ে গেছে। যেখানে-সেখানে সে রাত কাটায়। পাড়া-প্রতিবেশী যা দেয় তা খেয়েই কোনো রকমে সে বেঁচে আছে। উদ্দীপকের ফাতিন যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মতোই ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ফাতিনের নিঃস্ব হওয়ার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার এতিম হওয়ার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ফাতিনের নিঃস্ব হওয়ার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা এতিম হওয়ার ঘটনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের ফাতিন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি বলেই আমি মনে করি।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা একজন এতিম বালক। কলেরা মহামারীতে তার পরিবারের সবাই মারা যায়। ভাগ্যক্রমে বুধা মহামারীর হাত থেকে বেঁচে যায়। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে বুধা শোকের সাগরে হাবুডুবু খায়। বুধার মন থেকে মৃত্যুর ভয় হারিয়ে যায়। পাকবাহিনী বুধাদের গ্রামে এসে নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে মারে। এতে বুধার মনে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। সাহসী বুধা দেশের মানুষের মুক্তির জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে সে অনেক কঠিন অভিযানে অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি অভিযানেই সে সফল হয়। বুধা একজন অকুতোভয় কিশোর মুক্তিযোদ্ধা।

উদ্দীপকের ফাতিন তার বাবা-মা ও বড়ো দুই বোনকে হারিয়ে এতিম হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে তার পরিবারের সবাই পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। ফাতিনের হৃদয়ে শুধু আপনজন হারানোর বেদনা বিরাজ করছে। সে নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কেউ কিছু দিলে খায়। তার আচার-আচরণ দেখে সবাই ভাবে সে পাগল হয়ে গেছে। মূলত ফাতিন শোকে মূহ্যমান হওয়ার জন্যই তার এমন পরিণতি হয়েছে। সে নিয়তির নির্মম পরিহাসের শিকার। তার জীবনে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা তার জীবনটাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের ফাতিন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ বুধা ও ফাতিনের মধ্যে কেবল এতিম হওয়ার ঘটনার মিল রয়েছে। এছাড়া অন্য কিছুর মিল নেই। বুধা এতিম হওয়ার পর পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। সে বয়সে কিশোর হলেও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে অনেক বড়ো অভিযানে অংশ নেয়। সে অত্যন্ত সাহসী ও দূরদর্শী। তার সাহসিকতায় মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার শাহাবুদ্দিন মুগ্ধ হয়। এসব দিক উদ্দীপকের ফাতিনের মধ্যে অনুপস্থিত। তাই একথা সন্দেহাতীতভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের ফাতিন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।

উত্তরের মূলকথা : সার্বিক গুণাবলির অধিকারী না হওয়ায় উদ্দীপকের ফাতিন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶ ১০ আরমান সাহেবের ছেলে কঠিন রোগে আক্রান্ত। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। একান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি প্রতিবেশী ধনী জোতদার বাদশা মিয়ার শরণাপন্ন হন। তিনি টাকা ধার দিতে রাজি হলেও শর্ত দেন যে, তার ছেলের সাথে আরমান সাহেবের মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আরমান সাহেবের মেয়ে এ বিয়েতে রাজি নয়। বিয়ের শর্তে টাকা ধার না নেওয়ার বিষয়টি জানাতে গেলে বাদশা মিয়া বলেন যে, "শর্ত ছাড়াই প্রতিবেশী হিসেবে আমি আপনাকে ধার দেব।"

ক. খোদা কার দিলে রুহানি শক্তি দিয়েছেন? ১

খ. "এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায়, জানতাম না"– খোদেজার উক্তিটির কারণ বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের আরমান সাহেবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বহিপীরের মতোই উদ্দীপকের বাদশা মিয়ার শেষ পর্যন্ত বোধোদয় ঘটেছে।"– উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক খোদা বহিপীরের দিলে রুহানি শক্তি দিয়েছেন।

খ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে তাহেরা বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়েতে সম্মত না হয়ে পালিয়ে জমিদারের স্ত্রী খোদেজার কাছে আশ্রয় পায়। খোদেজা তাহেরার সাহস দেখে উপর্যুক্ত উক্তিটি করেন।

বিয়েতে পুরুষের মতো নারীরও মতামতের ব্যাপার থাকে, যে কারণে বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে স্ত্রী হিসেবে নিজেকে মেনে নিতে পারেনি তাহেরা। তাই বিয়ের রাতেই সে পালিয়ে যায়। মাতৃসুলভ স্নেহানুভূতি নিয়ে পালিয়ে আসা তাহেরাকে নিজেদের বজরায় আশ্রয় দেয় জমিদার পত্নী খোদেজা। বিয়ের রাতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসা তাহেরার সাহস দেখে জমিদার গিন্নি খোদেজা ভর্ৎসনা করে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

উত্তরের মূলকথা : উক্তিটি দ্বারা তাহেরার বিদ্রোহী ও স্বাধীনচেতা নারীসত্তার প্রকাশ ঘটেছে।

গ উদ্দীপকের আরমান সাহেবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। তার জমিদারি একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। কারণ খাজনার টাকা পরিশোধ করতে না পারলে তার এতদিনের জমিদারি নিলামে উঠবে। এজন্য হাতেম আলি তার বন্ধু আনোয়ারের নিকট টাকা ধার নেওয়ার জন্য চিকিৎসার অজুহাতে শহরে যান। কিন্তু তার বন্ধুর নিকট থেকে টাকা ধার পাননি। তাই অত্যন্ত নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। হাতেম আলির বজরায় অবস্থানরত বহিপীর শর্ত সাপেক্ষে টাকা ধার দিতে চান। তবে শর্ত দেন যেন তাহেরাকে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। হাতেম আলি তাহেরার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শর্ত সাপেক্ষে টাকা নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

উদ্দীপকের আরমান সাহেবের ছেলে কঠিন রোগে আক্রান্ত। টাকার অভাবে তিনি ছেলের চিকিৎসা করাতে পারছেন না। এজন্য প্রতিবেশী জোতদার বাদশা মিয়ার কাছে টাকা ধার চান। বাদশা মিয়া টাকা ধার দিতে রাজি হন তবে শর্ত হিসেবে তার ছেলের সাথে আরমান সাহেবের মেয়ের বিয়ে দিতে চান। কিন্তু আরমান সাহেবের মেয়ে এরূপ শর্তে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। ফলে তার সাথে বাদশা মিয়ার ছেলের বিয়ে ভেঙে যায়। আরমান সাহেব তার মেয়ের অমতের বিষয়টি বাদশা মিয়াকে অবহিত করেন। তিনি টাকা ধার নেওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে মেয়ের বিয়ে দিতে দ্বিমত পোষণ করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আরমান সাহেবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আরমান সাহেবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "বহিপীরের মতোই উদ্দীপকের বাদশা মিয়ার শেষ পর্যন্ত বোধোদয় ঘটেছে।"– উক্তিটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। তাকে কেন্দ্র করেই পুরো নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। বহিপীর অত্যন্ত বিচক্ষণ প্রকৃতির লোক। তবে তিনি ব্যক্তিস্বার্থকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ধর্মের লেবাস ধরে অধর্মের কাজ তিনি করে চলেছেন। তাহেরাকে তার অমতেই জোরপূর্বক বিয়ে করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাহেরা এ বিয়েতে রাজি হয়নি। তাই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে তাহেরা জমিদারের বজরায় বহিপীরের মুখোমুখি হয়। কিন্তু তাহেরা তার সিদ্ধান্তেই অটল থাকে। জমিদার পুত্র হাশেম আলি তাহেরাকে বিয়ে করার ঘোষণা দেয়। সে তাহেরাকে সাথে নিয়ে নতুন জীবনের পথে পাড়ি জমালে বহিপীর আর কোনো বাধা দেয়নি। বরং তাদের এ সিদ্ধান্তকে তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নেন।

উদ্দীপকের আরমান সাহেবের ছেলে মারাত্মক অসুখে ভুগতে থাকে। ছেলের চিকিৎসার জন্য তিনি প্রতিবেশী জোতদার বাদশা মিয়ার কাছে টাকা ধার চান। বাদশা মিয়া শর্ত সাপেক্ষে টাকা ধার দিতে চান। শর্ত হিসেবে তার ছেলের সাথে আরমান সাহেবের মেয়ের বিয়ে দিতে চান। কিন্তু আরমান সাহেবের মেয়ে এ বিয়েতে অনীহা প্রকাশ করে। তাই আরমান সাহেব মেয়ের মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়ে শর্ত সাপেক্ষে টাকা ধার নিতে দ্বিমত পোষণ করেন। বাদশা মিয়া সবকিছু শোনার পর কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াই একজন প্রতিবেশী হিসেবে আরমান সাহেবকে টাকা ধার দিতে চান।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের বাদশা মিয়ার শেষ পর্যন্ত 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মতোই বোধোদয় ঘটেছে। 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর তাহেরাকে বিয়ে করার জন্য অনেক কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। তাহেরাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার আশায় জমিদার হাতেম আলিকে টাকা ধার দিতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে জমিদার হাতেম আলি টাকা ধার নিতে অস্বীকার করেন। অনেক ঘটনা ঘটার পর হাশেম আলি ও তাহেরা নতুন জীবনের পথে পা বাড়ালে বহিপীর তা মেনে নেন। কারণ জোর করে সব কিছু পাওয়া যায় না। বহিপীরের মতো উদ্দীপকের বাদশা মিয়াও জোর করে তার ছেলের সাথে আরমান সাহেবের মেয়ের বিয়ে দেননি। বরং প্রতিবেশী হিসেবেই টাকা ধার দিতে চেয়েছেন। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : বাস্তবতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে বহিপীরের মতোই উদ্দীপকের বাদশা মিয়ার শেষ পর্যন্ত বোধোদয় ঘটেছে।

প্রশ্ন ▸ ১১ রিমি স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে একটি এনজিওতে কাজ নিয়েছে। কাজের প্রয়োজনে তাকে মোটর সাইকেলে করে গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে হয়। ধর্মীয়-গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের কারণে গ্রামের কিছু লোক ব্যাপারটি সহজভাবে মেনে নেয়নি। তারা রিমিকে চাকরি ছাড়তে চাপ প্রয়োগ করে, কিন্তু রিমি কিছুতেই তা করতে রাজি নয়। এমন সংকটময় মুহূর্তে তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন এলাকার চেয়ারম্যান সাহেব। তিনি ঐ লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "নারীপুরুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনা দরকার।"

ক. বহিপীর কাকে পুলিশ ডেকে আনতে বললো? ১

খ. 'নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি,' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের মনোভাবে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের রিমি এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা উভয়ই অনমনীয় চরিত্রের অধিকারী।"—মূল্যায়ন করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীর হকিকুল্লাহকে পুলিশ ডেকে আনতে বললো।

খ 'নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি।'— কথাটি জমিদার হাতেম আলি বলেছেন।

জমিদার হাতেম আলি জমিদারি রক্ষা করার টাকা জোগাড় করতে পারছেন না। বহিপীর তাকে সেই টাকা কর্জ দিয়ে বিনিময়ে তাহেরাকে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে জমিদারের স্ত্রী খোদেজা রাজি হলেও হাতেম আলি বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেন। হাশেমের কাছে সব শুনে তিনি যখন বিষয়টি বুঝতে পারেন তখন বহিপীরের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তিনি বহিপীরকে বলেন, "আমি এভাবে টাকা নিতে পারব না। যায় যাক জমিদারি।" তখন বহিপীর জানতে চান, কথাটি তিনি ভেবে বলেছেন কি না। হাতেম আলি তাকে জানান যে, হঠাৎ তার সব ভয়-ভাবনা কেটে গেছে এবং তিনি এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : টাকা নিয়ে জমিদারি রক্ষা করার জন্য ধূর্ত বহিপীরের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে জমিদার হাতেম আলি বহিপীরকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

গ উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের মনোভাবে 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি অত্যন্ত সচেতন একটি চরিত্র। সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তার মনে কোনো কুসংস্কার নেই। তৎকালীন পিরপ্রথার অন্ধ অনুকরণে সমাজব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। হাশেম আলির মা খোদেজা পির সাহেবের অন্ধভক্ত। অথচ হাশেম আলি এসব ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। সে মানবিকবোধসম্পন্ন একজন মানুষ। বহিপীর জোরপূর্বক তাহেরাকে বিয়ে করতে চাইলে হাশেম আলি বাধা দেয়। সে বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে রক্ষা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তাহেরার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করে তাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়।

উদ্দীপকের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, রিমি স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে একটি এনজিওতে কাজ নেয়। সে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য মোটর সাইকেল চালায়। তার এ বিষয়টি এলাকার মানুষ স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়নি। তারা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের কারণে তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু রিমি কিছুতেই চাকরি ছাড়তে রাজি নয়। এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে দেবদূত হিসেবে আবির্ভূত হন এলাকার চেয়ারম্যান সাহেব। তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "নারী-পুরুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের ন্যায় 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি তাহেরার সঙ্কটময় মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের মনোভাবে 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের মনোভাবে 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের রিমি ও 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা উভয়ই অনমনীয় চরিত্রের অধিকারী।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা প্রধান নায়িকা চরিত্র। সে কুসংস্কারমুক্ত, জীবনসচেতন ও প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী। তার চরিত্রের মধ্যে অনমনীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তাহেরা অনমনীয় হওয়ার কারণে তার পিতামাতার ভুল সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়নি। তাই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিল। ঘটনাক্রমে সে জমিদারের বজরায় আশ্রয় নেয়। বজরায় অবস্থানরত বহিপীরের সাথে তার নাটকীয়ভাবে দেখা হয়ে যায়। বহিপীর তাকে জোর করে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তাহেরা তাতে রাজি হয়নি। হাশেম আলি ব্যতীত সবাই তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলেও তাহেরা নমনীয়তা প্রদর্শন করেনি। সে তার সিদ্ধান্তেই অটল থাকে। যা তার অনমনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

উদ্দীপকের রিমি একজন স্বাস্থ্যকর্মী। সে একটি এনজিওতে কাজ করে। কাজের সুবিধার্থে সে মোটর সাইকেল চালায়। কারণ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য সে মোটর সাইকেল ব্যবহার করে। একজন নারী হয়ে মোটর সাইকেল চালানোর বিষয়টি এলাকার কিছু মানুষ চরম বিরোধীতা শুরু করে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের কারণেই তারা এমনটি করতে থাকে। তারা রিমিকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করে। কিন্তু রিমি এত সহজে হার মানার পাত্রী নয়। সে দৃঢ়চিত্তে চাকরিতে বহাল থাকে। আর অফিসিয়াল কাজের প্রয়োজনে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোটর সাইকেল চালানো অব্যাহত রাখে। এতে তার অনমনীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের রিমি এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা উভয়ই অনমনীয় চরিত্রের অধিকারী। কারণ তারা উভয়েই নিজ সিদ্ধান্তে দৃঢ়ভাবে অটল থেকেছে। সমাজের চোখ রাঙানিতে তারা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়নি। বরং দৃঢ়তার সাথে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। উদ্দীপকের রিমি ও 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মধ্যে প্রেক্ষাপটগত অমিল থাকলেও উভয় চরিত্রের মধ্যে অনমনীয়তার গুণটি বিদ্যমান। অনমনীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি চরিত্রই এক ও অভিন্ন। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা কোনো আপোস করতে রাজি নয়। কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তারা অত্যন্ত সাহসিকতার ভূমিকা পালন করেছে। আর এ কাজের ক্ষেত্রে তাদের মনে অনমনীয় গুণটি বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : নিজ সিদ্ধান্তে দৃঢ়তার সাথে অটল থাকার কারণে উদ্দীপকের রিমি ও 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা উভয়ই অনমনীয় চরিত্রের অধিকারী।

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 1

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **'মানুষ' কবিতায় সহসা কী বন্ধ হলো?**
ক) দ্বার খ) মসজিদ গ) পথ ঘ) মন্দির

২. **মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান**
মুসলিম তার নয়নমনি হিন্দু তার প্রাণ–
কবিতার চরণে 'মানুষ' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক) ভক্তি খ) সাম্যবাদ গ) আশীর্বাদ ঘ) প্রকৃতিপ্রীতি

৩. **উক্ত দিকটি কবিতার যে পঙ্ক্তিতে ফুটে উঠেছে–**
ক) নাই দেশ কাল–পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি
খ) 'ঐ' মন্দির পূজারীর হায়, দেবতা, তোমার নয়!
গ) তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি
ঘ) সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মাদার তেরেসা জীবনের সর্বস্ব দিয়ে মানুষের সেবা করেছেন। এমনকি নোবেল পুরস্কারের অর্থও মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছেন। তাঁর এই অবদানের জন্য সমগ্র পৃথিবী তাঁকে একনামে চিনে।

৪. **উদ্দীপকের মাদার তেরেসা 'রানার' কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?**
ক) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য খ) রানারের প্রিয়া
গ) রানার ঘ) রাতের তারা

৫. **উক্ত চরিত্রে 'রানার' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে–**
i. মানবসেবা ii. পরোপকারিতা iii. নিজ স্বার্থ ত্যাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. **'মরণের দূত এলো বুঝি হায়, হাঁকে মায়, দূর-দূর'– এ চরণের মধ্য দিয়ে কী ফুটে উঠেছে?**
ক) মৃত্যুদেবতার আগমন
খ) পল্লিমায়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব
গ) সন্তানের রোগ দূর হওয়ার প্রত্যাশা
ঘ) হুতুম পেঁচা তাড়ানোর প্রয়াস

৭. **'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ককে তুলনা করা হয়েছে–**
ক) যুদ্ধ খ) দানব গ) বীরত্ব ঘ) গণহত্যার

৮. **'আমার পরিচয়' কবিতায় 'জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ' কার?**
ক) হাজী শরীয়তউল্লাহ খ) তিতুমীর
গ) সূর্যসেন ঘ) বঙ্গবন্ধু

৯. **'সুভা' গল্পে পিতামাতার মনে কে সর্বদাই জাগরূক ছিল?**
ক) সুকেশিনী খ) সুভাষিণী গ) সুহাসিনী ঘ) প্রতাপ

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আমিনার সংসারে অভাব সর্বদাই লেগে থাকে। তার সংসার যেন নুন আনতে পানতা ফুরায় পানতা আনতে নুন।

১০. **উদ্দীপকের আমিনা 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি?**
ক) স্বর্ণগোয়ালিনী খ) নীলমণি রায়
গ) রাধা বোষ্টমের বউ ঘ) সর্বজয়া

১১. **'বই পড়া' প্রবন্ধে বই পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধি করার জন্য লেখকের পরামর্শ কী ছিল?**
ক) নিয়মিত বই কেনা খ) বেশি বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা
গ) বেশি করে বই প্রকাশ করা ঘ) বই বেচা-কেনার জন্য সেমিনার করা

১২. **সত্যের সাধনায় হজরত মুহম্মদ (স.) ফিরিয়ে দিয়েছিলেন–**
ক) নেতৃত্বের মর্যাদা খ) বংশীয় মর্যাদা
গ) স্বীকৃতি ঘ) আনুগত্য

১৩. **'নিমগাছ' গল্পে 'শিকড়' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?**
ক) গাছের মূল খ) জীবনের বাস্তবতা
গ) পারিবারিক বন্ধন ঘ) নিমগাছের অস্তিত্ব

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বুলবুল সাহেব এম.এ. পাশ করে সরকারি চাকুরি পেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ন্যায়–অন্যায় বড়ো কথা নয়; অর্থ উপার্জনই মূল লক্ষ্য।

১৪. **বুলবুল সাহেবের চেতনা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে নিচের কোনটি দ্বারা প্রকাশ পায়?**
ক) মনুষ্যত্ববোধ খ) মূল্যবোধ গ) জীবনসত্তা ঘ) মানবসত্তা

১৫. **উক্ত ভাবসত্য নিচের কোন উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে?**
ক) অর্থ নিগড়ে বন্দি খ) সরকারি চাকুরিতে বিভোর
গ) প্রাণিত্বের বাঁধনে বন্দি ঘ) মনুষ্যত্বের গুণে বলিয়ান

১৬. **লেখক শীতকালটা পানশিরেই কাটাতে চান কেন?**
ক) প্রশিক্ষণের জন্য খ) শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচতে
গ) আপন প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঘ) আবদুর রহমানকে খুশি করতে

১৭. **'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে তিনুর বয়স কত বছর?**
ক) দেড় খ) দুই গ) আড়াই ঘ) তিন

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা
করি শত্রুর সাথে গলাগলি ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।"

১৮. **উদ্দীপকের আমি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে?**
ক) আলি খ) বুধা গ) শাহাবুদ্দিন ঘ) মিঠু

১৯. **উক্ত চরিত্রের এমন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে কোন বাক্যটি?**
ক) নোলক বুয়ার সাথে যেতে রাজি না হওয়া
খ) আহাদ মুন্সির ঘরে আগুন দেওয়া
গ) শামুকের খোলসকে লোহার টুপি মনে করা
ঘ) বাজ্কারের মাটি কাটতে গিয়ে মাইন পুঁতে আসা

❑ **উদ্দীপকটি পড়ে ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"বল কি তোমার ক্ষতি, জীবনের অথই নদী
পার হয় তোমাকে ধরে দুর্বল মানুষ যদি।"

২০. **উদ্দীপকে নির্দেশিত ভাবটি 'বহিপীর' নাটকে কোন চরিত্রের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য?**
ক) হাতেম আলি খ) বহিপীর গ) হাশেম আলি ঘ) খোদেজা

২১. **'যাও, পুলিশ ডাকিয়া লইয়া আসো'– কথাটি কে কাকে বলেছে?**
ক) হাতেম আলি হাশেমকে খ) বহিপীর জমিদারকে
গ) তাহেরা হাশেমকে ঘ) বহিপীর হকিকুল্লাহকে

২২. **'আমার ছেলে তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে তুমি তাতে মত দেবে না'– কথাটি খোদেজা কীভাবে বলেছেন?**
ক) বিস্ময়ে খ) একটু হেসে গ) সামান্য রেগে ঘ) কৌতূহলী হয়ে

২৩. **'তাগদ' শব্দের অর্থ কী?**
ক) শক্তি খ) আনন্দ গ) কৌশল ঘ) তাড়া দেওয়া

২৪. **মমতাদির বেতন কত টাকা ঠিক হয়েছিল?**
ক) ১২ খ) ১৩ গ) ১৫ ঘ) ১৬

২৫. **'সে চমক ও লালিমার বার্তা বোধ হয় মার হৃদয়ে পৌছল'– এখানে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা হলো–**
ক) সহানুভূতি খ) দায়িত্ব দেওয়া
গ) চমকে ওঠা ঘ) ভয় পাওয়া

২৬. **প্রবন্ধের মুখ্য শ্রেণিবিভাগ কয়টি?**
ক) দুটি খ) তিনটি গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

২৭. **'বঙ্গবাণী' কবিতায় কারা হিন্দুর অক্ষরে হিংসে করে?**
ক) দেশদ্রোহীরা খ) ভাষা বিদ্বেষীরা
গ) নির্বোধেরা ঘ) মারফতে জ্ঞানহীনরা

২৮. **সনেটের ষষ্টকে কী থাকে?**
ক) ভাবের উদ্ভব খ) ভাবের প্রবর্তনা
গ) ভাবের পরিণতি ঘ) ভাবের উচ্ছ্বাস

২৯. **'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় 'কখন আসবে কবি'– এখানে কবি কে?**
ক) নির্মলেন্দু গুণ খ) বঙ্গবন্ধু
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) উন্মত্ত জনতা

৩০. **'আয়ু যেন শৈবালের নীর'– এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে–**
ক) জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয় খ) আয়ু দীর্ঘস্থায়ী
গ) এ জীবন ক্ষণস্থায়ী ঘ) জীবন অবিনশ্বর নয়

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর QR কোডে প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৩

বাংলা প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড | 1 | 0 | 1 |

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। ক বিভাগ (গদ্য) হতে কমপক্ষে **দুটি**, খ বিভাগ (কবিতা) হতে কমপক্ষে **দুটি**, গ বিভাগ (উপন্যাস) হতে কমপক্ষে **একটি** ও ঘ বিভাগ (নাটক) হতে কমপক্ষে **একটি**সহ মোট **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক বিভাগ : গদ্য

১। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও অদম্য সাহসী 'তাহমিদ' ক্লাসে সবার প্রিয়মুখ। বিতর্ক, আবৃত্তি, গান, খেলাধুলা ইত্যাদিতে তাহমিদ এগিয়েই থাকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সড়ক দুর্ঘটনায় তাহমিদ একটি পা হারায়। তার পরিবারও পড়ে যায় ভীষণ দুশ্চিন্তায়। কিন্তু তার বন্ধুরা তাকে সাহস জোগায় এবং তার পাশে দাঁড়ায়। বন্ধুদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় তাহমিদ এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়।

ক. 'শুক্লাদ্বাদশী' অর্থ কী? ১

খ. 'আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি'– সুভার এরূপ মনোভাবের কারণ কী? ২

গ. 'সুভা' গল্পের সুভার সাথে উদ্দীপকের তাহমিদের সাদৃশ্য কোথায়? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের তাহমিদের বন্ধুদের মতো সহযোগিতা পেলে সুভা ও তার পরিবারকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না'– মন্তব্যটি 'সুভা' গল্প অবলম্বনে বিশ্লেষণ করো। ৪

২। যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি;
যে মোরে দিয়েছে বিষেভরা বাণ
আমি দেই তারে বুকভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম-ভর,

ক. 'পরহিত ব্রতী' অর্থ কী? ১

খ. মানুষের একজন হয়েও হজরত মুহম্মদ (স.) দুর্লভ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রভাবকে ধারণ করে কি? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৩। অংশ-১ : সালমান সাহেবের বাড়িতে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে কাজ করেন রহিমা। সালমান সাহেব সব সময় তাঁর কাজের প্রশংসা করেন এবং তাঁকে যথাযথ সম্মান ও পারিশ্রমিক দেন।

অংশ-২ : এ সংসারে এসেছিলাম ন বছরের মেয়ে
তারপরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুঃখের কথা
একটুখানি ভাববো এমন সময় ছিল কোথা।

ক. 'কবিরাজ' অর্থ কী? ১

খ. 'মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে' – বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের অংশ-১এর সালমান সাহেবকে 'নিমগাছ' গল্পে বর্ণিত কার সাথে মেলানো যায়? –ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের অংশ-২এ বর্ণিত গৃহবধূর জীবন আর 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউটার জীবন একই সূত্রে গাঁথা"– মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

৪। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বনেদি পরিবারের পুত্রবধূ ফিরোজা সর্বস্বান্ত হন। একজন হৃদয়বান পদস্থ কর্মকর্তা সুলতান সাহেব দুসন্তানসহ ফিরোজাকে আশ্রয় দেন। ফিরোজার কর্মদক্ষতা ও সততায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান সাহেবের পরিবার তাদেরকে আপন করে নেন। সুলতান সাহেব ফিরোজার দুসন্তানকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দেন। সময়ের পরিক্রমায় ফিরোজার দুসন্তান এখন কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ক. 'অনাড়ম্বর' অর্থ কী? ১

খ. মমতাদিকে 'ছায়াময়ী মানবী' বলা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ফিরোজা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাথে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সুলতান সাহেব 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করেন কি? যুক্তিসহ আলোচনা করো। ৪

ঘ বিভাগ : নাটক

৫। অংশ-১ : ভেজো চুরে গেছে আজ সব অহংকার
ভাগাভাগি করে করছে সবাই আহার;
কীসের এত দম্ভ, জীবনটাই তো ছোটো
মানুষ তুমি আবারও মানুষ হয়ে ওঠো।

অংশ-২ : হাশরের দিন বলিবেন খোদা, হে আদম সন্তান,
আমি চেয়েছিনু ক্ষুধার অন্ন, তুমি কর নাই দান।
মানুষ বলিবে, তুমি জগতের প্রভু।
আমরা তোমারে কেমনে খাওয়াব সে কাজ হয় কি কভু?
বলিবেন খোদা–ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে ফিরে পেতে তাহা যদি খাওয়াতে তারে।

ক. ‘ভুখারি’ অর্থ কী? ১
খ. ‘মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান’– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের অংশ-২এ ‘মানুষ’ কবিতার কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অংশ-১এর মূলভাব ‘মানুষ’ কবিতার কবির প্রত্যাশাকে ধারণ করে কি? কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। হেরিলে মায়ের মুখ,
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

ক. ‘নয়ন নীর’ অর্থ কী? ১
খ. ‘বিরহী মায়ের একেলা পরান দোলে’ কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে ‘পল্লিজননী’ কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. “উদ্দীপকে ‘পল্লিজননী’ কবিতার সব দিক ফুটে উঠেনি।” মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। রাতের আঁধারে রূপপুর গ্রামে অতর্কিতে হামলা শুরু করে পাক হানাদার বাহিনী। বাজারের দোকান পাট, ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয় তারা। নির্বিচারে গুলি চালায় নিরীহ মানুষের ওপর। এক মায়ের হাহাকার থামতে না থামতেই আরেক মায়ের বুক খালি হয়ে যায়। এক পিতার হাত থেকে কবরের কাঁচামাটি ঝরে পড়তে না পড়তেই শূন্য হয় আরেক পিতার বুক। আতঙ্কে জীবন বাঁচানোর জন্য পালানোর চেস্টা করে কেউ কেউ। সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় গ্রামবাসীকে।

ক. জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক কীসের মতো চিৎকার করল? ১
খ. ‘তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম’– চরণটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা’ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. “উদ্দীপকটি ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কবিতার খণ্ডচিত্র মাত্র”– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

গ বিভাগ : উপন্যাস

৮। এ পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির আমাদের
দিয়া প্রহারেন ধনঞ্জয়
তাড়াবো আমরা করি না ভয়
যত পরদেশি দস্যু ডাকাত
রামাদের গামাদের।

ক. কার নির্দেশনায় বুধা মিলিটারি ক্যাম্পে মাইন পুঁতে রেখেছিল? ১
খ. ‘তোকে দেখেই বুঝতে পারছি দেশটা স্বাধীন হবে’– মিঠুর একথা বলার কারণ কী? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ‘রামা গামা’ ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের কাদেরকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. “উদ্দীপকে প্রতিফলিত চেতনা ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধার চেতনার অনুরূপ”– মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৯। ১৯৭১ সালে সাজিদ ছিলেন কলেজ ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে যোগ দেন বন্ধুদের সাথে। যুদ্ধ শেষে তাঁর বন্ধুরা ফিরে আসলেও সাজিদ যুদ্ধে শহিদ হন। এখনো সাজিদের বন্ধুদের দেখলে সাজিদের মা কান্না চেপে রাখতে পারেন না।

ক. বুধার মা-বাবা কোন রোগে মারা যায়? ১
খ. ‘ঘুঘু দেখেছো; কিন্তু ফাঁদ দেখোনি চাঁদ’। উক্তিটি কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাজিদের মায়ের সাথে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ‘সাজিদের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কারণে আজ আমরা স্বাধীন’– মন্তব্যটি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

খ বিভাগ : কবিতা

১০। দিনমজুর ওসমানের বড়ো মেয়ে রাহেলা দশম শ্রেণিতে পড়ছে। দেখতে বেশ সুন্দরী হওয়ায় গ্রামের মাতব্বর হাসমত মোল্লার দুবাই প্রবাসী মাঝবয়সি ছেলে আজমতের সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব আসে। রাহেলার মতের বিরুদ্ধে তার বাবা বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলেন। নিরুপায় হয়ে রাহেলা তার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়। প্রধান শিক্ষক তৎক্ষণাৎ প্রশাসনের সহায়তায় এই বিয়ে বন্ধের ব্যবস্থা করেন।

ক. নাটকের প্রাণ কী? ১
খ. হাতেম আলি তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে চাননি কেন? ২
গ. উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক ‘বহিপীর’ নাটকের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. ‘উদ্দীপকের রাহেলা যেন ‘বহিপীর’ নাটকের তাহেরা চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি’– মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১১। বছর কয়েক আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে সড়ক ঘেঁষে মনুফকির নামে এক ওঝা আস্তানা গাঁড়ে। কিছুদিনের মধ্যে তার আস্তানায় সাধারণ মানুষের আনাগোনা বেড়ে যায়। সরলমনা মানুষের টাকা-পয়সা ও উপহার সামগ্রী পেয়ে অল্পদিনেই মনুফকির অঢেল সম্পদের মালিক বনে যায়। অল্পদিনের মধ্যে উক্ত ওঝার আস্তানাকে কেন্দ্র করে একটি সুযোগ সন্ধানী চক্র গড়ে উঠে। ফলে এলাকায় অপরাধ প্রবণতা ও কুসংস্কার বাড়তে থাকে।

ক. বহিপীরের সহকারীর নাম কী? ১
খ. ‘দুনিয়াটা সত্যি কঠিন পরীক্ষাকেন্দ্র’– বহিপীর কেন একথা বলেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরলমনা মানুষ ‘বহিপীর’ নাটকের কার বা কাদের প্রতিনিধিত্ব করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মনুফকিরকে ‘বহিপীর’ নাটকের বহিপীরের যথার্থ প্রতিনিধি বলা যায় কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ঘ	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	ঘ	৬	খ	৭	খ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ঘ	১১	খ	১২	ক	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ক
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ সদা হাস্যোজ্জ্বল ও অদম্য সাহসী 'তাহমিদ' ক্লাসে সবার প্রিয়মুখ। বিতর্ক, আবৃত্তি, গান, খেলাধুলা ইত্যাদিতে তাহমিদ এগিয়েই থাকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সড়ক দুর্ঘটনায় তাহমিদ একটি পা হারায়। তার পরিবারও পড়ে যায় ভীষণ দুশ্চিন্তায়। কিন্তু তার বন্ধুরা তাকে সাহস জোগায় এবং তার পাশে দাঁড়ায়। বন্ধুদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় তাহমিদ এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়।

ক. 'শুক্লাদ্বাদশী' অর্থ কী? ১

খ. 'আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি'– সুভার এরূপ মনোভাবের কারণ কী? ২

গ. 'সুভা' গল্পের সুভার সাথে উদ্দীপকের তাহমিদের সাদৃশ্য কোথায়? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের তাহমিদের বন্ধুদের মতো সহযোগিতা পেলে সুভা ও তার পরিবারকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না'– মন্তব্যটি 'সুভা' গল্প অবলম্বনে বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'শুক্লাদ্বাদশী' অর্থ চাঁদের দ্বাদশ দিন।

খ 'আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি।'– সুভার এরূপ মনোভাবের কারণ পরিবার ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর হতাশা ও বেদনাবোধ।

সুভা জন্ম থেকেই বোবা। কথা বলতে না পারার কারণে পরিবার ও চারপাশের মানুষজনের কাছ থেকে কোনো ধরনের সহানুভূতি পায় না। তার মা তাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করে। পিতা তার বিয়ে না হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সে বুঝতে পারে কেউ তাকে ভালোভাবে নেয় না। তাই সুভার জগৎ মানুষের জগৎ থেকে ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে আসে। সে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। সে প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে সুখ পায়। তার মর্ম-বেদনা, পরিবার থেকে হতাশা প্রকৃতির কাছে এসে মুক্তি ও আনন্দ খুঁজে পায়। তাই সুভা সবার কাছ থেকে আড়ালে থাকতে চায়। তাকে সবাই ভুলে গেলেই সে যেন বেঁচে যায়।

উত্তরের মূলকথা : 'আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি।'– সুভার এরূপ মনোভাবের কারণ পরিবার ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর হতাশা ও বেদনাবোধ।

গ 'সুভা' গল্পের সুভার সাথে উদ্দীপকের তাহমিদের সাদৃশ্য হলো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া।

'সুভা' গল্পের সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। সে কথা বলতে পারে না। এজন্য সবাই তাকে চরমভাবে অবহেলা, অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। সুভার মা সুভাকে তার গর্ভের কলঙ্ক মনে করে। সুভার চারপাশটা অনেক ছোটো হতে থাকে। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে সুভা অত্যন্ত মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। মানসিক বিপর্যয় তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। সুভা নিজেকে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য ভাবতে থাকে। সে মানসিক অস্থিরতার নেতিবাচক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। ধীরে ধীরে সুভা মানসিক দুরবস্থার দিকে ধাবিত হয়। ফলে তার কোনো ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি।

উদ্দীপকের তাহমিদ অত্যন্ত সাহসী। সে লেখাপড়া ও খেলাধুলায় খুবই পারদর্শী। দুর্ভাগ্যবশত সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাকে একটি পা হারাতে হয়। এজন্য সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সড়ক দুর্ঘটনার পর তাহমিদের মানসিক বিপর্যয়ের দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার মানসিক দুরবস্থার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও দুজনের মানসিক বিপর্যয়জনিত দুরবস্থা মূলত এক ও অভিন্ন।

উত্তরের মূলকথা : 'সুভা' গল্পের সুভার সাথে উদ্দীপকের তাহমিদের সাদৃশ্য হলো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া।

ঘ "উদ্দীপকের তাহমিদের বন্ধুদের মতো সহযোগিতা পেলে সুভা ও তার পরিবারকে এতো বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'সুভা' গল্পের সুভা অত্যন্ত ভাগ্য বিড়ম্বিত। সে বাক্‌প্রতিবন্ধী হয়ে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। সে কথা বলতে না পারার কারণে কেউ তার সাথে মেশেনি। সবাই তাকে এড়িয়ে চলেছে। ফলে সুভা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। অবলা প্রাণী ব্যতীত সুভার কোনো সঙ্গী ছিল না। সুভা নিজ পরিবার থেকে সমাজের সবার কাছেই করুণার পাত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সুভা কারও কাছে কোনো সহমর্মিতা পায়নি। সুভার বাক্‌প্রতিবন্ধীতার জন্য তার পরিবারেকেও সমাজে অনেক ছোটো হতে হয়েছে। সুভার বিয়ে হচ্ছে না দেখে তার পরিবারকে এক-ঘরে করার কানাঘুঁষাও শোনা গেছে।

উদ্দীপকের তাহমিদ দুর্ভাগ্যবশত সড়ক দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়েছে। তার জীবনে মানসিক বিপর্যয় নেমে এলেও তা ছিল সাময়িক। কারণ তার সহপাঠীরা পাশে এসে দাঁড়ায়। তাকে সান্ত্বনা, সহযোগিতা ও সাহস দিয়ে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সহপাঠীদের অনুপ্রেরণায় তাহমিদ নতুন উদ্যমে

আবার লেখাপড়ায় গভীর মনোনিবেশ দান করে। ফলে সে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। তাহমিদ তার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে সক্ষম হয়। আর তার এ কাজে সহপাঠীদের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা মোটেও ইতিবাচক ছিল না। নেতিবাচক প্রভাবে সুভার পরিবার অনেক বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে। সুভার বিয়ে হচ্ছে না দেখে সমাজের লোকেরা তাদেরকে এক-ঘরে করার প্রচেষ্টা চালায়। বাধ্য হয়ে সুভার বাবা বাণীকণ্ঠ সুভাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে সুভার পরিবারে চরম বিড়ম্বনা নেমে আসে। কিন্তু উদ্দীপকের তাহমিদের সহপাঠীরা তাহমিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করায় তাহমিদের পরিবারে কোনো বিড়ম্বনা নেমে আসেনি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো হলে 'সুভা' গল্পের সুভার পরিবারকে এতো বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না।

প্রশ্ন ▸ ০২ যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি;
যে মোরে দিয়েছে বিষেভরা বাণ
আমি দেই তারে বুকভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম-ভর,

ক. 'পরহিত ব্রতী' অর্থ কী? ১
খ. মানুষের একজন হয়েও হজরত মুহম্মদ (স.) দুর্লভ কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রভাবকে ধারণ করে কি? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'পরহিত ব্রতী' অর্থ পরের উপকারে নিয়োজিত।

খ অনন্য মানবিক গুণাবলির জন্য হজরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন দুর্লভ।

হজরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল এবং নিরহংকার চরিত্রের অধিকারী। অত্যাচারীকে তিনি কখনো অভিশাপ দেননি। বংশগৌরব এক মুহূর্তের জন্যও তার মাঝে স্থান পায়নি। উদারতার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সত্য সাধনায় তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল; অথচ করুণায় ছিলেন কুসুমকোমল। এককথায় বলা যায়, ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, সাহস, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক সৌন্দর্য এসব মানবিক দিকের সমাহার মানুষের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই তিনি মানুষের একজন হয়েও দুর্লভ।

উত্তরের মূলকথা : অনন্য মানবিক গুণাবলির জন্য হজরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন দুর্লভ।

গ উদ্দীপকে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর ক্ষমাশীলতার মহৎ গুণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

হজরত মুহম্মদ (স.) মানুষের পক্ষে যা আচরণীয় তারই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অজস্র চারিত্রিক গুণের আধার ছিলেন তিনি। ক্ষমা আর মহত্ত্বের যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তা পৃথিবীতে অনন্য। ক্ষমাশীলতার জন্য তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করার দিকটি ফুটে উঠেছে। যে কাঁটার আঘাত দিয়েছে তাকেই ফুল প্রদান করা হয়েছে। 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবীয় গুণাবলির কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর মানবীয় গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হলো ক্ষমাশীলতা। তিনি তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের দ্বারা ক্ষমার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ধর্ম প্রচারকালে তায়েফ এবং মক্কাবাসী তাঁকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে। কিন্তু তাদের কোনো প্রতিশোধ না নিয়ে দয়ার নবি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর ক্ষমাশীলতার মহৎ গুণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর ক্ষমাশীলতার মহৎ গুণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রভাবকে ধারণ করে না।

হজরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। বিশ্বের সমগ্র মানুষের জন্য তিনি অনুকরণীয়। ক্ষমা ও মহত্ত্ব, প্রেম ও দয়া তাঁর অজস্র চারিত্রিক গুণের মধ্যে প্রধান। তিনি সারা জীবন মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত ছিলেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করার দিকটি ফুটে উঠেছে। যে কাঁটার আঘাত দিয়েছে তাকেই ফুল প্রদান করা হয়েছে। 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও ইসলামের শেষ নবি হজরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবীয় গুণাবলি তুলে ধরা হয়েছে। সত্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন পর্বতের মতো অটল, আবার মানবতার ক্ষেত্রে কুসুমের মতো কোমল। তাঁর মধ্যে ছিল ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি কখনো মানুষকে অবহেলা করতেন না; বরং পরম ভালোবাসায় আগলে রাখতেন। এছাড়া তার সুন্দর ব্যবহার ও কথা মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করত।

হজরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রে মানবীয় গুণাবলির চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করেও কখনো বংশগৌরব নিয়ে অহংকার করেননি। তিনি ছিলেন সৎ, সুন্দর, মানবিক, ক্ষমাশীল, বিশ্বস্ত, প্রিয়ভাষী, আল-আমিন, ন্যায়ের পক্ষে আপসহীনসহ সব গুণের অধিকারী। আর উদ্দীপকে শুধু ক্ষমাশীলতার দিকটি ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রভাবকে ধারণ করে না।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রভাবকে ধারণ করে না।

প্রশ্ন ▶ ০৩ অংশ-১ : সালমান সাহেবের বাড়িতে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে কাজ করেন রহিমা। সালমান সাহেব সব সময় তাঁর কাজের প্রশংসা করেন এবং তাঁকে যথাযথ সম্মান ও পারিশ্রমিক দেন।

অংশ-২ : এ সংসারে এসেছিলাম ন বছরের মেয়ে
তারপরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুঃখের কথা
একটুখানি ভাববো এমন সময় ছিল কোথা।

ক. 'কবিরাজ' অর্থ কী? ১

খ. 'মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে' — বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের অংশ-১এর সালমান সাহেবকে 'নিমগাছ' গল্পে বর্ণিত কার সাথে মেলানো যায়? –ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের অংশ-২এ বর্ণিত গৃহবধূর জীবন আর 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউটার জীবন একই সূত্রে গাঁথা"– মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কবিরাজ' অর্থ যিনি গাছগাছালি পরিশোধন করে মনুষ্যরোগের চিকিৎসা করেন।

খ 'মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূর চলে গেছে'– একথা দ্বারা একজন নারীর সংসারের প্রতি গভীর মায়ার বন্ধনকে বোঝানো হয়েছে।

একজন নারী সংসারজীবনে প্রবেশ করে মনের অজান্তেই সংসার নামক এক মহাসমুদ্রে নিজেকে সঁপে দেন। সংসারের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা যতই বাড়তে থাকে তার চেয়ে অধিক হারে বাড়তে থাকে সংসারের প্রতি তার মায়া-মমতা। হয়তো অবচেতন মনে কোনো সময় বলে উঠে– এ সংসার ছেড়ে অন্যত্র চলে যাব। কিন্তু যায় না। ইচ্ছে করলেও যেতে পারে না। যেমনটি 'নিমগাছ' গল্পের নিমগাছটি অন্য কোথাও যেতে পারেনি। কারণ তার শিকড় মাটির অনেক গভীরে চলে গিয়েছিল।

উত্তরের মূলকথা : 'মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূর চলে গেছে' বলতে এ জগৎসংসারের নারীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা সংসারের প্রতি গভীর মায়াবী জালে আবদ্ধ।

গ উদ্দীপকের অংশ–১ এর সালমান সাহেবকে 'নিমগাছ' গল্পে বর্ণিত কবির সাথে মেলানো যায়।

'নিমগাছ' গল্পে বর্ণিত নিমগাছ সম্পর্কে কবি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নিমগাছের সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ হয়েছেন। কবি নিমগাছটির কোনো ক্ষতি করেননি। তিনি নিমগাছটির সুন্দর পাতা আর থোকা থোকা ফুলের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছেন। কবির প্রশংসায় নিমগাছটির অকৃত্রিম সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। আলোচ্য গল্পে নিমগাছের অন্তরালে মূলত গৃহবধূর কর্মকাণ্ড ও গুণাবলিকেই বোঝানো হয়েছে।

উদ্দীপকের অংশ-১এ বর্ণিত সালমান সাহেব 'নিমগাছ' গল্পের কবি চরিত্রের প্রতিনিধি। তিনি তার বাড়িতে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে কর্মরত কাজের মহিলা রহিমার কাজের প্রশংসা করেন। তার কাজের যথাযোগ্য মর্যাদা ও পারিশ্রমিক প্রদান করেন। 'নিমগাছ' গল্পে কবি যেমন নিমগাছের প্রশংসা করেন তেমনি উদ্দীপকের অংশ-১ এর সালমান সাহেবও রহিমার কাজের প্রশংসা করেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের অংশ-১ এর সালমান সাহেবকে 'নিমগাছ' গল্পের কবির সাথে মেলানো যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের অংশ–১ এর সালমান সাহেবকে 'নিমগাছ' গল্পে বর্ণিত কবির সাথে মেলানো যায়।

ঘ 'উদ্দীপকের অংশ-২এ বর্ণিত গৃহবধূর জীবন আর গল্পের লক্ষ্মী বউটার জীবন একই সূত্রে গাঁথা।'– মন্তব্যটি যথার্থ।

'নিমগাছ' গল্পের বাড়ির গৃহকর্মে দক্ষ লক্ষ্মী বউটি নিম গাছের মতো দিনরাত সবাইকে সেবা দানে নিয়োজিত। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করে সারাক্ষণ সে পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন মেটায়। কিন্তু পরিবারের কেউ কখনো তার সুখ-দুঃখের খবর নেওয়ার প্রয়োজনবোধ মনে করে না। তারপরও সে সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে পারে না। এই সংসারের গভীরে তার শেকড় চলে গেছে।

উদ্দীপকের অংশ-২এ বর্ণিত গৃহবধূ নয় বছর বয়সে সংসারে এসেছিল। দশের ইচ্ছা পূরণ করতে করতেই তার জীবন পার হয়ে গেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও সে বুঝতে পেরেছে তার সুখ-দুঃখের অংশীদার কেউ হতে পারেনি। অথচ তার জীবনের পুরোটা সময় দশজনের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়েই পার হয়ে গেছে। উদ্দীপকের অংশ–২ এর নারী 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউটির মতোই সকলের প্রয়োজনে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে উৎসর্গ করেছে। পরিবারের কথা, সংসারের কথা ভাবতে ভাবতেই তাদের সারাটি জীবন অতিবাহিত হয়েছে। উভয় নারীই নিমগাছের মতো সংসারের গভীরে তাদের শেকড় চলে গেছে। তারা ইচ্ছা করলেই সংসার-মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে পারে না।

তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের অংশ-২এ বর্ণিত গৃহবধূর জীবন আর 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউটার জীবন একই সূত্রে গাঁথা।

উত্তরের মূলকথা : 'উদ্দীপকের অংশ-২এ বর্ণিত গৃহবধূর জীবন আর গল্পের লক্ষ্মী বউটার জীবন একই সূত্রে গাঁথা।

প্রশ্ন ▶ ০৪ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বনেদি পরিবারের পুত্রবধু ফিরোজা সর্বস্বান্ত হন। একজন হৃদয়বান পদস্থ কর্মকর্তা সুলতান সাহেব দুসন্তানসহ ফিরোজাকে আশ্রয় দেন। ফিরোজার কর্মদক্ষতা ও সততায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান সাহেবের পরিবার তাদেরকে আপন করে নেন। সুলতান সাহেব ফিরোজার দুসন্তানকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দেন। সময়ের পরিক্রমায় ফিরোজার দুসন্তান এখন কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ক. 'অনাড়ম্বর' অর্থ কী? ১

খ. মমতাদিকে 'ছায়াময়ী মানবী' বলা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ফিরোজা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাথে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সুলতান সাহেব 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করেন কি? যুক্তিসহ আলোচনা করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'অনাড়ম্বর' অর্থ জাঁকজমকহীন।

খ মমতাদির প্রথম দিকের শব্দহীন, অনুভূতিহীন, নির্বিকার আচরণ লক্ষ করে খোকার মনে হয়েছে, মমতাদি যেন ছায়াময়ী মানবী।

খোকা মমতাদির সঙ্গে ভাব করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিন কাজে এসে মমতাদি সবাইকে উপেক্ষা করে চলল। মমতাদি কাজগুলোকে আপন করে নিল, মানুষগুলোর দিকে ফিরেও দেখল না। মমতাদি তার আচরণের কারণে খোকার ধরা-ছোঁয়ার অতীত হয়ে থাকল। আর মমতাদির এমন শব্দহীন, অনুভূতিহীন, নির্বিকার আচরণের কারণে খোকার মনে হলো মমতাদি যেন 'ছায়াময়ী মানবী'।

উত্তরের মূলকথা : মমতাদি নীরব শব্দহীন হয়ে সকল কাজ করায় তাকে 'ছায়াময়ী মানবী' বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের ফিরোজা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাথে কর্মকাণ্ডগত দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'মমতাদি' গল্পে মমতাদির স্বামীর চাকরি নেই। তাই তাকে অভাবের তাড়নায় অন্যের বাড়িতে গিয়ে ঝিয়ের কাজ করতে হয়। কাজের ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ, দ্বায়িত্বশীল ও আন্তরিক। তার কাজে বাড়ির সবাই সন্তুষ্ট। বাড়ির গৃহকর্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিক।
উদ্দীপকে বর্ণিত ফিরোজা প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে সর্বস্বান্ত হলে হৃদয়বান পদস্থ কর্মকর্তা সুলতান সাহেব দুসন্তানসহ ফিরোজাকে আশ্রয় দেয়। শুধু আশ্রয় দিয়েই নয়, ফিরোজার দুসন্তানকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দেয়। ফিরোজার দুসন্তান এখন কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। উদ্দীপকের ফিরোজা সুলতান সাহেবের সংসারের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে, ঠিক তেমনি মমতাদিও গৃহের সব কাজ করেছে। এমনকি গৃহকর্ত্রীর ছেলেকেও আদর-স্নেহ দিয়েছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের ফিরোজা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাথে কর্মকাণ্ডগত দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ফিরোজা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাথে কর্মকাণ্ডগত দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সুলতান সাহেব 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করেন।

'মমতাদি' গল্পে মমতাদি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নারী হয়েও সংসারের অভাব-অনটনের কারণে অন্যের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ নেয়। কারণ তার স্বামীর ইতোমধ্যে কোনো চাকরি না থাকায় তাকে এই কাজ করতে হচ্ছে। তাই সে কাজে-কর্মে কোনো ফাঁকি দেয় না। নিজের দ্বায়িত্ববোধ থেকেই কাজ করে চলে। তার কাজে গৃহকর্ত্রীসহ সকলেই খুশি হয়। মমতাদির বিপদ সময়ে কোনো গৃহকর্মীর প্রয়োজন তেমন না থাকলেও মমতাদিকে দেখে গৃহকর্ত্রীর মায়া জন্মে। তাই তাকে ঝিয়ের কাজ করার জন্য রেখে দেয়। মমতাদি কাজের মাইনে বারো টাকা অনুমান করলেও তাকে পনেরো টাকা দেওয়া হয়। তাছাড়া গৃহকর্ত্রী মমতার কাজে এবং আচরণে খুশি হয়ে তাদের পরিবারের একজন সদস্য মনে করে আপন করে নেয়।
উদ্দীপকে বর্ণিত সুলতান সাহেব ঘূর্ণিঝড়ে স্বর্বস্বান্ত বনেদি ঘরের পুত্রবধূ ফিরোজাকে দুসন্তানসহ আশ্রয় দেন। সুলাতান সাহেব শুধু আশ্রয় দিয়েই ক্ষান্ত হননি। ফিরোজার দুসন্তানকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলেন।
উদ্দীপকের সুলতান সাহেব এবং 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রী উভয়ই বিপদাপন্ন মানুষকে আশ্রয় দিয়ে তাদের পাশে থেকে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করেছেন। 'মমতাদি' গল্পে গৃহকর্ত্রী যেমন মমতার দুর্দিনে কাজ দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল উদ্দীপকের সুলতান সাহেবও ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ফিরোজাকে আশ্রয় দিয়ে এবং সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের সুলতান সাহেব 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর সাহায্য-সহযোগিতার দিকটিকে প্রতিনিধিত্ব করেন।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সুলতান সাহেব 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রশ্ন ▶ ০৫ অংশ-১ : ভেঙ্গে চুরে গেছে আজ সব অহংকার
ভাগাভাগি করে করছে সবাই আহার;
কীসের এত দম্ভ, জীবনটাই তো ছোটো
মানুষ তুমি আবারও মানুষ হয়ে ওঠো।

অংশ-২ : হাশরের দিন বলিবেন খোদা, হে আদম সন্তান,
আমি চেয়েছিনু ক্ষুধার অন্ন, তুমি কর নাই দান।
মানুষ বলিবে, তুমি জগতের প্রভু।
আমরা তোমারে কেমনে খাওয়াব সে কাজ হয় কি কভু?
বলিবেন খোদা–ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে ফিরে পেতে তাহা যদি খাওয়াতে তারে।

ক. ‘ভুখারি’ অর্থ কী? ১

খ. ‘মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান’– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের অংশ-২এ ‘মানুষ’ কবিতার কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অংশ-১এর মূলভাব ‘মানুষ’ কবিতার কবির প্রত্যাশাকে ধারণ করে কি? কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘ভুখারি’ অর্থ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি।

খ মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব, তাই মানুষ মহান এবং মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই।

মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে। মানুষ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন। চণ্ডীদাস বলেছেন, ‘শোনো হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’ মানুষের সেবা করার অর্থই হচ্ছে স্রষ্টার সেবা করা। মানুষ তার পবিত্র হৃদয়ে স্রষ্টার উপলব্ধি করেন, তাই মানুষের চেয়ে বড়ো ও মহান কিছুই নেই।

উত্তরের মূলকথা : মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাই মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই।

গ উদ্দীপকের অংশ-২এ ‘মানুষ’ কবিতায় উল্লেখিত পূজারি ও মোল্লা সাহেবের চরিত্রদ্বয়ের অমানবিক আচরণের দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

‘মানুষ’ কবিতায় কবি মানুষের নির্মমতাকে উল্লেখ করেছেন। জীর্ণ-শীর্ণ পথিক খাবার ভিক্ষা চেয়ে পূজারির দ্বারা মন্দির থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। মোল্লা সাহেবও তাকে তিরস্কার করে বের করে দেয়। তাদের দুর্ব্যবহারের দরুন অভুক্ত ভুখারি রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকে হাশরের দিনে সৃষ্টিকর্তার নিকট মানুষের কৃতকর্মের জবাবদিহিতার একটা চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। খোদা মানুষের কাছে খাবার প্রার্থনা করলেও মানুষ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আদম সন্তানকে এখানে হিংস্রতার নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আদম সন্তান পৃথিবীর বুকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে গরিব-অসহায় মানুষের প্রতি বর্বর আচরণ করেছে। এই দিক থেকে উদ্দীপকের আদম সন্তান ‘মানুষ’ কবিতায় মোল্লা-পুরোহিতের প্রতিনিধি হিসেবে অমানবিক আচরণ প্রদর্শন করেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের অংশ-২এ ‘মানুষ’ কবিতায় উল্লেখিত পূজারি ও মোল্লা সাহেবের চরিত্রদ্বয়ের অমানবিক আচরণের দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের অংশ-১এর মূলভাব ‘মানুষ’ কবিতার কবির প্রত্যাশাকে ধারণ করেছে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘মানুষ’ কবিতাটি কবির ‘সাম্যবাদী’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে, পৃথিবীতে নানা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র আছে। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রভেদে মানুষ অভিন্ন। নিরন্ন অসহায় মানুষকে অনেকেই সামর্থ্য থাকার পরেও অন্ন দান করে না। মন্দিরের পুরোহিত কিংবা মসজিদের মোল্লা সাহেবরাও অনেক সময় এ রকম হৃদয়হীন কাজ করেন। মানুষের চেয়ে যে বড়ো কিছু হতে পারে না ধর্মে তো সে কথাই বলে। মানুষ ঘৃণ্য নয়, ধর্মগ্রন্থের থেকেও পবিত্র। মানুষই সবকিছু থেকে মহীয়ান।

উদ্দীপকের অংশ-১এ ভেদাভেদহীন সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। যে সমাজের মানুষের সবাই মিলেমিশে বসবাস করবে। সব অহংকার ভুলে সবাই খাবার ভাগাভাগি করে খাবে। কারও প্রতি কেউ অবিচার করবে না। সাম্যের ভিত্তিতে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে অভিন্ন সমাজ গড়ে তুলবে।

‘মানুষ’ কবিতায় মানুষকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভাবার যে চেতনাটি প্রকাশ পেয়েছে, সেই চেতনাটি উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে। ‘মানুষ’ কবিতায়ও কবি ধর্মগ্রন্থ, ধর্ম, দেশ, কাল, জাতি সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে মানুষের জয়গান গেয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের অংশ-১এর মূলভাব ‘মানুষ’ কবিতার কবির প্রত্যাশাকে ধারণ করেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের অংশ-১এর মূলভাব ‘মানুষ’ কবিতার কবির প্রত্যাশাকে ধারণ করেছে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ হেরিলে মায়ের মুখ,
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

ক. ‘নয়ন নীর’ অর্থ কী? ১

খ. ‘বিরহী মায়ের একেলা পরান দোলে’ কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে ‘পল্লিজননী’ কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে ‘পল্লিজননী’ কবিতার সব দিক ফুটে উঠেনি।” মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'নয়ন নীর' অর্থ চোখের পানি।

খ অসুস্থ ছেলের মৃত্যু আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণে বিরহী মায়ের একেলা পরান দোলে।

মায়ের কাছে তার সন্তান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মা সদা তার সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। তাই যখন সন্তান অসুস্থ হয় তখন মায়ের মন দুঃখে ভরে ওঠে। 'পল্লিজননী' কবিতায় এক অসুস্থ ছেলের জন্য মায়ের মনঃকষ্ট ও আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে। অসুস্থ ছেলের মাথার কাছে মা সারারাত নির্ঘুম বসে থাকেন। কোনো এক অজানা আশঙ্কায় তার পরান দুলে ওঠে। মূলত, অসুস্থ সন্তানের মৃত্যু আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণেই বিরহী মায়ের পরান দোলে।

উত্তরের মূলকথা : অসুস্থ ছেলের মৃত্যুর শঙ্কায় বিরহী মায়ের একেলা পরান দোলে।

গ উদ্দীপকে 'পল্লিজননী' কবিতার মাতৃস্নেহের শাশ্বত রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'পল্লিজননী' কবিতায় দরিদ্র পরিবারের ছেলেটির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। গ্রামাঞ্চল বলে ভালো ডাক্তার বা হাসপাতাল নেই। তাছাড়া ছেলেটির মা অভাবের কারণে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না রুগ্‌ণ ছেলেটির। ফলে ছেলের শিয়রে বসে মানত আর তজবি জপে রোগমুক্তি কামনা করে। পল্লিজননীর সংসারে অভাব-অনটন থাকলেও মাতৃস্নেহের কোনো ঘাটতি নেই।

উদ্দীপকে মা ও সন্তানের অকৃত্রিম ভালোবাসা ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের কবি তাঁর মায়ের মুখ দেখে সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যান। মায়ের কোলে শুয়ে তিনি পরম শান্তি পান। কবির মা কবিকে অনেক আদর-স্নেহ করেন। স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে কবির বুকটি ভরিয়ে রাখেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'পল্লিজননী' কবিতার মাতৃস্নেহের শাশ্বত রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'পল্লিজননী' কবিতার মাতৃস্নেহের শাশ্বত রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকে 'পল্লিজননী' কবিতার সব দিক ফুটে উঠেনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'পল্লিজননী' কবিতায় কবি অসুস্থ সন্তানের শিয়রে বসা এক দুঃখিনী মায়ের কথা বলেছেন। এখানে পল্লিজননীর সন্তান হারানোর শঙ্কা তুলে ধরা হয়েছে। পুত্রের রোগশয্যার পাশে নিবু নিবু প্রদীপ, চারদিকে বুনো মশার ভিড়, ডোবার পচাপাতার গন্ধ, ঠান্ডা হাওয়া পল্লিজননীর অসুস্থ পুত্রের ঘুম কেড়ে নেয়। মা রুগ্‌ণ সন্তানকে বুকের সমস্ত স্নেহ দিয়ে ঘুম পাড়াতে চান। ছেলের সুস্থতার জন্য মানত করেন। আল্লাহ্, রসুল, পিরের কাছে প্রার্থনা করেন অশ্রুসিক্ত নয়নে।

উদ্দীপকে মা ও সন্তানের অকৃত্রিম ভালোবাসা ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের কবি তাঁর মায়ের মুখ দেখে সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যান। মায়ের কোলে শুয়ে তিনি পরম শান্তি পান। কবির মা কবিকে অনেক আদর-স্নেহ করেন। স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে কবির বুকটি ভরিয়ে রাখেন।

'পল্লিজননী' কবিতায় দেখা যায়, পল্লিমাতা অত্যন্ত দরিদ্র বলে সন্তানের অসুস্থতায় তিনি কোনো ওষুধ-পথ্য জোগাড় করতে পারেননি। সন্তান সুস্থ থাকাবস্থায়ও তার আবদার রক্ষা করতে পারেননি। অসুস্থ ছেলের শিয়রে বসে পল্লিজননী বাঁশবনে কানাকুয়োর ডাক, বাদুড়ের পাখা ঝাপটানি, জোনাকির ক্ষীণ আলোয় কাফনের কাপড়ের মতো শুভ্র কুয়াশা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করে অশুভের ইঙ্গিত মনে করেন। উদ্দীপকে এসব বিষয়ের উল্লেখ নেই। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপকে 'পল্লিজননী' কবিতার সব দিক ফুটে উঠেনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৭ রাতের আঁধারে রূপপুর গ্রামে অতর্কিতে হামলা শুরু করে পাক হানাদার বাহিনী। বাজারের দোকান পাট, ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয় তারা। নির্বিচারে গুলি চালায় নিরীহ মানুষের ওপর। এক মায়ের হাহাকার থামতে না থামতেই আরেক মায়ের বুক খালি হয়ে যায়। এক পিতার হাত থেকে কবরের কাঁচামাটি ঝরে পড়তে না পড়তেই শূন্য হয় আরেক পিতার বুক। আতঙ্কে জীবন বাঁচানোর জন্য পালানোর চেস্টা করে কেউ কেউ। সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় গ্রামবাসীকে।

ক. জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক কীসের মতো চিৎকার করল? ১

খ. 'তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম'– চরণটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার খণ্ডচিত্র মাত্র"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক দানবের মতো চিৎকার করল।

খ আলোচ্য চরণটিতে বহু ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সমগ্র বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। তাই তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। কিন্তু তাতেও বাঙালিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

উত্তরের মূলকথা : আলোচ্য চরণটিতে বহু ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের নানা দিক বর্ণিত হয়েছে। পাকবাহিনী এদেশের মানুষের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। জ্বালিয়ে দেয় ঘরবাড়ি। ফলে দেশের মুক্তির লক্ষ্যে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে অপশক্তির নির্মমতার চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে হামলা করে। তাদের নির্যাতনে গ্রামে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মুহূর্তেই। 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায়ও পাকবাহিনীর বর্বরতার চিত্র বর্ণনা করেছেন কবি। স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য হরিদাসীকে বিধবা হতে হয়। সর্বস্ব হারাতে হয় সাকিনা বিবিকে। জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক নিয়ে হানাদার বাহিনী শহরে ঢোকে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। কবিতায় বর্ণিত নির্যাতনের এই বিশেষ চিত্রটি উদ্দীপকেও সমানভাবে লক্ষ করা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকটি 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, 'হে স্বাধীনতা' কবিতার খণ্ডচিত্র মাত্র।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় মুক্তিযুদ্ধকালীন নানা দিক ফুটে উঠেছে। বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য বহু দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়েছে। ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন হারাতে হয়েছে। বহু নৃশংস অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

উদ্দীপকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তারা এদেশের মানুষের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। শহরে-গ্রামে ঢুকে তারা গণহত্যা চালায়। গ্রামের ঘরবাড়ি, দোকানপাট পুড়িয়ে দেয়। তারা সর্বত্রই তাণ্ডব লীলা চালায়।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় কবি স্বাধীনতা লাভের স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। এর মাঝে হানাদার বাহিনীর বর্বরতা, মুক্তিযুদ্ধে নারীদের আত্মত্যাগ, মুক্তিযোদ্ধাদের দৃঢ়তা এবং স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু শত্রুর অত্যাচারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শত্রুর অত্যাচারের বর্ণনা যেমন কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রতিরোধের চিত্রও আছে। কবিতার এই ব্যাপক বিষয় উদ্দীপকটিতে অনুপস্থিত। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটিতে আলোচ্য কবিতার সমগ্র ভাব ফুটে না ওঠায় উদ্দীপকটিকে আলোচ্য কবিতার খণ্ডচিত্র বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৮ এ পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির আমাদের
দিয়া প্রহারেন ধনঞ্জয়
তাড়াবো আমরা করি না ভয়
যত পরদেশি দস্যু ডাকাত
রামাদের গামাদের।

ক. কার নির্দেশনায় বুধা মিলিটারি ক্যাম্পে মাইন পুঁতে রেখেছিল? ১

খ. 'তোকে দেখেই বুঝতে পারছি দেশটা স্বাধীন হবে'– মিঠুর একথা বলার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত 'রামা গামা' 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কাদেরকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত চেতনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চেতনার অনুরূপ"– মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাহাবুদ্দিনের নির্দেশনায় বুধা মিলিটারি ক্যাম্পে মাইন পুঁতে রেখেছিল।

খ বুধার দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও প্রতিশোধস্পৃহা দেখে মিঠু কথাটি বলেছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী বুধা রাজাকার আহাদ মুন্সির ঘরে আগুন দেওয়ার পর আলি ও মিঠু তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। বুধাকে তারা বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তুই আমাদের শক্তি। এখন আমাদের সামনে অনেক কাজ। আমরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছি। সময়মতো আসব।' বুধা তখন তাদের বলে, আমি তোমাদের জন্য তৈরি থাকব। যখনই আসবে দেখবে আমি রেডি। তখন মিঠু বলে, শাবাশ। তোকে দেখেই বুঝতে পারছি যে দেশটা স্বাধীন হবে।

উত্তরের মূলকথা : বুধার দেশের স্বাধীনতার চেতনা দেখে মিঠু প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'রামা গামা' 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে নির্দেশ করে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে প্রতিফলিত পাকিস্তানি সেনাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামী চেতনা ফুটে উঠেছে। উপন্যাসে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা বুধা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে কেরোসিন নিয়ে রাজাকার ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শাহাবুদ্দিনের পরামর্শ অনুযায়ী বাংকারে মাইন পুঁতে রেখে মিলিটারি ক্যাম্প উড়িয়ে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশ থেকে শত্রুদের তাড়ানোর জন্য যে সংগ্রাম করেছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের দস্যু, ডাকাত, রামা, গামা অর্থাৎ স্বাধীনতার শত্রুদের তাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনারা এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর নির্মম নির্যাতন করে এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা এদেশের মানুষের মন থেকে স্বাধীনতার স্বপ্নকে চিরতরে মুছে দিতে চায়। বাঙালি সেই পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং তাদের অন্যায়ের সমুচিত জবাব দিতে সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত 'রামা গামা' 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে নির্দেশ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে উল্লিখিত 'রামা গামা' 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে নির্দেশ করে।

ঘ "উদ্দীপকে প্রতিফলিত চেতনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চেতনার অনুরূপ।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের সাহসী সন্তানরা শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। শত্রুকে তারা নানাভাবে ঘায়েল করেছে। তাদের গেরিলা আক্রমণ শেষে শত্রুরা পরাজিত হয়ে এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। নিজেদের জীবনও তারা উৎসর্গ করেছে। আমরা তাদের কাছে ঋণী।

উদ্দীপকে এ দেশের রামা, গামা দস্যুরূপী শত্রুদের তাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এ দেশের সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে অতি শক্তিধর যোদ্ধাকেও পরাজিত করে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সেই চেতনাই উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে নির্ভয়ে যুদ্ধ করে শত্রুকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে বাঙালিদের অবদানের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দীপকের এ তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে শাহাবুদ্দিন, আলি, মিঠু ও বুধা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শাহাবুদ্দিনের পরিকল্পনা অনুসারে বুধা গোপনে বাংকারে মাইন পুঁতে পাকিস্তানি মিলিটারিদের ক্যাম্প উড়িয়ে দিয়েছে। এখানে পাকিস্তানিদের সহযোগী রাজাকারদের বিরুদ্ধেও মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের এসব কাজে সঠিকভাবে সহযোগিতা করেছে বুধা। বুধা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এসব কাজে অংশগ্রহণ করেছে। এ দিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে প্রতিফলিত চেতনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চেতনার অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ১৯৭১ সালে সাজিদ ছিলেন কলেজ ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে যোগ দেন বন্ধুদের সাথে। যুদ্ধ শেষে তাঁর বন্ধুরা ফিরে আসলেও সাজিদ যুদ্ধে শহিদ হন। এখনো সাজিদের বন্ধুদের দেখলে সাজিদের মা কান্না চেপে রাখতে পারেন না।

ক. বুধার মা-বাবা কোন রোগে মারা যায়? ১
খ. 'ঘুঘু দেখেছো; কিন্তু ফাঁদ দেখোনি চাঁদ'। উক্তিটি কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাজিদের মায়ের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সাজিদের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কারণে আজ আমরা স্বাধীন'— মন্তব্যটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুধার মা-বাবা কলেরায় মারা যায়।

খ পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী এবং রাজাকার ও শান্তি কমিটির অত্যাচার সম্পর্কে ধারণা দিতে বুধার উদ্দেশ্যে কথাটি বলা হয়েছে।
পাগল স্বভাবের বুধা গুপ্তচর হয়ে পাকিস্তানি মিলিটারি ক্যাম্পে গিয়ে আহাদ মুন্সির সামনে পড়ে। তখন সে তার অদ্ভুত আচরণগুলো করতে থাকে। কিন্তু রাজাকারদের মনে তার সম্পর্কে কোনো সহানুভূতির পরিবর্তে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাকে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে সাজা দিতে গিয়ে রাজাকাররা আলোচ্য উক্তিটি করেছে।
উত্তরের মূলকথা : পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী এবং রাজাকার ও শান্তি কমিটির অত্যাচার সম্পর্কে ধারণা দিতে বুধার উদ্দেশ্যে কথাটি বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের সাজিদের মায়ের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের শহিদ মধুর মায়ের চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।
'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মধু পাকবাহিনীর হাতে শহিদ হয়েছে। তার ভাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। একটিমাত্র বোন সেও শ্বশুরবাড়িতে। সন্তান হারানোর বেদনায় মধুর মা গভীরভাবে দুঃখভারাক্রান্ত। এমন পরিস্থিতিতে বুধাকে দেখে তিনি সন্তান হারানোর ব্যথা কিছুটা ভুলে থাকতে চান। বুধাকে তিনি তৃপ্তি করে খাওয়ান, চোখে চোখে রাখতে চান; যা সন্তানপ্রীতির গভীর পরিচয় বহন করে।
উদ্দীপকের সাজিদ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। দেশ স্বাধীন হয়। বন্ধুরা সবাই ফিরে এলেও সাজিদ আর ফিরে আসেনি। সাজিদের মা এখনো সাজিদের বন্ধুদের দেখলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মধুর মায়ের মতো সাজিদের মাও সাজিদের বন্ধুদের দেখলে কান্না চেপে রাখতে পারে না। সন্তান হারানোর বেদনা এবং বাৎসল্যের দিকটি উদ্দীপকের সাজিদের মা এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মধুর মায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাজিদের মায়ের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের শহিদ মধুর মায়ের চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'সাজিদের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কারণে আজ আমরা স্বাধীন।'— মন্তব্যটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আলোকে যথার্থ।
'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা বয়সে কিশোর হলেও একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা, অকুতোভয় দেশপ্রেমিক। তার কোনো ভয়-ডর নেই। সে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। হানাদার বাহিনীর বাংকারে মাইন পুঁতে রেখে ক্যাম্প গুড়িয়ে দেয়। বুধার মতো দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের কারণেই আজ দেশ স্বাধীন।
উদ্দীপকের সাজিদ ও তার বন্ধুরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। দেশকে স্বাধীন করার জন্য তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করে। যুদ্ধ শেষে সাজিদের বন্ধুরা বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু সাজিদ দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের জন্য 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে আত্মত্যাগের চিত্র পাওয়া যায়, উদ্দীপকেও তা পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায় যে, 'সাজিদের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কারণে আজ আমরা স্বাধীন'।— 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আলোকে ঐ পথের স্বরূপ এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
উত্তরের মূলকথা : সাজিদের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কারণে আজ আমরা স্বাধীন।

প্রশ্ন ▶ ১০ দিনমজুর ওসমানের বড়ো মেয়ে রাহেলা দশম শ্রেণিতে পড়ছে। দেখতে বেশ সুন্দরী হওয়ায় গ্রামের মাতব্বর হাসমত মোল্লার দুবাই প্রবাসী মাঝবয়সি ছেলে আজমতের সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব আসে। রাহেলার মতের বিরুদ্ধে তার বাবা বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলেন। নিরুপায় হয়ে রাহেলা তার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়। প্রধান শিক্ষক তৎক্ষণাৎ প্রশাসনের সহায়তায় এই বিয়ে বন্ধের ব্যবস্থা করেন।

ক. নাটকের প্রাণ কী? ১
খ. হাতেম আলি তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে চাননি কেন? ২
গ. উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের রাহেলা যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি'— মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাটকের প্রাণ হচ্ছে সংলাপ।

খ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বলেই হাতেম আলি আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাহেরাকে পির সাহেবের হাতে তুলে দিতে চাননি।
জমিদারি রক্ষার জন্য হাতেম আলি তাহেরাকে পিরের হাতে সমর্পণ করতে হবে। কিন্তু কোনো হীন কাজ করে জমিদারি রক্ষা করার মতো নীচ ব্যক্তি তিনি নন। তাই শুধু নিজের স্বার্থের জন্য হাতেম আলি তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে রাজি হননি।
উত্তরের মূলকথা : নীতিবিবর্জিত কাজ ভেবে হাতেম আলি তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে চাননি।

গ উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির প্রতিনিধিত্ব করেন।
'বহিপীর' নাটকের একটি আত্মসচেতনমূলক চরিত্র হলো হাশেম আলি। তার মধ্যে সচেতনতা ও রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মনে প্রতিবাদী চেতনা রয়েছে। কারণ পুরো বজরার মানুষ যখন তাহেরার বিপক্ষে চলে যায় তখন হাশেম আলি তাহেরার পক্ষ নেয়। বৃদ্ধ পির তাহেরাকে অধিকার করতে চাইলে হাশেমই তাহেরাকে নিয়ে নতুন জীবনের সন্ধানে বের হয়। প্রতিবাদী চেতনার অধিকারী হওয়ায় হাশেম আলি তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে বৃদ্ধ পিরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করার দুঃসাহস দেখাতে সক্ষম হয়।

উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন। কারণ তার ছাত্রী রাহেলাকে তিনি বাল্য বিয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। রাহেলার বাবা জোরপূর্বক দুবাই প্রবাসী মাঝবয়সী লোকের সাথে রাহেলার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। নিরুপায় হয়ে রাহেলা প্রধান শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়। প্রধান শিক্ষক রাহেলার অসম বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির প্রতিনিধিত্ব করেন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির প্রতিনিধিত্ব করেন।

ঘ উদ্দীপকের রাহেলা যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি'– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক মননের অধিকারী নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জনপ্রিয় একটি নাটক 'বহিপীর'। এ নাটকে বর্ণিত হয়েছে যে, বহিপীরকে বিয়ে করতে চায় না বলে তাহেরা ঘর থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে একই বজরায় বহিপীরের অবস্থান জানতে পারলে বহিপীরকে বিয়ে না করার মরণপণ প্রতিজ্ঞার কথা জানায়। নাটকের শেষ পর্যায়ে বহিপীরের কবল থেকে মুক্তি দিতে তাহেরাকে নিয়ে পালিয়ে যায় জমিদারপুত্র হাশেম আলি।

উদ্দীপকের দশম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী রাহেলা বিয়ে না করে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে চায়। এ কথা প্রধান শিক্ষককে জানালে তিনি প্রশাসনের সহায়তায় তার বিয়ে বন্ধ করে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। ফলে রাহেলা অসম বিয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। উদ্দীপকের রাহেলা বিয়ে বন্ধ করতে উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করে।

'বহিপীর' নাটকে বহিপীরকে বিয়ে না করতে চাচাতো ভাইকে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় তাহেরা। কিন্তু ঘটনাক্রমে একই বজরায় তাহেরা ও বহিপীর আশ্রয় নেয়। নাটকের শেষে হাশেম আলি তাকে পালিয়ে নিয়ে গিয়ে বহিপীরের হাত থেকে মুক্তি দেয়। তাহেরা ও উদ্দীপকের রাহেলা উভয়েই প্রতিবাদী চেতনার কারণে অসম বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকের রাহেলা যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রাহেলাকে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১১ বছর কয়েক আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে সড়ক ঘেঁষে মনুফকির নামে এক ওঝা আস্তানা গাঁড়ে। কিছুদিনের মধ্যে তার আস্তানায় সাধারণ মানুষের আনাগোনা বেড়ে যায়। সরলমনা মানুষের টাকা-পয়সা ও উপহার সামগ্রী পেয়ে অল্পদিনেই মনুফকির অঢেল সম্পদের মালিক বনে যায়। অল্পদিনের মধ্যে উক্ত ওঝার আস্তানাকে কেন্দ্র করে একটি সুযোগ সন্ধানী চক্র গড়ে উঠে। ফলে এলাকায় অপরাধ প্রবণতা ও কুসংস্কার বাড়তে থাকে।

ক. বহিপীরের সহকারীর নাম কী? ১
খ. 'দুনিয়াটা সত্যি কঠিন পরীক্ষাকেন্দ্র'– বহিপীর কেন একথা বলেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরলমনা মানুষ 'বহিপীর' নাটকের কার বা কাদের প্রতিনিধিত্ব করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মনুফকিরকে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের যথার্থ প্রতিনিধি বলা যায় কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীরের সহকারীর নাম হকিকুল্লাহ।

খ জমিদার হাতেম আলির জমিদারি হারানো ও বিয়ের আসর থেকে বউ পালিয়ে যাওয়ার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহিপীর প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

হাতেম আলি নিশ্চিত ছিল তার জমিদারি হারানোর ব্যাপারে। বহিপীরের কাছে সে প্রথমে গোপন করলেও পরে সত্যি কথা বলে। বহিপীরও তার দুরবস্থার কথা হাতেম আলির কাছে স্বীকার করে। দুজনেই যখন বিপর্যস্থ অবস্থার সম্মুখীন তখন পির হাতেম আলিকে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে বলেন। কেননা তার বিশ্বাস দুনিয়াটা এক মস্ত বড়ো পরীক্ষাক্ষেত্র আর আল্লাহ তাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন।

উত্তরের মূলকথা : জমিদার হাতেম আলির জমিদারি হারানো ও বিয়ের আসর থেকে বউ পালিয়ে যাওয়ার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহিপীর প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সরলমনা মানুষ 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

'বহিপীর' নাটকে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুসলমান সমাজে জেঁকে বসা পিরপ্রথা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দিকটি বর্ণিত হয়েছে। এ নাটকে খোদেজা চরিত্রটি একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন চরিত্র। তিনি তাহেরাকে পিরের কাছে ফিরে যেতে বলেন। কারণ তিনি মনে করেন, পিরের স্ত্রী হওয়া সৌভাগ্যজনক এবং পিরের কথায় অবাধ্য হলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এজন্য পুত্র হাশেমকেও পিরের বিরোধিতা করতে নিষেধ করেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের সড়ক ঘেঁষে মনুফকির নামে একজন ওঝা আস্তানা গেঁড়েছে। ওখানে সাধারণ মানুষের আনাগোনা বেড়ে যায়। সরলমনা মানুষেরা টাকা, পয়সা, উপহার সামগ্রী দিয়ে মনুফকিরকে অঢেল সম্পত্তির মালিক করে তোলে। উক্ত আস্তানাকে কেন্দ্র করে সুযোগ সন্ধানী চক্র গড়ে ওঠে এবং এলাকায় অপরাধ প্রবণতা ও কুসংস্কার বেড়ে যায়। উদ্দীপকের সাধারণ সরলমনা মানুষের অন্ধবিশ্বাস এবং 'বহিপীর' নাটকের খোদেজার পির সম্পর্কে বিশ্বাস যেন একই সূত্রে গ্রন্থিত। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সরলমনা মানুষ 'বহিপীর' নাটকের খোদেজার প্রতিনিধিত্ব করেন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাধারণ সরলমনা মানুষের অন্ধবিশ্বাস এবং 'বহিপীর' নাটকের খোদেজার পির সম্পর্কে বিশ্বাস যেন একই সূত্রে গ্রন্থিত।

ঘ উদ্দীপকের মনুফকিরকে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের যথার্থ প্রতিনিধি বলা যায় না।

গ্রামাঞ্চলের অনেক মানুষই অল্পশিক্ষিত, ধর্মান্ধ ও অজ্ঞ। কুসংস্কার তাদের মজ্জায় মিশে আছে। কিছু ধর্মব্যবসায়ী সরলপ্রাণ মানুষের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হয়। ফলে সহজ-সরল গ্রামবাসী এই প্রতারণার শিকার হয় বেশি।

উদ্দীপকে বর্ণিত মনুফকির নামে এক ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী সরলমনা মানুষের টাকা-পয়সা ও উপহার সামগ্রী নিয়ে অঢেল সম্পদের মালিক বনে যায়। সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে মনুফকিরের আস্তানাকে কেন্দ্র করে কিছু অসাধু সুযোগ সন্ধানী চক্র গড়ে ওঠে। ফলে এলাকায় অপরাধ প্রবণতা ও কুসংস্কার বেড়ে যায়।

'বহিপীর' নাটকের পির ধর্মকে ব্যবহার করে জীবিকানির্বাহ করে। জৈবিক চাহিদা পূরণ করতেও ধর্মকে কাজে লাগায়। কিন্তু তার মধ্যে একটি মানবিক গুণও লক্ষ করা যায়। সে শেষ পর্যন্ত জমিদারকে বিনা শর্তে সাহায্য করে এবং তাহেরা হাশেমের সঙ্গে চলে যাওয়াকে মেনে নিয়ে যুগ সচেতনতার পরিচয় দেয়। কিন্তু উদ্দীপকের মনুফকিরের মধ্যে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মনুফকিরকে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের যথার্থ প্রতিনিধি বলা যায় না।

উত্তরের মূলকথা : মানবিক গুণাবলির দিক দিয়ে উদ্দীপকের মনুফকিরকে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের যথার্থ প্রতিনিধি বলা যায় না।